(The Artamonovs)

রচনা ঃ

ম্যাক্সিম গোর্কি

অনুবাদ ঃ

সুনীল কুমার দত্ত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৫২

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন,
কলিকাতা ৬

ব্লক নির্মাতা ঃ
শ্রীবীরাজ মোহন সেনগুপ্ত
ন্যাশন্যাল হাফটোন কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

দাম ঃ
ছ'টাকা।

মনুষ্যত্বের অধিকারী ও

কবি

রমাঁ রলাঁ-কে

অনুবাদকের উৎসর্গ ঃ

ঋষি দাস

বন্ধুবরেষু—

ভূমিকা

'ভাঙন' ম্যাক্‌সিম গোর্কির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'The Artamonovs'-এর অনুবাদ। উপন্যাসখানির রচনাকাল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রাশিয়ার কৃষক-আন্দোলন ব্যাপকতর ও তীব্রতর হতে থাকে। ফলে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-শে ফেব্রুয়ারির আইন অনুসারে জার দ্বিতীয় আলেক্সাণ্ডারের আমলে ভূমিদাস-প্রথার অবসান ঘটে। বিশেষ কারণে এই আইনটি প্রগতির সাক্ষ্য দেয়। এই আইনের ফলে রাশিয়ার ইতিহাসে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। একদিকে রাশিয়া যেমন বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের দিকে এক পা এগুলো, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভাঙতে ভাঙতে রাশিয়ায় শিল্প ও ধনিকতন্ত্রেরও তেমনি দ্রুত প্রসার সুরু হল।

কিন্তু বলা বাহুল্য, এই আইনটিকে কৃষকরা চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করেন নি, কারণ এই আইনের পরিচালন-ভার যাদের উপর ন্যস্ত ছিল তারাই এতদিন কৃষকদের সর্বপ্রকার দাসত্বে বেঁধে রেখেছিল। এটা সত্য যে, এর আগে কৃষকদের দেহটুকু পর্যন্ত বাঁধা থাকত প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের কাছে এবং এই আইনের ফলে কৃষকরা সেই দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেলেন ; কিন্তু অন্য এক ধরণের দাসত্ব তাঁদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। সেটা হল নির্মম অর্থনৈতিক দাসত্ব। ফলে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যেই দু'হাজারেরও বেশি কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে।

অন্যদিকে শিল্প ও ধনিকতন্ত্রের দ্রুত প্রসারের সংগে সংগে ধনিকশ্রেণীও নির্বিচারে এবং নিষ্ঠুরভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে চলল। শ্রমের তুলনায় শ্রমিকদের পারিশ্রমিক ছিল অতি নগণ্য। কারখানার নোংরা বস্তিতে তাঁদের থাকতে বাধ্য করা হত।

কিন্তু শত অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও কৃষক, ও শ্রমিকশ্রেণী আত্মসর্বস্ব ধনিকগোষ্ঠীর পাঁজরে আঘাত হানতে হানতে, নানা সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলতে থাকেন ; এবং একদিন রাশিয়ার আকাশে সত্যিই দেখা দেয় নতুন ভোরের আলো ; প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

'The Artamonovs' এই বিশাল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার স্বচ্ছ দর্পণ। এই উপন্যাসে আর্তামোনোভ-বংশ-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন দেখানো হয়েছে সামন্ততন্ত্রের ক্রম-অবলুপ্তি এবং ধনিকতন্ত্রের উত্থান ও পতন, অন্যদিকে দেখানো হয়েছে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী বিজয়-অভিযান। কি বস্তুনিষ্ঠায় কি ঐতিহাসিক বিবেকে, কি চরিত্রচিত্রণে কি কথকতায়, 'The Artamonovs' উপন্যাসখানি অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, 'The Artamonovs' সারা দুনিয়ার সংগ্রামী ও মেহনতী জনসাধারণের এক সার্থকতম হাতিয়ার এবং পচনশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকশ্রেণীর এক ভীতিপ্রদ দুঃস্বপ্ন। বলা বাহুল্য আমাদের দেশে এই উপন্যাসখানির গুরুত্ব অসীম।

'ভাঙন' প্রকাশ করার জন্যে ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন নিশ্চয়ই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রচ্ছদ-পটের জন্য শিল্পীবন্ধু শ্রী দেবকুমার রায় চৌধুরীকেও আমার ধন্যবাদ জানিয়ে রাখলাম।

ছাপার ভুল-ত্রুটি কিছু কিছু থেকে গেল। সেজন্য পাঠকপাঠিকাদের মার্জনা-ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সর্বশেষে বলি, অনুবাদখানি যতদূর সম্ভব মূলানুগ করবার চেষ্টা করেছি। কতদূর কৃতকার্য হয়েছি তার বিচার করবেন পাঠকপাঠিকারাই।

কলিকাতা। সুনীল কুমার দত্ত

প্রথম অধ্যায়

প্রায় দু'বছর হল ভূমিদাস-প্রথার অবসান ঘটেছে।

ঈশ্বরের রূপপরিবর্তনের পবিত্র দিনে, সেন্ট-নিকোলা গির্জার প্রার্থনাসভায় একজন অচেনা মানুষকে দেখা গেল। অভদ্রভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে আগন্তুকটি ত্রিওমোভ সহরের প্রিয়তম দেবমূর্তিগুলির সামনে সাজিয়ে চলেছিল ঝলমলে প্রদীপ। লোকটি শক্তিমান, আজানুলম্বিত তার বাহু, প্রকাণ্ড তার নাক, তার বিশাল কুঞ্চিত দাড়িটি অগুণ্তি পাকাচুলে ভর্তি, মাথায় তার একমাথা কাল্‌চে চুল—জিপ্‌সিদের মত কোঁকড়ানো, আর ঝোপের মত তার একজোড়া ভ্রূর ফাঁকে-ফাঁকে নীল-ধূসর দুটি চোখে বলিষ্ঠ দৃষ্টি।

সহরের সবচেয়ে মানী লোকদের সংগে একই সারিতে লোকটি এগিয়ে গেল ক্রুশের দিকে। তার এই আচরণে খুশি হল না কেউই। তাই প্রার্থনাশেষে ত্রিওমোভের বিশিষ্ট বাসিন্দাদের মধ্যে আগন্তুকটিকে নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনার সৃষ্টি হল। কেউ বলল "লোকটা খুবসম্ভব ঘর-পালা পশুর ব্যাপারী"; কেউ বলল, "কে জানে, দেখে মনে হচ্ছে নায়েব-গোমস্তা গোছের কিছু একটা হবে।" সহরের মেয়র ইয়েভসেই বাইমাকোভ একটু কেশে বলল ধীরভাবে: "না হে না, লোকটা হয় ক্ষেতমজুর ছিল, আর নয় তো শিকারী, কে জানে বাপু কি! তবে এমনও হতে পারে, বড়বাবুদের ফুর্তির জিম্মেদার।" বাইমাকোভ মানুষটি শান্তিপ্রিয়, স্বাস্থ্য তার খারাপ, তবে মনটা ভাল।

কিন্তু কাপড়ের কারবারী পোমিয়ালোভ তার স্বভাবসুলভ ব্যংগের সুরে বলল, "বলি, লোকটার থাবাগুলোর দিকে দেখেছ কি একবারও? হাত তো নয়, যেন লোহার ডাণ্ডা। তারপর বাছাধনের চলনখানাই বা কি,

যেন ওরই সম্মানে গির্জের ঘণ্টাগুলো ঢংঢং করে বাজছে।" পোমিয়ালোভের ডাকনাম ছিল "বিপত্নীক আরসোলা"। তার সারা মুখে বসন্তের দাগ। লোকটা যেমন ইন্দ্রিয়াসক্ত তেমনি ঘোড়েল। উপরন্তু, পরনিন্দাচর্চায় তার জিভের ধার ছিল অসাধারণ।

এদিকে আগন্তুকটি পকেটে হাত গুঁজে কনুইদুটো দেহের দুই প্রান্তে চেপে দিয়ে এমনভাবে হেঁটে চলেছিল যেন গোটা অঞ্চলটায় তারই জমিদারি। গায়ে ভাল কাপড়ের নীল ওভারকোট, পায়ে রাশিয়ান চামড়ার মানানসই একজোড়া বুটজুতো। লোকটির হাবভাবে চালচলনে কোথাও যেন একটা রহস্যের সংকেত ছিল। রহস্যময় আগন্তুকটির খুঁটিনাটি-ইতিহাস আবিষ্কারের ভার ইয়েরমানস্কায়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, ঘণ্টা বাজার সংগে সংগে সহরবাসীরা যে যার খেতে চলে গেল। ছুটির খাওয়া। যাবার আগে পোমিয়ালোভ তার ফলের বাগানে সান্ধ্য চায়ের আসরে ওদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ত্রিওমোভের অপরাপর বাসিন্দারা অচেনা মানুষটিকে দেখতে পেল নদীর ওপারে—রাৎস্কিরাজদের সম্পত্তিভুক্ত "গাভীর জিহ্বা" নামক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের ওপর। প্রশস্ত ও মিতপদক্ষেপে বিস্তীর্ণ বালুকাময় পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিল সে, উইলোঝোপের ভিতর দিয়ে। ভ্রূ-বরাবর একখানা হাত উল্টনো নৌকোর মত ধরে আগন্তুকটি ফিরে দেখল সহরের দিকে, ওকা এবং ওকার আঁকাবাঁকা উপনদী—জলাময় ভাতারাকৃশা অভিমুখে। ত্রিওমোভের বাসিন্দারা ছিল সাবধানী। এই রহস্যময় মানুষটি কে এবং সেখানে তার আগমনই বা কোন্ মতলবে, এসম্বন্ধে ওদের কৌতূহল হল প্রচুর, কিন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে তাকে সেকথাটা জিজ্ঞাসা না করে সুযোগের অপেক্ষায় রইল ওরা। শেষে স্থির করা হল চৌকিদার মাশ্কা ফুগাকেই পাঠান হবে আগন্তুকটির কাছে। ফুগা মাতাল, শুধু তাই নয়, সারা সহরের ভাঁড়। মেয়েরা উপস্থিত থাকা সত্বেও সবায়ের সামনে ফুগা নির্লজ্জভাবে পাজামাটা খুলে ফেলল এবং তোবড়ানো টুপিটা যেমন-কে-তেমন মাথায় রেখে ভাতারাকৃশার মধ্যে দিয়ে

ভসভস করে এগিয়ে গেল। মদের পিপের মত বিরাট ভুঁড়িটাকে ঠেলে [illegible] করে, রাজহাঁসের হাস্যকর ভংগিতে টলতে টলতে চলল স্তপা। এগিয়ে গেলেও কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল ওর। ভয়টা ঢাকবার জন্যে প্রায় চীৎকার করে আগন্তুকটিকে প্রশ্ন করল স্তপা: "তুমি কে হে?"

আগন্তুকের উত্তরটা শোনা গেল না, কিন্তু স্তপা একটু পরেই তার মুরুব্বিদের কাছে ফিরে এসে বলল, "বেটা বলল কি জান? বলল, আমার লজ্জাশরম আমি কোথায় খুইয়েছি! বাপরে বাপ, কী চোখের চাউনি, যেন ডাকাত।"

সেই সন্ধ্যায় পোমিয়ালোভের ফলের বাগানে আসর বসল। গল্পগুজ ইয়েরদানস্কায়া সাংঘাতিকভাবে চোখ পাকিয়ে সহরের সবচেয়ে গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের বলল:

"লোকটার নাম ইলিয়া, পদবী আর্তামোনোভ। ও না কি ওর কারবারের জন্যে এখানে ঘাঁটি গাড়তে চায়, কিন্তু কিসের যে ছাই কারবার তা বাপু বুঝতে পারলুম না। এসেছে ভোরোগোরোদের রাস্তা দিয়ে, আবার বেলা তিনটের কিছু পরে ফিরেও গেছে ওই রাস্তা দিয়ে। মোদ্দা যা শুনলুম তা ওই।" সারা সহরে "বহুদর্শিনী স্ত্রীলোক" বলে ইয়েরদানস্কায়ার খ্যাতি ছিল। পেশা, বিস্কুট তৈরী। সে না কি হাত গুণতেও ছিল ওস্তাদ।

ইয়েরদানস্কায়া খবরটুকু দিয়ে ত খালাস। কিন্তু আগন্তুকটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা গেল না। সহরবাসীদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অপ্রীতিকর ঠেকল—ঠিক যেন নিঝুম রাত্রে জানলায় একটা টোকা পড়ল, পড়েই মিলিয়ে গেল, আর শব্দহীন কোন সতর্কবাণী যেন সংকেত দিয়ে গেল আগামী দুর্দিনের। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল।

তারপর কম বেশি তিনটি সপ্তাহ কেটে গেছে। সেই ঘটনার [illegible]

স্মৃতিই সহরবাসীদের মন থেকে প্রায় বিলুপ্ত। এমন সময় একদিন ধূমকেতুর মত হাজির হল আর্তামোনোভ, তার তিনটি ছেলেকে সংগে নিয়ে বাইমাকোভের কাছে এবং সরাসরি বলে বসল :

"কেমন আছেন ইয়েভসেই মিত্রিচ্? জনকতক নতুন লোককে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। এদের আপনার জিম্মা করে দিতে চাই। মানী লোক আপনি, দয়া করে একটা ব্যবস্থা করুন যাতে এখানেই থিতু হতে পারি। জীবনটাকে এবার ভাল করে গুছিয়ে নেওয়া দরকার।"

আর্তামোনোভ খুব সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল আগে রাত্তি নদীর ধারে কুর্স্কে রাৎস্কিরাজদের সে ছিল গোলাম। রাজকুমার জর্জির হুকুম তামিল করা ছিল তার কাজ। একদিন ভূমিদাস-প্রথার অবসান ঘটল। সেও গোলামিতে দিল ইস্তফা। হাতে একটা মোটা টাকা এসে পড়ায় বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষণে; ইচ্ছাটা, নিজের চেষ্টায় তিসিস্তোর কাপড়চোপড়ের একটা কারখানা ফেঁদে বসবে। স্ত্রী নেই। তার বড় ছেলেটির নান পিওত্র্, কুঁজো ছেলেটার নাম নিকিতা এবং সবার ছোট পোষ্য ভাগনেটির নাম আলিওশা। সব শুনে বাইমাকোভ চিন্তিতভাবে বলল :

"কিন্তু আমাদের চাষারা তো তিসির চাষ বেশি করে না।"

"তাতে কি হয়েছে? চাপ পড়লেই বাপ বলবে, তিসি বোনা তো কোন ছার।"

আর্তামোনোভের গলার আওয়াজটা মোটা এবং রুক্ষ, ঢাকের বাদ্যির মত। বাইমাকোভের সারা জীবনটা মিহি চালে এবং মিহি গলাতেই কেটে গেল। ও কথা বলে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে। ভাবখানা যেন, চলনে বলনে একটু উগ্র হলেই কোন ভয়ংকর দানব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ওকে ভেংচি কাটবে। করুণাভরা বিষণ্ণ-বেগ্নে চোখদুটি পিটপিট্ করতে করতে ও তাকাল আর্তামোনোভের ছেলেতিনটির দিকে। তারা এতক্ষণ ধরে দরজার ধারে পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল।

ছেলেতিনটি কেউ কারু মত দেখতে নয়। বড়টির বক্ষ বিশাল, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, খুদে খুদে চোখদুটি ভালুকের মত। বাবার চেহারাটার সংগে ওর মিল যথেষ্ট; নিকিতার চোখদুটি মেয়েদের মত টানাটানা, ভাসাভাসা—ওর নীল শার্টের মতই নীল। আলেক্সেই-এর চুল কোঁকড়ানো, গালদুটিতে গোলাপের আভা, গায়ের চামড়া ধবধবে সাদা এবং সারা মুখখানিতে অকপট প্রফুল্লতা।

বাইমাকোভ জিজ্ঞাসা করল: "একটিকে ফৌজে দেবার মতলব আছে, না?"

"না! ওদের আমি আমার কাজেই লাগাব। ওদের কাউকে যাতে ফৌজে যেতে না হয় তার বন্দোবস্তও করে রেখেছি," বলে আর্তামোনোভ হাতের ইসারায় ছেলেদের সেখান থেকে চলে যেতে আদেশ করল। বয়স অনুসারে একের পর এক ধীরভাবে ওরা চলে যেতেই, আর্তামোনোভ বাইমাকোভের হাঁটুর ওপর ভারি হাতখানা রেখে বলল:

"ইয়েভসেই মিত্রিচ্, আমি বাজে কথার লোক নই। এসেছি যখন, একটা সম্বন্ধ পাকা করে যাব। আমার বড়ছেলের সংগে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই।"

বাইমাকোভ ঘাবড়ে যায়। লোকটা বলে কি? আসন থেকে লাফিয়ে উঠে হাত নাড়তে নাড়তে বলতে থাকে: "থামুন থামুন, ওপরে আজও ঈশ্বর আছেন। আপনাকে আগে কখনো চোখে দেখিনি, আপনার সম্বন্ধে জানিও না কিছু, আর আপনি কি না—। আমার একটিমাত্র মেয়ে, এখন তার বিয়ের বয়েসই হয় নি, তাছাড়া আপনি তাকে দেখেনওনি কখনো, সে কেমন তাও জানেন না!—অবাক করলেন আমায়। এমন কথা মুখে আনলেন কি করে তা—তাই ভাবছি।"

আর্তামোনোভের ঢেউখেলানো দাড়ির ফাঁকে শুধু একফালি হাসি খেলে গেল। বলল: "আহা রাগ করছেন কেন? দরকার হলে

জেলা-অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে আমার সব খবরই পেতে পারবেন। কর্তাটি আমার মনিবের অনেক নুন খেয়েছেন। তাই ওঁর ওপর আমার মনিবের হুকুম, আমার সব কাজেই উনি যেন সাহায্য করেন। শুনুন ইয়েভলেই মিত্রিচ, আমি বুক ঠুকে বলতে পারি, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, আমার নামে কোন কেচ্ছা আপনি শুনতে পাবেন না। তাছাড়া, আমি আপনার মেয়েকেও চিনি। বলতে-কি আপনার এ-অঞ্চল সম্বন্ধে আমার কিছুই অজানা নেই। বারচারেক চুপচাপ এসে, এখানকার সব খবরই আমি নিয়ে গেছি। আমার বড়ছেলেও এর আগে এখানে এসেছে এবং আপনার মেয়েটিকেও দেখেছে। তাই বলছি, এ নিয়ে আপনি মিছিমিছি মন খারাপ করবেন না।"

বাইমাকোভের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এ-যেন একেবারে ভালুকের সংগে কোলাকুলি। মিনতির সুরে বলল বাইমাকোভ: "তবুও একটু রয়ে-বসে ভেবে দেখা দরকার, একটু অপেক্ষা—"

"অপেক্ষা করতে বলেন করতে পারি, কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। বুঝতেই ত পারছেন, বয়েস তো কম হল না।" আর্তামোনোভের কথায় প্রভুত্বের দৃঢ়তা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, উঠানের দিকে চেয়ে আর্তামোনোভ ডাকল ছেলেদের: "ওরে এদিকে আয়, ভদ্দরলোকের বাড়িতে এলি তাঁকে একটা নমস্কারও তো করতে হয়।"

আর্তামোনোভরা চলে যেতেই বাইমাকোভ দেবমূর্তিগুলির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল এবং আড়া-খাড়াভাবে তিনবার বুকের ওপর ক্রুশ আঁকল। তারপর বিড়বিড় করে আওড়াল: "হে ভগবান, রক্ষে কর আমাদের। কি ফাঁদেই পড়লাম প্রভু! দোহাই তোমার, বাঁচাও আমাদের!"

লাঠির ওপর ভর দিয়ে বাইমাকোভ দেহটাকে কোনরকমে টেনেহিঁচড়ে ফলের বাগানে এনে হাজির করল। একটা পাতিলেবুগাছের ছায়ায় বসে ওর স্ত্রী এবং কন্যা এতক্ষণ মোরব্বা সিদ্ধ করছিল। বাইমাকোভকে

দেখে ওর সুশ্রী অমিতস্বাস্থ্যবতী স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল: "হ্যাঁ গা, উঠোনে দাঁড়িয়েছিল, ও ছেলেগুলো কারা গা?"

"ভগবানই জানেন। নাস্তালিয়া কোথায়?"

"ভাঁড়ার থেকে চিনি আনতে গেছে।"

জড়োকরা ঘাসের ওপর একজায়গায় বসে পড়ল বাইমাকোভ।

বিষণ্ণভাবে বলল: "চিনি আনতে গেছে? চিনিই বটে।—দেখছি লোকে সত্যি কথাই বলে: ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে মানুষের ভুগুনিও বাড়বে।"

বাইমাকোভের মুখের দিকে চেয়ে ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল উদ্বিগ্নস্বরে: "কি হয়েছে বলতো তোমার? আবার শরীর অসুখ করছে নাকি?"

"কি জানি, সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই লোকটা আমায় পথে বসিয়ে আমারই জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসবে।"

ওর স্ত্রী ওকে সান্ত্বনা দিতে থাকে: "তুমি যেন কী! আজকাল তো অমন কত দেহাতী গাঁ ছেড়ে শহরে আসছে, হরদম্ আসছে, তাতে কীই বা যায় আসে?"

"ওইখানেই তো যত গণ্ডগোল গিন্নী, তারা আসছে।...থাক, এখন তোমায় এ নিয়ে আর ঘাঁটাব না। পরে বলব, ভেবে দেখি।"

এর পাঁচদিন পরেই বাইমাকোভ শয্যাশায়ী হল এবং বারদিন পরেই মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হল। বাইমাকোভের মৃত্যু বিশেষ করে আর্তামোনোভ এবং তার ছেলেদের ভাবিয়ে তুলল। মেয়রের অসুখের সময় আর্তামোনোভ দুবার দেখতে এসেছিল তাকে এবং রোগশয্যায় উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ কথাবার্তাও হয়েছিল। দ্বিতীয়বার দেখতে এলে, বাইমাকোভ স্ত্রীকে সামনে রেখে, ক্লান্তভাবে বুকের ওপর হাতদুটি ভাঁজ করে, বলল আর্তামোনোভকে: "এই নিন, যা বলবার ওঁকেই বলুন। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, বেশ বুঝতে পারছি। এবার আমায় ছুটি দিন।"

"আমার সংগে আসুন উলিয়ানা ইভানোভ্‌না," বলে আর্তামোনোভ ঘরের বাইরে চলে যায়, ফিরেও দেখে না উলিয়ানা তার সংগে এল কি না।

ইতস্তত করতে দেখে মেয়র শান্তভাবে বলল স্ত্রীকে, "যাও উলিয়ানা, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে।" উলিয়ানা ইভানোভ্‌না বুদ্ধিমতী, মনের জোরও তার যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত কোন কাজই সে না ভেবেচিন্তে করেনি। ঘণ্টা-খানেক পরে উলিয়ানা স্বামীর কাছে ফিরে এল। সুন্দর টানাটানা চোখের পাতাদুটি থেকে অশ্রু মুছতে মুছতে বলল স্বামীকে: "যা বলেছ মিত্রিচ্‌, কপালের লেখা খণ্ডাবে কে। মেয়েটাকে আশীর্ব্বাদ করে যাও।"

সেই সন্ধ্যায় উলিয়ানা মেয়েকে পরিপাটি করে সাজিয়েগুছিয়ে, নিয়ে এল স্বামীর শয্যাপার্শ্বে। আর্তামোনোভ তার ছেলেকে সামনে ঠেলে দিতেই, পিওত্র্‌ এবং নাতালিয়া কেউ কারু দিকে না চেয়ে এ-ওর হাত ধরে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মৃত্যুপথযাত্রীর বিছানার সামনে, মাথা নীচু করে। ওদের মাথার ওপর মুক্তাখচিত প্রাচীন বংশঝাঁপিটি ধরে, অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল বাইমাকোভ: "ভগবান, খুকি আমার একমাত্র সন্তান। ওকে তোমার পায়ে একটু ঠাঁই দিও প্রভু!" তারপর আর্তামোনোভকে বলল দৃঢ়স্বরে: "ভগবান সাক্ষী রইলেন। আমার মেয়ের সুখদুঃখের জন্যে আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে ঈশ্বরের কাছে।"

মাথা নুইয়ে মাটি ছুঁয়ে বলল আর্তামোনোভ:

"সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" কিন্তু ভাবী পুত্রবধূকে একটি মিষ্টি কথাও বলল না সে, এমন কি তার দিকে একবার চাইলও না পর্যন্ত। শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল: "তোমরা যেতে পার।"

বাক্‌দত্ত বরবধূ বিদায় নিতেই আর্তামোনোভ বাইমাকোভের বিছানার ধারে বসে বলতে লাগল: "ঘাবড়াবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এক আধ বছর নয়, সাঁইত্রিশটি বছর ধরে রাজরাজড়ার জমিদারিতে চাকরি করলাম, কেউ বলুক তো দেখি ইলিয়া আর্তামোনোভ কোনদিন ফ্যাসাদে পড়েছে।

তবে মানুষ ভগবান নয় ইয়েভসেই মিত্রিচ্। মানুষের দয়ামায়াও নেই। তাকে খুশি করা বড় কঠিন কাজ। তবে এইটুকু জেনে রাখুন বেয়ান উলিয়ানা, আপনার কোন অসুবিধে হবে না; যতটা পারি আপনাকে সুখেই রাখব। আমার স্ত্রী নেই। মা-মরা ছেলেগুলোর মা হবেন আপনি, আর আমিও তাদের বলে দেব, আপনাকে যেন তারা মায়ের মতই ভক্তিছেদ্দা করে।"

বাইমাকোভ কথাগুলো শোনে আর নীরবে চেয়ে থাকে ঘরের এককোণে দেবমূর্তিগুলোর দিকে। তার চোখদুটো জলে ভরে আসে। উলিয়ানাও কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু আর্তামোনোভ নিজের কথাতেই মশগুল। বলতে থাকে সে: "এই কি আপনার মরবার বয়েস ইয়েভসেই মিত্রিচ্? তবে কাকে আর দোষ দেবেন বলুন, শরীরটার যত্ন-আত্তি তো করেন নি কোনদিন। কি করে বোঝাব বলুন, আপনাকে এখন আমার কত দরকার! আর এই সময়ে আপনি…। এ যেন বজ্রাঘাত, বুক আমার ফেটে যাচ্ছে!"

দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে, সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে থাকে আর্তামোনোভ: "আপনাকে আমি জানি। সাধুব্যক্তি তো বটেই, তা ছাড়া আপনার ঘটে বুদ্ধিও আছে। আর-পাঁচটা বছর যদি বাঁচতেন, আপনাতে আমাতে কী না করতে পারতাম! সে কথা ভেবে আর কি হবে, সবই তাঁর ইচ্ছা!"

উলিয়ানা অশ্রুবিধুর কণ্ঠে ফোঁস করে বলে উঠল: "আপনার বাক্যি-গুলো যেন মিছরির ছুরি। এমন করে ভয় দেখাচ্ছেন কেন বলুন তো? কে জানে ঈশ্বরের কৃপায় এখনও উনি…"

কিন্তু আর্তামোনোভ ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। মাথা নুইয়ে বাইমাকোভকে নমস্কার করে বলল সে: "ধন্যবাদ ইয়েভসেই মিত্রিচ্, আমার প্রতি আপনার আস্থা আছে জেনে ধন্যবাদ। এখন তবে আসি। আমাকে আবার এখুনি নদীর ধারে যেতে হবে। আমার মালপত্তর নিয়ে বজরাখানা এসে গেছে

কি না।” আর্তামোনোভের নমস্কারের বহর দেখে মনে হল, ও বয়েই নিয়েছে বাইমাকোভ মারা গেছে।

আর্তামোনোভ চলে যেতেই বাইমাকোভের অভিমানিনী স্ত্রী কান্নায় ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল: “গেঁয়ো জানোয়ার কোথাকার! আজ বাদে কাল যে-মেয়েটা নিজের পুত্রবধূ হবে, মুখ ফুটে তাকে একটা মিষ্টিকথাও বলে গেল না গা!”

বাইমাকোভ বলল স্ত্রীকে: “চুপ কর। ঘ্যানঘ্যান কর না। এ সব ভাল লাগছে না আমার।” একটু চিন্তার পর বাইমাকোভ আবার বলল: “লোকটাকে ছেড়ো না। আমার মনে হয়, আমাদের এখানকার লোকজনের চেয়ে ও-লোকটা ভাল।”

বাইমাকোভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন গোটা সহর ভেঙে পড়ল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। পাঁচ-পাঁচটা গির্জার পাদ্রিরা জমায়েত হয়ে পরলোকগত বাইমাকোভের আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা জানাল। সামনে সামনে চলেছিল শবাধার, তার পিছনে বাইমাকোভের স্ত্রী ও কন্যা এবং ঠিক তার পিছনেই হেঁটে চলেছিল আর্তামোনোভরা। সহরবাসীরা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখল না। বাবা এবং ভাইদের পিছনে যেতে যেতে কুঁজো নিকিতা শুনতে পেল ভিড়ের মধ্যে অনেকেই বিরক্তভাবে বলাবলি করছে:

“কোথাকার একটা উটকো লোক উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একেবারে।”

পোমিয়ালোভের ঘুসঘুসে গলাও শোনা গেল: “যাই বল বাপু, ইয়েভলেই বেশ সাবধানী লোক ছিল। আহা ওর আত্মার সদ্‌গতি হ'ক। আর, উলিয়ানাও তো কম মেয়ে নয়। বেনাবনে মুক্ত ছড়াবার পাত্রই নয় ওরা। কোথাও একটা রহস্য আছে। লোকটার বুদ্ধির ত কমতি নেই, হয়ত কোন জোচ্চোর দেখিয়েছে ওঁদের। তাতেই গলে গেছেন এঁরা; নইলে একেবারে এতটা মাখামাখি হয় কি করে?”

"ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা সত্যিই বড় ঘোরালো মনে হচ্ছে।"

"ঘোরালো তো বটেই। টাকা জালটালের ব্যাপার নয় ত? হতেও পারে। আর ইদিকে বাইমাকোভ মরে হল কি না দেবতা!"

কথাগুলো শুনে নিকিতার মাথা নিচু হয়ে যায়। কুঁজটাকে পিঠের ওপর ও এমনভাবে উঁচিয়ে দেয় যেন এখুনি কেউ ওকে আঘাত করে বসবে। ঝড়ো দিন। সাঁই সাঁই হাওয়া। বাতাসের ঝাপটা লাগে অগ্রসর-জনতার পিঠে। শত শত পায়ের উড়ন্ত ধূলিকণা ধোঁয়ার মেঘের মত দৌড়তে থাকে জনতার সাথে সাথে। তেলচকচকে খোলা মাথাগুলো ধূলোয় ভর্তি হয়ে যায়।

কে একজন বলল: "আর্তামোনোভের দিকে একবার চেয়ে দেখ। ধূলোয় জিপসিটা একেবারে কালো হয়ে গেছে!"

স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দশদিন পরে আর্তামোনোভকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে, উলিয়ানা বাইমাকোভা মেয়েকে নিয়ে একটা মঠে চলে গেল। আর্তামোনোভদের দিনগুলো ঝড়ের মত উড়ে চলে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত সবসময় তাদের দেখা যায় সহরের এপথে সেপথে—কখনো হনহন করে হেঁটে চলেছে, কখনো বা গির্জার ধার দিয়ে যাবার সময় ব্যস্তভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছে। বুড়ো আর্তামোনোভের স্বভাব 'হোই হোই' গলাবাজি করা, তাছাড়া তার প্রাণশক্তিও সাংঘাতিক রকমের উগ্র। এদিক দিয়ে তার বড় ছেলেটি যেমন বিষণ্ণ তেমনি স্বল্পবাক। দেখে মনে হত ছেলেটা হয় ভীরু, আর নয়তো লাজুক। সুদর্শন আলিওশা সহরের ছেলেদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। কথা নেই বার্তা নেই সরাসরি মেয়েদের দিকে চেয়ে চোখ ঠারত। আর নিকিতা সূর্য ওঠার সংগে সংগে ছুঁচলো কুঁজটা পিঠে নিয়ে হাজির হত নদীর ওপারে "গাভীর জিহ্বা" নামক মাঠে, যেখানে ছুতোর এবং রাজমিস্ত্রীরা দাঁড়কাকের মত দলবেঁধে বাসা বেঁধেছিল। এদের কাজ ছিল, একটা লম্বা ইটের ব্যারাক এবং

কিছু দূরে ওকানদীর কাছাকাছি, বার-ইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তা দিয়ে একটা খোড়লা বাড়ি তৈরী করা। বাড়িটাকে দেখাত যেন একটা কারাগার। সন্ধ্যার সময় ভাতারাকৃশার ধারে জোট পাকিয়ে, দ্রিওমোভের বাসিন্দারা থরমুজ খেতে খেতে শুনত করাতের ঘ্যাচঘ্যাচ শব্দ, কাঠ চাঁচার কর্কশ আওয়াজ এবং শাণিত কুঠারের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। যতরকমে পারে আর্তামোনোভদের অমঙ্গল কামনা করে তারা ব্যংগের সুরে বলাবলি করত: "দুদিন লম্ফঝম্প করে নাও, আসলে সবই ফক্কা।"

পোমিয়ালোভ তাদের কথায় সায় দিয়ে বলত: "আরে দেখ না, ওই হাড়গিলে বাড়িগুলো জলে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে; অবিশ্যি আগুনও লাগতে পারে। ছুতোরগুলো যেরকম বেপরোয়াভাবে বিড়ি খায়, তাতে আগুন লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। কি বল? তাছাড়া কাঠের কুচোয় জায়গাটা মচমচ করছে। একবার লাগলে আর রক্ষে কি?"

চিররুগ্ন পাদ্রি ভাসিলি সুরে সুর মিলিয়ে বলত: "ওরা বালির ওপর বাসা বাঁধছে!"

"ভেবে দেখ, কারখানার কাজে যখন কুলিকামিন জড়ো হবে তখন কি আর ধম্ম বলে কিছু থাকবে এখানে! তাছাড়া মাতলামি চুরি-ডাকাতি তো লেগেই থাকবে!"

কিন্তু জাঁতাকলের অধিকারী হোটেলওলা লুকা বারস্কি মোটাগলায় বলত: "লোক বাড়লে খদ্দেরও বাড়বে। ঠিক আছে ঠিক আছে, লোকে কাজকম্ম করুক, কাজ করা ভাল।" লুকার দেহটি প্রকাণ্ড, ফানুসের মত ফুলো। গায়ে এত চর্বি যে মনে হত এখুনি বুঝি ফেটে পড়বে।

নিকিতা আর্তামোনোভকে নিয়ে সহরবাসীরা বেজায় হাসিমস্করা করত। চারচৌকো সুপ্রশস্ত একখানি ভূমিখণ্ড থেকে উইলোঝোপগুলো কেটে সাফ করত নিকিতা; দিনের পর দিন ভাতারাকৃশার তলা থেকে থলথলে মাটি ওপরে তুলত কিংবা জলাভূমির ঘাসের চাপড়াগুলো কেটে পরিষ্কার করত।

তারপর সামনে ঝুঁকে সোজাসুজি আকাশের দিকে কুঁজটা উচিয়ে কাদা-ঘাস-ভর্তি ছোট হাতগাড়িখানা ঠেলে নিয়ে যেত; সেগুলো বিছিয়ে দিত সেই চারচৌকো বালুকাময় ভূমিখণ্ডে—ছোট ছোট কালো কালো স্তূপের মত সাজিয়ে।

সহরবাসীরা মুরুব্বিয়ানার সুরে বলত: "গাড়োলটার বুদ্ধি দেখ! কি হচ্ছে না আনাজের বাগান। আরে, বাঁজা-বালিতে কি আর ফল ধরে?"

সূর্য ডুবলে আর্তামোনোভরা বাবার পিছনে পিছনে সারিবদ্ধভাবে নদী পেরিয়ে এপারে ফিরে আসত। তাদের ছায়া পড়ত নদীর সবুজাভ জলে। নিকিতার ছায়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে বলত পোমিয়ালোভ: "কুঁজোটার ছায়ার বহর দেখে আর বাঁচি না!"

সংগে সংগে সকলে নিকিতার ছায়াটা একমনে দেখতে থাকত। শিরশিরে ছায়াখানি জলে কেঁপে কেঁপে উঠত। অপর দুভায়ের ছায়াগুলি দীর্ঘতর হলেও নিকিতার ছায়ার ওজন যেন বেশী বলে মনে হত। একদিন প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে নদীর জল ফেঁপে উঠেছিল। পা-টা জলো-আগাছায় আটকে গিয়েই হক কিংবা কোন গর্তে হড়কে গিয়েই হক, কুঁজো নিকিতা নদীর জলে ছিটকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা লুটবার জন্য সকলে প্রাণভরে হেসে উঠল। হাসল না শুধু একজন। সে হল মাতাল ঘড়িওলার তেরবছরের মেয়ে ওল্‌গা ওরলোভা। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি: "ওমা, ও যে ডুবে যাচ্ছে!"

"থাম থাম, চেঁচিয়ে মিছিমিছি পাড়া মাথায় করিসনি?"—কে যেন ওর মাথায় গাঁট্টা মেরে খিঁচিয়ে উঠল।

শেষে আলেক্সেই এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে ভাইটিকে তীরে তুলে আনল। দুজনেই ভিজে গোবর, পাঁক মেখে ভূত; তীরে উঠেই আলেক্সেই সোজা সহরবাসীদের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের যাবার জন্যে সকলেই জায়গা ছেড়ে

দিতে বাধ্য হল। কে একজন ভীতকণ্ঠে বলে উঠল খিলখিল করে: "একেবারে জানোয়ার, কুঁদো জানোয়ার একটা!"

শুনে পিওত্র্ বলল: "ওরা আমাদের ছুচক্ষে দেখতে পারে না বাবা।"

হাঁটতে হাঁটতে, আর্তামোনোভ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিল: "কালে সব সইবে। তখন দেখবি ভালবাসে কি না বাসে!" তারপর তিরস্কার করল নিকিতাকে: "তুই যেন দিনদিন খোকা হয়ে যাচ্ছিস। এবার থেকে দেখেশুনে চলাফেরা করবি। আর লোক হাসাস্‌নি! সং সেজে লোক হাসাতে আসিনি আমরা। তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে বলতে পারিস?"

আর্তামোনোভরা নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কারু সংগে মেশবার চেষ্টাও করে না তারা। ওদের ঘর-সংসার দেখত একজন মোটাসোটা বুড়ি। বুড়িটির আবার কালোরঙের পোষাক পরার ছিল বাতিক। তার ওপর সে কালো ওড়নাখানাকে মাথায় এমনভাবে জড়াত যে ওড়নার প্রান্তটুকু উঁচিয়ে থাকত শিঙের মত। কথা বলবার সময় বুড়ি শব্দগুলোকে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলত; তাছাড়া ওর বেশির ভাগ কথাই বোঝা যেত না বলে কথাবার্তা বলতও খুব কম। বুড়ির ভাবভংগি যেন দেশকাল-ছাড়া। আর্তামোনোভদের কোন খবরই পাওয়া যেত না বুড়ির কাছে।

লোকে বলত: "বুজরুকি দেখ না! হতচ্ছাড়াগুলো দিনকের দিন যেন সন্ন্যেসী হয়ে উঠছে।"

জানা গেল আর্তামোনোভ বড়ছেলেটাকে নিয়ে আশপাশের গ্রাম-গুলোতে প্রায়ই ঘুরে বেড়াত, আর কৃষকদের ওপর তম্বি করত: "তিসির চাষ কর্, তিসির।" একদিন কতকগুলো পলাতক সৈনিক ইলিয়া আর্তামোনোভকে আক্রমণ করে। লাভের মধ্যে হল এই, আর্তামোনোভের ডাণ্ডার ঘায়ে একজন প্রাণ হারাল, দ্বিতীয়টির মাথা ফাটল, আর তৃতীয়টি পালিয়ে বাঁচল। বাহাদুরির জন্যে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট আর্তামোনোভকে [illegible] দিল। [illegible] ইলিইনস্ক-[illegible] তরুণ পাদ্রি বলল, [illegible] খুন

কথার অপরাধে [illegible]কে চল্লিশটা রাত্তির গির্জায় প্রার্থনা করতে হবে।

শরৎকালের সন্ধ্যাগুলোতে নিকিতা বাবা ও ভাইদের পড়ে শোনাত মহাপুরুষদের জীবনকথা এবং মহাত্মাদের ধর্মোপদেশ। কিন্তু আর্তামোনোভ প্রায়ই তাকে বাধা দিয়ে বলত: "থাম্ থাম্! আমাদের মত আদার ব্যাপারীদের আবার জাহাজের খপর কেন বাপু! ওসব ভারিভারি জ্ঞানগম্যির কথা আমাদের মাথাতেও ঢোকে না, আর তাতে আমাদের পেটও ভরবে না। আমরা হলাম গিয়ে মজুর, গতর খাটিয়ে খাই। ওসব বড় বড় কথায় আমাদের কাজ নেই। ছোটখাট মানুষ আমরা। আমাদের ভাবনাচিন্তাও ছোট ছোট।

"শোন্ একটা গল্প বলি। রাজকুমার ইউরির গল্প। হাজার সাতেক কেতাব পড়ে তাঁর এমন দশা হল যে সব সময়ই তিনি কেতাবের কথা নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন। ফলে ঈশ্বরের ওপর তাঁর বিশ্বাস গেল ঘুচে। তারপর ঘর ছেড়ে বাইরে। দুনিয়ার এমন মুলুক নেই যেখানে তিনি যান্ নি। যেখানেই যান রাজরাজড়ারা তাঁর কথা মন দিয়ে শোনেন। হাঁকডাক পড়ে গেল তাঁর। কে, না সেই বিখ্যাত রাজকুমার ইউরি! কিন্তু তারপর? কাপড়ের কারখানা খুলে বেসামাল। কারখানা বলে আমাকে দেখ, ইউরি বলেন আমাকে দেখ। এন্তার টাকা গেল, ঘরে কিছুই এল না। যে-কাজেই হাত দেন, তা-ই মাটি হয়ে যায়। এই ভাবে তিনি কাটালেন সারা জীবনটাই তাঁর চাষাদের ওপর ভর করে। ভগবান তাঁর আত্মার মঙ্গল করুন।"

আর্তামোনোভ কথাগুলো বলত মেপেজুপে ভেবেচিন্তে। বলতে বলতে থামত, নিজের কথাগুলো মনে মনে যাচাই করে নিত। তারপর আবার বলত:

"নবাবি চলবে না বাপু। সে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের। কাজে অনেক ঝড়ঝাপটা আছে। নিজের পায়েই তোমাদের দাঁড়াতে হবে। গতর খাটিয়ে

থেকে হবে। ভেব না যেন পুকুরপাড়ে হাঁ করে শুয়ে থাকবে, আর চকচকে মাছ-গুলো অমনি টুপটুপ করে তোমাদের মুখে লাফিয়ে পড়বে। আমার কথা ছাড়। আমি ছিলাম গোলাম। হুজুররা যা বলাত তাই বলতাম। অন্যায় অবিচার দেখলে বুঝতাম অন্যায় অবিচার হচ্ছে, তবু পেটের কথা পেটেই থেকে যেত, মুখে আসত না। ভাবতাম, মনিবদের ব্যাপার মনিবরাই বুঝবে। সাহস করে নিজের বুদ্ধিতে কিছু করব, ভাবলেও গা শিউরে উঠত। এমন কথা ভাবতেও সাহস হত না। কে জানে যদি বাবুদের ভাবনাচিন্তার সংগে আমার ভাবনাচিন্তা তালগোল পাকিয়ে যায়! কথাগুলো শুনছিস পিওত্র্‌?"

"শুনছি বাবা।"

"বেশ বেশ, বুঝে দেখ, যা বলছি ভাল করে বুঝে দেখ। মানুষ যেন বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই। নিজের বুদ্ধিতে চলতে না পারলে, অপরে যেমনটি চালাবে তেমনি চলতে হবে। অবিশ্যি, এতে নিজের বিশেষ কোন ঝুঁকি নেই, মুখ দিয়েছেন যিনি চিনি জোগাবেন তিনি। কিন্তু এমন জীবনে লাভ কি, ঘানির বলদ হয়ে লাভ কি?"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আর্তামোনোভ এমনি করে ছেলেদের উপদেশ দিত। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত: "হ্যাঁরে, শুনছিস্ তো?" উনুনের পাশে পা ঝুলিয়ে বসে, ঢেউখেলানো দাড়ির মধ্যে আঙুলগুলো ডুবিয়ে, হাতুড়ির মত পিটিয়ে পিটিয়ে আর্তামোনোভ শব্দের ওপর শব্দ তৈরী করে যেত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত রান্নাঘরখানার উত্তপ্ত অন্ধকারটুকু বেশ মিষ্টি লাগত।

এদিকে বাইরে চলত সাঁই সাঁই ঝড়। জানলার সার্সিতে লেগে ঝড়ের ঝাপটাগুলো রেশমী কাপড়ের মত পিছলে যেত কিংবা জগৎটা হয়তো নীল হয়ে যেত হিমানীতে। টেবিলের ধারে মোমবাতির সামনে বসে পিওত্র্‌ আলেক্সেই-এর সাহায্যে কাগজপত্র দেখাশুনো এবং গোণাগুণ্‌তির ব্যাপারটাও চালু রাখত; আর একপাশে বসে নিকিতা ঝুড়ি বুনত নিপুণভাবে।

"আজ আর আমরা কেনা-গোলাম নই। সম্রাট আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু কেন দিলেন? তার কারণ কি? বিনাকারণে মানুষ একটা ভেড়াকে পর্যন্ত ছেড়ে দেয় না, ভেড়াটা যখন তার নিজের; আর বলতে গেলে এ-তো একটা গোটা জাতের কথা! হঠাৎ লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হল, এর কারণটা ভেবে দেখেছিস কি? কারণটা হল, সম্রাট বুঝেছেন, বড়বাবুদের কাছ থেকে আর বিশেষ কিছুই পাবার আশা নেই। তাদের নিজের বলতে যা আছে তাও তারা ফুঁকে দেয়। রাজকুমার জর্জি অবস্থাটা বুঝেছিলেন আমাদের মুক্তি পাওয়ার আগেই। তিনি বলতেন—ক্ষেত-মজুর চরিয়ে পয়সা হয় না।—তাই আজ সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের কাঁধে। পৃথিবীশুদ্ধু সবাই চেয়ে আছে আমাদেরই দিকে, আমরা…যারা আর কেনা-গোলাম নই। আজ এমন কি একটা সৈন্যকে পর্যন্ত আর পঁচিশবছর ধরে ঘাড়ে বন্দুক রগড়াতে হবে না। ঝড়ের মত কাজ কর্। এইবার দেখা যাবে কার কত মুরোদ। ওসব পুরোণো বাবুয়ানি আর চলবে না। তাদের যা হবার হয়ে গেছে। এখন তোরাই নতুন জাত, বুঝলি, তোরাই।" বলে আর্তামোনোভ ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

প্রায় তিনটি মাস মঠে কাটিয়ে উলিয়ানা বাইমাকোভা বাড়ি ফিরে এল। আর্তামোনোভ অপেক্ষা করল মাত্র একটি দিন। তার পরেই প্রশ্ন:

"কাছাকাছি লগন্‌সা দেখে ওদের বিয়েটা চুকিয়ে দিচ্ছেন ত?"

বাইমাকোভা চটে গিয়ে উত্তর দেয়: "কী যে বলেন তার ঠিক নেই। মাসছয়েকও হয় নি নাতালিয়ার বাবা স্বর্গে গেছেন। আর এইসময়ে আপনি……। আপনার কি পাপের ভয়ও নেই?"

"এর মধ্যে আমি তো কোন পাপ দেখছি না। শিক্ষিত বাবুরা এর চেয়েও গর্হিত কর্ম করে থাকেন আর ঈশ্বরও তাঁদের সাফাই গান। আমার কথা হল, আমি চাই বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকে যাক। পিওত্রেরও

একটা বউ দরকার। বাস্।" এইটুকু বলে, আবার প্রশ্ন করল আর্তামোনোভ: "আপনার হাতে টাকাকড়ি কেমন আছে?"

বাইমাকোভা সরাসরি জবাব দিল: "মেয়ের সংগে আমি পাঁচশটি টাকার এক আধলাও বেশী দেব না।"

সোজাসুজি উলিয়ানার মুখের দিকে চেয়ে আর্তামোনোভ বলল ধীর-ভাবে: "সে তো দেবেনই। তাছাড়া আরও কিছু দিতে হবে।" ওর কথায় প্রভুত্বের ছাপ। একটা টেবিলের এপারে-ওপারে মুখোমুখি বসেছিল দুজন। আর্তামোনোভ বসেছিল কনুইএ ভর দিয়ে; তার হাতের আঙুলগুলো দাড়ির অরণ্যে প্রায় অদৃশ্য। উলিয়ানা ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু সতর্কভাবে সোজা হয়ে বসল। উলিয়ানার বয়স তিরিশের যথেষ্ট ওপরে, কিন্তু দেখাত অনেক কম। ওর সারা মুখে স্বাস্থ্যের লালিমা, ধূসরাভ চোখদুটি কঠোর বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। আর্তামোনোভ উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বলল:

"আপনার চেহারাটা সুন্দর উলিয়ানা ইভানোভ্না।"

"আর কিছু?" উলিয়ানার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ও ব্যংগ যেন উপচে পড়ে।

"না, আর কিছু না", বলে আর্তামোনোভ ভারি-ভারি পা ফেলে চিন্তিত-ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর্তামোনোভের দিকে দেখতে গিয়ে, বাইমাকোভার দৃষ্টিটা আর্শির ঠাণ্ডা কাঁচে লেগে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। বিরক্তভাবে অস্ফুটস্বরে আওড়ায় সে: "দেড়েল শয়তানটা চায় কি?"

আর্তামোনোভের ভাবগতিক দেখে উলিয়ানার মনে একটা আবছা শংকার ছায়া বাসা বাঁধে। কে জানে লোকটা যদি বিপদে ফেলে, এই ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে হাজির হয় উলিয়ানা মেয়ের শোবার ঘরে। কিন্তু কোথায় নাতালিয়া? জানলার মধ্যে দিয়ে দেখে, উঠোনের দরজায় ঠেস দিয়ে, নাতালিয়া পিওত্রের সংগে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে

এসে বিধবা উলিয়ানা দরজার চৌকাঠ থেকে ডাকে: "নাতালিয়া, চলে এস ওখান থেকে।"

পিওত্র্ উলিয়ানাকে অভিবাদন জানায়।

"শোন পিওত্র্, মেয়ের মা সামনে নেই অথচ তার সংগে ফিসফিস করা কোন ভদ্র যুবকের পক্ষেই শোভন নয়। মনে রেখ, এ-ভুল যেন আর না হয়।"

"কিন্তু আমরা তো বাকদত্ত," উলিয়ানাকে মনে করিয়ে দিল পিওত্র্।

"অতশত বুঝিনা আমি। এখানকার যা নিয়ম তাই জানিয়ে দিলাম তোমাকে", জবাব দেয় উলিয়ানা। কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কেমন যেন তার আশ্চর্য লাগে।—"কি হল আমার? সত্যিই তো, ওদেরই বা দোষ কি? ওরা তরুণ, একটু কাছাকাছি থাকতে চাইবে বৈকি! না, না, এমন কড়া কথা বলা উচিত হয়নি আমার। লোকে শুনলে বলবে, মা মেয়েকে হিংসে করছে।"

কিন্তু বাড়ির ভিতরে এসেই উলিয়ানা মেয়ের চুলে বিশ্রী টান দিয়ে বলে: "একা-একা পিওত্রের সংগে এবার যদি তোকে কোনদিন কথা বলতে দেখি, তাহলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব তোর। বিয়ের পাকাপাকি একটা হয়েছে বটে, তা বলে কে জোর করে বলতে পারে......। ঝড় আছে, বাদলা আছে, কে জানে বরফ প'ড়ে যদি,—মাগো, বিপদআপদের কি শেষ আছে?...... হ্যানা-ত্যানা লক্ষগণ্ডা বিপদ।"

উলিয়ানার মনে নানা দুশ্চিন্তা এসে জড়ো হল। কয়েকদিন পরেই সে হাত দেখাতে গেল ইয়েরদানস্কায়ার কাছে। সহরের সমস্ত স্ত্রীলোকই, যে যার পাপ-দুঃখ-ভয় নিয়ে হাজির হত গলগণ্ড স্থূলাঙ্গী ঘণ্টাবুড়ির কাছে। ইয়েরদানস্কায়া বলল উলিয়ানাকে: "অতশত হাত দেখে দরকার নেই। আমি তোকে স্পষ্ট করে বলছি, লোকটাকে ছাড়িসনি মা। মানুষ দেখলেই চিনতে পারি।—সাধে কি আর দেখে দেখে চোখ পাকালাম! এ-

চাউনি একেবারে অন্তরে সেঁদিয়ে যায়। লোকটার ভাগ্যিটা একবার ভেবে দেখ্। এমন ওর হাতের গুণ যে ধুলোমুঠো সোনামুঠো হয়ে যায়। আর আমাদের এখানকার মিন্‌সেরা তাই দেখে হিংসেতে গরগর করে। ওকে ভয় করিস্‌নি মা। ওর পেটে এক মুখে আর নয়; তবে ওর গোঁ ভাল্লুকের গোঁ।"

"যা বলেছ। যেন ভাল্লুকের গোঁ।" তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে থাকে বিধবা উলিয়ানা :

"কি বলব মাসি, লোকটাকে দেখে পর্যন্ত মনে ভয় ঢুকে গেছে— সেই প্রথম দিনটি থেকে, যেদিন ও বলল আমার খুকীর সংগে ওর বড়ছেলের বিয়ে দিতে চায়। লোকটা পড়ল যেন আকাশ থেকে; অচেনা, অজানা; কিন্তু দেখ, রাতারাতি যেন একেবারে জাতে উঠে গেল। এমন কথা কি কেউ শুনেছে গা? বেশ মনে পড়ছে, ও যখন কথা বলছিল, আমি ওর আগুনপানা চোখের পানে চেয়ে থ' বনে গিয়েছিলাম; ওর সব কথাতেই সায় দিয়েছিলাম। লোকটার চোখে যেন যাদু ছিল।"

ইয়েরদানস্কায়া বলল : "তার মানে লোকটা পরপিত্যেশী নয়; নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে জানে।"

কিন্তু এত করেও উলিয়ানার দুশ্চিন্তা ঘুচল না; এমনকি গাছগাছড়ার তীব্র গন্ধভরা অন্ধকার ঘরখানা থেকে বিদায় নেবার সময় ইয়েরদানস্কায়ার এই কথাগুলো শুনেও না :

"মনে রাখিস মা, বোকারা ভাগ্যিমান, এ-গল্প শুধু রূপকথাতেই শোনা যায়।"

ও এমন অস্বাভাবিক চেঁচিয়ে ও রসিয়ে আর্তামোনোভের প্রশংসা করত যে লোকে ভাবত ব্যাপারটার পিছনে নিছক ঘুষ-মাহাত্ম্য ছিল। কালোপানা, রাশভারী মাত্রিওনা বারস্কায়া তার বিপুল দেহটি দুলিয়ে আলাদা কথা বলল :

"উলিয়ানা, তোমার জন্যে সহরের কারু মনে সুখ নেই। উটকো

পরপুরুষগুলোকে দেখে ভয় হয় না তোমার? একটু সাবধানে থেকো। কে জানে কার মনে কি আছে! ওই কুঁজো ছোঁড়াটার কথাই ধর না কেন। এখানে ত আর ঢাকঢাক গুড়গুড় করলে চলবে না বাছা। বাপ-মা কোন গর্হিত পাপ না করলে, ছোঁড়াটার কি এমন রাক্ষুসে দশা হয়?"

বিধবা বাইমাকোভার দিনেরাতে শান্তি ছিল না। নিরুপায় হয়ে সে মনের ঝালটুকু ঝেড়ে দিত নিজের মেয়েটারই ওপর, যদিও জানত মেয়েটার কোন দোষ নেই। যতদূরসম্ভব আর্তামোনোভদের পাশ কাটিয়ে চলতে চেষ্টা করত সে, কিন্তু হলে হবে কি, তারাই ঘন ঘন মুখোমুখি এসে দাঁড়াত, আর বিধবার যন্ত্রণারও শেষ থাকত না।

পা টিপে টিপে চোরের মত সহরের ওপর শীতকাল এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোটা সহরের ওপর। ঝড়ঝঞ্ঝার গর্জনের সংগে সুরু হল নির্মম তুষারপাত। বাড়ির মাথা ও পথগুলো দানা-দানা তুষারের স্তূপে ভরে গেল; ছাদের ওপর পাখির খোপ ও গির্জার গম্বুজগুলো পরল তুলোর মত তুষারের ঢালু-টুপি, এবং নদী আর জলাগুলো স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জমে গেল। ছুটির দিনগুলোয় সহরের বাসিন্দারা তুষারীভূত ওকার ওপর, কাছাকাছি-গ্রামগুলোর চাষাদের সংগে একহাত লড়ে যেত। আলেক্সেই প্রতি মল্লযুদ্ধেই যোগ দিত, কিন্তু প্রত্যেকবারই আহত হয়ে ফিরে আসত রাগে ফুলতে ফুলতে।

আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করত, "কি-রে, তোর হল কি? হেরে ফিরে আসতে লজ্জা করে না?"

বরফের টুকরো কিংবা তামার পয়সা দিয়ে আহতস্থানগুলি ঘষতে ঘষতে, আলেক্সেই একটি কথাও বলত না; বিষণ্নমুখে চুপ করে থাকত; কিন্তু ওর বাজপাখির-মত চোখগুলো জলত জলজল করে।

একদিন পিওত্র্ বলল : "আলেক্সেই তো লড়ে ভালই। তবে আমাদের এই শহরের গুণধরেরাই যদি সবাই মিলে ওকে পেটে, ও কি করবে বল ?"

ঘুষিপাকানো মুঠোটা টেবিলের ওপর রেখে, আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল : "কেন ?"

"কেন আর কি, ঘেন্না করে তাই।"

"কাকে, আলিওশাকে ?"

"শুধু আলিওশা কেন, আমাদের সকলকেই।"

আর্তামোনোভ ঘুষিপাকানো মুঠোটা দিয়ে টেবিলের ওপর আঘাত করল। ফলে, মোমবাতিটা ছিটকে পড়ে নিভে গেল। অন্ধকারের মধ্যে আর্তামোনোভের চাপা গর্জন শোনা গেল :

"চুলোয় যাক তোর ঘেন্না ভালবাসা। কচি খুকির যত প্যানপ্যানানিগুলো আমাকে যেন আর শুনতে না হয়।"

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে, মৃদুস্বরে বলল নিকিতা : "ও-সব পালোয়ানির মধ্যে আলিওশার যাওয়া উচিত নয়।"

"তুই চুপ কর্ অকম্মার ধাড়ি। যা না, ইঁদুরের মত গির্জের ভেতরে সেঁদোগে যা না। বলে কিনা, আলিওশা লড়তে যাবে না! লোকে ভাববে, আর্তামোনোভ ঘাবড়ে গেছে। আমার মুখে চুণকালি পড়ুক আর কি!"

সেদিন তিনভায়ের ওপর বেশ একঝলক গরমগরম লু বয়ে গেল। কয়েকদিন পরে এক রাত্রে, খেতে খেতে কুটকুটে স্নেহের সুরে আর্তামোনোভ বলল ছেলেদের :

"ভাল্লুক শিকার করতে যাস্ না কেন তোরা ? যাওয়া উচিত। এমন সরেস ফূর্তি আর হয় না! রাজকুমার জর্জির সংগে আমি যেতাম রিয়াজানের জঙ্গলে ; হাতে থাকত বল্লম। সে যা মজা।"

খুশির আমেজে আর্তামোনোভ গোটাকতক ভাল্লুক-শিকারের গল্পই বলে

ফেলল। তার এক সপ্তাহ পরে পিওত্র্ এবং আলেক্সেইকে নিয়ে আর্তামোনোভ জঙ্গলে গেল এবং একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক শিকার করে ফেলল। বুড়োর টিপটাপ অব্যর্থ। এরপর ভায়েরা একলাই যেত। একবার ওরা তাড়া করল একটা মাদী-ভাল্লুককে। বাচ্চাদের মাই দিচ্ছিল জন্তুটা। আলিওশার ভেড়ার চামড়ার কোটটা গেল ছিঁড়ে, নখের আঘাতে তার উরু গেল ছড়ে। কিন্তু শেষটায় জয় হল ওদেরই। নেকড়ের পুষ্টিসাধনের জন্যে মরা জন্তুটাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে, দুটো ভাল্লুকবাচ্চা নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরে এল।

সহরের বাসিন্দারা বাইমাকোভাকে জিজ্ঞাসা করত: "কিগো, তোমার আর্তামোনোভদের খবর কি? কেমন আছেন তাঁরা?"

"কেন, বেশ তো ভালই আছেন।"

পোমিয়ালোভ টিপ্পনী কাটত: "ঠাণ্ডার দিনে শূয়োররা আরামেই থাকে।"

কিছুকাল ধরে বিধবা উলিয়ানা অনুভব করছিল যে লোকজন সবাই মিলে যখন আর্তামোনোভদের নিন্দা-অপমান করত, সে-নিন্দা-অপমানে খুশি না হয়ে সে বিরক্তই হত। চোখের সামনে দেখত সে, আর্তামোনোভরা দিনের পর দিন যথানিয়মে নিজের কাজ করে চলেছে। কাজের নেশায় কোনদিকেই হুঁস থাকত না তাদের। অপরের নিন্দা বা ক্ষতির কথা চিন্তা করার মত সময়ই ছিল না তাদের। তবে মিছিমিছি ওদের পিছনে লাগা কেন বাপু? তাছাড়া পিওত্র্ আর নিজের মেয়ের ওপর সজাগ নজর রেখে, তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে স্বাস্থ্যবান্ মিতভাষী যুবকটি বয়সের তুলনায় যেন একটু বেশিই গম্ভীর ছিল।

সহরের বয়াটে ছোঁড়াগুলোর সংগে ওর এতটুকু মিল ছিল না। উলিয়ানা ভাল করেই জানত, অন্ধকারে লুকিয়ে একটি দিনের জন্যেও পিওত্র্ নাতালিয়াকে জাপটে ধরার চেষ্টা করেনি, তাকে কাতুকুতু দেবারও চেষ্টা করেনি, কিংবা নাতালিয়ার কানেকানে অশ্লীল কথা বলারও চেষ্টা করেনি। বরং উলিয়ানা

হাতে একরাশি ফুল নিয়ে নিকিতা হাজির হল দরজাটির ধারে। তার কুৎসিত, বিষণ্ণপাণ্ডুর মুখে এক-টুকরো সরল হাসিও ছিল।

"আপনার জন্যে ফুলগুলো নিয়ে এলাম।"

পরিপাটি করে সাজানো, ঘাসপাতার কিনারা-দেওয়া ফুলের তোড়াটি দেখে সন্দেহ হল বাইমাকোভার। তাই বলল অবাক হয়ে: "এসব আবার কেন?"

নিকিতা বুঝিয়ে দিল, সে যখন রাজবাড়ীতে কাজ করত, রাজকন্যাকে ফুল এনে দেওয়া ছিল তার প্রতি-ভোরের কর্তব্য। বাইমাকোভার মুখখানা সামান্য লাল হয়ে ওঠে। গর্বিতভাবে মাথাটা তুলে সোজা হয়ে বসে বলে সে: "আমাকে দেখে কি রাজকন্যে বলে মনে হয় তোমার? সে খুব সুন্দরী ছিল, না?"

"আপনিও তো তারই মত।"

বাইমাকোভার মুখখানা আরও লাল হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে: "বাপটাই ছেলের মাথায় এসব মন্তর দিল না কি?" মুখে বলল: "ধন্যবাদ, নিকিতা।" অবশ্য তাকে চা খেতে ডাকল না। নিকিতা চলে যেতেই আপনমনে বলল উলিয়ানা: "ছেলেটার চোখদুটি সুন্দর। বাপের মত নয়। হয়ত ওর মায়ের চোখ এমনি সুন্দর ছিল।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল আবার: "কে জানে, আমাদের সারাজীবনটাই হয়তো এদের সংগেই কেটে যাবে।"

বিয়েটা শরৎকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেবার জন্যে আর বিশেষ পীড়াপীড়ি করল না উলিয়ানা। অবশ্য ইচ্ছে ছিল স্বামীর মৃত্যুর একটি বছর পূর্ণ হলে তবেই বিয়েতে হাত দেবে। যাই হক, সে অবশ্য কড়াভাবে জানিয়ে দিল আর্তামোনোভকে:

"শুনুন ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ, আপনি কিন্তু এ-ব্যাপারে মাথা গলাবেন না। যা করবার আমিই করব। যে-রীতিতে আমার মা-ঠাকুমার বিয়ে হয়ে এসেছে

সেই রীতিতে এ-বিয়েও হবে। এতে আপনারও লাভ বৈ লোকসান নেই, জাতে উঠে যাবেন। এখানকার সবচেয়ে গণ্যমান্য লোকজনের মধ্যে আপনারও একটা কিনারা হয়ে যাবে। তখন সকলেই খাতির করবে আপনাকে।"

তিরিক্ষে গলায় ঘৃণার সংগে জবাব দিল আর্তামোনোভ: "অমন খাতিরে ঝাড়ু মারি আমি। জেনে রাখুন, ইলিয়া আর্তামোনোভ এখানে একজনই আছে।"

আর্তামোনোভের ঔদ্ধত্যে ক্ষুব্ধ হয়ে বলল উলিয়ানা: "এখানে কেউ আপনাকে দেখতে পারে না।"

"তা না পারুক, ভয় করবে ঠিকই।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুচকি হাসল আর্তামোনোভ। বলল: "পিওত্র্-টাও ওই রকম। ওর মুখেও দিনরাত পীরিত-ঘেন্নার বুকনি। আপনারা সবাই মিলে আমায় শেষটায় হাসাবেন দেখছি।"

"খুশি হয় হাসুন। কিন্তু বাইরের ঝড়-ঝাপটা আমার গায়েও লাগে।"

"তাতে আপনার কি যায় আসে?"

দীর্ঘ বাহুখানি সামনে তুলে আর্তামোনোভ মুঠো পাকাতে থাকে, যতক্ষণ না টান পড়ে পড়ে চামড়াটা টকটকে লাল হয়ে যায়।

"শুনুন বাইমাকোভা, মানুষকে কি করে পোষ মানাতে হয় তা আমি জানি। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবার মত লোক অন্তত এই শর্মা নয়। হাতীর পিঠে পিঁপড়ে আর কতদিন লাথি মারবে? তাছাড়া আমাকে কারোর ভাল লাগুক বা না লাগুক, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। বুঝলেন?"

উলিয়ানা হতবাক হয়ে যায়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মনে মনে বলে: "ইতর গুণ্ডা কোথাকার!"

অবশেষে সেইদিনটি আসে যেদিন নাতালিয়ার বান্ধবীদের কোলাহলে উলিয়ানার সুন্দর বাড়িখানা মুখর হয়ে ওঠে। নাতালিয়ার বান্ধবীদের সকলেই সহরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। সকলের অঙ্গেই বহুমূল্য

ঝলমলে সারাফান;—মসলিনের ফুলোফুলো আস্তিনগুলো ধবধবে সাদা, তার ওপর রংবেরংএর রেশমের বাহারি মোরদোভিয়ান নক্‌শা, কব্জির কাছে জরির কাজ-করা লেস, পায়ে মরোক্কো চামড়ার নরম জুতো এবং চঞ্চল দীর্ঘ বেণীগুলিতে নানারঙের ফিতে। এদিকে রূপোর কাজ-করা সারাফানের ভারে কনের দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। সারাফানের গলা থেকে পা পর্যন্ত চক্‌চকে নক্‌শাকাটা বোতাম দিয়ে আঁটা। কাঁধের ওপর ছড়ানো সোনার কাজ-করা একখানি ওড়না এবং চুলে আঁটা সাদা ও নীল ফিতে। এক কোণে দেবমূর্তিগুলির পায়ের নিচে বরফের মূর্তির মত বসে, লেসের রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ছড়া কাটে সে:

নরম ঘাসের মাঠের ওপর দিয়ে,
আকাশ-পারা অগাধ নীলিম ফুলের ওপর দিয়ে
বন্যার জল কল্‌কলিয়ে ধায়;
কন্‌কনে হায়, সে-জল সখি, আবিল আবার তায়।

ছড়াটির বিলীয়মান ধূয়া ধরে ওর বান্ধবীরা গলা ছেড়ে গাইতে থাকে:

এবার তবে পাঠাও আমায়—গরীব মেয়েটাকে
পাঠাও তবে জল আনতে কল্‌সি ভরে কাঁখে;
ইচ্ছা যদি পাঠাও আমায়, যাচ্ছি আমি চলে
আদুল পায়ে আদুল গায়ে ঠাণ্ডা বানের জলে।

মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আলেক্সেই ঘুপ্‌টি মেরে ছিল। গানটা শেষ হতেই হোহো করে হেসে উঠে বলল সে: "মরে যাই যাই। একটা মেয়েকে সোনারূপোর কাজ করা জাঁকাল পোষাকে মুড়ে, বাহারী কাকাতুয়াটির মত সাজিয়ে, বলা হচ্ছে কি না: গরীব মেয়ে; তার ওপর আবার আদুল পায়ে আদুল গায়ে—। মরে যাই যাই।"

নিকিতা বসে ছিল কনের কাছাকাছি। গায়ে নীল রঙের নতুন কোট।

কুঁজের ওপর সেটা আবার কুঁচকে গিয়ে থলি পাকিয়ে গিয়েছিল। ওর নীল-নীল চোখদুটি নাতালিয়ার মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে, নিকিতা অবাক হয়ে ভাবছিল, মেয়েটি গলে গলে বুঝি জল হয়ে যাবে। সারা দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্রিওনা বারস্কায়া। চোখের তারাদুটিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বিজ্ঞের মত বলল মাত্রিওনা:

"হ্যাঁ লা, তোদের গানের এ কেমন ছিরি লা? গানে একটু দুক্ষু বলতেও কি কিছু নেই?"

ঘোড়ার মত পা ফেলে মাত্রিওনা ঘরে ঢোকে। স্কুলের দিদিমণিদের মত চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, ওদের সময়ে বিয়ের আগে ভয়ে মেয়েদের বুক কিরকম টিপ্‌টিপ্ করত। ওর উদ্দেশ্য নাতালিয়ার মনেও তেমনি ভয় ঢুকুক।

"কথায় বলে সাত পাকের বিয়ে। বললে চলবে না যে মন হল তো তীর্থ কর। এ-বাঁধন চিরজন্মের মত।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। মেয়েরা নিজের খুশিতেই ফেটে আটখানা। গরমে, ভিড়ে তারা হিমসিম খেয়ে যায়। বুড়ি মাত্রিওনাকে ঠেলেঠুলে তারা দৌড়ে চলে আসে ফলের বাগানে। মেয়েদের মাঝখানে হলদে রেশমী জামা আর মখমলের পাজামা পরে আলেক্সেই মধুমত্ত মৌমাছির মত ঘুর-ঘুর করতে থাকে।

মাত্রিওনা চটে গয়েছিল। তাকে উপেক্ষা করে মেয়েগুলো যে এমনভাবে সোজা তার নাকের ডগা দিয়ে চলে যাবে, এতটা সে ভাবে নি। বুটিদার ফ্রকটা মুঠোয় চেপে ধরে কৃষ্ণমেঘাকৃতি মাত্রিওনা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল; তারপর অভিমানী পুরু ঠোঁটদুখানি বেঁকিয়ে, চোখ পাকিয়ে, ভবিষ্যৎবক্তার মত বলল উলিয়ানাকে: "যাই বল বাছা, তোমার মেয়ে যেন বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। অত ফূর্তি কেন? কথায় বলে, যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্মা।"

উলিয়ানা উপুড় হয়ে বসে প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুকে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। ওর চারিধারে ঘরের মেঝেতে, বিছানার ওপর, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল কাশ্মীরী শাল, বুটিদার জামা, নক্‌শাকাটা তোয়ালে, নানা রঙের ফিতে, মস্কো-ভেলভেট, রেশমের টুক্‌রো, এমনি নানা জিনিষ। হঠাৎ দেখলে মনে হত মেলার কোন দোকান বুঝি। রংবেরং-এর কাপড়গুলোর ওপর একটুক্‌রো চওড়া রোদ্দুর এসে পড়ায় সেগুলোকে দেখাচ্ছিল সূর্যাস্তকালীন একখণ্ড মেঘের মত।

"তাছাড়া বাছা, বিয়ের আগে একই বাড়িতে বর-কনের থাকাটা চোখে যেন ক্যাটক্যাট করে। আর্তামোনোভদের উচিত ছিল অন্য একটা বাড়ি দেখে উঠে যাওয়া।"

উৎকণ্ঠিত মুখখানা লুকোবার জন্যে উলিয়ানা সিন্দুকের ওপর বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল বিরক্তভাবে: "কথাগুলো আগে বললে ভাল হত। এখন আর সে নিয়ে পাড়া ফাটিয়ে লাভ কি? যা হবার হয়ে গেছে।"

"এও কি একটা কথা বাছা? সবাই জানত তুমি সেয়ানা। কচি খুকি নও যে এ-কথাগুলোও তোমায় গোঁদল দিয়ে গিলিয়ে দিতে হবে। ভেবেছিলুম তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, নিজের ভালমন্দটা নিজেই বুঝে নেবে। চুলোয় যাক গে, আমার কি? আমি বাছা কারোর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তবে সত্যি কথাটা না বললে পাছে অধম্ম হয়, তাই বললুম। ইচ্ছে না হয় শুন না। এক ভগবানই জানেন কেন বলছি!"

মুখ উঁচিয়ে ছোটখাট একটি পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিল মাত্রিওনা। মুখ তো নয় যেন পাথর বাটি। তাতে আবার জ্ঞান যেন টস্‌টস্ করছে। উলিয়ানার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে, রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে করতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল মাত্রিওনা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল উলিয়ানা। ওর চারিধারে রংবেরং-এর জামাকাপড়গুলো জ্বলতে লাগল আগুনের শিখার মত। দুঃখে ভয়ে অস্পষ্টস্বরে বলে উঠল সে:

"রক্ষে কর ঠাকুর। আমাতে যেন আমি নেই!"

দরজার ধারে আবার খসখস করে শব্দ হতেই চোখের জল লুকোবার জন্যে উলিয়ানা সিন্দুকে মাথা গুঁজল। দরজার পাশটিতে এসে বলল নিকিতা:

"নাতালিয়া ইয়েভসেইএভ্না আমাকে জানতে পাঠালেন আপনার যদি কাউকে দরকার থাকে, একলা হাত তো......।"

"না বাবা।"

"রান্নাঘরে ওল্গা ওরলোভা গুড়ের বাটি উলটে গাময় মেখে বসে আছে। ভারি দুষ্টু।"

"সত্যি? বেশ মেয়ে ওল্গা। ওর সংগে তোমায় বেশ মানাবে।"

"আমায় আর কে বিয়ে করবে বলুন!"

এদিকে ফলের বাগানে তখন ঘরে-তৈরি মদের ফোয়ারা ছুটেছে। লিচু-গাছের ছায়ার নিচে গোল টেবিলের চারিধারে বসে, ইলিয়া আর্তামোনোভ, গাভ্রিলা বারস্কি, কনের ধর্মপিতা পোমিয়ালোভ, চামড়ার ব্যাপারী শূন্য-দৃষ্টি ঝিতেইকিন এবং লরীনির্মাতা ভোরোপোনোভ কথাবার্তা বলছিল। লিচুগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পিওত্র্। ওর তেলসপসপে মাথাটাকে দেখাচ্ছিল পালিশকরা ধাতুর মত। ঠায় দাঁড়িয়ে পিওত্র্ গুরুজনদের কথাবার্তা শুনছিল।

ভেবেচিন্তে বলল আর্তামোনোভ: "আপনাদের প্রথাগুলো আলাদা।" বুক ফুলিয়ে জবাব দিল পোমিয়ালোভ:

"আমরাই হলাম রাশিয়ার আসল লোক। বলতে পারি, রাশিয়ার গৌরব তো আমাদেরই নিয়ে।"

"আমি কি বাইরের লোক হলাম?"

"মানে বলছি কি, আমাদের প্রথাগুলো হল গিয়ে পবিত্র সনাতন।"

"তবে ওই যা একটু মোরদোভিয়ান আর চুভাশ ঘেঁষা।"

হাসির পিচকারি ছুটিয়ে গুঁতোগুঁতি হৈ-হল্লা করতে করতে মেয়েগুলো এসে জুটল ফলের বাগানে। তারপর টেবিলের চারিধারে রংবেরং-এর ফুল-দিয়ে-গাঁথা মালার মত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, বরের বাবাকে তারা অভিনন্দিত করল :

গুণ কত আর গাইব তোমার ভাসিলিয়েভিচ্, ও-ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ্!
দাড়ির বনে ঘুঘু ডাকে চড়ুই মারে শিস্—
ভাসিলিয়েভিচ্।
পয়লা লাফে ভাঙুক তোমার একটি মালাইচাকি ;
আরো আছে বাকি—
দোসরা লাফে ভাঙুক তোমার দোসরা পায়ের হাড়,
শেষকালটায় নিজের হাতে ভাঙো নিজের ঘাড়।
ভাসিলিয়েভিচ্,
দাড়ির বনে ঘুঘু ডাকে চড়ুই মারে শিস্।

আর্তামোনোভ অবাক না হয়ে পারে না। ছেলের দিকে ফিরে বলে : "গুণ-কেত্তনের বহর দেখলি তো!"

পিওত্র্ সতর্কভাবে মুচকি হাসল, আড়াআড়িভাবে মেয়েদের দিকে চেয়ে কান খুঁটতে খুঁটতে।

"শুনুন শুনুন, আরো আছে," বলে বারস্কি হো হো করে হেসে উঠল।

দিলদরিয়া আজ আমরা তাই করলাম দয়া, (শোন)
তাই তো দিলাম ছেড়ে ;
নইলে ডাকাত যেতে কোথায় মেয়ে চুরি করে, (মোদের)
মেয়ে চুরি করে ?

টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মেরে বলল আর্তামোনোভ : "বটে, দয়া করা হচ্ছে আমাকে!" স্পষ্ট বোঝা গেল, আর্তামোনোভ শুধু অবাকই হয় নি, রেগেও টং।

এদিকে মেয়েগুলো গাইতে থাকে মাতালের মত :
'গুণ কত আর গাইব তোমার ভাসিলিয়েভিচ্, ও-ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ।
দাড়িম বনে ঘুঘু ডাকে চড়ুই মারে শিস্।
মোদের বোকা পেয়ে
ঠকিয়ে বড় হবে তুমি বড় সবার চেয়ে?
শুনব বল শুনব কত যেখান থেকে এলে
সেথায় নাকি ভাল সবই, ভাল মেয়ে ছেলে;
ইচ্ছে করে যেতে—!
সেই অচেনা ভালোর যে-দেশ মুঠোয় তাকে পেতে।
ফসল আবার ফলছে জানি সেই সে তোমার দেশে
সেই দুঃখে আমরা যে যাই চোখের জলে ভেসে।
পুড়ল কপাল এই আমাদের পুড়ল তোমার দোষে;
তাই মিনতি, তোমার মাথায় পাহাড় পড়ুক ধ্বসে
বজ্র পড়ুক ফেটে
দোহাই তোমার সেঁদোও তুমি ভালুক বাঘের পেটে।'

মর্মাহত হয়ে আর্তামোনোভ চড়াগলায় বলল মেয়েগুলোকে :

"হুঁ, বুঝলাম এতক্ষণে। তবু···তবুও বলব আমার দেশপাড়াগাঁ লক্ষগুণে ভাল! আমাদের প্রথাগুলো আর-একটু সুন্দর আর লোকজনও আর-একটু ভদ্র তোমাদের চেয়ে। আমাদের ওখানে একটা প্রবাদও চালু আছে: 'সৃভাগা উলোঝা লেইম্-এ মিশেছে। কি গুরুবল, ওকায় মেশে নি'!"

বারস্কি বলল : "দাঁড়ান দাঁড়ান, আমাদের চিনতে আপনার এখনো অনেক দেরি।" বোঝা শক্ত হল বারস্কি ঢাক পিটুচ্ছে না ভয় দেখাচ্ছে। "কৈ, মেয়েদের পার্বণী দিন?"

"কত দিতে হবে?"

"না আপনার সইবে।"

কিন্তু আর্তামোনোভ যখন মেয়েগুলোকে দু' দু'টো টাকা দিয়ে ফেলল, পোম্বিয়ালোভ বিরক্ত হয়ে বলল :

"ভারি হাত-আলগা লোক তো মশাই আপনি! চালিয়াতি, কি বলেন?"

আর্তামোনোভও চটে গিয়েছিল। বলল :

"আপনাদের মন পাওয়া ভার।" ইলিয়ার মন্তব্য শুনে হো হো করে হেসে উঠল বারস্কি। ঝিতেইকিনের ছুঁচোগেলা হাসিটা যেন আরও অসহ্য।

ভোরবেলা নাতালিয়াকে ছেড়ে ওর সখিরা যে যার বাড়ি ফিরল। একে একে বিদায় নিল অতিথিরা। বাড়ির সকলেও ঘুমিয়ে পড়ল। আর্তামোনোভ বসে রইল ফলের বাগানেই, গাছপালা আর গোলাপি মেঘের দিকে চেয়ে। সংগে ছিল পিওত্র্ আর নিকিতা। দাড়িতে হাত বুলতে বুলতে মৃদুস্বরে বলল আর্তামোনোভ :

"লোকগুলো খচ্চর, যেমন চোয়াড়ে তেমনি বেহায়া। বাবা পিওত্র্ শাশুড়ীর কথামত চলিস। হক মেয়েমানুষ, তবু এ-ভাবে না চলে উপায় নেই! হ্যাঁরে, আলেক্সেই কোথায়? ছুঁড়িগুলোকে বাড়ী পৌঁছতে গেছে বুঝি? মেয়েদের কানের দুল ছেলেদের চক্ষুশূল—ওর অবস্থাটা হয়েছে তা-ই। বারস্কির ছোটবেটাটা ওকে একেবারে দেখতে পারে না।—নিকিতা, তুই বাবু ওদের সংগে একটু ভাল ব্যাভার করিস, সে তুই পারিস জানি। আমার আবার ওসব ধাতে সয় না, মাথায় আগুন চড়ে যায়। আমি অনল তুই বিষ্টি, বুঝলি?" তারপর শূন্য মদের কলসটির দিকে চেয়ে রাগতভাবে বলল সে : "নচ্ছার বেটারা যেন এক একটা মদের পিপে। কি ভাবছিস পিওত্র্?"

বাক্‌দত্তা নাতালিয়ার উপহার-দেওয়া রেশমের রুমালখানা আঙুলে জড়াতে জড়াতে মৃদুস্বরে জবাব দিল পিওত্র্ :

"ভাবছি গ্রামের জীবন আরো কত সোজা, এত ঝামেলা নেই।"

"তা আর নয়? দিনরাত কুম্ভকর্ণের ঘুম—ভারি ভাল, না? যত সব···!"

"বিয়েটাকে যে এরা কেবলই পেছিয়ে দিচ্ছে।"

"অথথ্য হল্‌নি পিওত্র্‌।"

অবশেষে সেইদিনটি এল, পিওত্রের জীবনের একটি যন্ত্রণাদায়ক, সুদীর্ঘ দিন। ঠাকুরদেবতার মূর্তিগুলির নিচে বসেছিল পিওত্র্‌। ভ্রূদু'খানি কুঞ্চিত, যেন রেগেও রাগ করতে পারছে না সে। পিওত্র্‌ জানে, এ-ভাবে বোঁদামুখ করে থাকলে কনে খুশি হবে না মোটেই; কিন্তু না থেকেও যেন ওর উপায় ছিল না। মনে হল ওর ভ্রূদু'খানা কে যেন সেলাই করে দিয়েছে, আর খোলার উপায় নেই। ভ্রূ কুঁচকে অপ্রসন্নভাবে অতিথিদের দিকে দেখল পিওত্র্‌। মাথার ঝুলে-পড়া চুলগুলো ঝট্‌কা মেরে পিছনে সরিয়ে দিল সে। সংগে সংগে তাজা আশীর্বাদী দূর্বাগুলো টেবিলে ছড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে গেল নাতালিয়ার ঘোমটার উপর। নাতালিয়াও বসে ছিল মাথা নিচু করে; ভয়-পাওয়া শিশুর মত ওর মুখখানা ফ্যাকাসে; ক্লান্তিতে ওর চোখদু'টি যেন ঝিমিয়ে আসছিল। লজ্জায় কাঁপছিল নাতালিয়া।

মদে চুর লোমশ মাতালগুলো বত্রিশপাটি দাঁত বের করে গর্জন করে উঠল: "চুমু খাও।" এই নিয়ে এ-গর্জন শোনা গেল কুড়িবার।

পিওত্র্‌ মুখ ফেরাল, ঘাড় না ঝুঁকিয়ে নেকড়ের মত। তারপর নাতালিয়ার ঘোমটাটা তুলে ওর শুকনো ঠোঁটদুটো কোনরকমে চেপে দিল নাতালিয়ার গালে। অনুভব করল নাতালিয়ার দু'খানি কাঁধের ভীরু শিহরণ, ওর মসৃণ ত্বকের সাটিন-শীতলতা। নাতালিয়ার জন্যে দুঃখ হচ্ছিল ওর, লজ্জাও হচ্ছিল নিজের জন্যে। মাতাল অতিথিগুলো কাছ ঘেঁষে চেঁচাতে থাকে:

"আরে ছোঃ, চুমু খেতেও জানে না আনা ড়টা!"

"ঠোঁটে, ঠোঁটে খাও।"

"ওখানে বসলে আমিই কি ওকে চুমু না খেতাম!"

একটা মাতাল স্ত্রীলোকের গলা পাওয়া গেল:

"আ মর্‌, চেষ্টা করেই দেখ্‌ না!"

"চুমু, চুমু চাই!" গর্জন করে উঠল বারকি।

দাঁতে দাঁত চেপে পিওত্র্ নিজের ঠোঁটদু'খানি নাতালিয়ার স্যাঁৎসেঁতে কম্পিত অধরে ঠেকাল। মনে হল নাতালিয়া বুঝি রৌদ্রে একখণ্ড সাদা মেঘের মত গলে যাবে। দুজনেরই খিদে পেয়েছিল, গতদিন থেকে উপবাসী। হয়ত উত্তেজনায়, মদের তীব্র গন্ধে কিংবা দু গেলাস শিমলিয়া মদে পিওত্রের নেশা লাগল। সংগে সংগে ভয়ও পেল, পাছে নাতালিয়া তার নেশাটা টের পায়। ওর চারিধারে সবকিছু যেন দুলতে থাকে, কাঁপতে থাকে; এক একবার সবকিছু মিলেমিশে রঙমশালের মত জ্বলতে থাকে, আবার লাল বুদ্বুদের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে কিলবিল করে সারি সারি বীভৎস মুখ। রাগে অভিমানে পিওত্র্ পিতার মুখের দিকে চায়। কিন্তু ইলিয়া আর্তামোনোভের সেদিকে হুঁস নেই। মাথার চুল এলোমেলো। অগ্নিদাহ চলেছিল তার শিরায় শিরায়। সোজা বাইমাকোভার গোলাপী মুখখানার দিকে চেয়ে আর্তামোনোভ চীৎকার করে ওঠে: "এই ধরলাম গেলাস বেয়ান, আপনার গতরের সুসার হক। আপনারই মত মিঠে এই মদ।"

মর্মর-শুভ্র সুডৌল বাহুখানি তুলতেই উলিয়ানার নানাবর্ণের প্রস্তরখচিত সোনার কাঁকনখানি সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠে, ঝকমক করে ওঠে ওর বুকের উপর নেকলেসের মুক্তাগুলো। সবার মত উলিয়ানাও মদ খাচ্ছিল। ওর ধূসর দুটি চোখে বিহ্বল দৃষ্টি, ফাঁক-করা দুখানি ঠোঁটে ভীরু রঙীন প্রলোভন। আর্তামোনোভের গেলাসের সংগে ঠুং করে নিজের গেলাসটা বাজিয়ে উলিয়ানা মদটুকু গলায় ঢেলে দিল, তারপর অভিবাদন জানাল আর্তামোনোভকে। আর্তামোনোভ ঝাঁকড়া মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল:

"তোফা বেয়ান তোফা। আপনার ঠাটঠমক সব রাজরাণীর মত! তাই এক ঈশ্বরই ভরসা!"

পিওত্রের চোখে ওর বাপের আচরণটা কেমন যেন একটু বেখাপ্পা ঠেকল। মাতলামির প্রচণ্ড হৈ-হল্লার মধ্যেও সে স্পষ্ট শুনতে পেল পোমিয়ালোভের বিবোদসীরণ, বারস্কির মোটাগলার তিরস্কার আর ঝিতেইকিনের খোঁচা-খোঁচা

হাসির শব্দ। পিওত্র্ ভাবল: এতো বিয়ে নয়, এ যেন অগ্নিপরীক্ষা। আবার ওর কানে এল:

"বেটা উলিয়ানার দিকে চেয়ে আছে দেখ—একেবারে হাঁ করে—যেন গিলে ফেলবে।'

"আর কি, আর একটা বিয়ে এল বলে! তফাতের মধ্যে পুরুত থাকবে না এই যা।"

মুহূর্তের জন্য কথাগুলো পিওত্রের কানে যেন বিষ ঢেলে দেয়। কিন্তু নাতালিয়ার হাঁটু কিংবা কনুইএর ছোঁয়া লাগতেই ওর সারা অংগ যেন ঝিমঝিম করে ওঠে এবং একটু-আগের কথাগুলোও ও তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়। চেষ্টা করতে থাকে নাতালিয়ার সংগে যেন ওর চোখাচোখি না হয়ে যায়; একগুঁয়ের মত মাথাটা ঘুরিয়ে রাখে অন্যদিকে; কিন্তু চোখদুটি সেই ঘুরেফিরে নাতালিয়ার চোখদুটিরই ওপর গিয়ে বসে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলে পিওত্র্: "এ-ব্যাপার চলে কতক্ষণ ধরে?" তেমনি মৃদুস্বরে জবাব দেয় নাতালিয়া: "জানি না।"

"বড় খারাপ লাগছে আমার।"

"আমারও", জবাব দেয় নাতালিয়া। উত্তরটুকু পিওত্রের ভাল লাগে, ওর মতে নাতালিয়া মত দিয়েছে তাই।

এদিকে বাগানে মেয়েদের নিয়ে মেতে ছিল আলেক্সেই। নিকিতা বাইরে যায় নি, বাড়ীর ভিতর ভিজে দাড়িওয়ালা একটি পাদ্রির পাশে বসে ছিল। পাদ্রিটি লম্বা, রোগা। চোখের রং তামাটে। সারা মুখে দাগ। উঠান এবং রাস্তার ধারের খোলা জানলাগুলো দিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক ভিতরে উঁকি মারছিল। নীল আকাশের নিচে ওদের মাথাগুলো একবার এদিকে দুলছিল, একবার ওদিকে। এই দেখা গেল, আর নেই। কেউ ফিসফিস করছে, কেউ বিড়বিড় করছে আবার কেউবা গলাবাজিও চালাচ্ছে। জানলাগুলোকে মনে হচ্ছিল খোলা থলের মত, যার মধ্যে দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে অতগুলো গোলমেলে

মাথা অজমুক্তের মত গড়াগড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়তে পারত। নিকিতা বিশেষ করে লক্ষ্য করল দিনমজুর তিখোন ভিয়ালোভকে। খাল খুঁড়ত তিখোন। মুখে ছোপ ছোপ লাল দাগ। গালের উঁচু উঁচু হাড়গুলো লাল্‌চে পশমের মত চুলদাড়ির ফ্রেমে আঁটা। প্রথমটায় ওর চোখদুটোকে মনে হল নিস্তেজ, বর্ণহীন কিন্তু পরক্ষণেই যেন ঝিলিক মেরে উঠল নক্ষত্রের মত। চোখের পাতাগুলি নড়ল না কিন্তু, চোখের তারাগুলোই নড়ে চড়ে উঠল। তিখোনের ঠোঁটদুটি পাতলা, আঁটসাট; কোঁকড়ানো গোঁফের সামান্য ছায়া পড়েছে তাতে কিন্তু ঠোঁটদুখানি পাথরের মত নিশ্চল। মাথার খুলির সঙ্গে লেপ্টান ওর কানদুটিকে বিশেষ ভাল দেখাচ্ছিল না। জানলার মাজায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিয়ালোভ। কত লোক কতবার চেষ্টা করল ঠেলেঠুলে ওকে সরিয়ে দিতে, সেজন্যে ও সোরগোলও তুলল না, শাপমন্যিও করল না, কেবল কাঁধ বা কনুইএর আল্‌তো একটু ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল তাদের। তিখোনের কাঁধদুটির কোণদুটো গোল, মাঝামাঝি খাড়া। তার মধ্যে বসান ঘাড়টাকে দেখে মনে হত, সরাসরি বুক থেকেই উঠেছে বোধ হয় ঘাড়টা। তাছাড়া ওকেও কুঁজো দেখাত। নিকিতা লক্ষ্য করল তিখোনের মুখে এমন কিছু ছিল যা কোমল এবং চিত্তাকর্ষক। এমন সময় হঠাৎ একটা কাণা লোক ঢোলে প্রচণ্ড এক চাঁটি মারল। মেরেই চামড়ার উপর আঙুলগুলো দিল বুলিয়ে। বাজনার রেশটা চলল ইনিয়ে বিনিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে। কে একজন কষে শিস দিল। বেজে উঠল একটা একর্ডিয়ন। সংগে সংগে গোলগাল, কোঁকড়ানো-চুল নীতবর স্তিওপা বারস্কি উঠে দাঁড়াল এবং ঘরের মাঝখানে পা ঠুকতে ঠুকতে ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে, সেই সংগে বাজনার তালে তালে সুরু করল চীৎকার :

ধাঁইকুরকুর, ধাঁইকুরকুর কাব্যি অনর্গল
ও শত্তুর শোন শোন ; সোঁদর ছুঁড়ির দল—
ও নাচিয়ে ও গাইয়ে ফুল-খেলুড়ির দল—
কার পকেটে পয়সা বেশি আমার চেয়ে বল্‌ ?

ঠুনঠুনঠুন পয়সা বাজে, মিষ্টি আমার বাত—
সাহস থাকে আয় আসরে, কর্ না বাজি মাৎ!

স্তিওপার বাবা দাঁড়িয়ে উঠে দানবের মত দেহখানি ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়ে গর্জন করে উঠল: "স্তিওপ্কা! সহরের ইজ্জৎ তোর হাতে, মনে রাখিস্! কুর্স্কের বেড়ালছানাদের এক হাত দেখিয়ে দেওয়া চাই-ই।"

সংগে সংগে লাফিয়ে উঠল ইলিয়া আর্তামোনোভ। রাগে মুখ লাল, নাকের ডগাটা টকটকে লাল—জ্বলন্ত অঙ্গারকণার মত। ঝাঁকড়া চুলে ভর্তি মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে বারস্কির মুখে এই কথাগুলো ছুঁড়ে মারল আর্তামোনোভ: "কার সাধ্যি বলে বেড়ালছানা! কে কত বড় নাচনেওয়ালা পরে দেখা যাবে! আলিওশা!"

মুচকি হাসতে হাসতে বেপরোয়া আলেক্সেই ক্ষণকালের জন্য ত্রিওমোভের নাচিয়েটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল: তারপর হঠাৎ যেন ভড়কে গেল। এল আসরে এবং কর্কশ মেয়েলি গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে পাক খেতে লাগল ঝড়ের বেগে।

ত্রিওমোভের বাসিন্দারা চীৎকার করে উঠল:

"ছানাটা মুখে রা কাটে না যে!"

"রা থাকলে তো কাটবে!"

আর্তামোনোভের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বীভৎস চীৎকার করে বলল সে: "আলিওশ্কা, খুন করব তোকে!"

পা ঠুকে ঠুকে সমানে নাচতে নাচতে আলেক্সেই ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল দুটো আঙুল, চিলের মত শিস দিল একটা; তারপর ছড়া কাটল স্পষ্ট গলায়:

রাজা যখন ছিল মোকেই যখন ছিল রাজা
চাকরবাকর দেখলে পরেই দিত তাদের সাজা;
আজকে শুনি, মোকেই-রাজা বাসন মাজে ঘাটে,
আলিওশ্কা ফূর্তি করে জবর ছড়া কাটে!

নাতালিয়াকে আর্তামোনোভ আনন্দে আটখানা হয়ে হুংকার ছাড়ল :

"কেমন হল তো ?"

একটি আঙুল তুলে মাথা নেড়ে পাদ্রিটি বলল : "বলিহারি যাই !"

পিওত্র্ বলল নাতালিয়াকে : "আলেক্সেই হারিয়ে দেবে তোমাদের স্তিওপাকে।" ভয়ে ভয়ে জবাব দিল নাতালিয়া :

"পাদুটো ওর হাল্‌কা তো।"

আর্তামোনোভ এবং বারস্কি যে যার ছেলেকে উসকে দিতে থাকে যেন মোরগের লড়াই হচ্ছে। দুজনেই আধ্‌মাতাল, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজনের দেহ প্রকাণ্ড, যইভর্তি থলের মত কদাকার, যার কুৎকুতে চোখের লাল জমি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে মদমত্ত আনন্দাশ্রু ; আর-একজন এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল, কল টিপবার সংগে সংগেই লাফিয়ে উঠবে বুঝি। তার চোখদুটো ঘুরছে পাগলের মত, দুখানি দীর্ঘ বাহু থেকে থেকে বেদনায় মুচড়ে যাচ্ছে, দুখানা হাত আছড়ে পড়ছে উরুর ওপর। পিওত্র্ লক্ষ্য করতে থাকে পিতাকে। যখন দেখল দাড়িটা ঝাঁকিয়ে ওর বাবা দাঁতে দাঁত ঘষতে আরম্ভ করেছে তখনি ও ভাবল :

"এই রে, এবার দেখ কাউকে মেরে না বসে।"

মাত্রিওনা বারস্কায়ার ভেঁপুর মত গলা পাওয়া গেল : "একে কি নাচ বলে আর্তামোনোভ। হাতিও যে এর চেয়ে ভাল নাচে। না আছে ছিরি, না আছে ছাঁদ !"

মাত্রিওনার ছাইলাগা তপ্ত খোলার মত গোল মুখের ওপর হো হো করে হেসে ওঠে ইলিয়া আর্তামোনোভ। হাসির ঝড়ে আর একটু হলে মাত্রিওনার অত মোটা নাকটাও হয়ত উড়ে যেত। জিত হয়েছিল আলেক্সেই-এরই। বারস্কির ছেলেটা টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইমাকোভার হাতটা শক্ত করে ধরে আদেশের সুরে বলল আর্তামোনোভ : "আসুন বেয়ান, এবার আপনার পালা।"

ঘাবড়ে গেল উলিয়ানা। আর্তামোনোভের মুঠো থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে সন্ত্রস্তভাবে কুপিতকণ্ঠে বলল সে: "আপনার কি মাথা খারাপ? বোঝেন না এটা অন্যায়?"

অতিথিরা চুপচাপ। মাঝে মাঝে শেয়ালের হাসি। পোমিয়ালোভ তাকাল বারস্কায়ার দিকে। বলল টিপে টিপে: "তাতে কি হয়েছে? নাচ উলিয়ানা। আমরা বরং খুশিই হব। পাপ? ওপরে ঈশ্বর আছেন কি জন্যে? তাঁর বোঝা তিনিই বইবেন। ভয় কি?"

চীৎকার করে বলল আর্তামোনোভ: "পাপ যদি হয় সে আমার।"

এতক্ষণে যেন তার নেশা ছুটে গেল। ভ্রূ কুঁচকে এগিয়ে গেল আর্তামোনোভ, যেন যুদ্ধে যাচ্ছে, যাচ্ছে কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নয়। কে একজন বাইমাকোভাকে সামনে ঠেলে দিল। মাতাল উলিয়ানা টলতে টলতে হোঁচট খেল একবার। তারপর সামলে নিয়ে মাথা সোজা করে কাঁধ বাঁকিয়ে যোগ দিল নৃত্যচক্রে। তাজ্জব বনে গেল সকলেই। পিওত্র্ শুনল কে যেন ফিসফিস করে বলছে:

"দোহাই ভগবান, এ কেলেংকারি যেন দেখতে না হয়! একটা বছরও হয় নি ভাতার মরেছে। সাততাড়াতাড়ি মেয়েটার বিয়ে তো দিলিই, তারপর মেয়ের বিয়েতে মা হয়ে কি না বেহায়ার মত নাচ?"

নাতালিয়ার দিকে না দেখেও পিওত্র্ বুঝল মায়ের জন্যে লজ্জায় ওর মাথা কাটা যাচ্ছে। বলল:

"বাবা বড় বাড়াবাড়ি করছেন!"

"মা-ও", বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিল নাতালিয়া। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে নাচ দেখছিল সে। হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে উঠতেই পিওত্রের কাঁধটা আঁকড়ে ধরল।

নাতালিয়ার কনুইএর নিচে একটা হাত রেখে আদরের সুরে বলল পিওত্র্: "সাবধানে দাঁড়াও।"

খোলা জানলাগুলোর মধ্যে দিয়ে বাতায়নপ্রান্তিক দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে অস্তাচলগামী সূর্যের লাল্‌চে আলো ভেসে এল ঘরের মধ্যে, যেখানে আর্তামোনোভ এবং উলিয়ানা দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চক্রাকারে নেচে চলেছিল। উঠান উদ্যান পথ তখনো হাস্যে-লাস্যে মুখর হয়ে থাকলেও, উত্তপ্ত ঘরখানিতে নিস্তব্ধতা গাঢ় থেকে হল গাঢ়তর। ঢোলের একঘেঁয়ে ঢপ্‌ঢপানি এবং একর্ডিয়নের নাকিসুরের তালে তালে যুবক-যুবতী পরিবেষ্টিত ওই ছুটি নরনারীমূর্তি নেচে চলল ঘূর্ণিবায়ুর মত। যুবক-যুবতীগুলির মুখে কথা নেই; তারা হাঁ করে দেখছিল এই উন্মত্ত নৃত্য—যেন এক অত্যাশ্চর্য নাচের মুখোমুখী হয়েছিল তারা। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রায় সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উঠানে জমা হয়েছিল; তাদের মধ্যে যারা যায় নি, নেশায় উত্তেজনায় তারা উত্থানশক্তিরহিত হয়েছিল বলেই।

অবশেষে মেঝেতে পা ঠুকে স্থির হয়ে দাঁড়াল আর্তামোনোভ। বলল:

"আমাকে টেক্কা দিয়েছেন উলিয়ানা ইভানোভ্‌না।"

চম্‌কে উঠে উলিয়ানা হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—যেন কোন পাষাণ-প্রাচীরের সামনে পড়েছে সে। মাথা ঝুঁকিয়ে দর্শকচক্রকে অভিবাদন করে বলল: "খারাপ ভেব না আমাকে।"

বলেই উলিয়ানা রুমাল দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এবার বারস্কায়ার পালা। সে বলল:

"বরকনেকে এবার আলাদা করে দাও। পিওত্র্‌, তুই আয় আমার সংগে। কৈ গো বরযাত্রীরা কোথায়, বরের হাতছুটো ধর?"

বরযাত্রীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভারি ভারি হাতছুখানা ছেলের কাঁধে রেখে বলল আর্তামোনোভ:

"যা পিওত্র্‌। ঈশ্বর করুন তুই যেন সুখী হস্‌।"

তারপর ছেলেকে আলিংগন করেই ঠেলে দিল সামনে। বরযাত্রীরা শক্ত

করে পিওত্রের হাতদুটো চেপে ধরল। ডাইনে বাঁয়ে থুতু ফেলতে ফেলতে, সামনে সামনে চলল বারস্কায়া বিড়বিড় করতে করতে :

"রোগ নয় শোক নয় হিংসে নয়, থুঃ।
রোগ নয় শোক নয় নিন্দে নয়, থুঃ।
অনল যদি ঢালে, বান যদি ডাকে,
ক্ষতি না হয় যেন ; লক্ষ্মী পাটে থাকে।"

দেখতে দেখতে পিওত্র্ নাতালিয়ার শোবার ঘরে এল। সাজানগোছান কোমল উঁচু বাসরশয্যাটি যেন অপেক্ষা করছিল কারু জন্য। ঘরের মাঝখানে একখানি চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে বসল বৃদ্ধা বারস্কায়া। তারপর বলতে সুরু করল পাদ্রির মত গুরুগম্ভীর চালে :

"মন দিয়ে শোন্ বাছা। শুনে মনে রাখিস্। এই দুটো আধুলি ধর্। জুতোর ভেতরে রাখ্, গোড়ালির তলায়। নাতালিয়া এসে হাঁটু গেড়ে বসে যখন তোর জুতো খুলে দিতে চাইবে, খুলতে দিবি না।"

বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্, "এসব মাথামুণ্ডু কিসের জন্যে ?"

"সে-খবরে তোর দরকার নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। নাতালিয়া তোর জুতো খুলে দিতে চাইলে পা ফিরিয়ে নিবি—একবার দুবার তিনবার। চারবারের বার দিবি ওকে জুতো খুলতে। তখন নাতালিয়া তোকে তিনবার চুমু খাবে। তুইও তখন আধুলিদুটো ওর হাতে দিয়ে বলবি : 'এই আধুলি দিলাম তোকে। বাঁদী হলি আজকে থেকে॥ স্বামীর পায়ে মন। স্ত্রীভাগ্যে ধন॥' ভুলিস্‌নি, খবরদার! আচ্ছা, তারপর জামাকাপড় খুলে শুয়ে পড়বি, নাতালিয়ার দিকে পেছন ফিরে। ও তোর সংগে রাত কাটাতে চাইবে। পেরথম দুবার কোন আমল দিবি না। তিনবারের বার চাইলেই, ওকে বুকে চেপে ধরবি। বুঝলি ? আর তারপর·······।"

বারস্কায়ার কুৎসিৎ ধোঁয়ারঙের মুখখানার দিকে পিওত্র্ অবাক হয়ে চেয়ে দেখল। উপদেশ দেবার সময় বৃদ্ধা বারস্কায়ার নাসারন্ধ্রগুলো ফুলে ফুলে

উঠছিল। জিভখানা ঠোঁটে চাটতে চাটতে, রুমাল দিয়ে চট্‌চটে ঘাড় আর চিবুকের ঘাম মুছতে মুছতে, বারস্কায়া যতদূর সম্ভব কথাগুলোকে ন্যাংটো করে নির্লজ্জভাবে বর্ণনা করল। শেষে যাবার সময় পিওত্র্‌কে মনে করিয়ে দিয়ে গেল :

"ছেনালি, চোখের জলে কান দিস্‌ নি যেন।" তারপর বারস্কায়া টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পিছনে রেখে গেল উগ্র মদের গন্ধ। পিওত্র্‌ রাগে আগুন হয়ে ওঠে। জুতোজোড়া টান মেরে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় একদিকে। তারপর তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে লাফ দিয়ে ওঠে বিছানায়, যেন ঘোড়ায় চড়ছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে থাকে পিওত্র্‌ পাছে দুঃখে অপমানে চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলে।

"ডাইনী পেত্নী কোথাকার!"

ঢালু বিছানাটা গরম ঠেকতে পিওত্র্‌ সুট্‌ করে নেমে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। জানলাটা খুলতেই একটা উৎকট হট্টগোলে ওর কানদুটো কালা হয়ে গেল যেন। হট্টগোলটা আর কিছুই নয়, ফলের বাগানে তখনো মাতলামির হর্‌রা উঠছিল, তার সংগে বিপুল অট্টহাস্য এবং কর্কশ মেয়েলি চীৎকার। দেখা গেল গাছের নিচে নিচে নীল আবছা অন্ধকারে মানুষের কাল কাল মূর্তিগুলো ঘুরঘুর করছে। সেন্ট-নিকোলা গির্জার ঘণ্টাঘরের ছুঁচলো চূড়াটা তামার আঙুলের মত উঁচিয়ে ছিল আকাশ বিদীর্ণ করে। চূড়ার ক্রুশটাকে কেবল দেখা গেল না, রঙ করার জন্যে আগেই নামিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সহরের বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে চোখ ছুটিয়ে দেখল পিওত্র্‌, এক ফালি গলন্ত চাঁদের হলদে আলোতে বিষণ্ণভাবে চিক্‌চিক্‌ করছে ওকা; দেখল দূরে নদীর ওপারে সীমাহীন অরণ্যের কাল কাল রেখাগুলোকে। এই সংগে ওর চোখের তারায় ভেসে উঠল আর একটি দেশের ছবি যে-দেশের সোনালি মাঠে অনন্ত বিস্তার। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল পিওত্র্‌। এমন সময় সিঁড়িতে খিলখিল হাসি এবং পায়ের শব্দ শোনা গেল। সংগে সংগে পিওত্র্‌ এক লাফে ফিরে গেল বিছানায়। ধীরে ধীরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। খসখস শব্দ হল রেশমী ফিতের; জুতোর মচমচ

আওয়াজ শোনা গেল। কে একজন কাঁদল নাকে রুমাল দিয়ে। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ছিটকিনির শব্দ হল—খট্। সতর্কভাবে মাথা তুলল পিওত্র্। আধো অন্ধকারে দেখল, ঘরের ভিতর ঠিক চৌকাঠের ধারে দাঁড়িয়ে, একটি শুভ্রমূর্তি মেঝেতে প্রায় মাথা ঠেকিয়ে, ধীরে ধীরে বুকের উপর ক্রুশচিহ্ন আঁকছে।

ও প্রার্থনা করছে; আমার তো করা হয় নি। অবশ্য প্রার্থনা করার কোন ইচ্ছাও ছিল না তার। আস্তে আস্তে বলল, "ভয় পেও না নাতালিয়া ইএভ্‌সেইএভ্‌না। আমার নিজেরই হাত-পা পেটে সেঁদোবার জোগাড় হয়েছে। মাথাটা যেন তুলতে পারছি না।" বলে দুহাত বুলিয়ে পিওত্র্ চুলগুলো বাগিয়ে নিল। তারপর কান খুঁটতে খুঁটতে বলল অস্ফুচ্চস্বরে: "ওসবের কিছু দরকার নেই, ওই জুতো-খোলা তারপর আরও কত কি। বাজে কথা সব বাজে কথা। ইদিকে বলে আমার ভেতরটা কান্নায় ফেটে যাচ্ছে, আর উদিকে ওই মাগীটা বকরবকর করে যত সব বাজে কথা বকেই চলেছে। কেঁদো না তুমি।"

ভয়ে ভয়ে নৌকোর মত ভেসে, নাতালিয়া জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল: "ওরা এখনো হৈ হৈ করছে।"

"করুক"।

এমনি করে অর্থহীন উড়ুউড়ু কথার মধ্যে দিয়ে রাত্রি এগুতে থাকে। ওরা দুজনেই ক্লান্ত, দুজনেরই ভয়ভয় করছে। কারোরই সাহস হচ্ছে না কাছাকাছি আসার। ভোরের দিকে সিঁড়িতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হল; হাত দিয়ে কে যেন ঘরের দেয়ালটা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। নাতালিয়া দরজা খুলতে গেল। পিওত্র্ বলল ফিস্‌ফিস্ করে: "দেখ, যদি ওই বারস্কায়া মাগীটা হয়, তাহলে ঢুকতে দিও না।"

দরজার ছিটকিনি খুলে বলল নাতালিয়া: "মা এসেছেন।" মেঝের ওপর পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসল পিওত্র্। নিজের ওপর রাগ হল ওর; বিষণ্ণভাবে বলল মনে মনে:

"নাঃ, আমি কোন কাজের নই। এতটুকু সাহস হল না আমার? ও আমাকে নিশ্চয়ই টিটকিরি কাটবে!"

দরজা খুলে নাতালিয়া আস্তে আস্তে বলল :

"মা তোমায় ডাকছেন।"

উনুনের ধারে উঁচু টেবিলটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নাতালিয়ার মা। টেবিলের সাদা পাথরের সংগে যেন মিশে গিয়েছিল ওর গায়ের রঙ। পিওত্র্ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাইমাকোভা রাগে দুঃখে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে বলল ফিস্‌ফিস্ করে :

"তোমার মতলব কি পিওত্র্ ইলিইচ্? তোমার জন্যে দশজনের সামনে মায়ে ঝিয়ে কি গলায় দড়ি দেবো? ভোর হল বলে, এখুনি লোকজন এসে তোমাদের দরজা ঠেঙাবে। ওদের আমি আমার মেয়ের সেমিজটা দেখাতে চাই যাতে ওরা মেয়েটাকে সন্দেহ না করে।"

উলিয়ানার একখানা হাত পিওত্রের কাঁধের ওপরই ছিল। অন্য হাতে পিওত্রকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রাগতভাবে কৈফিয়ৎ চাইল উলিয়ানা :

"ব্যাপার কি? তোমার গায়ে কি রক্তমাংস নেই? জবাব দাও! চুপ করে কেন?"

পিওত্র্ বিমর্ষভাবে বলল :

"ওকে কেমন মায়া হচ্ছে। আমারও ভয়ভয় করছে।"

বিধবা উলিয়ানার মুখখানি অন্ধকারে দেখা না গেলেও পিওত্রের মনে হল উলিয়ানা হাসল।

"যাও এখুনি ফিরে যাও। পুরুষ হয়ে জন্মেছ, গিয়ে পুরুষের মত কাজ কর। সেণ্ট খ্রীষ্টোফারকে মনে মনে ডাকো, যাও।......শোন দাঁড়াও একটু, একটা চুমু খাই।"

বলে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে সুরাগন্ধী মিঠে ঠোঁটদুখানি দিয়ে পিওত্র্‌কে চুমু খেল উলিয়ানা। কিন্তু পিওত্র্‌কে পাল্‌টা চুমু খাবার অবকাশটুকু না দিয়ে

চলে গেল সেখান থেকে। পিওত্রের চুমুটা সশব্দে হাওয়ায় ফেটে গেল। ঘরে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল পিওত্র্। তারপর দৃঢ়-সংকল্প হয়ে হাতদুখানা বাড়িয়ে দিল নাতালিয়ার দিকে। সামনে এগিয়ে এল নাতালিয়া এবং ধরা দিল পিওত্রের বাহুবন্ধনে। বলল কাঁপা গলায়:

"মা বড্ড নেশা করেছে।"

কিন্তু নাতালিয়ার কাছে তখন এসব কথা শুনতে চায় নি পিওত্র্। বিছানার দিকে পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলল সে:

"ভয় পেও না। দেখতে আমায় ভাল না হতে পারে, লোক আমি ভাল।"

পিওত্রের কাছে, আরও কাছে সরে আসতে আসতে, ফিস্‌ফিস্ করে বলল নাতালিয়া:

"পড়ে যাচ্ছি।"

…ত্রিওমোভের লোকগুলো হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া পেলে যেন আর কিছুই চাইত না। পাঁচদিন ধরে চলল বিয়ের উৎসব, আর সকাল থেকে মধ্যরাত্র পর্যন্ত মদ খেয়ে মাতলামি করে তারা পথে পথে বাড়ীতে বাড়ীতে জটলা করল। বারস্কিদের বাড়ীতেই ভোজটা হল সবচেয়ে জাঁকাল এবং উপাদেয়; সেখানে ফ্যাসাদ বাধাল আলেক্সেই। ছোট্ট ওল্‌গা ওরলোভার সংগে ছোটখাটো কি একটা মস্করা করতেই বারস্কিদের ছেলেটাকে আলেক্সেই বেশ উত্তমমধ্যম দিল বুঝি, আর সংগে সংগে ছেলেটার বাপ-মা এসে নালিশ জানাল আর্তামোনোভের কাছে। অবাক হয়ে বলল আর্তামোনোভ:

"ছেলেরা অমন একটু আধটু করেই থাকে।"

আর্তামোনোভ একধার থেকে মেয়েদের উপহার দিল সুন্দর সুন্দর বাহারী ফিতে এবং মিষ্টি, ছেলেদের দিল পয়সা; বাপ-মাদের পেট ঠেসে খাওয়াল মদ এবং কথা নেই বার্তা নেই যাকে পেল তাকে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

"বড় আনন্দের দিন গো, বড় আনন্দের দিন।"

হাসি, চীৎকারে আর্তামোনোভ জায়গাটাকে মাতিয়ে তুলল। পিপে পিপে মদ ঢালল গলায়, যেন দেহের ভিতরকার কোন দাবানলকে নিভাতে চায় সে; কিন্তু মাতলামি করল না একটুও। এ-ক'দিনে ও বেশ একটু রোগা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা লক্ষ্য করল উলিয়ানা বাইমাকোভা থেকে বাবা দূরে দূরে থাকলে কি হবে, বাবার চোখদুটো যেন প্রায়ই উলিয়ানার দিকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছিল কিসের ক্রোধে এবং আক্রোশে। নিজের শক্তির বড়াই করতে করতে আর্তামোনোভ সহরের রক্ষিসেনাগুলোকে খোঁচাতে লাগল এবং স্রেফ গায়ের জোরে একটা ফায়ারম্যান এবং তিনজন রাজমিস্ত্রিকে সেইখানেই চিৎ করে দিল। এইবার এগিয়ে এল খালমজুর তিখোন ভিয়ালোভ। এসেই কেবল প্রস্তাব নয়, সরাসরি তাল ঠুকে বলল আর্তামোনোভকে :

"এবার চলে আসুন আমার সংগে।"

ভিয়ালোভের কথার সুরে অবাক হল আর্তামোনোভ। মজুরটার বেঁটেসেটে মুগুরের মত দেহটাকে দেখে নিল আগাপাছতলা।

"শুধু মুখেই ফুটুনি, না গতরে কিছু আছে?"

ভিয়ালোভ গম্ভীরভাবে জবাব দিল : "তা জানি না।"

কিছুক্ষণ ধরে দুজনে এ ওঁর বেল্ট ধরে টানাটানি করল কিন্তু কোন ফল হল না তাতে। ভিয়ালোভের কাঁধের ওপর দিয়ে ইলিয়া নির্লজ্জভাবে মেয়েদের চোখ টিপছিল। মজুরটার চেয়ে সে লম্বা তো বটেই, দেহটাও তার আর-একটু গোছাল, আর-একটু ছিমছাম। আর্তামোনোভের বুকে একখানা কাঁধ গুঁজে দিয়ে ভিয়ালোভ মাথার ওপর দিয়ে ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আর্তামোনোভ কি কম সেয়ানা? তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে বলল :

"অত সোজা নয় যাদু আমার! এ বড় কঠিন ঠাঁই!"

তারপর আর্তামোনোভ হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে, সরাসরি মাথার ওপর দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল ভিয়ালোভকে, এত জোরে যে খাল-মজুরটার পাদু'খানা যেন অসাড় হয়ে গেল।

ঘাসের ওপর উঠে বসল, গালের ঘাম মুছতে মুছতে [illegible] বলল ভিয়ালোভ :

"গায়ে সত্যিই জোর আছে ওর।"

"সে আর তোমায় কষ্ট করে বলতে হবে না, এমনিতেই ঠাওর পাচ্ছি," ঠাট্টা করে বলল দর্শকরা।

"ভাল খায়-দায়, তাই।" আবার বলল ভিয়ালোভ।

ইলিয়া ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল : "উঠে পড়্।"

কিন্তু সে-সাহায্য গ্রহণ করল না ভিয়ালোভ। একাই উঠতে চেষ্টা করল; পারল না কিন্তু। ভিড়ের দিকে বিস্মিত করুণ চোখে তাকাতে তাকাতে আবার বসে পড়ল পা ছড়িয়ে। নিকিতা ওর কাছে এসে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করল :

"লাগছে বুঝি? একটু ধরব?"

শুকনো হাসি হেসে বলল ভিয়ালোভ :

"হাড়ে ব্যথা, নইলে তোমার বাবার চেয়ে আমার গায়েই জোর বেশী; কেবল অতটা চালাক নই এই যা। ধর, তবে হাতটা একটু ধর নিকিতা ইলিইচ্, তোমার মনটা সাদা!"

নিকিতার হাতখানা ধরল ভিয়ালোভ; তারপর লোকজনের পিছনে পিছনে হেঁটে চলল দুজনে। মাটিতে জোরে জোরে পা ঝাড়তে লাগল ভিয়ালোভ, পায়ের ব্যথাটা যদি কমে যায় এই আশায়।

এদিকে পিওত্র্ আর নাতালিয়ার দুর্গতির সীমা ছিল না। ঘুমের অভাবে চোখে কালি পড়েছে, ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। তবুও হট্টগোলে রঙবেরঙের মাতালগুলোর সংগে ঘুরে বেড়াতে হল দুজনকেই পথে পথে, খাবার থেকে আরম্ভ করে মদটুকু পর্যন্ত খেতে হল ওদেরই সংগে এক টেবিলে বসে। তাছাড়া ওদের দুজনকে উপলক্ষ করে যে নির্লজ্জ অশ্লীল ঠাট্টামস্করাগুলো চলেছিল তাও শুনতে হল দুজনকে মুখ লাল করে। লজ্জায় এ ওর মুখের পানে চাইতে পারে

না যেন, কথা কওয়া তো দূরের কথা। সর্বদাই হাঁটছে দুজনে হাতে হাত দিয়ে, বসছে পাশাপাশি; তবুও, দেখলে মনে হত দুজনার মধ্যে যেন চেনাশোনাটুকু পর্যন্ত নেই। এতে খুশি হল মাত্রিওনা বারস্কায়া। বড়াই করে বলল ইলিয়া এবং উলিয়ানাকে:

"কি গো ছেলেকে কেমন শিক্ষে দিয়েছি? ভালই, কি বল? উলিয়ানা, তুইও বল্ বাছা, তোর বেটিকে কেমন শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি! ওলো, জামায়ের দিকে দেখ্ একবার? যেন রাজপুত্তুরটি।—চটকটা যেন: 'বউ হল তো কিই হল। আমার কাছে আমি ভাল॥'—গোছের! তাই না?"

কিন্তু শোবার ঘরে এসে নাতালিয়া এবং পিওত্র্ দুজনেই পরনের জামা-কাপড়গুলোর সংগে সারাদিনের ভণ্ডামিগুলোকেও টান মেরে ফেলে দিত—যে ভণ্ডামিগুলো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হত ওদের ঘাড়ে এবং যেগুলোকে ওদের সইতে হত লোকজনের সামনে। তারপর সারাদিনের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করত নিজেদের মধ্যে। অবাক হয়ে বলল পিওত্র্:

"তোমাদের সহরের লোকগুলো বেশ মদ খায়, কি বল?" পাল্টে জিজ্ঞাসা করল ওর স্ত্রী: "তোমাদের ওখানকার লোকজন বুঝি এর চেয়ে কম মদ খায়?"

"চাষারা এতটা খেতে পারে না।"

"তোমাদের তো চাষা বলে মনে হয় না।"

"আমরা ছিলাম তালুকদারিতে,—সে একরকম বনেদী ব্যাপার!"

মাঝে মাঝে ওরা চুপচাপ জানলার ধারে বসে থাকত, এ ওকে জড়িয়ে ধরে। ফলবাগানের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত ঘরের মধ্যে। আস্তে আস্তে বলত নাতালিয়া: "কথা বলছ না কেন?"

"বাজে বকতে ইচ্ছে করে না।"

এসব চুটকি কথা ভাল লাগত না পিওত্রের। ভাবত, নাতালিয়া কত অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলবে! কিন্তু নাতালিয়া ওর সে-চাহিদা মেটাতে পারত

না। তখন ও নিজেই গল্প শুরু করত সীমাহীন সোনালি স্টেপির। নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করত :

"বনবাদাড় নেই একটুও ? একটুও না ? মাগো, ভাবতেও ভয় করে!"

নিরানন্দভাবে জবাব দিত পিওত্র্ : "ভয় থাকে বনেই। স্টেপিতে ভয় থাকবে কেন ? শুধু আমি, আর মাটি, আর আকাশ।"

একদিন ওরা জানলার ধারে বসে আকাশের তারা গুণছিল। এমন সময় শুনল ফলবাগানের কলঘরের কাছাকাছি কিসের যেন শব্দ হচ্ছে; কে যেন র‍্যাজবেরির ঝোপগুলো মাড়িয়ে দৌড়চ্ছে। তারপর কে যেন ক্রুদ্ধভাবে চাপা গলায় বলে উঠল :

"করছ কি বদমা'স ?"

ভয়ে লাফিয়ে উঠল নাতালিয়া : "এ যে মায়ের গলা!"

পিওত্র্ জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। ওর বিশাল কাঁধদুটিতে ঢেকে গেল জানলার গোটা ফাঁকটা। কলঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ওর বাবা নাতালিয়ার মাকে দেয়ালে চেপে ধরে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করছিল, আর নাতালিয়ার মা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে যুঝছিল প্রাণপণে, এলোপাতাড়ি ঘুষি চালাচ্ছিল ওর বাবার মাথায় এবং সেই সংগে হাঁফাতে হাঁফাতে বলছিল :

"ছেড়ে দাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।" তার একটু পরেই উন্মত্তের মত লাগল উলিয়ানার গলাটা :

"ওগো, আমায় ছুঁয়ো না! একটু দয়া কর।"

পিওত্র্ চোরের মত চুপিচুপি বন্ধ করে দিল জানলাটা। তারপর স্ত্রীকে চেপে ধরে হাঁটুর ওপর বসিয়ে বলল :

"ওদিকে দেখো না।"

ফাঁদের মধ্যে পাখির মত ঝটপট করতে করতে বলল নাতালিয়া : "এক্ষুনি বল কি হয়েছে, কাকে দেখে মা চেঁচাল অমন করে ?"

স্ত্রীকে আরও শক্ত করে ধরে জবাব দিল পিওত্র্:

"বুঝছ না? বাবা।"

লজ্জায় ভয়ে অস্থির হয়ে বিচলিত কণ্ঠে বলল নাতালিয়া:

"আগো, ওরা কী!"

পিওত্র্ স্ত্রীকে বিছানায় বসিয়ে ধীরে ধীরে বলল:

"মা-বাপের বিচার করা আমাদের কাজ নয়।"

দুহাতে মাথা চেপে ছটফট করতে করতে বলল নাতালিয়া কান্নার সুরে: "এ-যে পাপ, ভীষণ পাপ!"

জবাব দিল পিওত্র্: "পাপ করছে ওরা করুক, তাতে আমাদের কি?" তারপর বাবার কথাগুলো মনে করে আবার বলল: "ভদ্দরলোকেরা এর চেয়েও নোংরা কাজ করে থাকে। তাছাড়া, একপক্ষে এ ভালই হল। তোমার দিকে বুড় আর নজর দেবে না। বুড়গুলো আজব লোক, বুঝলে? ছেলের বউকে ধরে টানাটানি করতেও এদের বাধে না, আর এ তো......। ছিঃ, কেঁদো না।"

কাঁদতে কাঁদতে ওর স্ত্রী বলল:

"সেদিন ওদের নাচতে দেখেই আঁচ করেছিলুম যে......। তবে তোমার বাবা যদি জোর করেন, আমরা কি করব বল?"

কান্নায় উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে নাতালিয়া একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। জানলাটা খুলে দিয়ে পিওত্র্ দৃষ্টিনিক্ষেপ করল ফলবাগানের মধ্যে। জনমানবের সাড়া নেই সেখানে, কেবল বাতাসের দীর্ঘনিঃশ্বাস আর সুরভিত অন্ধকারে গাছের মাথা নাড়া। জানলাটা খুলে রেখে পিওত্র্ স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়ল। ঘুম এল না, ঘটনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল মনে মনে। ভাবল: কী সুন্দরই না হত, যদি সে আর নাতালিয়া কোন একটি ছোট্ট কুটিরে বাসা বাঁধতে পারত, শুধু সে আর নাতালিয়া......।

সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল নাতালিয়ার। ভাবল, এত সকালে ঘুম ভাঙল কেন! হয়ত মায়ের দুঃখে, মায়ের ব্যথায়। কেবল সেমিজটি পরে

খালি পায়ে ও তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বাবা আর মায়ের ঘরের দরজা রোজই বন্ধ থাকত, আজ একেবারে হাঁ-হাঁ করছিল। এতে ভয় পেল নাতালিয়া। যাই হোক, ঘরে উঁকি মেরে দেখল, বিছানার এককোণে চাদরটার তলায় তালগোলপাকানো একটা ধবধবে সাদা মূর্তি শুয়ে আছে এবং বালিসের ওপর ছড়িয়ে আছে তার কালো এলোমেলো চুল।

"ঘুমচ্ছে। মা আমার কত কান্নাই না কেঁদেছে, কত দুঃখুই না পেয়েছে!"

নাতালিয়া ভাবল একটা কিছু করা দরকার ওর আহত মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। বাগানে চলে এল নাতালিয়া। শিশির-ভেজা ঘাসে ওর পায়ে সুড়সুড়ি লাগল, পাদুটো কেঁপে কেঁপে উঠল। তখন সূর্য সবেমাত্র বনের মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। তখনও তেমন গরম হয় নি। বাঁকা বাঁকা রোদ্দুরের ছুরিতে ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। শিশির লেগে ভাটুইপাতাগুলোকে দেখাচ্ছিল রূপোর পাতের মত। একখানা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নাতালিয়া একবার এ-গালে চেপে ধরল, আর একবার ও-গালে। এতে শরীরটা যেন একটু হাল্‌কা মনে হল। তারপর সামনে ঝুঁকে থোকা থোকা লাল মনক্কা কুড়িয়ে ভরতে লাগল পাতাটিতে। রাগ না করে, ভাবল ওর শ্বশুরের কথা। ভারি হাতখানা দিয়ে ওর পিঠে চাপড় মারার কেমন যেন একটা নিজস্ব ঢঙ ছিল ওর শ্বশুরের। চাপড় মেরে মুচকি হেসে বলত:

"কি গো, খবর কি? খুব ফূর্তি, না? বেশ বেশ ফূর্তি কর।"

মনে হত ওকে বলবার মত আর কোন কথাই যেন খুঁজে পেত না ওর শ্বশুর। নাতালিয়া একটু আধটু বিরক্তও হত: ভারিহাতের স্নেহের চাপড়গুলো মেয়েমানুষের পিঠে কেন বাপু, ঘোড়ার পিঠেই তো মারলে হয়!

শেষে একরকম জোর করেই ওর শ্বশুরকে ও মনে মনে শত্রু সাব্যস্ত করল: "বদমাস কোতাকার!"

কিচিরমিচির করছিল পাখিরা। মাথার উপর পাতায় শব্দ হচ্ছিল শব্‌-শব্‌-শব্‌। অনেক দূরে সহরের শেষ সীমায় কোন রাখাল ভেঁপু বাজান

"মা-র খবর কি ?"

"বেশ ভালই আছেন মনে হল।"

"তবে আর কি!" কান খুঁটতে খুঁটতে বলল পিওত্র্।

চিবুকের উপর শস্যের নাড়ার মত লাল্‌চে চুলগুলো ঘষতে ঘষতে বাঁকা হাসি হাসল সে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা।

"দেখছি ওই বারস্কায়া-মাগীটা কিছু ভুল বলে নি।—ছেনালি, চোখের জলে কান দিস্ নি, ছেনালি চোখের জলে কান দিস্ নি।"

তারপর কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা করল নাতালিয়াকে :

"নিকিতার সংগে দেখা হল ?"

"না তো।"

"তার মানে ? ও তো বাগানেই রয়েছে, পাখি ধরছে।"

"এঁ্যা! আর আমি কিনা খালি সেমিজটা গায়ে দিয়ে বাগানে ঘুরছিলাম!"

"তাহলেই বোঝ!"

"কিন্তু ও ঘুমোয় কখন ?"

জুতো পরতে পরতে পিওত্র্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে উঠল—বেশ জোরেই। স্বামীর দিকে আড়চোখে চেয়ে ফিক করে একটু হেসে বলল নাতালিয়া :

"যা-ই বল, কুঁজো হক আর যা-ই হক, ও কিন্তু আলেক্সেই-এর চেয়ে অনেক অনে-ক ভাল।"

পিওত্রের মুখ থেকে এবারও ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দটা বেরুল, কিন্তু অত জোরে নয়।

প্রতিদিন সূর্য ওঠার সংগে সংগে, রাখালরা যখন বাঁশিতে বিষণ্ণ সুর তুলে গরুর পাল জড়ো করত, তখন নদীর ওপারে সুরু হত কুড়ুলের শব্দ, আর গরু তাড়াতে তাড়াতে ত্রিওমোভের লোকজন নিজেদের মধ্যে [illegible] করত :

"অনাছিষ্টি! রাত না ফুরতেই আবার শুরু করেছে!"

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। নাঃ, শান্তি আর রইল না।"

মাঝে মাঝে ইলিয়া আর্তামোনোভের মনে হত সহরের একঘেঁয়ে শত্রুমনোভাবটাকে সে কাটিয়ে উঠেছে; কারণ ত্রিওমোভের লোকজন, দেখা হলেই, টুপির আগাটা তুলে তাকে সসম্মানে অভিবাদন জানাত এবং যখন সে রাৎস্কি-রাজদের গল্প বলত তারা মন দিয়ে শুনত। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ না কেউ মন্তব্য করতই,—তাও বেশ গর্বের সংগে:

"আমাদের এখানকার ভদ্দরলোকদের হয়ত অত জৌলুসও নেই আর অত পয়সাও নেই, তবে তাদের দাপটটা আরো বেশি।"

কোন কোন ছুটির সন্ধ্যায় ওকার ধারে, বারস্কির হোটেলসংলগ্ন ছায়াকুঞ্জে, ত্রিওমোভের ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী লোকদের বলত আর্তামোনোভ:

"আমার ব্যবসায় লাভ হবে আপনাদের সকলেরই।"

"হলেই ভাল", ঠোঁটদুখানা বেঁকিয়ে একটু হেসে জবাব দিত পোমিয়ালোভ। কিন্তু সে-হাসিটা নেড়িকুত্তার মত; বোঝবার উপায় ছিল না পা চাটবে না কামড়ে দেবে। পোমিয়ালোভের তোবড়ানো মুখখানা পাৎলা শণের মত দাড়িতে বেখাপ্পা দেখাত। সীসের টুকরোর মত ওর নাকটা সবকিছুতেই যেন সন্দেহের গন্ধ পেত। চোখদুটোর তো কথাই নেই, সব সময়ই ঈর্ষ্যায় কুচুটে। একই কথার ধুয়ো ধরে পোমিয়ালোভ আবার বলল:

"হলেই ভাল মশাই, হলেই ভাল। অবিশ্যি আপনাকে বাদ দিয়ে এখানে আমরা কিছু মন্দ ছিলাম না। তবে কি জানেন, এসে যখন পড়েছেন, তখন আপনাকে নিয়েও হয়ত ভালই থাকব।"

আর্তামোনোভ ভ্রূ কুঁচকে বলল:

"আপনার বাক্যিগুলো তো বন্ধুর মত ঠেকছে না; এ যেন চিম্‌টি কেটে পীরিত করা।"

হো হো করে হাসতে হাসতে বলল বারস্কি:

"ওর দস্তুরই ওই!"

বারস্কির মুখখানা দেখলে মনে হত কতকগুলো লাল মাংসের টুকরো কেউ যেন যেন-তেন প্রকারে এঁটে দিয়েছে। বাদ-বাকি—ওর প্রকাণ্ড মাথাটা, ঘাড়, গাল এবং বাহুদুটো ভালুকের মত মোটা মোটা লোমে একেবারে ভর্তি। কানদুটো দেখাই যেত না, আর চোখদুটি চর্বির ভাঁজে ভাঁজে এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত যেন ওদুটোর কোন দরকারই ছিল না।

"এমন বরাত, পেটে কিছু পড়তে না পড়তেই চর্বি", বলেই এক মুখ ভোঁতা গজালের মত দাঁত বের করে হো হো করে হেসে উঠত বারস্কি।

সরাইওলা ভোরোপোনোভ আর্তামোনোভের দিকে ওর বর্ণহীন চোখদুটো ফিরিয়ে শুকনো গলায় খেদ করত :

"কারবার অবিশ্যি করতেই হবে কিন্তু তাই বলে ঈশ্বরের কাজটাও ভুললে চলবে না। কথায় বলে 'মার্থা, জানি তুমি দুঃখিনী। কাজকম্মে সাবধানী। তবু একটা কাজ বাকি। তা নইলে সব ফাঁকি'।"

ভোরোপোনোভের বিবর্ণ শূন্যগর্ভ চোখদুটো দেখলে মনে হত, ও যেন এখুনি কোন অত্যাশ্চর্য রহস্যের উদঘাটন করবে, আর তাক লাগিয়ে দেবে তারই চটকে। মাঝে মাঝে ও এমন ভংগি দেখাত যেন ওর শ্রীমুখ দিয়ে কোন আর্ষবাণী পিছলে পড়ল ব'লে। বলত :

"অবিশ্যি খ্রীষ্টও রুটিতে ভাগ বসিয়েছিলেন, যাতে মার্থা……"

সংগে সংগে চামড়ার ব্যাপারী ঝিতেইকিন ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠত : "থাম থাম। কি বলছ খেয়াল আছে?" চামড়ার কারবার ছাড়া ঝিতেইকিন গির্জে দেখাশুনারও কাজ করত।

ভোরোপোনোভ চুপ করে যেত আর থলথলে কানদুটো খুঁটত।

ইলিয়া জিজ্ঞাসা করত ঝিতেইকিনকে :

"কিছু বুঝলেন আমার ব্যবসাটা সম্বন্ধে?"

নির্ভেজাল বিস্ময়ে জবাব দিত ঝিতেইকিন : "কি বয়ে গেছে আমার মশাই ? আপনার কাজ আপনি বুঝবেন, আমার কি ? যে যার নিজের চরকায় তেল দিলেই হল। বেড়ে লোক তো আপনি ?"

কড়া মদে চুমুক দিতে দিতে গাছের ফাঁক দিয়ে আর্তামোনোভ চেয়ে থাকে কাদামাখা ফিতের মত সরু ওকার দিকে। তারই বেশ খানিকটা বাঁদিক ঘেঁষে নক্শাকাটা সবুজ সাপের মত এঁকে বেঁকে বেরিয়ে গেছে ভাতারাক্শা। পাইনবন আর জলাগুলোর ভিতর গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে ছোট নদীটা মিশে গেছে বড় নদীটার বুকে। সোনালি বালির উপর ছড়ানো এলোমেলো কাঠের টুকরো আর কুচোগুলো ঝিকমিক করতে থাকে। একটা লালচে-বাদামী আভা বেরিয়ে আসে স্তূপীকৃত ইটগুলো থেকে। চট্কানো উইলো-ঝোপের মধ্যে লম্বা লাল্চে রঙের বাড়িখানাকে দেখায় ঢাক্নাখোলা শবাধারের মত। এই বাড়িটাই হবে কারখানা। দূরে দেখা যায় একটা গুদামঘর, যার ছাদের লোহায় তখনো রঙ পড়ে নি। ডুবুডুবু সূর্যটা সেই অনুজ্জ্বল লোহালক্কড়ে আট্কে পড়ায় মনে হয়, গুদামঘরটা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তেরছা আলোয় দোতলা বাসাবাড়িটির হল্দে দেয়ালগুলোকে মনে হয় গলন্ত মোম। উঁচু উঁচু আঁটসাট সোনালি কড়িবরগাগুলো উঁচিয়ে থাকে গুমোট আকাশে। আলেক্সেই-এর ভাষায়, দূর থেকে বাড়িখানাকে দেখায় প্রকাণ্ড একটা বীণার মত। ও থাকে সহরের ছেলেমেয়ে থেকে অনেক দূরে, ওই ওকা-ভাতারাক্শার মোহানার কাছাকাছি একটা জায়গায়। ওকে বাগে আনাই যেন ভার, যেমন বদমেজাজী তেমনি অবাধ্য। এদিকে পিওত্রের স্বভাবটা আলাদা—বোঝে না সে, সাহস ও মনের জোর থাকলে কত কী-ই না করা যায়।

আর্তামোনোভের মুখের ওপর দিয়ে একখানা ছায়া সরে যায়। পাশ ফিরে জুর ঝোপের ফাঁক দিয়ে সহরের লোকগুলোর দিকে দেখতেই ওর ঠোঁটে খেলে যায় তাচ্ছিল্যের হাসি। ভাবে : লোকগুলোর না আছে মনের জোর, না আছে সাহস, একেবারে সস্তা মাল।

রাতে ঝাঁঝা সহরটা যখন গভীর ঘুমে ডুবে যেত, চোরের মত চুপি চুপি আর্তামোনোভ নদীর ধার দিয়ে খিড়কি-পথে, বিধবা বাইমাকোভার ফলবাগানে ঢুকে পড়ত। মশার গুঞ্জনে মুখর হয়ে থাকত গরম অন্ধকারটা; মনে হত ওরাই বুঝি শশা-আপেল-যোয়ানের মিষ্টি গন্ধটা ছড়িয়ে দিত আকাশে বাতাসে। মেঘের ধূসর পাড়ে পাড়ে গড়িয়ে যেত চাঁদ এবং নরম ছায়াগুলো ভাসত নদীর বুকে।

বেড়া ডিঙিয়ে চুপি চুপি আর্তামোনোভ ফলবাগানের মধ্যে দিয়ে উঠানে এসে পড়ল। তারপর ঢুকে গেল অন্ধকার চালাঘরটায়। সংগে সংগে ঘরের এককোণ থেকে ভেসে এল ফিস্‌ফিসে ভীরু জিজ্ঞাসা :

"ঠিক জান কেউ তোমায় দেখে নি ?"

পোষাকটা খুলে, ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বিরক্তভাবে জবাব দিল আর্তামোনোভ :

"এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে ভাল লাগে না আমার। আমি কি কচি খোকা ?"

"তা যদি না লাগে, মেয়েমানুষ না রাখলেই হয় !"

"রাখতাম তো না-ই। নেহাৎ ঈশ্বর একটা জুটিয়ে দিলেন, তা-ই।"

"কি সব বলছ চুলোর কথা ? ভগবানের চোখে, আমরা পাপ করছি, তা জান ?"

"রাখো রাখো, ওসব পরে হবে। কিন্তু উলিয়ানা, তোমার সহরের পাপগুলো জ্বালালে দেখছি।"

"ও নিয়ে তুমি মন খারাপ কর না," ফিসফিস করে বলল উলিয়ানা; এবং সেই সংগে দুর্দমনীয় আবেগে, অফুরন্ত প্রচণ্ড আদরে, শান্ত করল ক্ষুব্ধ আর্তামোনোভকে। আদর করতে করতে যখন শ্রান্ত হল উলিয়ানা, তখন সুরু করল দ্রিওমোভের লোকজন সম্বন্ধে খবরাখবর দিতে; যেমন—কে চালাক, কে জোচ্চোর, কার সংগে সাবধানে চলা উচিত, কার বাড়তি টাকা আছে—এই সব নানা খবর।

"ওরা জানে তোমার অনেক কাঠের দরকার, তাই [illegible] আর ভোরোপোনোভ মতলব আঁটছে আশপাশের সমস্ত কাঠ কিনে নেবার, যাতে তুমি ফ্যাসাদে পড়।"

"সে গুড়ে বালি। জমিদারটি আমায় সব কাঠ বেচে দিয়েছে।"

ওদের এপাশে ওপাশে ওপরে নীচে পাথুরে অন্ধকার। এ ওর চোখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না; কথা বলছিল আবেগের ইসারায়, মুখের ভাষায় নয়। বার্চপাতার ঝাঁটা আর শুকনো ঘাসের গন্ধে ঘরখানা ভরপুর। ঠাণ্ডা ভূগর্ভস্থ মদের ভাঁড়ার থেকে একটা মনোরম স্যাঁৎসেতে আমেজ ভেসে আসতে থাকে ওপরে। ঘুমে-ভেজা ছোট্ট সহরটা নিথর-নীরব। কখন-সখন এক-আধটা ধেড়ে ইঁদুর খড়ের গাদার ফাঁক দিয়ে যাওয়া-আসা করতে থাকে তাঁতের মাকুর মত এবং বাচ্চা নেংটিগুলো কিচমিচ করে ওঠে মিহি গলায়। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেণ্ট-নিকোলা গির্জার ফাটা ঘণ্টাটা বিষণ্ণভাবে বাজতে থাকে কেঁপে কেঁপে, নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে।

উলিয়ানার উষ্ণ নরম দেহে হাত বুলোতে বুলোতে, অস্ফুট আবেগময় কণ্ঠে বলল আর্তামোনোভ: "কি গতর তোমার, যেন বেদ্ধাওটি! কী মজবুত! আর দু' একটা ছেলেপুলে পেটে ধরলে না কেন?"

"নাতালিয়া ছাড়া আরো দুটো তো হয়েছিল। জম্মে অব্দি রোগ, ভুগে ভুগে মারা গেল।"

"তাহলে তোমার ভাতারটি কোন কাজের ছিল না।"

ফিসফিস করে বলল উলিয়ানা: "কি বলব তোমায়, তুমি আসার আগ-পর্যন্ত জানতাম না ভালোবাসা কী। দেখতাম, মাগীরা পীরিত বলতে অজ্ঞান। বিশ্বাস হত না ওদের। মনে হত পীরিত-খাগীরা লজ্জায় মিছে কথা বলছে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে। জান, স্বামীকে নিয়ে আমার সুখ ছিল না একরত্তি, ওর জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত। বিছানাটাকে মনে হত শরশয্যা। ভগবানকে ডেকে বলতাম ও যেন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, যেন আমায়

না ছোঁয় !—লোকটা ভাল ছিল চালাক ছিল শান্তশিষ্ট ছিল সবই ছিল, কিন্তু ভগবান ওকে শুধু ভালোবাসতে শেখান নি।"

শুনতে শুনতে, পুলকে বিস্ময়ে আর্তামোনোভের সর্বাঙ্গ সজাগ হয়ে উঠল। শক্ত হাতে উলিয়ানার পীনোন্নত স্তনদুটিকে আদর করতে করতে বলল আর্তামোনোভ:

"হুঁ, তাহলে এই কাণ্ড ঘটে পৃথিবীতে! জানতাম না তো। ধারণা ছিল, বেটাছেলে একটা পেলেই মেয়েমানুষ খুশি হয়!"

আর্তামোনোভ অনুভব করে এই নারীটির সংস্পর্শে এলেই সে যেন আরো শক্তিমান হয়ে ওঠে, আরো সেয়ানা—যে নারীটিকে সে দিনের বেলায় জানত ধীরস্থির, এমন কি, গোছালো গৃহকর্ত্রীরূপে, আর যাকে সম্মান করত সারা সহরটা তার বুদ্ধি এবং বিদ্যাবত্তার জন্য।

একদিন উলিয়ানার চুট্‌কি আদরে গলে গিয়ে বলল আর্তামোনোভ: "আমি জানি তোমাকে কত ঝামেলা পোয়াতে হয়। দেখছি, খামোকা বেটাবেটির বিয়েটা না দিয়ে, তোমার আমার বিয়েটাই সারলে ভাল হত।"

"তোমার ছেলেরা ভাল। তোমার আমার সম্পর্কটা যদি বুঝতেও পারে, তাহলেও গায়ে মাখবে না তারা। কিন্তু যদি সহরের লোক জানতে পারে…" কথাগুলো বলেই উলিয়ানার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল আর্তামোনোভ: "ও নিয়ে মন খারাপ কর না।"

আর একদিন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল উলিয়ানা: "হ্যাঁ গা, বল না, সে-ই যে তুমি একটা লোককে খুন করেছিলে, তাকে স্বপ্ন দেখ?"

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ধীরভাবে জবাব দিল ইলিয়া: "না। স্বপ্ন-টপ্নর বালাই নেই আমার। শুতেই যা দেরি, ঘুমোলে আর জ্ঞান থাকে না। তাছাড়া তাকে স্বপ্ন দেখবই বা কেন? কি যে বল, তাকে চোখেও দেখি নি। কে একজন মারল আমায়, মারতেই মাথাটা ঘুরে উঠল। তারপর চালিয়ে দিলাম হাতের ডাণ্ডাটা, গিয়ে লাগল একটার মাথায়; কষিয়ে দিলাম আর একটাকে, বাকিটা পালিয়ে গেল।"

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, বিরক্তভাবে বলল অস্পষ্টস্বরে : "বেকুব আছিস ঘরে আছিস, পোঁদে লাগা কেন বাপু! তারপর ঠেলা সামলাও, ওদের বেকুবির জন্যে জবাবদিহি কর ঈশ্বরের কাছে!"

কথাগুলো বলেই আর্তামোনোভ কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ। উলিয়ানা জিজ্ঞাসা করল : "হ্যাঁ গা ঘুমোলে ?"

"না।"

"এবার না হয় তুমি যাও। ভোর হল বলে। কোথায় যাবে ? কারখানায় ? এমন পোড়া কপাল আমার, আমার জন্যেই খেটে খেটে তোমার হাড়ক'খানা কালি হয়ে গেল।"

পোষাক পরতে পরতে গর্বিতভাবে বলল আর্তামোনোভ : "দিন দেখেছি বাদলা কালো, সইব না আর সোঁদর ভালো ? ভয় পেয়ো না।"

তারপর প্রভাতের ঠাণ্ডা, মুক্তোর মত ছায়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলত আর্তামোনোভ—হাঁটত নিজের জমির বুকের উপর দিয়ে। হাত দুখানা চালিয়ে দিত কোটের পিছনে আর কোটের প্রান্তদুটো উঁচিয়ে থাকত মোরগের ল্যাজের মত। কাঠের টুকরো আর কুচোগুলো মাড়াতে মাড়াতে ভাবত কখনো কখনো :

"যতক্ষণ না গাঁজলাটা কাটছে, আলিওশাকে ওর খুসিমত চলতে দিতেই হবে! ঢেঁটা হলেও ছেলেটা তোখোর আছে।"

বালির উপর কিংবা কাঠকুচির স্তূপের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত আর্তামোনোভ। শুতেই যা দেরি। ধীরে ধীরে সব জেটে আকাশে ছড়িয়ে পড়ত ভোরের আলো। বুক ফুলিয়ে সূর্য মেলে দিত রশ্মিজাল ময়ূরের কলাপের মত। তারপর ধীরে ধীরে উঠত উঁচুতে, আর রশ্মিকলাপের হৃদয়টা জ্বলত সোনার মত। মজুর মিস্ত্রীরা জেগে উঠে উঁকি মারত ওই বিপুল, শয়ান দেহটির দিকে, আর দেখতে দেখতে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ত কানে কানে :

"বুড়ো এখানে, বুড়ো এখানে......।"

একখানা লোহার কোদাল কাঁধে নিয়ে তিখোন ভিয়ালোভ দাঁড়িয়েছিল আর্তামোনোভের সামনে। গালের উঁচুউঁচু হাড়গুলোর ফ্রেমে আঁটা মিটমিটে চোখ দুটোয় ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে ও চেয়ে ছিল আর্তামোনোভের দিকে, যেন ও তাকে মাড়িয়ে যেতে চায়; পারছে না, কেবল মনের জোরে কুলোচ্ছে না বলেই।

বিশালবপু আর্তামোনোভের ঘুম ভাঙলো না। মজুরদের হুড়োহুড়ি, চীৎকার এবং হাতুড়িপেটার শব্দ সত্ত্বেও সে ঘুমোতে লাগল আকাশের দিকে মুখ তুলে, ভোঁতা করাতের মত নাক ডাকিয়ে। চোখ পিটপিটিয়ে, বারেবার পিছনে দেখতে দেখতে খালমজুর তিখোন এমন ভাবে চলে গেল, যেন ওর মাথায় কেউ বাড়ি মেরেছে।

মসীনার সাদা সার্ট এবং নীল রঙের একটা পাজামা পরে আলেক্সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল; নদীতে চলল স্নান করতে, সতর্কভাবে ঘুমন্ত মামাকে প্রদক্ষিণ ক'রে, সাবধানে পা ফেলে, হাওয়ায় হেঁটেচলার মত হালকাভাবে; পাছে কাঠকুচোর সামান্য শব্দেও মামার ঘুম ভেঙে যায়। নিকিতা ভোর হবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ও প্রায় প্রতিদিনই বন থেকে দু'এক গাড়ি পচা পাতার সার এনে ফেলত জমিটাতে, যেটাকে ও সাফ করেছিল ফলের বাগান করবে বলে। ইতোমধ্যেই ও বার্চ, ম্যাপল, রোয়ান এবং বার্ড চেরি লাগিয়ে দিয়েছিল। আপাতত ও মাটিটাকে তৈরি করছিল ফলের গাছ লাগাবে বলে। সেইজন্য বালির মধ্যে খুঁড়ছিল নীচু নীচু গর্ত এবং সেগুলোকে ভরাচ্ছিল পচা-পাতার সার, নদীর পাঁক এবং আঠাল নরম মাটি দিয়ে। ছুটির দিনে তিখোন ভিয়ালোভ ওকে সাহায্য করত। বলত:

"ফলের বাগান লাগাব তার আবার দিন-ক্ষণ কি, পাপই বা কি? এ-কাজ রোববারেও সাজে, পাপ নেই।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ অন্যমনস্কভাবে কান খুঁটতে খুঁটতে বাড়ির কাজ দেখাশুনা করছিল। করাত চলেছিল কাঠে, দাঁতে নেকড়ের খুশি। র‍্যাঁদার শব্দ হচ্ছিল সাঁইসাঁই, এই এখানে ওই ওখানে। কুচুল পড়ছিল স্পষ্ট মৃদু

আর্তনাদে। থপাস্ করে খানিকটা মসলা পড়ল রাজমিস্ত্রির কর্ণিকে। ফুঁপিয়ে উঠল একটা ভোঁতা কুড়ুলের কিনারা শাণ-পাথরে। ছুতোররা কড়ি তুলতে তুলতে গান ধরল 'ডুবিনুশ্কা' এবং কোথা থেকে একটা তরুণ কণ্ঠ গেয়ে উঠল স্ফূর্তি ক'রে :

'হুই জ্যাকেরী, দোস্ত্ জ্যাকেরী দেখল মেরি-কে,
মেরির মুখে মারল ঘুষি হাসি ফোটাতে।'

পিওত্র্ ভিয়ালোভকে বলল : "জঘন্য গান!"

একহাঁটু বালিতে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল খালমজুর ভিয়ালোভ :

"গানে কিছু এসে যায় না।"

"তার মানে?"

"কথার দাম নেই।"

"আজব লোক তো!"—সেখান থেকে সরে গিয়ে মনে মনে বলল পিওত্র্। ওর মনে পড়ল, ওর বাবা যখন ভিয়ালোভকে ওভারসিয়ারের চাকরিটা দিতে চেয়েছিল, ভিয়ালোভ নিষ্পলকনেত্রে মাটির দিকে চেয়ে বলেছিল :

"ও-কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। মজুর ঠেঙাতে আমি পারব না। বরং দারোয়ানির কাজটা আমায় দিন।"

সংগে সংগে আর্তামোনোভ ওর পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছিল।

দেখতে দেখতে শরৎকাল এসে গেল, ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে। ছাতা পড়ল ফল-বাগানে, মরচে ধরল কালো লোহার মত অরণ্যে। মোহানার ওপর সাঁইসাঁই করে বইতে লাগল একটা স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া, যার ঝাপ্টায় গুঁড়োগুঁড়ো বিবর্ণ কাঠকুচোগুলো উড়ে পড়তে লাগল নদীতে।

প্রতি সকালে গাড়ি গাড়ি তিসি নিয়ে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ঘোড়াগুলো হাজির হতে লাগল মালগুদামে। পিওত্র্ খুব সাবধানে মালগুলো দেখে শুনে নিত, যাতে দাড়িওলা নিরানন্দ চাষীগুলো তাকে ঠকিয়ে না যায়। বলা তো যায় না, হয়ত ওজনে ভারি করার মতলবে জলে ভিজিয়ে ঘেমো তিসিই

দিয়ে গেল কিংবা বাজে মালটা চালিয়ে গেল সরেস বলে। চাষাদের সংগে বোঝাপড়া করা যেন এক দায় ছিল। আলেক্সেই ওদের সংগে তুমুল কলহ জুড়ে দিত। পিওত্রের বাবা চলে গেল মস্কোয়। তীর্থ করতে যাচ্ছি, না কি-একটা বলে পিওত্রের শাশুড়িও রওয়ানা হল। কোন কোন সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে কিংবা খেতে বসে বিরক্তভাবে বলত আলেক্সেই :

"এখানে থাকা দেখছি একটা ঝক্‌মারি। লোকগুলোকে তুচক্ষে দেখতে পারি না।"

সংগে সংগে ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিত পিওত্র্ :

"তুই ওদের চেয়ে কোন্ অংশে ভাল, শুনি? কেবলই খুনসুড়ি করছিস্। দেমাকে তুই যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করিস।"

"দেমাক করার মত কিছু আছে বলেই দেমাক করি।"

কোঁকড়ানো চুলগুলো ঝাঁকিয়ে, কাঁধতুটো নেড়েচেড়ে সমান করে, বুক ফুলিয়ে আলেক্সেই চেয়ে থাকত বৌদি আর ভাইদের দিকে, চোখতুটো কপালে তুলে। নাতালিয়া ওকে এড়িয়ে চলত, এতটুকুও আমল দিত না। মনে হত, আলেক্সেই-এর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে ভয় পেত নাতালিয়া।

তুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে, ওর স্বামী আর আলেক্সেই যখন আবার কাজে বেরিয়ে যেত, তখন ও চলে আসত নিকিতার ছোট্ট ঘরে; এবং জানলার ধারে একখানা হাতলদার চেয়ারে বসে সেলাই করত। নিকিতার ঘরখানি ছিল বৈরাগীর কুঁড়েঘরের মত। কুঁজো নিকিতা নিজেই নাতালিয়ার জন্যে বার্চ-কাঠের এই চেয়ারখানা নিখুঁতভাবে তৈরি করেছিল। ওর ওপর ভার ছিল হিসাবপত্র দেখার। ডেস্কের সামনে বসে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ও হিসাবপত্র লিখত আর মেলাত। কিন্তু নাতালিয়া এলেই কিছুক্ষণের জন্ম হাতের কাজ ফেলে রেখে, ও নাতালিয়াকে জমিদারদের গল্প বলত,—কেমন ছিল তাদের জীবন, কি কি ফুল ফুটত তাদের ঢাকা বাগানে—এই সব। ওর চড়া মেয়েলি

গলাটা ভাঙাভাঙা শোনালেও তাতে কেমন একটা আদরের আমেজ থাকত এবং ওর নীল চোখদুটো নাতালিয়ার মুখ এড়িয়ে, চেয়ে থাকত জানলার বাইরে। সামনে ঝুঁকে সেলাই করতে করতে নাতালিয়া গভীর চিন্তায় ডুবে যেত, যেন ও ছাড়া ঘরখানায় আর কেউই নেই। এইভাবে ওরা বসে থাকত, কখনো একঘণ্টা, কখনো দুঘণ্টা, একরকম কেউ কারু দিকে না চেয়েই। ক্বচিৎ কদাচিৎ নিকিতা ভয়ে ভয়ে, খানিকটা নিজেরই অজ্ঞাতে, ওর স্নেহোষ্ণ নীল চোখদুটি তুলে ধরত বৌদির দিকে; এবং ওর কুকুরের মত বড় বড় কানদুটো স্পষ্ট রাঙা হয়ে উঠত। মাঝে মাঝে নিকিতার ক্ষণিকদৃষ্টিতে সচেতন হয়ে নাতালিয়াও মুখ তুলত এবং ওর দিকে চেয়ে একটু মিষ্টি হাসত। হাসিটা কিন্তু অদ্ভুত। সে-হাসি দেখে, নিকিতার কখনো কখনো মনে হত বৌদি হয়ত আবছাভাবে ওর মনের কথা বুঝেছে; আবার কখনো মনে হত বৌদি হয়ত আঘাত পেয়েছে; ওই হাসিটুকু শুধু পাল্টা তিরস্কার। সংগে সংগে অপরাধীর মত চোখদুটি নামিয়ে নিত নিকিতা।

জানলার বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল—কখনো ঝুপ্‌ঝাপ্‌, কখনো ঝির্‌ঝির্‌। সংগে সংগে ধুয়ে মুছে যাচ্ছিল গ্রীষ্মের জ্বলে-যাওয়া রঙগুলো। ওরা শুনতে পেল, আলেক্সেই কোথায় যেন চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছে। উঠানের এককোণে হালে বাঁধা একটা ভালুকের বাচ্চা গর্জন করে উঠল। একটা ভোঁতা খট্‌খট্‌ শব্দ সাঁতরে এল কারখানা থেকে, যেখানে মজুরনীরা তিসি ঝাড়ছিল। এমন সময় ভিজে গোবর হয়ে, সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে মেখে, টুপিটা মাথার বেশ পিছনে সেঁটে দিয়ে, খট্‌খট্‌ শব্দ করতে করতে আলেক্সেই ঘরে ঢুকল। তবুও ওকে দেখলে বাসন্তী দিনের কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। হাসতে হাসতে ও জানাল, তিখোন ভিয়ালোভ একটা আঙুল কেটে ফেলেছে।

"হতচ্ছাড়া বলছে বটে আচম্‌কা কেটে গেছে, কিন্তু আমার সংগে চালাকি! আসল কথাটা হল: ফৌজের ভয়। কেউ আমাকে যেতে বলুক

দেখি, বলতে না বলতে গিয়ে নাম লেখাব, শুধু এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

ভালুক-বাচ্চাটার মত চোখ রাঙিয়ে, গাঁইগুই করে বলল আলেক্সেই :

"খেয়েদেয়ে কাজ নেই, শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাক এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে।"

তারপর শক্ত করে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দাবি জানাল :

"কিছু খুচরো পয়সা দাও তো, সহরে যাচ্ছি।"

"কেন ?"

"তাতে তোমার দরকার কি ?"

তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে গান ধরল আলেক্সেই :

"যায় কন্যে সব্জে ঘাসে, ঘাস উঠছে দুলে।
কোঁচড়ভরা পুলি দিতে মিতার মুখে তুলে॥"

নাতালিয়া বলল : "ভয় হয় ও কোন্‌দিন ফ্যাসাদে না পড়ে। আমার বন্ধুরা ওকে প্রায়ই দেখে ওল্‌গা ওরলোভার সংগে। একফোঁটা চোদ্দ বছরের মেয়ে, তার ওপর মা নেই, বাপটা মাতাল।..."

নাতালিয়ার কথা বলার সুরে কেমন যেন বিচলিত হল নিকিতা। ওর মনে হল, কথাগুলো যেন বড় বেশি বিষণ্ণ, তাতে উৎকণ্ঠার মাত্রাটাও যেন বেশি ; এমনকি, সামান্য সামান্য হিংসার রেশও রয়েছে তাতে।

নিকিতা নীরবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। বাইরে পাইনের শাখাগুলো স্যাঁৎসেতে বাতাসে দুলছিল। চঞ্চল পান্নার মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছিটকে পড়ছিল পাইনের সব্জে নখের ডগা থেকে। পাইনগাছগুলো লাগিয়েছিল সে-ই। শুধু পাইন কেন, সব গাছই।

পিওত্র্ ঘরে ঢুকল ক্লান্ত নিরানন্দ হয়ে।

"চা কৈ, নাতালিয়া ?"

"এখনো তো চায়ের সময় হয়নি।"

"আমি বলছি হয়েছে!" চীৎকার করে বলল পিওত্র্। তারপর, ওর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শূন্য চেয়ারখানায় বসে পড়ল। খুঁৎখুঁৎ করতে করতে সে-ও নালিশ জানাল:

"বাবা তো গোটা ব্যবসাটা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। এদিকে আমি ঘুরছি তো ঘুরছিই চাকার মত, কোথায় যে গিয়ে ঠেকব তার ঠিক নেই। আমার কি, ঠিকমত না চললে ঠেলা সামলাবে নিজেই।"

যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে, সতর্কভাবে নিকিতা আলেক্সেই-ওরলোভার কথাটা পাড়ল পিওত্রের কাছে। পিওত্র্ কথাটায় কান না দিয়ে একরকম উড়িয়েই দিল:

"ছুঁড়িদের কথা ভাববার মত সময় আমার নেই। বলে, নিজের বউটাকেই দেখি না, সেই এক রাত্তির ছাড়া, তাও যখন ঘুমে আধমরা; দিনের বেলায় তো বাদুড়। যত বাজে কথার ডিপো হল তোর মুণ্ডুটা।"

তারপর কান খুঁটতে খুঁটতে আবার বলল পিওত্র্, আশপাশ দেখে নিয়ে:

"এ-সব কল-কারখানা চালানো আমাদের কম্ম নয়। আমাদের উচিত স্টেপিতে চলে যাওয়া, সেখানে কিছু জমিজমা কিনে চাষবাস করা। তাতে ঝামেলাও কম, লাভও বেশি।"

ইলিয়া আর্তামোনোভ বেশ খোসমেজাজে মস্কো থেকে ফিরে এল। দেখে মনে হল বয়স অনেক কমে গেছে। ফিটফাট দাড়ি, চওড়া চওড়া কাঁধদুটো বেড়েছিল বৈ কমে নি, চোখদুটো আরও উজ্জ্বল; যেন ওকে কেউ ঢেলে সেজেছিল। সোফায় আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বলল আর্তামোনোভ:

"কারখানা চালাতে হবে হুহু করে। রাশি রাশি কাজ। এত কাজ হাতে আসবে যে কুলিয়ে উঠতে পারবি না। তোরা করবি, তোদের ছেলেরা করবে, তোদের নাতিরা করবে, একেবারে ঝাড়া তিনশ'টি বছরের জন্যে নিশ্চিন্তি। হ্যাঁ, এই আর্তামোনোভ-গুষ্টি গোটা দেশে ডংকা মেরে দেখিয়ে দেবে ব্যবসা করা কাকে বলে!"

চোখের কোণ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পুত্রবধূকে দেখে বলল আর্তামোনোভ:

"বেশ ভাব্রাটি হচ্ছিস্ তো নাতালিয়া? যদি বেটা হয়, তাহলে তোকে একটা ভাল উপহার দেব।"

রাত্রে শোবার তোড়জোড় করতে করতে নাতালিয়া স্বামীকে বলল:

"মন ভাল থাকলে বাবা বেশ থাকেন।"

আড়চোখে চেয়ে ওর স্বামী নির্বিকারভাবে জবাব দিল:

"তা তো বটেই, উপহার যখন কবুল হল।"

যাইহক, দু তিন সপ্তাহ পরে আর্তামোনোভের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। মনে হল, ও কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করল নিকিতাকে:

"কি ব্যাপার বল তো? বাবা রেগে আছেন কি জন্যে?"

"জানি না। বাবাকে বোঝা ভার।"

ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে আলেক্সেই হঠাৎ সরাসরি বলে বসল:

"বাবা আমাকে ফৌজে যেতে দিন।"

"কি বল্লি?" তিড়বিড়িয়ে উঠল ইলিয়া।

"আমি কিছুতেই এখানে থাকব না।"

"দূর হ সামনে থেকে" আর্তামোনোভ হুকুম করল সকলকে; কিন্তু সকলের সংগে আলেক্সেইও যখন দরজার দিকে গেল, আর্তামোনোভ চীৎকার করে বলল:

"তুই দাঁড়া আলিওশা।"

দাঁড়িয়ে হাতদুটো পিছনে দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে আর্তামোনোভ অনেকক্ষণ দেখল আলিওশাকে। তারপর বলল:

"আর তোর ওপর আমার এত আশা!"

"আমি এখানে থাকতে পারব না।"

"চুপ কর্, বাজে বক্সিস্ নি! এখানেই তোকে থাকতে হবে। তোর মা তোকে আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমারই কথা মত তোকে চলতে হবে। বেরো!"

আলেক্সেই ইতস্তত করে একপা এগুতেই, ওর মামা ওর কাঁধে একখানা ভারি হাত রেখে বলল :

"আমি ব'লে তাই তোর সংগে ভাল ব্যাভার করছি। আমার বাবা হ'লে এতক্ষণ জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিত। বেরো।"

তবু আর একবার আর্তামোনোভ আলিওশাকে থামিয়ে কঠোরভাবে বলল :

"বুঝিস না কেন, তুই একটা ডাকসাইটে লোক হতে যাচ্ছিস্। এসব প্যানপ্যানানি আর কখনো যেন আমাকে শুনতে না হয়।"

আলেক্সেই চলে যেতে, দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে আর্তামোনোভ নিঃসঙ্গভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানলার সামনে। দেখতে থাকল মাটির বুকে নেমে আসছে আর্দ্র ধূসর তুষার। বাইরে রাত্রি যখন পর্বতগুহার মত অন্ধকার হয়ে গেল, রওয়ানা হল সে সহরের দিকে। বাইমাকোভার ফটক ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলায় টোকা মারতে উলিয়ানা নিজেই এসে তাকে অভ্যর্থনা করল। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল উলিয়ানা :

"এত রাত্তিরে কি মনে করে ?"

জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, কোট পর্যন্ত না খুলে, আর্তামোনোভ সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। টুপিটা এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। তারপর টেবিলের ওপর কনুইদুটো রেখে, দাড়িতে আঙুল ঢুকিয়ে আলেক্সেই সম্বন্ধে বলল উলিয়ানাকে :

"ওর জন্মটা···মানে···আমার গুণের ভগ্নীটি মনিবের সংগে ঢলাঢলি করতে গিয়ে একদিন ফাঁসলো। তারপর তো বুঝতেই পারছ। রক্তের গুণ যাবে কোথায় !"

উলিয়ানা দেখে নিল খড়খড়িগুলো ঠিকমত বন্ধ আছে কি না। তারপর ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল মোমবাতিটাকে। এককোণে দেবমূর্তিগুলোর নীচে রূপোর পিলসুজে বসানো একটা নীল প্রদীপ টিম্‌টিম্ করে জ্বলতে থাকল। উলিয়ানা বলল : "ওর বিয়ে দাও। তাহলেই বাঁধা পড়বে।"

"ঠিক বলেছ, দিতেই হবে। কিন্তু তাতেই তো ঝামেলা মিটল না। পিওত্রের কথা ধর। হতচ্ছাড়াটার না আছে মনের জোর, না আছে উৎসাহ। এটা ভীষণ খারাপ। যে-বেটাছেলের মনের জোর নেই, সে ভাঙতেও পারে না গড়তেও পারে না। যেন, ধর্ কাছি তো ধরেই আছি। আরে, তুই কি এখনো গোলাম আছিস, যে বেগার খাটবি? আসল কথাটা কি জান, হতভাগা বোঝে না ও মনিব। তারপর নিকিতা।—ওর কথা ছেড়েই দাও, ওটা তো কুঁজো। খালি গাছ আর ফুল, ফুল আর গাছ।—ভেবেছিলাম, আলেক্সেইটা চেপে বসবে।"

বাইমাকোভা ওকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল :

"তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। একটু র'য়ে ব'সে দেখনা কী হয়। কথায় বলে : চাকে পড়লে টান, পাথর সংগে যান।"

পাশাপাশি বসে মাঝরাত্তির পর্যন্ত ওদের কথাবার্তা চলল।

ঘরভর্তি উষ্ণ প্রশান্তি। প্রদীপ-শিখার সলজ্জ কুঁড়ির উপর নীলাভ আলোর আবছা মেঘটা ভেসে বেড়ায়। ব্যবসায় ছেলেদের গাফিলতির কথা বলতে গিয়ে আর্তামোনোভ সহরের লোকজন সম্পর্কেও মন্তব্য করতে ছাড়ে না :

"কী কুচুটে মন এদের।"

"তোমার কপাল খুলছে দেখে ওরা চোখ টাটায়। আমরা মেয়েমানুষেরা বেটাছেলেদের ভালবাসি ওই রোজগার-পাতির জন্যে; কিন্তু বেটাছেলে বেটাছেলের বাড়বাড়ন্ত দুচক্ষে দেখতে পারে না।"

উলিয়ানা বাইমাকোভা জানত কী করে আর্তামোনোভকে ঠাণ্ডা করতে হয়, সান্ত্বনা দিতে হয়। এক ফাঁকে বলল : "জান, একটা জিনিষে আমার ভীষণ ভয়, মৃত্যুর মত ভয়, যদি আমার পেটে একটা এসে পড়ে!" শুনে আর্তামোনোভ কেবল একটু ঘোঁৎঘোঁৎ করল। উঠতে উঠতে বলল : "মস্কোয় কাজকারবার চলেছে টগ্‌বগ্ করে, যেন ফুটছে।" তারপর উলিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে বলল : "আঃ, উলিয়ানা তুমি যদি বেটাছেলে হতে⋯"

"এবার এস তবে লক্ষ্মীটি।"

উলিয়ানাকে চুমু খেয়ে আর্তামোনোভ বিদায় নিল।

তখন মেলা চলছিল। আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-হুল্লোড়। একদিন ইয়েরদানস্কায়া আলেক্সেইকে প্রহারজর্জরিত সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, সহর থেকে স্লেজে করে বাড়ি নিয়ে এল। পোষাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়ে খুঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ছেলেটার। ইয়েরদানস্কায়া এবং নিকিতা দুজনে মিলে পাতা দিয়ে ভদ্‌কা দিয়ে আলেক্সেই-এর গা-হাত-পা ডলে দিল কিন্তু ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে শুধু গোঙাতেই লাগল, একটিও কথা বলল না। আর্তামোনোভ বুনো জানোয়ারের মত ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল, সার্টের অস্তিন দুটো একবার গুটিয়ে একবার নামিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে। আলেক্সেই-এর জ্ঞান ফিরতেই মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো নাড়তে নাড়তে বলল সে :

"কে, তার নামটা বল্।"

আলেক্সেই একটি ফুলো চোখ খুলল। রাগে যন্ত্রণায় চোখটা লাল। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে থুতুর সংগে রক্ত উগ্‌রে, ঘড়্‌ঘড়ে গলায় শুধু বলল :

"আমাকে শেষ করে দাও।"

নাতালিয়া ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠতেই আর্তামোনোভ প্রচণ্ডভাবে মেঝেতে পা ঠুকে চীৎকার করে বলল পুত্রবধূকে :

"চুপ কর্! দূর হ এখান থেকে!"

আলেক্সেই নিজের মাথাটা এমনভাবে চেপে ধরল যেন সেটাকে এখুনি ছিঁড়ে ফেলবে। সংগে সংগে গোঙানি।

তারপর হাতদুটো ছুঁড়ে দিয়ে, একপাশে কাৎ হয়ে মড়ার মত পড়ে রইল সে, রক্তমাখা মুখখানা খুলে। সাঁইসাঁই নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়া, আর কোন সাড়াশব্দ রইল না তার। বিছানার পাশে মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে থাকল। ছায়াগুলো ওর হামান্‌দিস্তে-ছেঁচা দেহখানায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে মনে হল, দেহখানা যেন ক্রমেই ফুলে উঠছে, ক্রমেই ছাই হয়ে যাচ্ছে। পায়ের কাছে

ওর ভাইরা মনমরা হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ওর বাবা ঘরময় পায়চারি করতে করতে যেন কোন অদৃশ্য বিচারকের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছিল :

"তবে কি কোন আশা নেই ?"

কিন্তু আটদিন পরে আলেক্সেই আবার উঠে দাঁড়াল, যদিও তখনও ঘড়ঘড়ে কাশিটা থামে নি এবং থুতুর সংগে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়নি। আলেক্সেই গরম জলে স্নান করতে লাগল এবং অভ্যাস করল ঝাল ভদ্‌কা খেতে। একটা গভীর চাপা আগুন ওর চোখদুটিকে আরও সুন্দর করে তুলল। ও কিছুতেই ভাঙত না কে ওকে মেরেছিল ; কিন্তু ইয়েরদানস্কায়া খোঁজ নিয়ে জানাল : স্তেপান বারস্কি, দু'জন ফায়ারম্যান এবং ভোরোপোনোভের মোর্দোভিয়ান দারোয়ানটা। আর্তামোনোভ যখন আলেক্সেইকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে তা-ই কি ?" আলেক্সেই জবাব দিল :

"জানি না।"

"আবার মিছে কথা !"

"আমি তাদের দেখতে পাই নি। কারা যেন পেছন থেকে আমার মাথার ওপর কি একটা ছুঁড়ে দিল—একটা কোট হয়ত।"

আর্তামোনোভ বলল : "তুই কিছু লুকোচ্ছিস।" আলেক্সেই মামার দিকে সোজাসুজি তাকাল। সে-চাহনিতে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ছিল। বলল আলেক্সেই :

"আমি সেরে উঠবই।"

আর্তামোনোভ বলল তাকে : "আরো বেশি করে খাওয়া-দাওয়া কর্।" তারপর দাড়ির মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষে আওড়াল : "এর জন্যে ওদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা উচিত, থাবাগুলো একেবারে ঝল্‌সে দেওয়া উচিত।"

আর্তামোনোভ এখন থেকে বেশি করে নজর দিতে লাগল আলেক্সেই-এর দিকে, বলা যায়, একরকম স্নেহই করতে লাগল তাকে বেশি করে। সেই সংগে সে খাটতেও লাগল দেখিয়ে দেখিয়ে যাতে তাকে দেখে ছেলেরা নিজেরাও কাজে

মেতে ওঠে। ছেলেদের বোঝাল: "সব নিজে হাতে কর্, কারু পিত্যেশে বসে থাকিস্ নি"; এবং ও নিজে বেদম খাটতে লাগল, যদিও অনেক কাজই অপরকে দিয়ে করানো যেত! যে কাজেই হাত দিত সে, সেই কাজেই একটা চটপটে জান্তব দৃঢ়তা ফুটে উঠত। মনে হত ও ঠিকমত জানত, কোন্ কাজে মুশ্কিলটা কোথায় এবং কি করেই বা সহজে সেই মুশ্কিলের আসান হয়।

এদিকে ওর পুত্রবধূর গর্ভাবস্থা অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ হতে থাকল। শেষপর্যন্ত দুদিনের অসহ্য যন্ত্রণার পর নাতালিয়া যখন একটি শিশুকন্যার জন্ম দিল, আর্তামোনোভের মন গেল খিঁচড়ে।

"এ দিয়ে আমার হবে কি?"

উলিয়ানা তাকে তিরস্কার করে বলল: "তার চেয়ে বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। জান, আজ কোন্ তারিখ? তিসিদেবী এলেনা আজ হয়েছিলেন।"

"সত্যি?" বলে আর্তামোনোভ পাঁজী নিয়ে বসল। তারিখটা দেখে শিশুর মত খুশি হয়ে বলল:

"চল, বেটির কাছে নিয়ে চল।"

নাতালিয়ার বুকের ওপর একজোড়া লালপাথরের দুল এবং পাঁচখানি গিনি রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল আর্তামোনোভ:

"কেমন, হল তো! সাবাস্। যদিও একটা বেটা হলে ..... ।"

তারপর পিওত্রের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল:

"কিরে হতভাগা, খুশি ত? তুই হ'তে আমি খুশি হয়েছিলাম।"

পিওত্র্ স্ত্রীর রক্তহীন, ক্লিষ্ট মুখখানির দিকে আশংকান্বিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল। মুখখানাকে যেন চেনা যায় না! নাতালিয়ার ক্লান্ত চোখদুটি কালো কালো গর্তে বসে গিয়েছিল। এমন ভাবে ও লোকজন এবং জিনিষপত্রগুলোর দিকে দেখছিল যেন কতদিনের পুরোনো কোন স্মৃতিকে ও মনে করবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে নাতালিয়া ওর কামড়ানো ঠোঁটগুলোতে জিভ বুলিয়ে নিল।

শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্: "ও কথা বলছে না কেন?"

"চেঁচিয়েছে অনেক কি না তা-ই," জবাব দিল উলিয়ানা এবং পিওত্র্‌কে ঠেলে ঠুলে বার করে দিল ঘর থেকে।

দুটি দিন দুটি রাত ধরে পিওত্রকে স্ত্রীর কান্না শুনতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম ওর মায়া হচ্ছিল স্ত্রীর জন্যে পাছে মারা যায়। কিন্তু পরে, স্ত্রীর উৎকট চীৎকার এবং বাড়ির লোকের চেঁচামেচিতে আধপাগলা হয়ে ওর ভয়-দরদ সিকেয় উঠল। তখন শুধু একটি চিন্তা—কি করে এমন জায়গায় চলে যাওয়া যায় যেখানে ও কিছুই শুনতে পাবে না। কিন্তু সেই কান্না আর গোঙানির হাত থেকে নিস্তার পেল না সে—মাথার মধ্যে সেগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল আর অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা গজাতে লাগল সেই সংগে। তারওপর যেখানেই যায় দেখা হয়ে যায় নিকিতার সংগে।—কুঁজোটার কাঁধে কোদাল কুড়ুল—কখনো কাটছে, কখনো কোপাচ্ছে, কখনো খুঁড়ছে, আবার কখনো ছুঁচোর মত নিঃশব্দে ছুটোছুটি করছে এদিকে সেদিকে। নিকিতা খুবসম্ভব বৃত্তাকারে দৌড়দৌড়ি করছিল, তাই যেখানেই দেখ সেখানেই সে।

পিওত্র্‌ বলেছিল ওর ভাইকে: "মনে হচ্ছে, এ-যাত্রায় আর ও রক্ষে পাবে না।" বালিতে কোদালখানা গেঁথে জিজ্ঞাসা করেছিল নিকিতা: "দাই কি বলছে?"

"সে তো বলছে ভয়ের কোন কারণ নেই।—হ্যাঁরে, ওরকম কেঁপে উঠলি কেন?"

"দাঁত কন্‌কন্‌ করছে।"

মেয়েটি হবার পরের সন্ধ্যায় নিকিতা আর তিখোনের সংগে চাতালে বসে, পিওত্র্‌ সচিন্ত্য মুচ্‌কি হেসে বলল:

"ওরা মেয়েটাকে আমার কোলে দিতেই এত আনন্দ হল যে ভারি কি হাল্‌কা না ভেবেই ওটাকে ছুঁড়ে দিলাম প্রায় কড়িকাঠ অব্দি। একবার ভেবে দেখ, এই তো ছোট্ট এতটুকু একটা জিনিষ; তার জন্যে কি যন্ত্রণাই না পোয়াতে হয়।"

চিন্তিতভাবে গাল ঘষতে ঘষতে তিখোন তিয়ালোভ তার চিরাচরিত শান্ত গলায় বলল : "মানুষের যত যন্ত্রণা সে তো ওই ছোট ছোট জিনিষ থেকেই।"

নিকিতা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল : "তার মানে ?"

ছাই তুলতে তুলতে নির্বিকারভাবে বলল তিখোন :

"মানে আর কি, ওইরকমই হয়ে থাকে।"

তারপর বাড়ি থেকে খাবার ডাক আসতে তারা চলে গেল।

বাচ্চা মেয়েটা বেশ মোটাসোটা বড়সড়োটিই হয়েছিল ; কিন্তু মাস পাঁচেক পরেই কাঠকয়লার গ্যাসে বিষিয়ে গিয়ে মারা গেল। একই কারণে মেয়ের মায়েরও যাই-যাই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু মা কোনক্রমে সে-যাত্রা বেঁচে গেল।

গোরস্থানে দাঁড়িয়ে আর্তামোনোভ পিওত্র্‌কে বলল : "দুঃখু করে কি হবে বল্ ? একটা গেছে আরো হবে।...তাহলে আর্তামোনোভগুষ্টির একটা কবর এখানে হল। এ একেবারে শক্ত নোঙর। চারদিকের যা কিছু তা যখন নিজের, যা কিছু তলায় তা যখন নিজের, যা কিছু মাটির ওপরে তা যখন নিজের, যা কিছু মাটির নীচে তা যখন নিজের—তখনই মানুষ বলতে পারে : 'আমার শেকড় দড়ো হল !'"

পিওত্র্‌ সায় দিল। ও লক্ষ্য করছিল ওর স্ত্রীকে। পায়ের কাছে ছোট্ট মাটির স্তূপটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বেখাপ্পাভাবে মাথাটা ঝুঁকিয়ে, দাঁড়িয়ে ছিল নাতালিয়া ; আর নিকিতা কোদাল দিয়ে সেখানকার মাটিটা সাবধানে সমান করে দিচ্ছিল। যেন ওর ফুলে-ওঠা লাল নাকটায় লেগে আঙুলগুলো পুড়ে যাবে, এইভাবে অদ্ভুত তাড়াতাড়ি গালের অশ্রু মুছে নিয়ে নাতালিয়া ফিস্‌ফিস্ করে বলল :

"ঈশ্বর, হা ঈশ্বর... "

আলেক্সেই ঘুরে ঘুরে ছোট বড় নানা কবর দেখছিল এবং কবরে খোদাই-করা লেখাগুলো বিড়বিড় করে পড়ছিল। রোগা হয়ে গিয়েছিল আলেক্সেই ; বয়সের তুলনায় ওকে দেখাচ্ছিল একটু বড়-বড়। ওকে দেখলে কোনদিনই

চাষা বলে মনে হত না, তবুও গালে চিবুকে কালো কালো দাগ পড়তে আরম্ভ করায় ওর চেহারাটা হয়ে গিয়েছিল রোদ-চিম্‌সে ধোঁয়া-কালো। কালো কালো ভ্রূর নীচে গভীরভাবে বসানো ওর ধৃষ্ট চোখদুটো দেখলে মনে হত, পৃথিবীর সব কিছুতেই যেন ওর ঘৃণাবিরক্তি। কথা বলত ও নীরসভাবে, আমীরী মাতব্বরির চালে। ইচ্ছা করে ও কথাগুলো উচ্চারণ করত অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে; এবং লোকে যখন বুঝতে পারত না, তখন তাদের কর্কশভাষায় গালাগাল দিত।

"কানে কালা না কি?"

ভাইদের প্রতি ওর আচরণে সর্বদাই ফুটে উঠত ঘৃণা আর অপ্রসন্ন মনোভাব; নাতালিয়ার ওপর ও এমন তম্বি করত যেন সে একটা চাকরাণী। নিকিতা যখন তিরস্কারের সুরে ওকে বলল:

"নাতাশার সংগে তোর অমন ছোট ব্যাভার করা উচিত নয়," তখন জবাব দিল আলেক্সেই:

"আমি রোগা মানুষ।"

"ও তো মুখটি বুঁজেই থাকে।"

"থাকে যদি থাকুক।"

আলেক্সেই প্রায়ই ওর রোগা শরীরের কথাটা নিয়ে ঢাক পেটাত, তাও গর্বের সংগে; যেন অসুস্থ থাকাটা এমন একটা বাহাদুরি যা সাধারণ মানুষ থেকে ওকে আলাদা করে দিয়েছিল।

মামার সংগে সমাধিক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ও বলল:

"আমাদের একটা নিজস্ব গোরস্থান থাকা উচিত। যতসব হেঁজিপেঁজির পাশে, এমন কি মরার পরও, একসংগে থাকাটা একেবারে বেইজ্জতি।"

একটু হেসে আর্তামোনোভ জবাব দিল:

"হবে হবে। নিজেদের সবকিছুই হবে—গির্জে গোরস্থান থেকে ইস্কুল হাসপাতাল সব। আমায় একটু সময় দিবি ত!"

ভাতারাকৃশার পুলটা পার হবার সময় ওদের চোখে পড়ল, ছিন্নমলিন মরচে-রঙের ঢিলে কোট-পরা দীনহীন একটি মূর্তি রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হল, লোকটা মদে সর্বস্বান্ত কোন সরকারী কর্মচারী।—থলথলে গালদুটো শস্যের নাড়ার মত খোঁচা খোঁচা চুলে ভর্তি, লোমশ বিড়বিড়ে ঠোঁট-দুখানার ফাঁকে ফাঁকে কালোকালো গজালের মত দাঁত এবং ভিজেভিজে চোখদুটোয় একটা ঘোলাটে দীপ্তি। আর্তামোনোভ সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে থুতু ফেলল। কিন্তু যখন লক্ষ্য করল, ওই মানুষরূপী জঞ্জালটাকে আলেক্সেই অপ্রত্যাশিত সম্মানের সংগে অভিবাদন জানাল, তখন আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল আলেক্সেইকে:

"ব্যাপারখানা কি?"

"ও ওরলোভ্, ঘড়ির মিস্ত্রি্।"

"তা আমি জানি, বলতে হবে না!"

আলেক্সেই তবুও বলল: "লোকটা বেশ চালাক চতুর। নির্যাতনও ভোগ করেছে অনেক।"

আর্তামোনোভ ভাগ্নের দিকে কড়াভাবে দেখল একবার, কোন কথা বলল না।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম এল—যেন শুকনো আগুন। ওকার ওপারে প্রায়ই সুরু হল দাবানল। দিনের বেলা আকাশটা ছেয়ে গেল ঝাঁঝাল ধোঁয়ার মুক্তাভ মেঘে; আর তারই ছায়ায় গ্রস্ত হল মাটির জগৎটা; রাত্রে নিষ্প্রভ নক্ষত্রগুলোর আসরে ঝুলন্ত টেকো চাঁদটাকে দেখাল বিশ্রীরকমের লাল। নক্ষত্রগুলিকে দেখাল তামার পেরেকের মাথার মত। ঘোলাটে আকাশটা প্রতিফলিত হল নদীতে এবং নদীটাকে দেখাতে লাগল ভূগর্ভস্থ ধূমপ্রবাহের মত কনকনে, ভয়ঙ্কর।

সেদিন অসহ্য গুমোট। নৈশভোজনের পর আর্তামোনোভরা ফলের বাগানে চা খেতে বসেছিল। কতকগুলো মেপ্‌ল্ গাছের ছায়া ঘুরঘুর করছিল টেবিলের ওপর। গাছগুলো লেগেছিল ভালই; কিন্তু পাতাভর্তি শাখাগুলো রাত্রির

গুমোট অন্ধকারে একটুও ছায়া দিতে পারত না। ঝিঁঝিঁপোকায় ঝিঁঝিঁ, গুবরেপোকায় গুন্‌গুনানি এবং কেৎলির ফুটফুট শব্দে বাতাসটা মুখর হয়ে ছিল। ব্লাউজের উপরদিকের বোতামগুলি খুলে নাতালিয়া নীরবে চা ঢালছিল। ওর বুকের উন্মুক্ত অংশটাকে দেখাচ্ছিল মাখনের মত নরম। কুঁজো নিকিতা ঘাড় হেঁট করে কতকগুলো শুকনো ডাল চাঁচছিল পাখির খাঁচা তৈরি করবার জন্যে।

কান খুঁটতে খুঁটতে পিওত্র্‌ অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল:

"লোককে তিতিবিরক্ত ক'রে লাভ কি? বাবা কিন্তু দিনরাত্তির ওই কম্মই করে বেড়াচ্ছে।"

কিসের যেন প্রত্যাশায় সহরের দিকে মাথা ফিরিয়ে, আলেক্সেই খুকখুক করে কাশতে লাগল।

ঘটাং ঘটাং করে প্রচণ্ড শব্দে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল।

চীৎকার করে উঠল আলেক্সেই: "পাগলা-ঘন্টি না? কোথাও আগুন লাগল না কি?" বলেই মাথায় হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে।

"তোর মাথা খারাপ, না কি? ওটা তো গির্জের ঘণ্টা, ক'টা বাজল তাই জানাল।"

আলেক্সেই টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিকিতা আস্তে আস্তে মন্তব্য করল:

"ওর মাথায় যেন সবসময়ই আগুন জ্বলছে।"

ইতস্ততভাবে নাতালিয়া বলল: "যখনই দেখ তখনই বিরক্ত; আর, আগে ও কি আমুদেই না ছিল!"

গুরুজনের ভারিক্কেচালে পিওত্র্‌ স্ত্রী এবং ভাইকে কঠোর তিরস্কার করে বলল:

"তোমরা দুই বেকুবে মিলে ওর দিকে যেরকম হাঁ করে চেয়ে থাক! পুরুষ ন্যাকামি ও সহ্য করতে পারে না। শোবে চল নাতালিয়া।"

দাদা বৌদি চলে যেতে নিকিতা খানিকক্ষণ ওদের পিছনে চেয়ে রইল। তারপর সেও উঠে গ্রীষ্মাবাসটির দিকে এগুলো। ওখানে ও একটা শোবার জায়গা করে রেখেছিল। বিছানা বলতে একগাদা শুকনো ঘাস। গিয়ে বসল চৌকাঠের উপর। চাপড়াচাপড়া ঘাসে-ঢাকা একটা ঢিবির উপর গ্রীষ্মাবাসটি তৈরী। দরজা থেকে বেড়ার উপর দিয়ে দেখা যেত সহরের কালো কালো থোকা-থোকা বাড়িগুলো, যেগুলির রাখোয়ালি করত গির্জের উঁচুউঁচু গম্বুজ আর ফায়ারম্যানদের চৌকিঘরটা। কাঁচের রেকাবিগুলোর ঠুনঠুন শব্দ শোনা গেল, চাকররা মেপ্‌ল গাছের নিচে টেবিলটা পরিষ্কার করছিল। বেড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একদল তাঁতী; একজনের হাতে মাছধরা টানা জাল, অন্যজনের হাতে ঝন্‌ঝনে একটা লোহার বালতি। আর-একজন চকমকি আর ইস্পাত ঘষে কাঠিতে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছিল তার পাইপ ধরাবার জন্যে। ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল একটা কুকুর এবং নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে ভিখোন ভিয়ালোভের ধীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

"কে যায়?"

চারিদিকে থমথমে নীরবতা, ঢাকের আঁটসাট চামড়ার মত। এমনকি বালির উপর তাঁতীদের মচমচে পায়ের-শব্দগুলোও প্রতিধ্বনিত হল স্পষ্ট, করুণভাবে। নিকিতা নিস্তব্ধ রাত্রিগুলিকে বড় ভালবাসত। নিস্তব্ধতা যত গভীর হত, নাতালিয়াকে কেন্দ্র করে ওর কল্পনাগুলোও তত নিবিড় হত, নাতালিয়ার ভীরু-ভীরু অবাক-অবাক চোখদুটিও ও যেন আরো ভালো করে মনে করতে পারত। এই সময় মজার মজার ঘটনা এবং রঙবেরঙের সুখস্বপ্নের জাল বুনত নিকিতা: ধর ও একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেল এবং দিয়ে দিল পিওত্রকে। পিওত্র্ তার বিনিময়ে নাতালিয়াকে তুলে দিল ওর হাতে, কিংবা ধর একদিন ডাকাত পড়ল; আর ও এমন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিল যে খুশি হয়ে পুরস্কারস্বরূপ ওর বাবা আর দাদা নাতালিয়াকে দিয়ে দিল ওর হাতে স্বেচ্ছায়; কিংবা ধর, এমন রোগ ধরল যে গোটা পরিবারটাই মরে ভূত হয়ে গেল—বাঁচল শুধু

সে আর নাতালিয়া। আর ও তখন বুঝিয়ে দিল না[illegible], যে তার সুখশান্তি নির্ভর করছে ওরই ওপর।

রাত বারোটা বেজে যাবার পর নিকিতা লক্ষ্য করল, নিশ্চল ছায়ার মত জলযাগারের মাথায় মাথায়, সহরের ঠাস-বাড়িগুলোর ওপরে ওপরে, একখানা নতুন মেঘ ধীরে ধীরে ধূসরান্ধকার আকাশের দিকে উঠছে। প্রায় সংগে সংগে সেই মেঘের তলাটা হয়ে গেল লালে লাল। তখন ও বুঝল আগুন লেগেছে। বাড়ির দিকে ছুটতে ছুটতে ও দেখল মই বেয়ে আলেক্সেই গুদাম-ঘরটার ছাদে উঠছে। চীৎকার করে বলল ও: 'আগুন'! আলেক্সেই উঠতে উঠতে উত্তর দিল:

"জানি। তাতে হয়েছে কি?"

উঠানের মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে নিকিতা হঠাৎ বলে ফেলল:

"তার মানে? তুই জানতিস?"

"জানলেও, হয়েছে কি? গরমকালে অমন আগুন লেগেই থাকে।"

"তাঁতীদের তুলে দেওয়া দরকার।"

কিন্তু তিখোন অনেক আগেই তাদের তুলে দিয়েছিল এবং তারা হৈ-হৈ করতে করতে ছুটেছিল নদীর দিকে।

ছাদের ধারে পা ফাঁক করে বসে বলল আলেক্সেই:

"উঠে আয় এখানে।" কুঁজো নিকিতা লক্ষ্মীছেলের মত ওপরে উঠে বিড়বিড় করে বলল:

"নাতালিয়া ভয় পাবে না তো?"

"তোর ভয় নেই? পিওত্র্ ওই কুঁজের ওপর আর একটা কুঁজ গজিয়ে ছেড়ে দেবে যখন তখন বুঝবি।"

"দেবে কেন?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল নিকিতা। জবাব এল:

"ওর বউটার দিকে তোর অত নজর কেন?"

অনেকক্ষণ ধরে নিকিতা কোন জবাবই দিতে পারল না। ওর মনে হল, পিছলে গিয়ে ও যেন ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছে, যেন আর একটি মুহূর্ত পরেই

উঠানে পড়ে খেঁৎলে যাবে। অনুচ্চস্বরে বলল নিকিতা : "তার মানে? একটু ভেবেচিন্তে কথা বল্‌বি।"

আলেক্সেই হাসতে হাসতে উত্তর দিল :

"আচ্ছা আচ্ছা. নে, হয়েছে! চোখদুটো আছে, বুঝলি?......বাবুগে ও নিয়ে মন খারাপ করিসনি।"এমন খুশি হয়ে আলেক্সেই অনেকদিন কথা বলে নি। চোখদুটো হাতের আড়ালে রেখে ও লক্ষ্য করছিল জ্বলন্ত সর্পজিহ্বার মত আগুনের লক্‌লকে শিখাগুলোকে।—রাত্রির প্রশান্ত নৈঃশব্দ্য ভেঙে খানচুর হয়ে গেল এবং তার বদলে শোনা যেতে লাগল একটা চাপা গর্জন। বেশ আরাম করে বলে চলল আলেক্সেই :

"বেড়ে মজা লুটছে বারস্কিরা। ওদের উঠোনে খুব কম করেও কুড়িটা আলকাতরার পিপে আছে। আগুনটা আর ছড়াবে না দেখছি,—ফলের বাগানগুলোয় আটকে যাবে।"

আগুনের জ্বলন্ত করাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গিয়েছিল রাত্রির অন্ধকার। সেইদিকে চেয়ে নিকিতা ভাবছিল : "এখান থেকে পালাব আমি, নিশ্চয়ই পালাব"! জ্বলন্ত বাতাসে গাছগুলো দাঁড়িয়ে ছিল আগুনে-পেটাই লোহার মত। টক্‌টকে লাল মাটির বুকে পুতুলের মত মানুষের মূর্তিগুলো এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছিল। এমন-কি লম্বা সরুসরু আঁকড়াগুলোও ও দেখতে পেল যেগুলো তারা আগুনের মধ্যে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছিল।

খোসমেজাজে বলল আলেক্সেই : "বেড়ে জ্বল্‌ছে তো!"

নিকিতা ভাবল : "কোন মঠে চলে যাব।"

উঠান থেকে পিওত্রের ঘুমজড়ানো গজগজানি ভেসে এল এবং তার সংগে তিখোন তিয়ালোভের গড়িমসি উত্তর। জানলার সামনে ফ্রেমে-আঁটা প্রতিকৃতির মত দাঁড়িয়ে ছিল নাতালিয়া। প্রার্থনা করছিল বুকে হাত চেপে।

জ্বলতে জ্বলতে আগুনটা যখন চিমনিগুলোর কালো কালো স্তূপের চারপাশে ঝুরঝুরে সোনালি ভস্মে পরিণত হল, নিকিতা ছাদ থেকে নেমে কটক

দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেতেই সরাসরি ধাক্কা খেল বাবার সংগে। আর্তামোনোভের সর্বাঙ্গ কালিঝুলি-মাখা, ভিজে সপ্‌সপে ; কোট ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো, মাথার টুপিটাও লাপাত্তা।

প্রচণ্ড ক্রোধে চীৎকার করে বলল আর্তামোনোভ : "কোথায় যাচ্ছিস্ ?" তারপর নিকিতাকে ঠেলে দিল উঠানের মধ্যে। ছাদের উপর সাদা মূর্তিটাকে দেখে প্রচণ্ডতর ক্রোধে চীৎকার করে বলল আলেক্সেইকে :

"ওই টং-এ বসে করছিস কি ? নেমে আয় ! বাঞ্চৎ, তোকে পইপই বলেছি না, সাবধানে থাকবি !"

নিকিতা ফলবাগানে চলে এল। বসে পড়ল একখানা বেঞ্চিতে। বেঞ্চি-খানার ঠিক ওপরেই ওর বাবার ঘরের জানলা। একটু পরেই দড়াম্ করে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেল নিকিতা। তারপর শুনল ওর ঠিক মাথার উপরের ঘরখানায় আর্তামোনোভ রাগে ফুলতে ফুলতে বলছে :

"তুই নিজেরও সব্বনাশ করবি, আর আমাকেও মজাবি। তোকে আমি..."

আলেক্সেই কর্কশভাবে উত্তর দিল :

"মতলবটা তো আপনিই দিয়েছিলেন।"

"চুপ কর্ ! কি ভাগ্যি, নচ্ছারটা কথা বলতে পারে না, তাই রক্ষে।"

নিকিতা উঠে পড়ল এবং নিঃশব্দে হন্‌হনিয়ে চলে এল গ্রীষ্মাবাসে।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে বলল আর্তামোনোভ : "আগুন লেগেছিল। ওই মাতাল ঘড়িওলাটারই কম্ম আর কি। সবাই মিলে ওকে মারও দিয়েছে খুব্, এখন বাঁচলে হয়। লোকে বলে বারস্কি না কি ওর সব্বনাশ করেছিল, আর তিওপার ওপরও না কি ওর নিজের একটা আক্রোশ ছিল। কে জানে, কী !"

আলেক্সেই চুপচাপ বসে দুধ খেতে লাগল। নিকিতার হাতদুখানা কাঁপছিল। হাঁটুদুটোর মধ্যে হাতদুখানা শক্ত করে চেপে ধরল

সে। নিকিতার আচরণটা লক্ষ্য করে আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল :

"তোর হল কি ?"

"শরীরটা খারাপ লাগছে।"

"তোদের সকলেরই শরীর খারাপ, শুধু ভাল আছি আমি।" বলে আর্তামোনোভ চায়ের পেয়ালাটা রাগ করে সরিয়ে দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। পেয়ালায় তখনও অনেকখানি চা অবশিষ্ট ছিল।

আর্তামোনোভের কারবারের সংগে সংগে লোকের বসতিও দ্রুত বেড়ে চলল। কারখানা থেকে মাইল দেড়েক দূরে, বুনো গাছগাছড়ায় ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলগুলোয়, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, গজিয়ে উঠল ছোট ছোট খেবড়ানো কুটির। কুটিরগুলোর সংগে না ছিল বাগান, না ছিল বেড়া। দূর থেকে সেগুলোকে দেখাত ঠিক মৌচাকের মত। ওখানে একটা নালা ছিল। লোকে বলত ওটা না কি নদী ছিল এককালে, যার নাম আজ আর কারু মনে নেই। বাড়িটার ছাদে তিনটে চিমনি বসানো, জানলাগুলো ছোট ছোট, যাতে ঘরগুলো গরম থাকে। ওই জানলাগুলোর দৌলতে বাড়িটাকে আস্তাবল বলে ভুল হত ; তাই তাঁত-মজুররা বাড়িখানার নাম দিয়েছিল—"এঁড়ে ঘোড়াদের রাজপ্রাসাদ।"

দিন দিন আর্তামোনোভের দেমাক এবং মেজাজ বেড়ে চললেও, ভুঁইফোড় বড়লোকদের স্বভাবসুলভ উদ্ধত চালবাজিটা তাকে ছুঁতে পারল না। তাঁত-মজুরদের সংগে সে অবাধে মেলামেশা করত, তাদের বিয়েতে স্ফূর্তি করত, তাদের সন্তানসন্ততির ধর্মপিতাও সাজত, এবং কোন কোন ছুটির দিন অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান তাঁতীদের সংগে বসে কথাবার্তা কইতেও ভালবাসত। তারা আর্তামোনোভকে অনাবাদী জমি এবং দাবানলবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোয় তিসির চাষ করবার জন্যে চাষীদের পরামর্শ দিতে বলল। ফল হল ভালই। বৃদ্ধ তাঁতীদের মুখে তাদের আমুদে মনিবটির প্রশংসা যেন আর ধরত না। তারা

আর্তামোনোভের মধ্যে এমন একটা চাষার খোঁজ পেত যার দিকে বিধাতা মুখ তুলে চেয়েছিলেন। ওকে প্রশংসা করবার কারণটাই ছিল তা-ই। ছোকরা তাঁতীদের তিরস্কার করে বলল তারা:

"দেখ্, কারবার কি করে চালাতে হয় দেখ্। ওঁর কাছে দেখে শেখ্।" আর ইলিয়া আর্তামোনোভ নিজের হয়ে বলল ছেলেদের:

"সহরের লোকগুলোর চেয়ে চাষা কিংবা মজুর বেশি বুদ্ধি ধরে। সহরের লোকগুলো অপল্‌কা, মগজ পিষে ছাতু। লোভের বেলায় ষোলআনা, কিন্তু সাহসের বেলায় অষ্টরম্ভা। ওদের কাজকম্ম ভাসা-ভাসা, কোনটাই আখেরে টিকবে না। তাছাড়া ওদের মাথার ঠিক নেই, সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কিন্তু একটা চাষাকে দেখ্, সে গুছিয়ে চলতে জানে। নাহক হায়রাণ হয় না। কাজের কথার বাইরে যাবার পাত্তর সে নয়। আর কাজের কথা বলতে তো তার—ঈশ্বর, চাষবাস আর জার। আগাপাছতলা যদি কেউ সাদাসিধে থাকে তবে ওই চাষা। ওরাই ভরসা। তুই মজুরদের সংগে বড় কড়া ব্যাভার করিস পিওত্র্, ব্যবসা ছাড়া যেন আর কথা নেই। ভাল হচ্ছে না। মাঝে মাঝে খোসগল্প, হাসিমস্করা এসবও দরকার, আর এতে মানুষের মনও সহজে পাওয়া যায়।"

অভ্যাসমত কান খুঁটতে খুঁটতে বলল পিওত্র্: "হাসিমস্করা আমাকে দিয়ে হবে না।"

"হতেই হবে। কথায় বলে: দুদণ্ড ফূর্তি কর, ঘণ্টাখানেক বৈঠা বায়।— আলেক্সেইটাও মানুষের সংগে মিশতে জানে না। হয় চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে, আর নয় তো কথায় কথায় ঝগড়া বাধায়।"

চটে গিয়ে জবাব দিল আলেক্সেই: "ওগুলো জোচ্চোর, বাউণ্ডুলে।"

আর্তামোনোভ ওকে ধমক দিয়ে বলল: "ওদের সম্বন্ধে তুই কতটুকু জানিস্ রে হতভাগা?" কিন্তু সেই সংগে মুচকি হাসল দাড়িতে হাত চাপা দিয়ে, যাতে হাসিটা কারু চোখে না পড়ে। আর্তামোনোভের মনে পড়ল, সেই

সেবার গোরস্থান নিয়ে সহরের লোকজনের সংগে যখন ঝগড়া বাধলো, আলেক্সেই কী বলিষ্ঠ আর দৃপ্ত ভংগীতেই না নিজেকে খাড়া রেখেছিল। ত্রিওমোভের লোকেরা তাদের গোরস্থানে আর্তামোনোভের মজুরদের কবর দিতে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত আর্তামোনোভকে পোমিয়ালোভের কাছ থেকে বেশ খানিকটা অ্যালডারকুঞ্জ কিনে, সেইটাকেই সাফ করে, নিজেদের একটা গোরস্থান বানিয়ে নিতে হয়েছিল।

নিকিতার সংগে সরুসরু রোগা এ্যালডার গাছগুলো কাটতে কাটতে ভেবেছিল তিয়ালোভ: "গোরস্তান, গোর দেবার উঠোন! কি আশ্চয্যি, ভুল জায়গায় আমরা ভুল কথাটাকে বসাচ্ছি। বলি বটে উঠোন, কিন্তু এইটাই আমাদের চেরকালের বাসা। বাড়িঘরদোর, সহর—এগুলোই আসলে উঠোন, যার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেই চেরকালের দরজায় গিয়ে পৌছই।"

তিয়ালোভের সাবলীল কাজকর্ম দেখে নিকিতার ধারণা হয়েছিল, বাক্‌পটু তিয়ালোভের চেয়ে কর্মপটু তিয়ালোভই যেন বেশি সেয়ানা। আর্তামোনোভের মত সে-ও জানত, কাজে মুশ্‌কিলটা কোথায় এবং কেমন করে সহজে সে-মুশকিলের আসানও হয়। কিন্তু আর্তামোনোভের সংগে তার একটা স্পষ্ট পার্থক্য ছিল। আর্তামোনোভ সব কাজই করত প্রচণ্ড উৎসাহের সংগে, কিন্তু তিয়ালোভ করত যেন করতে হচ্ছে বলে তাই, নিছক অনুগ্রহ করে, যেন এর চেয়েও অনেক বড় বড় কাজ হতে পারত তাকে দিয়ে। তার কথাবার্তার ধরণটাও ছিল ওই একই রকম: মাপাজোপা, কৃপামিশ্রিত এবং অর্থপূর্ণ; ফাঁকে ফাঁকে ঔদাসীন্যের ফোরণও থাকত তাতে; যেন ইসারায় বলত:

"এ তো কি, জানি আরো অনেক কিছু! যা বললাম এ তো তার আদ্দেকও নয়!"

তার প্রত্যেক কথায় নিকিতা কেমন যেন খোঁচার আভাস পেত, যেজন্য মানুষটাকে ভয়ভয় করত ওর, বিরক্তও হত তার প্রতি এবং সেই সংগে একটা তীব্র উদ্ভুটে কৌতুহলও জাগত ওর মনে।

নিকিতা বলল ভিয়ালোভকে : "তুমি অনেক কিছুই জান।" ভিয়ালোভ উত্তর দিল গড়িমসি করে :

"জানবার জন্তেই তো বেঁচে আছি। জানলে ক্ষেতি নেই, নিজের তরেই তো জানলাম। তবে, যা জানি তা একেবারে পেটবাক্সে গুম্। কারু সাধ্যি নেই খুলে দেখে। এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

ভিখোন কখনও মানুষকে তার মনের কথা জিজ্ঞাসা করত না। পাখির মত মিটমিটে চোখদুটিকে সরাসরি তুলে ধরত কোন লোকের দিকে, তাকিয়ে থাকত অনেকক্ষণ ধরে; তারপর, তার মনের কথা জেনে ফেলেছে এইভাবে, এমন অনেক কথা বলে যেত যা ওর পক্ষে জানা একেবারেই সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে নিকিতা ভাবত, লোকটা যেমন করে আঙুল কেটেছিল তেমনি করে কামড়েই হ'ক বা যে করেই হ'ক, জিভটাও তো কেটে ফেললে পারত। তারপর সেই আঙুল কাটার ব্যাপারটা! কাটল তো কাটল বাঁহাতের আঙুলটা, ডানহাতটা তবু আস্ত। আর্তামোনোভ, পিওত্র্ থেকে আরম্ভ করে সকলেই লোকটাকে বেকুব বলত কিন্তু নিকিতার দৃঢ় ধারণা ছিল লোকটা বেকুব নয়; বরং এই আজব লোকটার প্রতি ওর ভয় এবং কৌতূহল দিনদিন যেন বেড়েই চলেছিল। বিশেষ করে সেই ভয় একদিন আরো বেড়ে গেল যেদিন বনের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভিয়ালোভ হঠাৎ ওকে বলে বসল :

"কেন ভিত্রে ভিত্রে খাক্ হচ্ছ এখনো? মেয়েটাকে তো বললেই পার? দয়ামায়ার শরীর, চাই-কি তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলেও চাইতে পারে।"

নিকিতা থমকে দাঁড়াল। বুকের ধুকপুকুনি যেন থেমে গেল ওর, পাছুটোও সিসের মত ভারি ঠেকল। ভেবাচেকা খেয়ে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল নিকিতা :

"ক—কাকে কী বলব?"

ভিয়ালোভ ওর দিকে একবার মাত্র চেয়ে, এক পা এগিয়ে যেতেই নিকিতা তার আস্তিনটা চেপে ধরল। কিন্তু তিখোন বিরক্তভাবে নিকিতার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বলল :

"ঢং করে লাভ কি ?"

কাঁধ থেকে বার্চের চারাটা নামিয়ে নিকিতা মরিয়াভাবে চারপাশ দেখে নিল। ওর ইচ্ছে করছিল তিখোনের এবড়োখেবড়ো মুখখানা ঘুষি মেরে গুঁড় গুঁড় করে দেয়, যাতে তার মুখে আর রা না কাটে। কিন্তু তিখোন ভ্রূ কুঁচকে দূরপাল্লায় চোখ ছুটিয়ে, তার চিরাচরিত আত্মসমাহিত ভংগীতে বলল :

"ধর যদি মেয়েটার দয়ামায়া নাও থাকে, তাহলেও ভাণ তো করতে পারে আছে বলে। মেয়েমানুষের চিত্তির বড় বিচিত্তির—হরদম উঁকি মারছে। সারা দুনিয়া চুঁড়লেও এমন মেয়েছেলে একটাও পাবে না, যে একটা থাকতেও আর-একটা বেটাছেলেকে বাজিয়ে না দেখবে, চেখে না দেখবে—চিনির চেয়েও মিষ্টি জিনিষ কিছু আছে কি না। আমাদের কথা আলাদা। বড়জোর একবার, নইলে দুবার—ব্যস্, তাতেই সন্তুষ্ট। দেখ, তুমি নিজেকে বেজায় কষ্ট দিচ্ছ। বরাত ঠুকে একবার বলেই দেখ না মুখ ফুটে। হয়ত দেখবে, মেয়েটা রাজীই হয়ে গেল।"

নিকিতার মনে হল ভিয়ালোভের কথাগুলোয় যেন কোন বন্ধুর সহানুভূতি-শীল মন লুকিয়ে আছে। ঠিক এমন কথা ও এর আগে শোনে নি। সংগে সংগে ওর গলাটা মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ও এটাও অনুভব করল যে তিখোন ওর মনটাকে ধীরে ধীরে ন্যাংটো করে দিচ্ছে। তাই ও বলল :

"কী সব আজেবাজে বকছ তুমি !"

ঘণ্টা বাজছিল সহরে। সান্ধ্য প্রার্থনার ডাক। কাঁধের ওপর চারাগাছ-গুলো গুছিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল তিখোন মাটিতে লোহার কোদালখানা ঠুকতে ঠুকতে। যেতে যেতে চিরাচরিত শান্তস্বরে বলে চলল সে :

"আমাকে ভয় পেও না। তোমার জন্যে দুঃখ হয়! মানুষটা তুমি ভাল

আর মজার। তোমাদের গুষ্টিটাই অবিশ্যি ভারি মজার। পিঠে একটা কুঁজ আছে তোমার সত্যি, কিন্তু তোমার মনটা একেবারেই কুঁজোর মত নয়।"

নিকিতার ভয় উত্তাল বিষণ্ণতায় ডুবে গেল। চোখদুটো হয়ে গেল ঝাপসা। মাতালের মত হোঁচট খেল সে। পাদুটো যেন অসাড় হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে বলল তিখোনকে :

"কথাটা মনে মনেই রেখ, বুঝলে ?"

"ওই যে বললাম তোমায়—যা জানি তা একেবারে পেটবাক্সে গুম্। কোন ভয় নেই।"

"ভুলে যাও কথাটা। ওকে কিছু বল না।"

"ওর সংগে আমি কথাই বলি না, আর কী কথাই বা বলব ওর সংগে ?"

বাকি পথটা ওরা চুপচাপ রইল। কুঁজো নিকিতার নীল চোখদুটি আরও বড়বড়, আরও গোলাকার ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ইদানীং লোকজনের মুখের দিকে দেখত না ও, চেয়ে থাকত শূন্যের দিকে। কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিল এবং থাকতে লাগল আড়ালে আড়ালে। কিন্তু এই পরিবর্তনটা ধরা পড়ল নাতালিয়ার চোখে। তাই নাতালিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করল ওকে :

"আজকাল এমন মনমরা হয়ে থাক কেন ?"

নিকিতা উত্তর দিল : "বেজায় কাজ পড়েছে।" বলেই ও তাড়াতাড়ি সেস্থান ত্যাগ করল। ক্ষুণ্ণ হল নাতালিয়া, কারণ শুধু এইবার বলেই নয়, এর আগেও সে লক্ষ্য করেছিল, ঠাকুরপো আগের মত তাকে স্নেহের চক্ষে দেখত না। কিই বা ছিল নাতালিয়ার জীবনে ?—একঘেয়ে নীরস জীবন! চারবছরে আরও দুটি কন্যাকে জন্ম দিয়েছে সে, এখন আবার একটা পেটে।

দ্বিতীয় কন্যাটি হতেই ওর শ্বশুর বিরক্তভাবে বলেছিল : "গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে বিয়োচ্ছ কেন ? এদের নিয়ে করব কি ?" সেবার আর কোন উপহার

জোটে নি নাতালিয়ার ভাগ্যে। আর্তাবোনোভ শিওত্রের কাছে নালিশ জানিয়েছিল :

"নাতি চাই নাতি, নাতজামাই নয়, বুঝলি ? ঘরের পয়সায় কাক তাড়াবার জন্যে ব্যবসা ফাঁদি নি।"

শ্বশুরের প্রত্যেক কথায় নাতালিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করত। স্বামীও যে ওর প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিল তাও মনে হত না। রাত্রে স্বামীর পাশে শুয়ে জানালার বাইরে সুদূর নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে থাকত সে, আর পেটে হাত চাপা দিয়ে নীরবে প্রার্থনা জানাত :

"ভগবান, একটা বেটাছেলে দাও।"

কিন্তু মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছা করত স্বামী শ্বশুরের মুখের উপর চীৎকার ক'রে বলে :

"একশ'বার মেয়ে হবে, হাজারবার মেয়ে হবে। তোমাদের মুখে ঝামা ঘষে দেবার জন্যে মেয়ে বিয়োব।"

ও ভাবত এমন কিছু করা যায় না, যাতে সকলে তাজ্জব বনে যাবে ?—এমন কিছু বিস্ময়কর যাতে ওদের মন পাওয়া যাবে ? কিংবা এমন কিছু ভয়ংকর যাতে ওরা ভয় পাবে ? কিন্তু ওর ভাবাই সার হত, ভালমন্দ কিছুরই হদিস পেত না ও।

সেই ভোরে উঠত নাতালিয়া। উঠেই নীচে রান্নাঘরে গিয়ে সকালের চা তৈরির ব্যাপারে রাঁধুনীকে সাহায্য করত। তারপর আবার হুড়মুড় করে দোতলায়। বাচ্চাদের খাইয়ে স্বামী শ্বশুর দেওরদের চা দিয়ে আর এক দফা খাই দিত বাচ্চাদের। তারপর গুষ্টির সেলাই নিয়ে বসত—একরাশি। দুপুরের খাওয়া চুকে গেল বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসত বাগানে। দুপুর গড়িয়ে যেত বিকেলে, বিকেল গড়িয়ে যেত সন্ধ্যায়।—সান্ধ্য চায়ের সময় না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকত বাগানে। কাঠিমে সুতো জড়াতে জড়াতে চঞ্চল মেয়েগুলো বাগানে উঁকি মারত, ওর বাচ্চাগুলোর রূপের প্রশংসায় তর্ক জুড়ে দিত। নাতালিয়াও মুচকি

হাসত কিন্তু তাদের প্রশংসায় কান দিত না ; বলতে-কি বাচ্চাগুলোর মধ্যে ও কোন সৌন্দর্যই খুঁজে পেত না।

মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ও দেখতে পেত নিকিতাকে। একমাত্র সে-ই ওর সংগে একটু ভাল করে কথা বলত। কিন্তু আজকাল নিকিতাকে দুদণ্ড পাশে বসতে বললেই অপরাধীর মত নিকিতা জবাব দিত :

"মাপ কর, সময় নেই।"

ধীরে ধীরে ওর মনে একটা অপ্রীতিকর চিন্তা দানা বাঁধল। মনে হল, কুঁজোটার দয়ামায়ার সবটাই মেকি ;—আসলে সে ছিল ওর স্বামীর গুপ্তচর। স্বামীর হয়ে সে আলেক্সেই আর ওর ওপর নজর রাখত। আলেক্সেইকে ভয় করত নাতালিয়া, কারণ আলেক্সেই ওকে আকর্ষণ করত। ও জানত, সুদর্শন দেওরটি ওকে পেতে চাইলে, তাকে বাধা দেবার কোন শক্তিই ছিল না ওর। কিন্তু আলেক্সেই ওকে কামনাই করত না, ওর দিকে ফিরেও দেখত না। এতে আঘাত পেত নাতালিয়া এবং সংগে সংগে ওই সাহসী আমুদে ছোঁড়াটার প্রতি ওর মন বিষিয়ে উঠত।

চা খেত ওরা সন্ধ্যা পাঁচটায়। রাত আটটায় রাত্তিরের খাওয়াটা চুকে গেলে নাতালিয়া বাচ্চাদের নাইয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিত। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে, স্বামীর পাশটিতে শুয়ে পড়ত পুত্রলাভের আশায়। পিওত্র্ যখন আর থাকতে পারত না, বিছানা থেকে বিরক্তভাবে বলে উঠত : "হয়েছে হয়েছে, এবার চলে এস।"

সংগে সংগে প্রার্থনা থামিয়ে, বাধ্য মেয়েটির মত নাতালিয়া স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ত। কালেভদ্রে পিওত্র্ ঠাট্টা করে বলত ওকে :

"এত প্রার্থনা কর কেন? যা চাইবে তা-ই পাবে, এ কি আর হয়? তাছাড়া তুমিই যদি সেঁড়েমুসে সবকিছু চেয়েচিন্তে নাও, তাহলে অপরের জন্যে থাকবে কী?"

রাত্তিরে বাচ্চার কান্নায় ঘুম ভেঙে গেলে, তাকে মাই দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, জানলার সামনে এসে দাঁড়াত ও, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত আকাশ আর ফল-বাগানের দিকে। নানা নীরব চিন্তায় বিভোর হয়ে যেত ওর মন। ভাবত নিজের কথা, মায়ের কথা, স্বামী শ্বশুরের কথা—নিষ্ঠুর সারাদিনটার কথা, যা এল আর গেল চক্ষের নিমেষে। ভারি অদ্ভুত লাগত চেনা গলাগুলো শুনতে না পেয়ে: কোথায় সেই মেহনতী মেয়েগুলোর গান, কখনো খুশিতে উদ্বেল কখনো বিষণ্ণতাভরা; কোথায় সেই কারখানার রঙবেরঙের খট্‌খট্‌ খস্‌খস্‌ শব্দ, যা মিশে যেত প্রকাণ্ড একটা মৌচাকের বিপুল গুঞ্জনে। দিনগুলো হরদম ভরে থাকত এই অশ্রান্ত কর্মকোলাহলে, যার প্রতিধ্বনি ভেসে আসত ঘরে ঘরে, মর্মরিত হত বাগানের পাতায় পাতায়, পিছলে যেত জানলাগুলোর মসৃণ শার্শিতে। এই শ্রমকোলাহলে নির্লিপ্ত চিন্তার কোন ঠাঁই ছিল না।

কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে, যখন সমস্ত প্রাণী নীরব নিদ্রায় মগ্ন, নাতালিয়া নিকিতার গল্পগুলো স্মরণ করত: সেই তাতার-কবলিত নারীদের ভয়ংকর কাহিনী এবং ধর্মপ্রাণ ঋষি ও শহীদদের জীবনকথা। মাঝেমাঝে হাসিখুসিভরা সুখী জীবনের গল্পও ওর মনে পড়ত, কিন্তু বেশির ভাগ যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাগুলোই ভিড় করে আসত ওর মনে।

ওর শ্বশুর ওর দিকে এমনভাবে তাকাত যেন ও থেকেও নেই। এ তবু সহ্য হত। কিন্তু সময়ে সময়ে ওকে ঘর দালানে একা পেলেই, নির্লজ্জভাবে সে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত। তারপর বিরক্ত হয়ে আর্তামোনোভ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠত শুয়োরের মত।

ওর প্রতি ওর স্বামীর ব্যবহারটা ছিল উদাসীন এবং কঠোর। পিওত্র্‌ ওর দিকে দেখলে, মাঝে মাঝে ওর মনে হত ও যেন ওর স্বামীর পথের কাঁটা, যেন ওর পিছনের আলাদা একটা জগৎকে আড়াল করে রেখেছিল ও, স্বামীর দৃষ্টি থেকে। রাত্রে পোষাক খুলে পিওত্র্‌ প্রায়ই অনেকক্ষণ ধরে বিছানার ধারে বসে থাকত, একখানা হাত পালংকের মাদুরের মধ্যে ঢুকিয়ে; অন্যখানা দিয়ে কান

খুঁটত কিংবা দাড়িটা ঘষত গালে, যেন দাঁত কনকন করছে। তার কুৎসিত মুখখানা অতৃপ্তি কিংবা রাগে কুঁচকে যেত এবং নাতালিয়া বিছানার দিকে এগুতেই সাহস করত না। পিওত্র্ কথা বলত খুব কমই, বললেও নিছক গৃহস্থালীর কথা। কৃষক এবং তালুকদারী জীবনের কথা বলা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল—যে-কথা নাতালিয়া কোনদিনই বুঝে উঠতে পারে নি। শীতের ছুটিতে বড়দিনে কিংবা মেলার দিনগুলোতে স্ত্রীকে নিয়ে পিওত্র্ গাড়ী হাঁকিয়ে সহর ঘুরে আসত। গাড়িটা টানত একটা প্রকাণ্ড কালো এঁড়ে ঘোড়া। ঘোড়াটার চোখদুটো তামাটে-হলদে, সবসময়ই যেন চোখ রাঙিয়ে থাকত। রাগে গরগর করতে করতে ঘোড়াটা মাথা ঝাঁকাত আর হ্রেষাধ্বনি করত প্রচণ্ডভাবে। নাতালিয়া জন্তুটাকে ভয় পেত। ওর ভয় আরও বেড়ে গেল যখন তিখোন বলল :

"এ-সব ঘোড়া বড়লোকদেরই সাজে। কুচোকাচাদের কাছে বাগ মানবে কেন ?"

নাতালিয়ার মা প্রায়ই আসত ওদের বাড়িতে। মেয়ে মাকে হিংসা করত মায়ের স্বাধীন জীবন এবং হাসিখুসিভরা জলজলে চোখদুটি দেখে। হিংসাটা আরও তীব্র, আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠত যখন ওর সামনে আর্তামোনোভ, উচ্ছল তরুণের মত ওর মায়ের সংগে ঠাট্টা তামাসা করত, তার রক্তিতার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে আরাম করে দাড়িতে হাত বুলত, আর ওর মা বুক ফুলিয়ে আর্তামোনোভের সামনে দাঁড়িয়ে যখন নির্লজ্জভাবে নিজের রূপ জাহির করত পাছা দোলাতে দোলাতে। এতদিনে গোটা সহরটা জেনে গিয়েছিল আর্তামোনোভের সংগে ওর মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা। ফলে, ঘৃণায় কেউ ওর মায়ের ছায়া মাড়াত না। সহরের যে-সব সম্ভ্রান্তঘরের মেয়েরা একদিন নাতালিয়ার বান্ধবী ছিল, তারা নাতালিয়াকেও ত্যাগ করতে বাধ্য হল। কারণ, নাতালিয়া ছিল একটা কুলটার কন্যা, উটকো অসভ্য একটা চাষার পুত্রবধূ এবং একটা বদমেজাজী বেয়াকী লোকের স্ত্রী। কৈশোরের ছোটখাট আনন্দগুলি এখন নাতালিয়ার জীবনে যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ওর মাকে দেখলে কষ্ট হত। একদিন যে ছিল খাড়া স্পষ্টবাদী, আজকাল হয়ে পড়েছিল কপট ও ধূর্ত। নাতালিয়ার মনে হত ওর বিধবা মা পিওত্রকে ভয় করত, এবং সেই ভয়টা লুকোবার চেষ্টা করত মিষ্টি কথায় পিওত্রের কর্মদক্ষতার প্রশংসা ক'রে। আলেক্সেইএর কৌতুকপ্রিয় অবজ্ঞাভরা চোখদুটিকে ওর মা ভয় করত নিশ্চয়ই; কারণ তার সংগে ওর মায়ের ইয়ারকি ফাজলামি, সঙ্গোপনে ফিস্‌ফিসুনি তো লেগেই ছিল। তাছাড়া আলেক্সেইকে ওর মা প্রায়ই এটা ওটা উপহার দিত।

একদিন উলিয়ানা তাকে উপহার দিল একটা চীনামাটির ঘড়ি। তাতে আবার চরন্ত মেষ এবং পুষ্পমাল্য-ভূষিতা একটি নারীমূর্তি খোদাই করা। সুন্দর জিনিষটি, যেমন গড়ন তেমনি কারিকুরি। সবাই প্রশংসা করল।

ঘড়িটার ইতিহাস শোনাল ওর মা: "কে একজন ঘড়িটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল আমার কাছে মাত্র তিনটি টাকায়। হয়ত চলে না,—অনেক পুরোনো তো! আলেক্সেইএর বিয়ে হলে ওর ঘর সাজাবার একটা জিনিষ হল।"

নাতালিয়া ভাবল: "আমার ঘরও তো সাজাতে পারতাম ওটা দিয়ে।"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর মা ঘরগৃহস্থালীর কথা জিজ্ঞাসা করত এবং উপদেশের ঠেলায় নাতালিয়ার প্রায় দমবন্ধ হবার উপক্রম হত:

"রোববার ছাড়া অন্যদিন গামছাগুলো বাইরে রাখিস্ নি। মিনসেদের দাড়িগোঁফে বড় তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যায়।"

আগে নিকিতাকে ওর মা ভালচোখেই দেখত, কিন্তু এখন তাকে দেখলেই ঠোঁট বাঁকাত। সাধুতায় সন্দেহ করে লোকে পাদ্রিদের সংগে যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে ওর মা আজকাল কথা কইত নিকিতার সংগে। একদিন মেয়েকে সাবধান করে দিল উলিয়ানা:

"ওর সংগে বেশি মাখামাখি করিস্ নি। কুঁজোদের পেটে পেটে বুদ্ধি।"

বহুদিন নাতালিয়া ভেবেছিল মাকে বলবে ওর স্বামী ওকে বিশ্বাস করত না এবং বুঁজোটাকে লাগিয়েছিল ওরই ওপর নজর রাখতে। কিন্তু বলিবলি করেও কে জানে কেন সে-কথাটা ও আজও বলে উঠতে পারে নি।

নাতালিয়া আজ পর্যন্ত একটা বেটাছেলে পেটে ধরতে পারল না বলে, ওর মায়ের মনেও সুখ ছিল না। কিন্তু নাতালিয়ার সবচেয়ে খারাপ লাগত যখন ওর মা এই প্রসঙ্গে স্বামীর সংগে ওর রাত্রিসহবাসের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত জানতে চাইত—খোলাখুলিভাবে, লজ্জার মাথা খেয়ে। এই সময় ওর মায়ের লাস্যতরল চোখদুটো যেত কুঁচকে, চিকচিক করত অদৃশ্য হাসিতে এবং গলার আওয়াজটা নেমে আসত বিড়ালের মোলায়েম ঘড়ঘড়ানিতে। এই কৌতূহলের রসদ জোগাতে গিয়ে প্রাণান্ত হত নাতালিয়ার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচত মেয়েটা যখন ওর শ্বশুর ওর মাকে ডেকে বলত :

"কি বেয়ান, বাড়ি যাবে কি গাড়ীতে করে?"

"না, হেঁটেই যাব।"

"সেই ভাল। চল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

নাতালিয়ার স্বামী চিন্তিতভাবে বলল :

"সেয়ানা মেয়েমানুষ—তোমার ওই মা। বাবাকে যেন মুঠোয় রাখেন উনি। তোমার মা কাছাকাছি থাকলে, বাবার তম্বি থেকে আমরাও একটু রেহাই পাই। বাড়িটা বেচে দিয়ে তোমার মা তো এখানেই চলে আসতে পারেন?"

নাতালিয়ার ইচ্ছা হল বলে : "আমার মত নেই," কিন্তু মুখফুটে বলতে পারল না সে কথা। তবে মায়ের প্রতি ওর হিংসাটা বেড়েই গেল। ভাবল, ওর মা কত সুখী—সুখী এবং প্রিয়া।

নাতালিয়ার ঘরে কয়েকটা জানলা ছিল। একটা ঠিক ফল-বাঁগানের সামনে, গাছের নিচে। সেই জানলাটির ধারে হাতে সূচসুতো নিয়ে বসে থাকত নাতালিয়া। বেরিঝোপের ওধার থেকে, কলঘরের কাছাকাছি, যেখানে নিকিতা এবং তিখোন কী একটা কাজে লেগেছিল এ-ক'দিন ধরে, সেখান থেকে

টুক্‌রো টুক্‌রো কথাবার্তা ভেসে আসত নাতালিয়ার কানে। কারখানার গুন্‌গুনুনির মধ্যে দিয়ে শোনা গেল তিখোনের ধীরস্থির কণ্ঠ :

"মানুষ দুঃখ্ পায়। সে-দুঃখ্ একার নয়, অনেকের। সব দুঃখী মিলে এক জায়গায় জটলা পাকায় বোবা পুতুলের মত। তারপর দেখ—যে-দুঃখ্, সে-ই দুঃখ্!"

নাতালিয়া বলল মনে মনে: "ঠিকই তো!" কিন্তু শুনল, মিষ্টি গলায় নিকিতা জবাব দিল খানিকটা তিরস্কারের সুরে :

"তুমি সব গুলিয়ে ফেলছ। কৈ নাচগান, খেলাধূলোর কথা তো বললে না? মানুষ ছাড়া আমোদ হয় না।"

অবাক হয়ে নাতালিয়া ভাবল : "এটাও তো মিথ্যে নয়।"

নাতালিয়া ভাবত ওর চেনা-মানুষগুলো কেমন সুন্দরভাবে কথা বলত, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে। যার যতটুকু জ্ঞান, তাই দিয়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করত। এক একজনের জ্ঞানের রাজ্য এক একটি—আল্-দাগা খণ্ড খণ্ড জমির মত। সাদাসিধে নিটোল কথাগুলো ঘেঁষাঘেষি মনের-মত সাজিয়ে তারা যে-যার নির্ভরযোগ্য দৃঢ় জ্ঞানের রাজ্যগুলো পাহারা দিত। লোকজনকে চেনা যেত তাদের কথায়। কথা দিয়ে তারা নিজেদের সাজাত, ঘড়ির সোনারুপোর চেন্-এর মত কথাগুলোকে ঠুনঠুন করে বাজাত। নাতালিয়ার চিন্তা ছিল, কিন্তু সেগুলোকে সাজাবার মত কথা ছিল না। খেয়ালী শরৎকালীন কুয়াশার মত ওর চিন্তাগুলো বোঝার মত ঠেকত ওর কাছে, আচ্ছন্ন করে দিত ওর বুদ্ধিকে। দিনের পর দিন যেত, আর ও ভয়ে হতাশায় নিজেকে ধিক্কার দিত :

"আমি একটা গাধা; কিছুই জানি না কিছুই বুঝি না।"

র‍্যাজবেরি ঝোপের মধ্যে থেকে তিখোনের অস্পষ্ট গলা ভেসে এল :

"ভাল্লুকের কথাই ধর। যেখানে মধু সেখানেই ও। সাধে কি আর ওর নাম মধুবল্লভ!"

নাতালিয়া বলল মনে মনে, "ঠিক তাই।" এই সংগে ওর মনে পড়ল ওর প্রিয় ভালুকটার কথা। ভাবতেই ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,—আলেক্সেই কি

নৃশংসভাবেই না ভালুকটাকে খুন করেছিল। তেরমাস বয়স না হওয়া পর্যন্ত ভালুকটা উঠানে হেসেখেলে বেড়াত, পোষমানা আদুরে কুকুরের মত। জন্তুটা বরাবর 'রান্নাঘরে চলে আসত ; তারপর পিছনের পা দুটোয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, খুদে খুদে মজার চোখদুটো পিটপিট করতে করতে, মৃদু গর্জন করত : রুটি দাও। এমন নাটুকে জন্তু, কিন্তু কেউ একটু দয়া দেখালে গড়িয়ে পড়ত কৃতজ্ঞতায়। সবাই তাকে ভালবাসত। নিকিতা তার ঝাঁকড়াঝাঁকড়া চুলগুলো আঁচড়ে দিত, নদীতে তাকে নাইয়ে আনত। ভালুকটা নিকিতার এমন নেওটা হয়ে পড়েছিল যে, নিকিতা বাড়িতে না থাকলে, লম্বা নাকটা ওপরে তুলে উৎকণ্ঠিতভাবে বাতাসে ঢুঁ মারত ; তারপর গর্জন করতে করতে উঠান পেরিয়ে একবারে নিকিতার অফিসঘরের জানলার কাছে দৌড়ে হাজির হত। এক আধবার নয়, অনেকবারই সে জানালা ভেঙেছিল, এমনি কি শার্শি পর্যন্ত। নাতালিয়া তাকে সাদারুটি আর গুড় খাওয়াতে ভালবাসত। অল্পদিনেই কিন্তু জন্তুটা নিজেই গুড়ের বাটিতে রুটি ডুবোতে শিখল। ঝাঁকড়াচুলে-ভর্তি পিছনের পাদুটোর ওপর দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে, টাল সামলাতে সামলাতে ভালুকটা, ঝোলাগুড়-মাখা রুটির টুকরোটি পরমানন্দে তার ধারালো দাঁতভর্তি গোলাপি মুখে পুরে দিত ; তারপর গুড়চটচটে থাবাগুলো চাটতে থাকত অনেকক্ষণ ধরে। খুশিতে তার খুদে খুদে ভালমানুষের মত চোখদুটো চিকচিক করত এবং মাথাটা সে ঘষতে থাকত নাতালিয়ার হাঁটুতে। ভাবখানা এই, তার সংগে একটু খেল। বেচারা জন্তু হলে কি হবে, তার সংগে কেউ কথা কইলেও যেন বুঝে ফেলত।

একদিন হল কি, আলেক্সেই তাকে খানিকটা মদ খাইয়ে দিল। মাতাল ভালুকটা লুটোপুটি খেয়ে লাফাতে সুরু করল। তারপর স্নানঘরের ছাদের ওপর উঠে চিম্‌নিটাকে দিল ভেঙে তছনচ করে। থাবার দাপটে ইঁটগুলো ছড়িয়ে পড়ল উঠানে। মজুরদের ভিড় জমে গেল। জন্তুটার তামাসা দেখে তারা তো হেসেই খুন। সেই থেকে প্রায়-ছুটিতেই আলেক্সেই ভালুকটাকে মদ খাওয়াতে লাগল লোকজনকে খুশি করবার জন্যে। শেষে মদ খেতে খেতে

জন্তুটার এমন অবস্থা হল যে, কোন মজুরের গায়ে মদের গন্ধ পেলেই তাকে তাড়া করত। আলেক্সেইকেও ছেড়ে কথা বলত না সে; উঠান দিয়ে তাকে যেতে দেখলেই তার দিকে তেড়ে তেড়ে যেত। শেষপর্যন্ত ভালুকটাকে শিকল দিয়ে বাঁধতে হল। কিন্তু বাঁধাই সার। খোপ ভেঙে, শিকলশুদ্ধ খুঁটিটাকে সংগে নিয়ে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেশ জাঁকের সংগে সে উঠানময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। তাকে ধরতে গিয়ে তিখোনের পা গেল ছড়ে, মোরোজোভ নামে একজন ছোকরা মজুর ডিগবাজি খেল এবং থাবার থাপ্পড়ে নিকিতার উরু গেল থেঁৎলে। তখন আলেক্সেই একটা বল্লম এনে গেঁথে দিল জন্তুটার পেটে। নাতালিয়া জানলা থেকে দেখল পাছার ওপর ঢলে পড়ল ভালুকটা; তারপর সামনের থাবাদুটো এমনভাবে নাড়তে লাগল যেন সে ক্ষমা চাইছিল তাদের কাছে, যারা তার চারপাশে ভিড় করে চীৎকার করছিল উন্মত্তের মত। কে-একজন আলেক্সেই-এর হাতে একখানা ধারালো কুড়ুল এগিয়ে দিতেই, আলেক্সেই ভালুকটার থাবাদুটো দিল কুপিয়ে। প্রচণ্ড গর্জন করে জন্তুটা আহত থাবাদুটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে গেল শক্ত মাটি। করুণভাবে গর্জন করতে করতে জন্তুটা মাথাটি পেতে দিল উঠানে যেন আর একটি আঘাতের অপেক্ষায় ছিল সে। তখন আলেক্সেই পাদুটো ফাঁক করে, বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কোপ মারল ভালুকটার খুলিতে। কাঠকোপানোর মত শব্দ হল একটা। জন্তুটার লম্বা মুখখানা ডুবে গেল তার নিজেরই রক্তে। কুড়ুলখানা হাড়ে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে সেটাকে টেনে তুলতে আলেক্সেইকে দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হল, মৃতদেহটার পেটের ওপর পায়ের চাড় দিয়ে। ভালুকটার জন্যে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখের কথা হল, এই আমুদে দুষ্টু দেওরটি নাতালিয়ার দিকে নজর না দিয়ে কোথাকার একটা অপদার্থ ছুঁড়ির পিছনে ঘুরে ঘুরে সারা হত।

আলেক্সেইকে সকলেই প্রশংসা করল ওর সাহস এবং কেরামতির জন্য। মোরোজোভ ওর কাঁধ চাপড়ে চীৎকার করে বলল:

"তবে যে তুই বলিস্ তোর রোগা শরীর! জ্বালা আমার কপী রে!"

নিকিতা উঠান থেকে পালিয়ে গেল এবং নাতালিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকল, যতক্ষণ না ওর স্বামী খানিকটা অবাক হয়ে বিরক্তভাবে বলল:

"ধর যদি তোমার সামনে একটা মানুষই খুন করা হত, তাহলে তুমি কি করতে?" নাতালিয়ার কান্না তবু থামল না। শিশুকে মানুষ যেভাবে ধমকায় সেইভাবে স্ত্রীকে ধমকে পিওত্র্ চীৎকার করে বলল:

"চুপ করবে, কি না?"

নাতালিয়া ভাবল পিওত্র্ হয়তো এবার ওকে মেরে বসবে। চোখের পাতা দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে ওর মনে পড়ল স্বামীর সংগে ওর প্রথম রাতটির কথা। কি লাজুক আর কি কোমলই না ছিল এই পিওত্র্। মনে পড়ল আজ পর্যন্ত পিওত্র্ ওর গায়ে হাত তোলেনি, যদিও স্বামীরা স্ত্রীদের ঠেঙাত। কান্নাটা গিলতে গিলতে বলল নাতালিয়া:

"কি করব বল, ভাল্লুকটাকে বড্ড ভালবাসতাম।"

অপেক্ষাকৃত আপোষের সুরে জবাব দিল পিওত্র্: "ভাল্লুকটাকে ভাল না বেসে, আমাকেই তোমার ভালবাসা উচিত ছিল।"

নাতালিয়ার মনে পড়ল, মায়ের কাছে ও প্রথম যেদিন ওর স্বামীর কঠোরতার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল, ওর মা উত্তর দিয়েছিল:

"বেটাছেলেরা মৌমাছি, আর আমরা হলাম তাদের ফুল। মধুর লোভে ওরা আমাদের কাছে আসে। এ-কথাটা তোর বোঝা উচিত মা, মনেও রাখা উচিত। বেটাছেলেরা হল মনিবের জাত, তাই ওদের ঝক্কিও বেশি। ওরা গির্জে বানায়, কারখানা বসায়—বড় বড় কাজ করে। তোর শ্বশুরকেই দেখ্ না, কি ছিল আর কি করেছে।"

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবসাটাকে ফাঁপিয়ে কায়েম করবার জন্যে আর্তামোনোভ উঠে পড়ে লাগল। ব্যস্ততার বহর দেখে মনে হত, যেন কোন

ভাবী অমঙ্গল তার কানে কানে বলে গিয়েছিল তার আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। যে মাসে সেণ্ট-নিকোলা-দিবসের কিছু আগে কারখানাটার দ্বিতীয় মহলের জন্য একটা ষ্টীম-বয়লার এল। যে বজরায় যন্ত্রটা এসেছিল সেটা নোঙর ফেলেছিল ওকার সৈকতে, ঠিক সেইখানে যেখানে জলাময় ভাতারাকৃশার সবুজে জল মন্থরগতিতে মিশেছিল ওকার সংগে। মুশকিল বাধল যন্ত্রটাকে তোলা নিয়ে। বালিমাটির উপর দিয়ে পাকা সাড়ে তিনশ'টি গজ টানাহেঁচড়া করা তো আর সোজা ব্যাপার নয়! সেণ্টনিকোলা-দিবসে আর্তামোনোভ তার মজুরদের জন্য এক রম্য ভোজের আয়োজন করল। ছুটির বিরাট ভোজ। প্রচুর ভদ্‌কা এবং বীয়র এল। টেবিলগুলো পড়ল উঠানে। স্ত্রীলোকরা বাইরেটা সাজিয়ে দিল পাইন-বার্চের শাখা দিয়ে, প্রথম বসন্তের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে, এবং নিজেরাও সাজল রঙ-বেরঙের ফুলের মত। মনিব আর্তামোনোভ তার পরিবার এবং কয়েকজন নিমন্ত্রিত অতিথিকে নিয়ে বর্ষীয়ান তাঁতীদের মধ্যে আসর জমাল। একদিকে সে মদ টানছিল আর অন্যদিকে সমানে ঠাট্টাতামাসা চালিয়ে যাচ্ছিল মুখরা মেয়েগুলোর সংগে, যারা কাঠিমে সুতো জড়াত; এবং সেই সংগে বেশ কায়দা করে উস্‌কে দিচ্ছিল লোকজনকে মৌজ করবার জন্যে। দাড়িতে হাত চালিয়ে, যা ইতঃপূর্বেই সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর্তামোনোভ হৈ-হৈ চীৎকার করে বলল:

"যা-ই বল দোস্ত্, বেঁচে আরাম আছে!"

ওকে যে সবাই প্রশংসা করছিল, এটা আর্তামোনোভ হৃদয়ঙ্গম করছিল পুরোমাত্রায়ই। সাফল্যে আত্মহারা হয়ে, গর্বে, আনন্দে তার নেশা বেড়েই চলল। আর্তামোনোভকে দেখাচ্ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল সেই বাসন্তী দিনটির মতই ঝলমলে—যেন সবুজ তারুণ্যে উচ্ছল, ফিকে-নীল আকাশের নীচে স্বর্ণ-শীর্ষ নবীন বার্চ-পাইনের গন্ধে-আমোদিত এক পৃথিবী। এবছর বসন্ত এসে পড়েছিল কিছু আগেই, গরমও পড়েছিল বেশ। লাইল্যাক এবং বার্ডচেরি ফুটতে আরম্ভ করেছিল ইতোমধ্যেই। পৃথিবী জুড়ে আনন্দ ও খুশির সমারোহ। এমন কি মানুষের মধ্যেও যেটুকু ভাল ছিল, ফুটে উঠল ফুলের মত।

বোরিস মোরোজোভ নামে একজন প্রাচীন তাঁতি উঠে দাঁড়াল। মানুষটা ছোটখাট রোগা, সদ্যঃস্নাত ধবধবে শবের মত। চুনটকরা, মোমের মত তার ছোট মুখখানা পাকা দাড়ির মধ্যে আল্‌তো করে ঢোকানো। কালে কালে দাড়িটা হয়ে গিয়েছিল সবুজ। ওর বড়ছেলেটির বয়স প্রায় ষাট। তার কাঁধে ভর দিয়ে বৃদ্ধ মোরোজোভ হাড্ডিসার হাতখানা নাড়তে নাড়তে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল :

"বয়েস কত হল আমার, জান? নব্বুই, কি তারও বেশি,···কি-বুঝলে? সেপাই ছিলাম, পুগাচোভের সংগে লড়েছি, আর সেই যেবার মস্কোতে মড়ক লাগে সেবছর বিদ্রোহও করেছিলাম। বোনাপার্টের সংগেও লড়েছি···"

"আর সোহাগ করেছিলে কাকে গো?" কালা মোরোজোভের কানে মুখ দিয়ে চীৎকার করে বলল আর্তামোনোভ।

"দু'দুটো বউকে। তাছাড়া বাইরের তো ছিলই। কি ভেবেছ আমায়?··· এই যে দেখ্‌ছ সাতসাতটা বেটা, দু-দুটো কন্যে, উনিশটা নাতি-নাত্‌নি, পাঁচ-পাঁচটা নাতি-পো—এসব এই আমারই কল্‌জের কেরামতি। ওইতো, ওরা সবাই তোমার কারখানাতেই খাটে। বলি, দেখ একবার·· যেন চাঁদের হাট বসেছে!"

"আরও গোটাকতক দাও!"—চেঁচিয়ে বলল ইলিয়া।

"পাবে পাবে! চোখের ওপর দিয়ে তিনতিনটে জার চলে গেল, একটা জারিৎসাও; কিন্তু, বুঝলে-কি-না, আমি আজও বেঁচে। যে-সব মনিবের কাছে কাজ করেছিলুম তারা তো মরে ভূত, কিন্তু আমি মরিনি এখনো! করিনি কী! হাজার হাজার হাত কাপড় বুনেছি।···তুমি একটা মরদের মত মরদ বটে ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ্‌; তোমার শতবচ্ছর পেরমায়ু হক। হ্যাঁ, একটা মনিব বটে তুমি। কাজ তুমি ভালবাস, কাজও তোমায় ভালবাসে। অনেক লোক দেখেছি, মুখে খুব মিঠে নিম নিবিন্দে পেটে। তুমি তা নও। তুমি আমাদেরই একজন। তাই, মালক্ষী যেন তোমার মুখের দিকে চান! বাড়বাড়ন্তটা হক

গিয়ে লক্ষ্মী—তোমার বিয়ে-করা বউ, রাখা-মেয়েমানুষ নয়। রাখা-মেয়েমানুষ সুখের পায়রা, আজ আছে কাল নেই! লক্ষ্মীকে ছেড় না ভায়া, আঁকড়ে থাক! তোমার শতবচ্ছর পেরমায়ু হক, এই আমার দিব্যি…"

আর্তামোনোভ বৃদ্ধকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে ফেলল। আবেগপূর্ণস্বরে বলল চেঁচিয়ে :

"হয়েছে, বুড় হয়েছে! আমি তোমাকে আমার ম্যানেজার করে নেব।"

প্রচণ্ড চীৎকার এবং হাসির গর্‌রা উঠল। বৃদ্ধ মাতাল তাঁতিটি তখনো আর্তামোনোভের কোলে। কংকালসার মুঠোদুটো ছুঁড়ে, মুখ টিপে হাসতে হাসতে চীৎকার করে বলল সে :

"ওর ওই রকম! যা ধরবে করা চাইই।"

উলিয়ানা বাইমাকোভা সকলের সামনে গালের ওপর থেকে আনন্দাশ্রু মুছে নিল।

ওর মেয়ে বলল : "সুখে যেন আটখানা।"

আগে নাক ঝেড়ে, পরে উত্তর দিল বাইমাকোভা :

"ঠিক তাই। ওর সুখের প্রাণ। ভগবান ওকে সুখের তরেই গড়েছেন।"

আর্তামোনোভ ছেলেদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল : "দেখে শেখ্ বেটারা, কেমন করে মানুষের সংগে মিশতে হয়। কিরে পেত্রুখা, দেখছিস্?"

খাওয়াদাওয়ার পর টেবিলগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। মেয়েরা ধরল গান, আর পুরুষরা মেতে গেল কুস্তি-কসরতে। আর্তামোনোভ ছিল সর্বঘটে,—নাচল, কুস্তি লড়ল; তাও আবার সেরা নাচিয়ে, সেরা কুস্তিগীরের সংগে। ফূর্তি চলল ভোর পর্যন্ত। তারপর সূর্যের প্রথম আলোটুকু দেখা যেতেই মনিবের পিছনে পিছনে সত্তরজন মজুর চলল নদী-সৈকতে, হো-হো শব্দ করতে করতে, সুরাপ্রমত্ত গানের লহরা তুলে। দেখে মনে হল একদল ডাকাত যেন লুঠতরাজ করতে চলেছে। ওদের কাঁধে মোটা মোটা বোলার, ওকগাছের গুঁড়ি এবং ভারি ভারি দড়ির কুণ্ডলী। ওদের পিছনে পিছনে বালির উপর

দিয়ে নেঙচাতে নেঙচাতে চলেছিল বৃদ্ধ তাঁতি মোয়োজোভ। নিকিতাকে সে বলল বিড়বিড় করে :

"দেখে নিও, কাজ ও হাসিল করবেই! ওকে কি আর আমি না চিনি!"

বজরা থেকে বয়লারটিকে নিরাপদে তীরে নামাল হল। বয়লারটির চেহারা ভোঁদা লাল-রাক্ষসের মত—যেন একটা কন্ধকাটা ষাঁড়। বালির ওপর তক্তা পেতে দেওয়া হল। তারপর একজোট হয়ে সবাই মিলে 'হেঁইও মারি জোয়ান ঠেলা' হাঁক ছাড়তে ছাড়তে, রোলারগুলোর উপর দিয়ে দড়িবাঁধা বয়লারটিকে ওরা দিল গড়িয়ে। গড়াতে গড়াতে বয়লারটি দুলে দুলে উঠছিল। যন্ত্রটার নির্বোধ গোল মুখখানার দিকে চেয়ে নিকিতার মনে হল, এতগুলো লোকের খুশ-তাকতের পানে চেয়ে, যন্ত্রটা যেন বিস্ময়ে হাঁ করে আছে। মাতাল আর্তামোনোভ সবায়ের সংগে বয়লারটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চীৎকার করছিল :

"রাখ্ কে, সামাল্, সামাল্ হেঁই!"

যন্ত্রদানবটার লাল পিঠে চাপড় মারতে মারতে বলছিল :

"গড়িয়ে, বয়লার, গড়িয়ে চল্!"

দেখতে দেখতে ওরা কারখানার মাত্র একশ' গজের মধ্যে এসে পড়ল, কিন্তু এখানে এসেই বয়লারটা আগের চেয়ে আরও প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল, তারপর সামনের রোলার থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ল বালির মধ্যে। নিকিতা দেখল, যন্ত্রটার চাকাপানা মুখখানা ওর বাবার পায়ের ওপর এক ঝাঁক পাশুটে ধূলো উড়িয়ে দিল। বয়লারের বিরাট লাসটার চারিধারে রাগে গজগজ করতে করতে লোকগুলো চেষ্টা করতে লাগল যন্ত্রটার নিচে রোলারটাকে ঠেলে দিতে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা; আর বয়লারটি সেই যে বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল, তার যেন আর মুখ তোলার নামটিই নেই। বেশি টানাটানি করতে মনে হল মুখটা যেন বালির মধ্যে আরও বসে যাচ্ছে। কাঠের দণ্ডটি বাগিয়ে ধরে সকলের সংগে সমানে যন্ত্রটার সংগে যুঝতে যুঝতে চীৎকার করে বলল আর্তামোনোভ :

"সবাই মিলে, কাঁধ লাগিয়ে লাগাও এবার···হেঁইও !"

বয়লারটি গড়িমসি করে একটু যেন নড়ে উঠল, তারপর আবার বসে গেল বালিতে। এমন সময় নিকিতা ওর বাবাকে মজুরদের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। শুধু তাই নয়, বাবার চলন এবং মুখের চেহারাটা ওর কাছে কেমন যেন অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ঠেকল। আর্তামোনোভ এক হাত দিয়ে দাড়িশুদ্ধ গলাটাকে চেপে ধরেছিল এবং অন্য হাত দিয়ে পথ হাতড়াচ্ছিল অন্ধের মত। বৃদ্ধ তাঁতিটি তার পিছনে নেঙচাতে নেঙচাতে আসছিল, আর বলছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে :

"একটু মাটি খেয়ে নাও, একটু মাটি !"

নিকিতা দৌড়ে গেল ওর বাবার কাছে। আর্তামোনোভ হেঁচ্‌কি তুলছিল আর থুতু ফেলছিল। এক ঝলক রক্ত পড়ল নিকিতার পায়ের কাছে। ওর বাবা বিষণ্ণভাবে বলল :

"রক্ত।"

আর্তামোনোভের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে কাঁপছিল তার চোখদুটো। ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ হচ্ছিল দাঁতগুলোয়। মনে হল, তার বিশাল কর্মঠ দেহখানির মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন গুটিয়ে আসছে।

বাবার হাত চেপে ধরে নিকিতা জিজ্ঞাসা করল : "লেগেছে কি ?"

টল্‌তে টল্‌তে নিকিতার গায়ে ঠেস দিয়ে আর্তামোনোভ খুব আস্তে জবাব দিল :

"কোন শিরটির ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়।"

"যা বলছি শোন, একটু মাটি খেয়ে ফেল।"

"আঃ, কেন জ্বালাতন করছ ? যাও এখান থেকে !"

থুতুর সংগে আর্তামোনোভ আবার বেশ-খানিকটা রক্ত ফেলল। বিড়বিড় করে বলল বিহ্বল স্বরে :

"এখনো পড়ছে। উলিয়ানা কোথায় ?"

নিকিতা বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই, ওর বাবা ওর কাঁধটা সজোরে চেপে ধরল। বালিতে পা ঘষতে ঘষতে আর্তামোনোভ মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেন একমনে শুনছিল বালি-ঘষার শব্দ। মজুরদের ক্রুদ্ধ চীৎকারে সে-শব্দ প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না।

"ব্যাপার কি?" ব'লে, আর্তামোনোভ বাড়ির দিকে এগুল, সাবধানে পা ফেলে—যেন একফালি কাঠের ওপর দিয়ে পার হচ্ছিল সে কোন গভীর নদী। বাইমাকোভা দাঁড়িয়েছিল সদরদরজায়, মেয়েকে বিদায় জানাচ্ছিল। নিকিতা লক্ষ্য করল, আর্তামোনোভকে দেখেই বাইমাকোভার সুন্দর মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে গেল, চাকার মত অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেল একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে।

বাইমাকোভা চীৎকার করে উঠল: "বরফ, শিগ্‌গীর বরফ!" আর এদিকে আর্তামোনোভ হেঁচ্‌কি তুলতে তুলতে, থুতুর সংগে ঘন ঘন রক্ত ফেলতে ফেলতে সদরদরজার চৌকাঠে কোনরকমে বসে পড়ল। নিকিতা শুনতে পেল, যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে তিখোন বিড়বিড় করে বলছে:

"বরফ তো জল। জল থেকে রক্ত হয় না।"

"একটু মাটি চিবনো উচিত ছিল ওর……।"

"পাদ্রি-বাবাকে ডেকে আন তিখোন।"

আলেক্সেই হুকুম দিল: "ওকে তুলে ভেতরে নিয়ে আয়।"

নিকিতা তুলবে বলে বাবার কনুইটা সবে ধরেছে, এমন সময় কে ওর পায়ের বুড়আঙুলদুটো এত জোরে মাড়িয়ে দিল যে ক্ষণিকের জন্য ও অন্ধকার দেখল। তারপর অবশ্য সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে গেল ওর সামনে। বাবার ঘরে এবং উঠানে লোকজন যাকিছু করছিল, সবকিছুই ওর বিহ্বল মস্তিষ্কে গভীর রেখাপাত করে গেল। একটা প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ায় চেপে তিখোন উঠানময় নাস্তানাবুদ হচ্ছিল। ঘোড়াটা কিছুতেই বাগ মানছিল না। ফটকের দিকে তেড়ে গিয়ে সামনের পাদুটো তুলে চড়কিপাক খেল ঘোড়াটা, রাগে মাথা ঝাঁকাল;

সামনের লোকজন ছড়িয়ে পড়ল এদিকে ওদিকে। স্পষ্ট বোঝা গেল, আকাশে উঠ্‌তি সূর্যের আগুন দেখে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ঘোড়াটা ফটকের মধ্যে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল; কিন্তু বয়লারের বিপুল লাল বপুটি দেখে ভড়কে গিয়ে লাফিয়ে উঠল; তিখোন ছিটকে পড়ল মাটিতে, এবং ঘোড়াটা আবার উঠানে ফিরে এসে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চিঁহি-চিঁহি ডাক ছাড়তে লাগল। কে যেন বলল চীৎকার করে: "খবরদার! সরে যাও!"

জানলার ঝনকাঠে বসেছিল আলেক্সেই। বসে বসে ওর কালো ছুঁচলো দাড়িটা পাকাচ্ছিল। ওর দুরভিসন্ধিমূলক অচাষাড়ে মুখখানা লম্বা হয়ে গিয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছিল, যেন ওর মুখখানায় কেউ ধূলো মাখিয়ে দিয়েছিল। নিষ্পলকনেত্রে আলেক্সেই লোকজনের মাথার উপর দিয়ে চেয়ে ছিল ঘরের ওপাশে বিছানাটার দিকে, যার ওপর শুয়ে ওর বাবা অদ্ভুত অচেনা গলায় বিড়বিড় করছিল: "নাঃ, ভুল করেছিলাম। সবই তাঁর ইচ্ছা।"

ছেলেদের বলল আর্তামোনোভ, "এখন থেকে উলিয়ানা তোদের মা, বুঝলি? ওঁর সব ভার তোদের ওপর দিয়ে গেলাম। আর উলিয়া, ওদেরও তুমি একটু দেখ, ঈশ্বরের দিব্যি। আঃ, বাইরের লোকগুলোকে যেতে বল না!"

(আর্তামোনোভের মুখে বরফ-কুচি দিতে দিতে বাইমাকোভা খেদ করে বলল: "একটু থির হও। এখানে বাইরের লোক কেউ নেই।")

বরফটা গিলে নিয়ে আর্তামোনোভ একটা ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সবাইকে বলে চলল:

"পাপ যদি করে থাকি, তোরা ছেলেমানুষ, তার বিচারের ভার তোদের ওপর নয়। উলিয়ার কোন্ দোষ নেই। নাতালিয়া, তোর ওপর তম্বি করতাম বলে সেকথাটা গায়ে মাখিস্ নি। বেটাছেলে পেটে ধর্! পিওত্র্, আলিওশা, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করিস নি। মজুরদের সংগে ভাল ব্যাভার করবি। ওরা ভালমানুষ, আসল লোক। আলিওশা, তোর সেই-মেয়েটাকেই বিয়ে করিস, ক্ষেতি নেই!"

হাঁটু গেড়ে বসে, পিওত্র্ মিনতি জানাল : "আমাদের ছেড়ে যেও না বাবা।" কিন্তু আলেক্সেই তাকে সামান্য গুঁতো মেরে ফিসফিস করে বলল :

"থাম! আমার মনে হয় না যে……"

নাতালিয়া একটি তামার পাত্রে ছুরি দিয়ে বরফ কুচো করছিল। বরফ-ভাঙার সংগে পাত্রটা বাজছিল ঠনঠন শব্দে এবং সেই সংগে ওর ঘ্যানঘেনে ফোঁপানিটুকুও মিশে যাচ্ছিল সেই শব্দের সাথে। নিকিতা দেখল বরফের ওপর টপ্‌টপ্ করে নাতালিয়ার চোখের জল পড়ছে। সূর্যের একফালি হলদে আলো চোরের মত ঘরে ঢুকে আর্শির ওপর চিক্‌চিক্ করছিল। তার খাপছাড়া প্রতিফলনটা কাঁপছিল কাগজআঁটা দেয়ালের ওপর। কাগজটার রঙ নীল, রাত্রির আকাশের মত নিবিড়। তার ওপর আঁকা ছিল কতকগুলো চীনেমূর্তি—লাল জামা-পরা লম্বা-গোঁফওয়ালা। আলোর প্রতিফলনটা এই চীনেমূর্তিগুলোর ওপর এমনভাবে কাঁপছিল, যেন ঘষে ঘষে তুলে দেবে ছবিটা।

আর্তামোনোভের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নিকিতা অপেক্ষা করছিল কখন বাবা তাকে ডাকবে। আর্তামোনোভের ঠোঁটের কোণ দিয়ে অনবরত রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল এবং কপালে-রগে জমে উঠছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইলিয়ার কোঁকড়ানো ঘনচুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাইমাকোভা গামছা দিয়ে থেকে-থেকে ইলিয়ার ঠোঁটের কোণ এবং রগগুলো মুছে দিচ্ছিল। আর্তামোনোভের নিভন্ত চোখদুটার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে কি-যেন বলছিল বাইমাকোভা—যেন প্রার্থনা করছিল একমনে। উলিয়ানার কাঁধে এবং হাঁটুতে হাতদুখানা রেখে আর্তামোনোভ জড়িয়ে জড়িয়ে ওর শেষ ইচ্ছাটা জানাল :

"জানি জানি। ঈশ্বর তোমায় দেখবেন উলিয়ানা। আমাদের নিজের গোরস্থানেই আমাকে কবর দিও, সহরে নয়। ওখানে আমি শুতে চাই না। ওরা চুলোয়……"

তারপর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আবার ফিসফিস করে বলল :

"কিন্তু ভুল করেছি। ঈশ্বর………সব ভুল।"

কোলকুঁজো লম্বা পাদ্রিটি এল। তার চোখদুটি বিষণ্ণ, দাড়িটা খ্রীষ্টের মত। আর্তামোনোভ তাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, আর একবার বলল ছেলেদের :

"তিনভাই মিলেমিশে থাকবি, খেয়োখেয়ি করে সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করিস নি! শত্রুতা করে কোন লাভ হবে না। পিওত্র্, তুই বয়সে সবার বড়, সব দায়িত্ব তোর, বুঝলি? যা এবার……"

বাইমাকোভা তাকে মনে করিয়ে দিল :

"নিকিতাকে কিছু বলবে না?"

"নিকিতাকে ভালবাসিস্। কোথায় সে? যা এখন·· পরে·· নাতালিয়াও।"

দুপুরের একটু পরে, সূর্য তখনও মাথায় মাথায়, আর্তামোনোভ রক্তক্ষয়ে মারা গেল। আর্তামোনোভ শুয়ে ছিল মাথা উঁচু করে; মুখখানা তার উৎকণ্ঠিত ভ্রূকুটিতে কুঞ্চিত, আধ-খোলা চোখদুটি তার বুকের-উপর নম্রভাবে-ভাঁজকরা দুখানি চওড়া হাতের উপর যেন নিবদ্ধ।

নিকিতার মনে হল, বাবার মৃত্যুতে বাড়ির সকলে যতটা দুঃখ ও ভয় পেয়েছিল তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছিল তারা। এক বাইমাকোভা ছাড়া আর সবায়ের মধ্যেই নিকিতা এই বিষণ্ণ বিস্ময়টুকু লক্ষ্য করল। বাইমাকোভা আর্তামোনোভের মৃতদেহের পাশে পাষাণমূর্তির মত বসেছিল।—তার চোখে জল নেই, হাতদুখানি হাঁটুর উপর শিথিলভাবে ন্যস্ত, চোখদুটি আর্তামোনোভের তুষারধবল দাড়ির ঊর্ধ্বে পাথুরে মুখখানায় নিবদ্ধ।

ঘরে ঢুকতে পিওত্র্‌কে বেশ কঠোর ও অবিচলিত দেখাল। অনর্গল বকে গেল পিওত্র্—একটু বেশি পরিমাণে, একটু বেশি চেঁচিয়ে। সেই ঘরে শুয়ে ছিল আর্তামোনোভ এবং তার কাছাকাছি বসে নিকিতা এবং একজন স্থূলাঙ্গী সন্ন্যাসিনী পালা করে সুর দিয়ে শোকস্তোত্র পাঠ করছিল। বাবার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে দেখল পিওত্র্, প্রার্থনা জানাল। তারপর বিছানার ধারে মিনিট দু'তিন দাঁড়িয়ে, সতর্কভাবে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর পিওত্রের মুগুরের মত মূর্তিটাকে দেখা যেতে লাগল উঠানে এবং ফলবাগানের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে,—যেন কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও।

বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে আলেক্সেই-এর ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। হন্তদন্ত হয়ে গাড়ি নিয়ে এই যায় সহরে, সহর থেকে বাড়ি, তারপর দৌড়ে আসে বাবার ঘরে, এসেই জিজ্ঞাসা করে উলিয়ানাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এবং শ্রাদ্ধভোজে কোন্ কোন্ ক্রিয়া পালন করা হবে, কোন্ কোন্ নিয়ম রক্ষা করতে হবে।—হরদম ছুটোছুটি ব্যস্ততা।

উলিয়ানা জবাব দেয়: "তাড়াতাড়ি কর না।"

সংগে সংগে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত আলেক্সেই সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়।

ভয়ে ভয়ে নাতালিয়া মায়ের কাছে আসে, সহানুভূতির স্বরে মাকে জানায়:

"কিছু মুখে দাও, কিছু না হক এককাপ চা।"

মা স্থিরভাবে মেয়ের মিনতি শোনে, তারপর জবাব দেয়, "একটু পরে।"

আর্তামোনোভ বেঁচে থাকতে নিকিতা জানতও না, ওর বাবাকে ও ভালবাসত কি না। বাবাকে ও চিরকাল ভয় করেই এসেছে, কিন্তু ভয় করলেও মানুষটির অমিত কর্মোৎসাহকে ও প্রশংসা করত, যদিও ওর বাবা ওকে এতটুকুও স্নেহ করত না, এমন কি, ফিরেও দেখত না তার কুঁজো ছেলেটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে। কিন্তু আজ নিকিতার মনে হল একমাত্র ও-ই ভালবাসত ওর বাবাকে—সত্যি করে এবং গভীরভাবে। একটা অতল বিষন্নতায় ডুবে গেল ওর মন; গভীর ও নিষ্ঠুর বেদনায় গুমরে উঠল নিকিতা, ওই শক্তিমান পুরুষটির আকস্মিক মৃত্যুতে। আঘাতের আতিশয্যে ওর নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত যেন বন্ধ হয়ে এল। ঘরের এককোণে একটা সিন্দুকের উপর বসে নিকিতা অপেক্ষা করছিল কখন ওর পালা আসবে শোকস্তোত্র পাঠ করার। চেনা শব্দগুলো ওর মাথার ভিতর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে গেল; খেয়াল রইল না ওর। ও তখন ঘরখানির উজ্ব

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একমনে দেখছিল মোমবাতির শিখাগুলো—যেগুলো কাঁপছিল জীবন্ত হলদে ফুলের মত। লম্বা-গোঁফওয়ালা চীনেমূর্তিগুলো বাজিকরের মত দেয়াল আঁকড়ে ছিল, কাঁধের উপর বাঁকে-বাঁধা টালমাটাল চায়ের বস্তাগুলো নিয়ে;—দেয়ালের প্রতিটি কাগজফালিতে আঠারজন চীনেমূর্তি, প্রতি সারিতে দুজন করে। কোন সারিতে তারা হেঁটে চলেছিল ওপরে ছাদের দিকে, কোনটায় নিচে মেঝের দিকে। তাদের ওঠানামা বেশি দ্রুত দেখাল, দেয়ালের ওপর যেখানে একখণ্ড তেলা চাঁদের আলো এসে পড়েছিল।

একঘেয়ে স্তোত্রপাঠের মধ্যে নিকিতা হঠাৎ একটি মৃদু আন্তরিক প্রশ্ন শুনতে পেল:

"ভগবান, একি সত্যি, ও কি সত্যিই মরেছে?"

জিজ্ঞাসাটা উলিয়ানার। এত মর্মস্পর্শী সে-জিজ্ঞাসা, যে সন্ন্যাসিনীটি কিছুক্ষণের জন্য পাঠ বন্ধ করে, না-বলেই পারল না আত্মসমর্থনের সুরে:

"মরেছেন বৈকি মা, মরেছেন, সবই তাঁর ইচ্ছা।"

একেবারে অসহ্য ঠেকল নিকিতার। চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, কিন্তু যাবার আগে সন্ন্যাসিনীটির উপর ওর প্রচুর রাগ হল।

ফটকের কাছাকাছি বেঞ্চিখানায় বসে তিখোন কাঠ চ্যালা করছিল। এক একখানা করে কাঠের ফালিগুলো সে বালিতে গেঁথে দিল, তারপর পা দিয়ে চেপে চেপে সেগুলোকে অদৃশ্য করে দিল বালির মধ্যে। তার পাশে বসে নিকিতা তিখোনের কীর্তিটা দেখতে থাকল, কিন্তু কথা বলল না একটিও। তিখোনের ক্রিয়াকলাপ দেখতে দেখতে নিকিতার মনে পড়ল সহরের আজব বুড়ো আনুতোষ্কার কথা। আনুতোষ্কার বয়স কম, রঙটা ছিল কালো, মাথায় ঝাঁকড়াঝাঁকড়া চুল, একখানা পা হাঁটুর কাছে মোচড়ানো এবং চোখদুটি গোল—প্যাঁচার চোখের মত। আনুতোষ্কা কাঠি দিয়ে বালিতে বৃত্ত আঁকত এবং সেই বৃত্তগুলির মধ্যে কাঠের ফালি ও গাছের ডাল দিয়ে ছোট ছোট খাঁচা বানাত; তারপর সংগে সংগে খাঁচাগুলো পা দিয়ে পিষে

ধুলো-বালি ছড়িয়ে দিত ভাঙাচুরো খাঁচাগুলোর উপর ; পরে নাকিসুরে গেয়ে

"মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন যীশু ভগবান, হায়, যীশু ভগবান।
ও মহাকাল, ছ্যাকরাগাড়ির একটি চাকা গেল
হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল, খুঁজে হায়রাণ—
ঝুতিঝুমা, ঘুমঘুম, ঝুস্তাঝুমা ঘুম—
ঘুম ঘুম, হায় যীশু, ঘুম নিঃঝুম।"

তিখোন বলল : "হুঁ, আখেরে তাহলে এই ?"

সশব্দে ঘাড়ের ওপর একটা মশা মেরে হাঁটুতে হাতের চেটোটা মুছে নিল তিখোন, তারপর নদীর ওপর উইলোশাখায়-বন্দী চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে চলল ধীরভাবে :

"এ-বছর যেন তাড়াতাড়ি মশা হয়েছে। মশা বাঁচে, আর···"

তিখোনকে কথাটা শেষ করতে দিল না নিকিতা, পাছে এরপর তিখোন মারাত্মক কিছু বলে বসে। উল্‌টে কড়াভাবে বলল :

"বাঁচে, কিন্তু তুমি যে মশাটাকে মারলে !"

নিকিতা তাড়াতাড়ি তিখোনের কাছ থেকে সরে গেল। নিজেকে নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে, কয়েক মিনিট পরেই ও ফিরে এল বাবার ঘরে এবং সন্ন্যাসিনীটিকে ছুটি দিয়ে স্তোত্রের বইখানা নিয়ে বসল নিজেই। স্তোত্রগুলির মধ্যে ওর নিজের দুঃখ ঢেলে দিয়ে ও এমন বিভোর হয়ে পড়ছিল যে, নাতালিয়ার ঘরে-ঢোকার শব্দটাও শুনতে পেল না নিকিতা। হঠাৎ ওর পিছনে নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর মৃদু জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল। ওই মেয়েটি ওর কাছাকাছি থাকলেই ওর মনে হত, ও এমন কিছু বলে ফেলবে বা করে ফেলবে যা অপ্রত্যাশিত—হয়তো বা ভয়ংকর। এমন-কি এই বিষণ্ন দিনটিতেও ওর ভয় হল, পাছে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ-ধরণের কোন কথা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাথাটি ঝুইয়ে দিল নিকিতা কুঁজের আড়ালে, গলার আওয়াজটা নামিয়ে দিল আর-একটু—

যা হঠাৎ ভেঙে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় ও শুনতে পেল, নবম শ্লোকের সুরের সংগে মিশে গেল তুটি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠ :

"দেখছিস্ না, ওঁর ক্রুশটি খুলে নিয়েছি গলায় পরব ব'লে!"

"মাগো, আমিও একা, একেবারে একা······"

নিকিতা আরও স্বর করে পড়তে লাগল যাতে ওই অশ্রুসিক্ত মৃত্নকণ্ঠতুটি শোনা না যায়। কিন্তু ও না শুনেই পারল না :

"ভগবান কি আমাদের মাপ করবেন······"

"একা, এই গারদে একা······"

নিকিতা পড়ছিল :

"তুমি আছ বিশ্বজুড়ে সর্ব চরাচরে,
যাব কোথা প্রভু আমার, যাব কেমন করে?
প্রকাশ তোমার সূর্যসম আলোক-পারাবার,
পালিয়ে আমি যাব কোথা? নাই প্রভু নিস্তার।"

আর এই ভয়-হতাশার আর্তির মধ্যে নিকিতার মনে পড়ল সেই বিষণ্ণ প্রবাদটির কথা :

"যে-জীবনে সাথা নাই, নাই ভালবাসা
সে-জীবনে তুঃখের শুধু যাওয়া-আসা।
ভালবাসা যদি আসে, তবু ওরে মন—
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলে তুঃখে-হুতাশন!"

নিকিতা অনুভব করল, নাতালিয়ার তুঃখের মধ্যে ও যেন নিজের সুখের আলোও একটু দেখতে পেল; কিন্তু কথাটা ভেবেই বেশ-খানিকটা লজ্জিত হল ও।

সকালে বারস্কি এল সহর থেকে। সংগে এল মেয়র ইয়াকোভ ঝিতেইকিন্। ঝিতেইকিনের চোখতুটি অবান্তর অর্থহীন, দেহটি বেঁটেখাট নাতুসতুতুস—যেন ভিজে ময়দার তাল। ওকে সকলে 'আধসেঁকা নেচি' বলে ডাকত। ওরা

আর্তামোনোভের মৃতদেহের সামনে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল এবং সেই ফাঁকে ত্রস্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে আর্তামোনোভের ভ্রূকুটিমণ্ডিত মুখখানিও দেখে নিল। বল্‌তে-কি, আর্তামোনোভের মৃত্যুতে ওরাও অবাক হয়েছিল। ঝিতেইকিন্ চিবিয়ে চিবিয়ে ঝাঁঝাল সুরে বলল পিওত্র্‌কে :

"শুনলাম, আপনি না কি ঠিক করেছেন আপনাদের নিজস্ব গোরস্থানটাতেই আপনার বাবাকে কবর দেবেন! খবরটা কি সত্যি? বুঝে দেখুন পিওত্র্ ইলিইচ্, এতে গোটা সহরটাকেই একরকম অপমান করা হবে—যেন আপনারা আমাদের সংগে কোন সম্বন্ধই রাখতে চান না—মানে, আমাদের সংগে মিলে-মিশে বন্ধুর মত থাকতে চান না। তাই কি?"

দাঁতে দাঁত চেপে আলেক্সেই ভাইকে ফিসফিস করে বলল :

"ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও বেটাদের!"

বারস্কি তারপর উলিয়ানাকে নিয়ে পড়ল :

"ছি ছি একি কথা! এটা ভাল হচ্ছে না, উলিয়ানা বাইমাকোভা! আপনি কি আমাদের অপমান করতে চান?"

তারপর ঝিতেইকিন পিওত্র্‌কে জেরা করতে আরম্ভ করল :

"এ-পরামর্শ আপনাকে দিল কে? ওই গ্লেব-পাদ্রিটা বুঝি? না না, আপনার মতটা পাল্‌টান পিওত্র্ ইলিইচ্। আপনার বাবা এই জেলার সব চেয়ে বড় কারবারী তো ছিলেনই, এত বড় সুতোর যে কল তার মালিক, তাছাড়াও ব্যবসার একটা নতুন দিক দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। তিনি আমাদের সহরের গৌরব। এমন কি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, ব্যাপারটাকে তিনি কোন রকমেই বরদাস্ত করতে পারছেন না; বলছেন আপনারা নিশ্চয়ই পৌত্তলিক!"

পিওত্র্‌কে একটা কথাও বলতে না দিয়ে ঝিতেইকিন্ অনর্গল বকে গেল। অবশেষে পিওত্র্ যখন বুঝিয়ে বলল যে ওর বাবার সর্বশেষ ইচ্ছা ছিল নিজেদের গোরস্থানেই যাতে তাকে কবর দেওয়া হয়, তখন ঝিতেইকিন শান্ত হল।

"যাই হক, শ্রাদ্ধে আমরা আসব।"

কিন্তু বুঝতে কারু বাকি রইল না যে এত দরদের পিছনে ঝিতেইকিনের অন্ত কোন গূঢ় মতলব ছিল। ঝিতেইকিন ঘরের কোণটার দিকে সরে গেল যেখানে উলিয়ানাকে প্রায় দেয়ালে চেপে ধরে বারস্কি অস্ফুটস্বরে কি যেন বলছিল। কিন্তু ঝিতেইকিন সেখানে এসে পৌছবার আগেই উলিয়ানা চেঁচিয়ে উঠল:

"আপনার বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই দেখছি! যান এখান থেকে!"

রাগে উলিয়ানার ঠোঁটদুখানা কাঁপছিল। গর্বিতভাবে মাথা উঁচু করে ও বলল পিওত্র্‌কে:

"পোমিয়ালোভ্‌, ভোরোপোনোভ্‌ আর এই দুটো চায় যাতে আমি তোমাদের তিন ভাইকে ভজিয়ে কারখানাটা ওদের কাছে বিক্রি করিয়ে দি। তার জন্যে এরা আমাকে টাকাও দিতে চাচ্ছে।"

ঝিতেইকিন ইত্যাদিকে সোজাসুজি দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলল আলেক্সেই:

"বেরিয়ে যান এক্ষুণি। ভদ্দরলোকের নিকুচি করেছে!"

গলা খেঁকারি দিতে দিতে বোকাহাসি হেসে, গুজগুজ করতে করতে ঝিতেইকিন বারস্কি-সমেত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইমাকোভা সিন্দুকটার ওপর ঝুপ করে বসে পড়ে কান্না জুড়ে দিল।

"ওরা ওঁর স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে দিতে চায়।"

বাবার মুখের দিকে চেয়ে আলেক্সেই তিক্ত গাম্ভীর্যের সংগে প্রতিজ্ঞা করল:

"মরে যাব সে-ভি আচ্ছা, তবু কিছুতেই ওদের মত হব না, কিছুতেই না।"

পিওত্র্‌ ক্ষুব্ধস্বরে বলল: "সওদা-চুক্তি করারই সময় বটে!" বলে সে-ও বাবার দিকে তাকাল।

নিকিতার কাছে এসে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল নাতালিয়া:

"আর তুমি—তুমি কিছু বলছ না কেন?"

কেউ ওর খোঁজ নিলে নিকিতা খুশি হত। নাতালিয়া নিল বলে ও খুশি তো হলই, উপরন্তু মৃদুস্বরে জবাব দেবার সময় একটু খুশির হাসিও না হেসে পারল না :

"কেন····· তুমি আর আমি······"

কিন্তু তার আগেই নাতালিয়া চিন্তামগ্ন হয়ে, যাবার জন্মে পিছন ফিরেছিল।

সহরের প্রায় সমস্ত সেরালোকই ইলিয়া আর্তামোনোভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমবেত হল। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটও এল—রোগা লম্বা মানুষ, দাড়িটি চাঁচা, গালের দুধারে পোড়া-দাগ। পিওত্রের সংগে বালির ওপর দিয়ে যাবার সময়, আমীরী চালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব তাকে ঠিক একই কথা দুবার বলল :

"মহামান্য রাজকুমার জর্জি রাৎস্কি স্বর্গগত ইলিয়া আর্তামোনোভকে আমার কাছে প্রচুর সুপারিশ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, ইলিয়াও সর্বপ্রকারে সে-সুপারিশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে গেছে।"

কিন্তু একটু পরেই আবার বলল :

"লাসটাকে খাড়া পাহাড়ে তোলা শক্ত হবে দেখছি!" বলেই ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব গুতোগুঁতি করে ভিড়ের বাইরে এসে একটা পাইনের ছায়ায় দাঁড়াল। চাঁচা ঠোঁটদুখানা সজোরে চেপে শবানুগামী সহরের লোকজন ও শ্রমিকদের দিকে সে এমন কার্নিস-ঘেঁষা দৃষ্টিতে দেখতে থাকল যেন কোন সৈন্যবাহিনীর প্যারেড পরিদর্শন করছে।

রোদ্দুরে রোদ্দুর দিনটি। পৃথিবীর সবুজ গাছপালা, হলুদবর্ণ বালু-মৃত্তিকার উপর সূর্যের পর্যাপ্ত আলো ঝলমল করছিল। শবানুগামী রঙদার মিছিলটি সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ধীরে ধীরে দুটি বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে তৃতীয়টির ঢালু পথ ভাঙছিল। এখানে আগেই অনেকগুলি ক্রুশ পোঁতা হয়েছিল—কতকগুলো অস্পষ্ট, ধবধবে নীল আকাশের গায়ে, আবার কতকগুলো ছিল

প্রাচীন একটা প্যাঁচালো পাইনের শাখা-প্রশাখার ছায়ায় ছায়ায়। আলো পড়ে মচমচে বালিগুলো চকচক করছিল হীরের মত। পাদ্রিদের গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি ভাসছিল, কাঁপছিল রোদ্দুরে-হাওয়ায়। সবার পিছনে আসছিল পাগল আন্‌তোনুশ্‌কা—লাফাতে লাফাতে, হোঁচট খেতে খেতে। ওর গোলগোল ভ্রূহীন চোখদুটো নিবদ্ধ ছিল মাটির উপর। পথের ধার থেকে ও কেবলই শুক্‌নো ডালপালা কুড়িয়ে শার্টের মধ্যে জড়ো করছিল। সংগে সংগে গানও গাইছিল আন্‌তোনুশ্‌কা :

"মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন যীশু ভগবান, হায়, যীশু ভগবান্!
ও মহাকাল, ছ্যাকরাগাড়ির একটি চাকা গেল
হারিয়ে গেল হারিয়ে গেল, খুঁজে হায়রাণ ....."

এই গানটির জন্যে ধর্মভীরু লোকেরা তাকে প্রায়ই চড়-চাপড়টা দিত। আজ তাকে শাসিয়ে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট চীৎকার করে বলল :

"থাম্ পাগ্‌লা!"

সহরের লোকজন আন্‌তোনুশ্‌কাকে ভাল চোখে দেখত না। তার কারণ ছিল। ও মোর্‌দোভিয়ান্ কিংবা চুভাশ্‌ হওয়ার দরুণ তারা ভাবত খ্রীষ্টের জন্য প্রাণপাত করার একরকম কোন অধিকারই ছিল না ওর। তবে তারা ভয় করত আন্‌তোনুশ্‌কাকে। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল আন্‌তোনুশ্‌কা দুর্ভাগ্যের অগ্রদূত। তাই ও যখন শ্রাদ্ধভোজের আসরে আর্তামোনোভদের উঠানে এসে, টেবিলগুলোর আশে পাশে লাফাতে লাফাতে আবোল তাবোল বকতে লাগল :

"কুয়াতির্ কুয়াতির্ ঘণ্টাঘরে ভূত
জল আসবে ঝড় আসবে ভিজে হবে ঢোল
কায়ামাস্ কায়ামাস্ চোখের কালোজল!"

তখন অনেকে ফিসফিস করে বলল :

"বোঝ ঠেলা! আর্তামোনোভদের কপালে দুঃখু আছে!"

পিওত্র্ কথাগুলো শুনতে পেল। একটু পরেই দেখল উঠানের এক কোণে পাগ্লাকে পাকড়েছে তিখোন ভিয়ালোভ। কানে এল শান্ত অথচ একাগ্রভাবে তিখোন পাগ্লাটাকে জিজ্ঞাসা করছে :

"কায়ামাস্ কি ? কি বল্লি, জানিস্ না ? তবে রে, বের এখান থেকে ! ভাগ্, ভাগ্।"

…শরৎকালের ঘোলাটে পাহাড়ী-ঝরণার মত একটি বছর কেটে গেল সুরুৎ করে। উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটল না, এক উলিয়ানা বাইমাকোভার মাথার চুল পেকে যাওয়া ছাড়া। বয়সের সংগে সংগে বিষণ্ণ-গভীর রেখাগুলোও পড়েছিল ওর দুটি রগে। আলেক্সেইও যথেষ্ট বদলে গিয়েছিল। আগের চেয়ে বেশ খানিকটা ধীর ও শান্ত হয়ে গেলেও ওর আচার-ব্যবহারে একটা অপ্রীতিকর ব্যস্ততার ভাব দেখা যেতে লাগল। ওর জাঁকাল ঠাট্টাতামাসা এবং ঝাঁঝাল মন্তব্যগুলো লোকজনের পিঠে কশাঘাতের মত বাজত। বিশেষ করে ব্যবসাটার প্রতি আলেক্সেই-এর চুরুক-চারুক আলগোছা ভাবটা দেখে পিওত্র্ রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়ল। ওর মনে হল, কারখানাটা নিয়ে আলিওশা যেন খেলা করছে, যেমনভাবে একদিন ভালুকটাকে নিয়ে সে খেলা করেছিল, তাও সেটাকে শেষে খুন করবার জন্যে। আলেক্সেই-এর রুচিটাও ক্রমে ক্রমে সৌখীন বাবুদের মত হয়ে পড়েছিল। বাইমাকোভার দেওয়া ঘড়িটা ছাড়াও, তার ঘরে আরও কতকগুলো পুতুলের আমদানি হল—নিতান্ত অকেজো সামগ্রী, কাজের মধ্যে সেগুলোকে দেখতে ভাল লাগত এই যা। দেয়ালে ছিল একখানা ছবি, পুঁতি দিয়ে বোনা—কতকগুলো মেয়ে গোল হয়ে নাচছে। আলেক্সেই আসলে বেশ হিসেবী লোক ছিল। তবে ওই চটকদার জঞ্জালগুলোর জন্যে অযথা পয়সা ওড়ানো কেন বাপু ? তার পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। মূল্যবান সৌখীন পোষাক ছাড়া ইদানীং সে আর কিছু পরতই না। ছুঁচলো কালো দাড়িটার প্রতি তার যত্ন গেল বেড়ে, কামানো গালদুটোও সদাসর্বদা চক্চক্ করত। ফলে চাষাদের সাদাসিধে সরল ভাবটি তার

চেহারা থেকে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলল। বলা বাহুল্য আলেক্সেই-এর রকমসকম পিওত্রের আদৌ ভাল লাগল না। একটা ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে পিওত্র্ আলেক্সেই-এর ওপর গোপনে নজর রাখতে লাগল।

সাবধানে আটঘাট বেঁধে পিওত্র্ ব্যবসার কাজকর্ম দেখত। ব্যবসা বল, লোকজন বল, উভয়ের প্রতিই ওর আচরণটা ছিল এই ধরণের। পিওত্র্ কোনকাজেই তাড়াহুড়ো করত না; ধীরে ধীরে চুপিচুপি ভালুকের মত চোখ-দুটো পাকিয়ে কাজে হাত দিত, যাতে কাজটা তাড়াহুড়োয় পালিয়ে না যায়। মাঝে মাঝে ব্যবসার ভাবনাচিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওর মনে হত, অপ্রীতিকর আজব একঘেয়েমির একটা নির্মম মেঘ যেন ওকে গ্রাস করে ফেলেছে! এই সময় কারখানাটাকে ওর মনে হত একটা পাথুরে জানোয়ার—পাথুরে কিন্তু জীবন্ত। মনে হত, জানোয়ারটা মাটিতে পুঁটুলি পাকিয়ে থেবড়ে বসে আছে, ডানার মত ছায়াগুলো পড়েছে তার আশেপাশে, আর ধোঁয়ার পুঁটুলির মত তার কর্কশ লেজটা হাওয়ায় নড়ছে। জন্তুটার বর্বর চেহারা দেখলে ভয় করত। দিনের বেলায় জানলাগুলো ঝকমক করত বরফের দাঁতের মত; শীতের সন্ধ্যায় গরম লোহার মত টকটকে লাল হয়ে যেত—যেন রাগে তেতে উঠেছে! আর পিওত্রের মনে হত কারখানাটার আসল কাজ যেন মাইলের পর মাইল মসিনা বোনাই নয়, বরং এমন কিছু করা যা ছিল ওর শান্তির প্রতিকূল।

আর্তামোনোভের মৃত্যুবার্ষিকীর দিন সমাধিক্ষেত্রে বাৎসরিক ক্রিয়াকর্মগুলো চুকে যেতেই, গোটা পরিবারটি আলেক্সেই-এর ঝক্‌ঝকে মনোরম ঘরখানায় জড়ো হল। খানিকটা বিচলিতভাবে বলতে সুরু করল আলেক্সেই:

"বাবার ইচ্ছা ছিল আমরা যেন খেয়োখেয়ি না করি। কথাটা ঠিক। এখানে আমাদের অবস্থাটা যুদ্ধবন্দীদের মত।"

নাতালিয়ার পাশে বসে নিকিতা লক্ষ্য করল, নাতালিয়া চম্‌কে উঠে বিস্মিতভাবে তাকাল আলেক্সেই-এর দিকে। অত্যন্ত শান্তভাবে আলেক্সেই বলে চলল:

"তবে খেয়োখেয়ি না করার মানে এই নয় যে আমরা এ-ওর পথে বাগড়া দেব। কারবারটা আমাদের সকলের, কিন্তু জীবনটা যার যার নিজের নিজের। তাই নয় কি?"

আলেক্সেই-এর মাথার ঊর্ধ্বে কোন একটা কিছুর দিকে চেয়ে সতর্কভাবে বলল পিওত্র্ : "তারপর?"

"তোমরা সকলে জান ওরলোভা আর আমি একসংগে এতদিন ধরে থেকে আসছি। এবার আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। নিকিতা তোর মনে পড়ে—সে-ই যেবার তুই জলে পড়ে যাস্—একমাত্র ওরলোভাই তোর জন্যে দুঃখ করেছিল?"

নিকিতা স্বীকার করল। আজকের মত নাতালিয়ার এত কাছে ও আর কখনও বসে নি। খুব ভাল লাগছিল নিকিতার। নড়াচড়া কথা-বলা তো দূরের কথা, অপরে কি বলছিল না বলছিল সেটুকু শোনবার মত ইচ্ছাও ছিল না ওর। তাই নাতালিয়া যখন কোন কারণে চম্‌কে উঠল এবং তার কনুইটা ঘষে গেল ওর গায়ে, তখন নিকিতা টেবিলের তলা দিয়ে নাতালিয়ার হাঁটুদুটো দেখতে দেখতে মুচকি হাসল।

আলেক্সেই বলল: "ওরলোভা যেন জন্মেছিল আমার জন্যেই। ও পাশে থাকলে জীবনটাকে আমি অন্যভাবে তৈরি করতে পারি। ওকে আমি এখানে আনতে চাই না। হয়তো তোমাদের সংগে ওর বনিবনা হবে না।"

দুঃখভারাক্রান্ত চোখদুটি তুলে উলিয়ানা বাইমাকোভা আলেক্সেইকে সমর্থন করে বলল:

"ওরলোভাকে আমি ভালভাবে জানি। ছুঁচের কাজে মেয়েটার জুড়ি মেলা ভার, তাছাড়া লিখতে পড়তেও জানে। তখন ও আর কতটুকু, সেই থেকে মাতাল বাপটার পেট চালিয়ে এসেছে। দোষের মধ্যে এই যা—মেয়েটা একটু একগুঁয়ে। আমার মনে হয় না নাতালিয়ার সংগে ওর বনবে।"

আহতস্বরে জবাব দিল নাতালিয়া:

"আমার সংগে তো সকলেরই বনে।"

স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে পিওত্র্ আলেক্সেইকে বলল:

"ঠিকই তো, তোর ব্যাপার তুই বুঝবি।"

আলেক্সেই বাইমাকোভাকে তার বাড়িখানা ওকে বিক্রি করে দিতে বলল।

"বাড়িটা নিয়ে তুমি করবে কি?"

এ-ব্যাপারে পিওত্র্ আলেক্সেইকে সমর্থন করে বাইমাকোভাকে বলল: "আমাদের কাছেই তোমার থাকা উচিত।"

আলেক্সেই বলল: "আচ্ছা তাহলে যাই, গিয়ে বলি ওল্গাকে।"

আলেক্সেই চলে যেতে, পিওত্র্ নিকিতার কাঁধে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল:

"কিরে ঘুমোচ্ছিস্ না কি? কি ভাবছিস্?"

"আলেক্সেই ঠিকই করছে।"

"তোর তাই মনে হয়? দেখা যাক। মা, তুমি কেমন বুঝছ?"

"অবিশ্যি ওকে বিয়ে করছে ঠিকই করছে। তবে দুটিতে মানিয়ে চলতে পারবে কি না কে জানে! মেয়েটা একটু ছিষ্টিছাড়া, যেন পাগ্লাটে।"

বাঁকাহাসি হেসে বলল পিওত্র্: "তাহলেই হয়েছে!"

"হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলাম না"—উলিয়ানা ধীরে ধীরে বলল। মনে হল, অন্ধকারের মধ্যে ও কি-যেন দেখবার চেষ্টা করছে—যেখানে ওর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সবকিছুই যেন কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

"মেয়েটা ধুত্তুর। ওর বাবার জিনিষপত্তর ছিল অনেক। জিনিষগুলো ও আমার কাছে লুকিয়ে রাখত, যাতে ওর বাবা সেগুলো মদে উড়িয়ে না দেয়। রাত্তিরে আলিওশা জিনিষগুলো নিয়ে আসত, আর আমি করতাম কি সেগুলোই মাঝে মাঝে আলিওশাকে উপহার দিতাম। এখানে যা-কিছু দেখছ সবই ওরলোভার—ওর বিয়ের যৌতুক। এর মধ্যে কতকগুলো বেশ দামী জিনিষ আছে। মোট কথা, মেয়েটাকে যে আমার খুব-একটা ভাল লাগে তা নয়—ছুঁড়িটা বেজায় একগুঁয়ে।"

শাশুড়ির দিকে পিছন ফিরে পিওত্র্ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বাগানে শুকপাখিগুলো বকর বকর করে অনুকরণ করছিল দিনের শব্দগুলো। মনে পড়ল তিখোনের কথা :

"শুকপাখিগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারি না।—যেন শয়তানের ঝাড়!" আচ্ছা বোকা ওই তিখোন। ওর দিকে নজর না-পড়েই পারত না, এত বোকা ছিল সে।

সেই একভাবে ইতস্তত মৃদুস্বরে, স্পষ্টত অন্য চিন্তায় বিভোর হয়ে, বাইমাকোভা ওল্‌গা ওরলোভার মায়ের গল্প করল। ওর মা ছিল কোন্ জমিদারের বউ। বেহায়া স্ত্রীলোকটা স্বামী বেঁচে থাকতে থাকতেই ওরলোভের সংগে পালিয়ে যায় এবং তার সংগে কাটায় পাঁচটি বছর।

"ওরলোভ্ ছিল কারিগর। আসবাবপত্তর বানাত, ঘড়ি মেরামত করত, কাঠের মূর্তিও তৈরি করত। একটা মূর্তি আমার বাড়িতে আছে—ন্যাংটো মেয়েমানুষের মূর্তি। ওল্‌গার ধারণা, ওটা ওর মায়ের চেহারা। ওর মা-বাপ দুজনেই মদ খেত খুব। সোয়ামী মরতে ওল্‌গার মা ওরলোভকে বিয়ে করে, আর সেই বছরই মাতাল অবস্থায় নাইতে গিয়ে নদীতে ডুবে যায়।"

নাতালিয়া হঠাৎ বলে বসল :

"একেই বলে ভালবাসা।"

এই অশোভন কথাগুলো শুনে উলিয়ানা যখন মেয়ের দিকে কট্‌মট্ করে চাইল, তখন পিওত্র্ জবাব দিল একটু হেসে :

"মাতলামির কথা হচ্ছিল, ভালবাসার কথা নয়।"

সংগে সংগে ঘরের আবহাওয়াটা থমথমিয়ে গেল। নাতালিয়াকে লক্ষ্য করে নিকিতা দেখল, মায়ের গল্প শুনে নাতালিয়া বিচলিত হয়ে পড়েছিল। টেবিলঢাকার ঝালরটা টেনে টেনে আঙুলগুলোয় পাকাচ্ছিল নাতালিয়া। তার সাদাসিধে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। নাতালিয়ার মুখে একটা ক্রোধের ভাবও দেখা গেল, যা নিকিতা এর আগে আর কখনও দেখেনি।

নৈশভোজনের পর নিকিতা বাগানের লাইল্যাক ঝোপের মধ্যে একখানা বেঞ্চিতে এসে বসল। নাতালিয়ার ঘরের জানলার ঠিক নিচেই সেই বেঞ্চিটা। সেখানে বসে নিকিতা উপরের ঘরের কথাবাবার্তাগুলো শুনতে পেল। পিওত্র্ চিন্তিতভাবে বলছিল :

"আলেক্সেই চট্পটে, চালাক।"

সংগে সংগে হঠাৎ মর্মভেদী চীৎকার করে বলে উঠল নাতালিয়া :

"চালাক তোমরা সকলেই, বোকা শুধু আমি। ও ঠিকই বলেছিল—যেন কয়েদখানা! তোমার বাড়িতে আমি বন্দী হয়ে আছি।"

ভয়ে করুণায় নিকিতার খাবি-খাবার জোগাড় হল। বেঞ্চিখানা ও আঁকড়ে ধরল, কারণ কোন-এক অজানা শক্তি পিঠে চাবুক মেরে ওকে যেন টেনে নিয়ে চলেছিল, কোথায় তা ও বুঝতে পারল না। আর উপরে ওর বুকে দাউদাউ করে আশার আগুন জ্বালিয়ে একটি নারীকণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছিল—যে-নারীটিকে ও ভালবাসত।

নাতালিয়া তখন বেণী বাঁধছিল যখন ওর স্বামীর কথাগুলো ওর মধ্যে হঠাৎ আগুন ধরিয়ে দিল। হাতদুটো পিছনে শক্ত করে ধরে দেয়াল-চেপে দাঁড়াল নাতালিয়া। আঘাত করবার জন্যে, সবকিছু ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবার জন্যে ওর হাতদুখানা নিস্‌পিস্ করছিল। শুক্‌নো ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে কথাগুলো ওর মুখ থেকে সহসা জলপ্রপাতের মত বেরিয়ে আসতে লাগল। কি বলছিল ওর খেয়াল ছিল না, হতবাক্ স্বামীর ক্রুদ্ধ মন্তব্যগুলোও ওর কানে যাচ্ছিল না। নাতালিয়া চীৎকার করে বলছিল :

"আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি, কেউ আমায় ভালবাসে না, বাড়ির একটা চাকরাণী ছাড়া আমি যেন আর কিছু নয়!·· তুমি আমায় ভালবাস না। কোন কিছু নিয়ে দুটো কথাও বল না আমার সংগে। কাজের মধ্যে শুধু মুখঝামটা দাও উঠতে বসতে; তার চেয়ে পাথর ছুঁড়ে মার না? কেন তুমি আমাকে ভালবাস না? আমি কি তোমার বউ নই? জানতে চাই, আমি

খারাপটা কিসে ! দেখ নি মা তোমার বাবাকে কিভাবে ভালবাসত ? মাঝে মাঝে হিংসেতে আমার বুক ফেটে যেত।”

পিওত্র্ বলল : “বেশ, তাহলে সেইভাবেই আমায় ভালবাস।”

নাতালিয়া দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের অন্ধকার কোণটায়। জানলার কাঠে বসে পিওত্র্ স্ত্রীর বিকৃত মুখভংগিগুলো আড়চোখে দেখছিল। নাতালিয়ার কথাগুলো পিওত্রের কাছে বাজে ঠেকল ; কিন্তু সেই সংগে অবাক হয়ে এটাও অনুভব করল যে ওর স্ত্রীর দুঃখটা ন্যায্য, বাজে নয়। কিন্তু মুশকিল এই, ওর হাজারগণ্ডা ভাবনাচিন্তার ওপর আরও কতকগুলো নতুন নতুন ভাবনাচিন্তা, ভয় এবং সুদীর্ঘ গ্যাঁজানিকে ডেকে আনবে ঐ দুঃখটা।

ঢেউ-খেলানো ঢিলে রাত্রি-পোষাকের মধ্যে ওর স্ত্রীর সাদা হাতকাটা মূর্তিটাকে দুলতে কাঁপতে দেখে পিওত্রের মনে হল, মূর্তিটা গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর উঠছিল নামছিল : কখনো অস্ফুট, কখনো ফেটে পড়ছিল চীৎকারে। মনে হল নাগরদোলায় চেপে নাতালিয়া হুস্ করে একবার ওপরে উঠছিল, তারপর নিচে পড়ছিল ঝপ্ করে।

“চেয়ে দেখ, আলেক্সেই ওর ছুঁড়িটাকে কত ভালবাসে। আর ওকেও ভালবাসা সোজা, সবসময়ই ও হাসিখুশি, কেশ-বেশও ওর ভদ্দরলোকের মত। আর তুমি ? মুখে তোমার একটা মিষ্টি কথা নেই, একটু হাসি নেই। আলেক্সেইএর সংগে আমি কত ভাব করতে পারতাম। কিন্তু সাহস করে একটা কথাও বলতে পারিনি ওকে। তার কারণ তুমি তোমার ওই কুঁজোটাকে, ধুত্তুর হতচ্ছাড়াটাকে ইচ্ছে করে আমার পেছনে লাগিয়েছিলে আমার ওপর চৌকি দেবার জন্যে।”

নিকিতা বেঞ্চি ছেড়ে উঠে টলতে টলতে ফলবাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। যাবার সময় ওর অপমানাহত মাথাটা কাঁধ থেকে যেন ঝুলছিল। ডালপালাগুলো ওর কাঁধে আটকে যেত, যন্ত্রচালিতের মত ও সেগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল।

পিওত্র্-ও উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে চুলের ঝুঁটিশুদ্ধ স্ত্রীর মাথাটা পিছনে

উল্‌টে ধরে চোখদুটির পানে উঁকি মারল। তারপর চাপা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্‌:

"আলেক্সেইএর সংগে, না?"

স্ত্রীর কথায় পিওত্র্‌ এতটা অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তার ওপর রাগ করতে পারল না ও, তার গায়ে হাত তুলবার মত প্রবৃত্তিও হল না ওর। একটা কথা ও ক্রমেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারল যে ওর স্ত্রী সত্য কথাই বলছিল: নাতালিয়ার জীবনটা ছিল একঘেয়ে ও নিরানন্দ। একঘেয়েমির জ্বালা যে কত, তা ও জানত। তবু স্ত্রীকে ত ঠাণ্ডা করা দরকার। তাই নাতালিয়ার মাথাটা ঠক্‌ করে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে চাপা গলায় জেরা করল পিওত্র্‌:

"বেহায়া কোথাকার, কি বললে, আলেক্সেই-এর সংগে?"

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি, নইলে আমি চেঁচাব।"

খালি হাতখানা দিয়ে পিওত্র্‌ স্ত্রীর গলাটা টিপে ধরল। নীল হয়ে উঠল নাতালিয়ার মুখ, গলাটা তার ঘড়ঘড় করতে লাগল।

স্ত্রীকে দেয়ালের দিকে সজোরে ঠেলে দিয়ে বলল পিওত্র্‌: "হারামজাদী কমনেকার"; তারপর সরে গেল সেখান থেকে। নাতালিয়া সামনে ছিটকে এসে পিওত্রের পাশ দিয়ে দোল্‌নার কাছে থমকে দাঁড়াল, যেখানে ওর বাচ্চাটা কিছুক্ষণ যাবৎ ঘ্যানঘ্যান করছিল। পিওত্রের মনে হল নাতালিয়া ওকে মাড়িয়ে চলে গেল। একফালি কাল্‌চে-নীল আকাশ দুলে উঠল ওর চোখের সামনে, তারাগুলো লাফাতে লাগল। আড়চোখে চেয়ে পিওত্র্‌ দেখল ওর স্ত্রী খুব কাছেই বসে—এত কাছে যে ঐখান থেকেই ও নাতালিয়ার মুখে আঘাত করতে পারত। নাতালিয়ার মুখখানা প্রায় কাঠ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে চোখের জল ঝরে পড়ছিল তার দুটি গাল বেয়ে। বাচ্চা-মেয়েটাকে মাই দিতে দিতে, অশ্রুকুয়াশার মধ্যে দিয়ে সে স্থিরভাবে চেয়ে ছিল ঘরের কোণটায়; তাই তার খেয়াল ছিল না যে বাচ্চাটা ঠিকমত মাই পাচ্ছিল না। স্তনের বোঁটাটি ক্রমাগত পিছলে সরে আসছিল শিশুর ঠোঁট-

দুখানি থেকে। ফলে হাওয়া চুষতে চুষতে শিশুটি অসহায়ের মত কেঁদে উঠল। গা ঝাড়া দিয়ে, উঠল পিওত্র্—যেন এইমাত্র কাটিয়ে উঠল কোন দুঃস্বপ্ন। বলল তারপর :

"বাচ্চাটাকে ঠিক করে একটু মাইও দিতে পার না ?"

অস্ফুটস্বরে বলল নাতালিয়া : "মাছি···বাড়ির মাছি যেন একটা। ······ একটা মাছি······যার ডানা নেই।"

"আমিও কিছু দোক্‌লা নই, আমিও একা। বাড়িতে একটা বৈ দুটো পিওত্র্ আর্তামোনোভ নেই।"

পিওত্রের কেমন মনে হল, ও যা বলতে চেয়েছিল তা এ নয়—তার ওপর, যা বলল তার অনেকখানিই যেন মিথ্যে। যাই হক, স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করতে হলে আর ওই আসন্ন বিপদ থেকে নিস্তার পেতে হলে, সহজ সত্য কথাটাই ওর স্ত্রীকে খোলাখুলি বলা উচিত, যাতে নাতালিয়া ওর কথাটা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে এবং সত্যটাকে স্বীকার করতে পারে। আর, একবার স্বীকার করলে নাতালিয়া নিশ্চয়ই আজেবাজে কান্নাকাটি, নালিশ আর এই হাজারগণ্ডা মেয়েলি ঢং করে ওকে জ্বালাতে আসবে না, যে ঢংগুলো আগে কোনদিনই তার ছিল না। নাতালিয়াকে বিশ্রী অবহেলার সংগে বাচ্চাটাকে দোল্‌নায় শোয়াতে দেখে বলল পিওত্র্ :

"মাথার ওপর আমার একটা গোটা ব্যবসা রয়েছে। একটা কারখানা চালানো কি মুখের কথা ? এ কি আর ফসল বোনা, না আলুর চাষ করা ? এ একটা রীতিমত ঝক্কি। তোমায় কোন্ ঝক্কিটা পোয়াতে হয় শুনি ?"

প্রথমটায় পিওত্র্ কথাগুলো বলল কঠোরভাবে, চেপে চেপে—পিছ্‌ছিল সত্যটাকে ধরবার চেষ্টা করতে করতে, কিন্তু সে-সত্য ধরা দিল না ওর কাছে। তখন ওর কথাগুলো প্রায় বিলাপের মত শোনাল।

ওর শব্দভাণ্ডার শেষ হয়ে গেছে, আর কিছুই বলবার নেই, এটা অনুভব করে পিওত্র্ একই কথা আবার বলল : "একটা কারখানা চালানো কি মুখের

কথা ?” ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ওর স্ত্রী চুপচাপ দোল্‌নাটায় দোল দিচ্ছিল। এমন সময় তিখোন ভিয়ালোভের শান্ত ধীর কণ্ঠ শুনে পিওত্র্‌ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! তিখোন ডাকছিল:

“পিওত্র্‌ ইলিইচ্‌। পিওত্র্‌ ইলিইচ্‌ কোথায়!”

জানলার ধারে এসে পিওত্র্‌ জিজ্ঞাসা করল: “কি হয়েছে?”

প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলল তিখোন: “বাইরে আসুন।”

বিরক্ত হয়ে বলল পিওত্র্‌, “জানোয়ার!” তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তিরস্কারের সুরে বলল: “দেখলে ত, রাত্তিরেও একটু নিস্তার নেই; আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যানপ্যান করছ।”

তিখোনের সঙ্গে পিওত্রের দেখা হল দেউড়িতে। মাথায় টুপি নেই, চোখ-দুটো শিখার মত কাঁপছিল। জ্যোৎস্নালোকিত উঠানের আশপাশ দেখে তিখোন খুব আস্তে আস্তে বলল:

“এই একটু আগে নিকিতা ইলিইচ্‌ গলায় দড়ি দিতে গেছল।”

“কি—কি বল্‌লি?”

পিওত্র্‌ দেউড়ির চৌকাঠে ধপ্‌ করে বসে পড়ল—যেন পৃথিবীটা ওর পায়ের তলা থেকে সরে গিয়েছিল।

“বসলেন কেন? চলুন। ও আপনাকে ডাকছে।”

বসে বসেই পিওত্র্‌ ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল:

“এমন কাজ ও করল কেন, এ্যাঁ?”

“এখন ওর জ্ঞান ফিরেছে। না ফেরা পর্যন্ত গায়ে জল ঢেলেছি। চলুন যাই।”

কনুই ধরে তিখোন ওর মনিবকে তুলল, তারপর তাকে নিয়ে চলল ফল-বাগানের মধ্যে।

“কাণ্ডটা করে কলঘরে—কাপড় ছাড়ার জায়গাটায়; চিলেকোঠার কড়িকাঠ থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে, তারপর……”

তিখোনকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে থমকে দাঁড়াল পিওত্র্। তারপর একই কথা বলল আবার :

"আরে এ-কাজ ও করল কেন? বাবার দুঃখে না কি?"

তিখোনও দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এ্যাদ্দুর গেছল ও, যে ইয়ের শেমিজগুলোয় পর্যন্ত চুমু খেয়েছে।"

"কি বলছিস তুই? কার শেমিজ?"

খালি পাদুটো নাড়তে নাড়তে পিওত্র্ তিখোনের কুকুরটার দিকে চেয়ে রইল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে ওর মুখের দিকে দেখছিল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে। ভায়ের কাছে যেতে ভয় করল পিওত্রের। বুকটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছিল। গিয়ে নিকিতাকে যে কি বলবে তার কূলকিনারা করতে পারল না পিওত্র্।

তিখোন বিরক্ত হয়ে বলল: "ভাল-রে-ভাল, আপনার কি চোখদুটো নেই?" তিখোন এরপর কি বলে শোনবার জন্য পিওত্র্ উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

"কার শেমিজ আবার, নাতালিয়া ইয়েভ্‌সেইএভ্‌নার! অন্য জামাকাপড়ের সংগে সেগুলোও শুকোচ্ছিল।"

"কিন্তু ও কেন ·······এই দাঁড়া!"

পিওত্র্ লাথি মেরে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল। হঠাৎ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল একখানি ছবি: ওর ভায়ের থ্যাবড়ানো কুঁজো মূর্তিটা একটা মেয়েমানুষের শেমিজে চুমু খাচ্ছে। হাস্যকর ব্যাপার, তাহলেও পিওত্র্ ঘৃণায় থুতু ফেলতে বাধ্য হল। তারপর হঠাৎ বোল্‌তার কামড়ের মত একটা চিন্তা ওর মনে আসতেই, আহত ও বিহ্বল হয়ে গেল পিওত্র্। তিখোনের কাঁধদুটো চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, দাঁতে দাঁত চেপে সওয়াল করল সে :

"ওরা চুমু খেয়েছে? ওদের দুজনকে কখনো চুমু খেতে দেখেছিস? বল্ দেখেছিস কি না?"

"দেখি সবাই। নাতালিয়া ইয়েভ্‌সেইএভ্‌না জানেনও না।"

"মিথ্যে কথা বলছিস্‌!"

"মিথ্যে বলব কোন্‌ দুঃখে? আমি কি আপনার কাছে কিছু পাবার আশায় আছি?"

তারপর তিখোন তার মনিবকে নিকিতার দুর্ভাগ্যের গল্পটা সংক্ষেপে বলল। মনে হল, তিখোন যেন কুড়ুল চালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা জানলা কাটছে। পিওত্র্‌ বুঝতে পারল সত্য কথাই বলছে তিখোন। বলতে-কি, ওর নিজেরও একটা এইরকম আবছা ধারণা ছিল। ভায়ের নীল চোখদুটোর ওই চাহনিটা, নাতালিয়ার কাজে লাগবার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা কিংবা টুকিটাকি ব্যাপারে ক্রমাগত নাতালিয়ার হয়ে কথা বলা—এগুলো দেখে যে ওর সন্দেহ জাগত না তা নয়।

আপন মনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল পিওত্র্‌: "এই ব্যাপার! কাজের তাড়ায় বুঝতে পারি নি।" তারপর সামনের দিকে তিখোনকে ঠেলে দিয়ে বলল: "চল্‌।"

নিকিতার সংগে প্রথমে ওর চোখাচোখি হয়, এটা চায় নি পিওত্র্‌। কল-ঘরের নিচু দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে, অন্ধকারের মধ্যে ভাইকে খুঁজে পাওয়ার আগেই, তিখোনের পিছন থেকে পিওত্র্‌ কাঁপাগলায় জিজ্ঞাসা করল:

"মাথায় এ-সব ঢুকল কি করে, নিকিতা?"

নিকিতা জবাব দিল না। প্রায় অদৃশ্য হয়ে জানলার ধারের বেঞ্চিখানায় বসে ছিল সে। হাল্‌কা আলোটা পড়েছিল তার পেটে আর পাদুটোয়। কিছুক্ষণ পরে পিওত্র্‌ বুঝতে পারল, মাথা নুইয়ে দেয়াল-কুঁজো হয়ে নিকিতা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। গলা থেকে তলা পর্যন্ত ছেঁড়া ভিজে শার্টটা লেপ্‌টে ছিল তার গায়ে। চুলগুলোও ভিজে এবং তার গালের উপর একটা কালো নক্ষত্র থেকে ভিজে-আলো ছিটকে পড়ছিল।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্‌:

"ওটা কি?—রক্ত না? পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?"

বোকার মত চেঁচিয়ে তিখোনই জবাব দিল: "না। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমারই হাত থেকে একটু ছড়ে গেছে।" বলে তিখোন সরে দাঁড়াল।

ভায়ের কাছে যেতে ভয় করল পিওত্রের। কান খুঁটতে খুঁটতে, কখনো ঘৃণা কখনো তিরস্কারের সুরে কথা বলতে লাগল পিওত্র্; কিন্তু নিজের কাছেই ওর নিজের কথাগুলো অচেনা ঠেকল, মনে হল ও নয়, যেন আর কেউ বলছে:

"লজ্জার কথা! ভগবানের খেলাপ কাজ করেছিস তুই। এটা ঠিক নয় ভাই।"

ভাঙা গলায় জবাব দিল নিকিতা:

"জানি। আর যেন পারলাম না! আমাকে যেতে দাও। কোন মঠে গিয়ে ব্রত নেব। শোন, মনেপ্রাণে তোমায় মিনতি করছি · ···"

নিকিতার কণ্ঠও অচেনা ঠেকল। কাশিতে গলাটা ঘড় ঘড় করে উঠতেই, ও আর কিছু বলল না।

অভিভূত হয়ে পিওত্র্ স্নেহ-কোমল স্বরে নিকিতাকে আর-একবার তিরস্কার করতে আরম্ভ করল। শেষে বলল:

"আর ওই নাতালিয়ার ব্যাপারটা!—তোর মাথায় নিশ্চয়ই শয়তান ভর করেছিল।"

করুণ, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল নিকিতা: "আর তিখোন, তোমায় বলি নি তিখোন, কাউকে না বলতে! যা বলেছ বলেছ, কিন্তু দোহাই ভগবানের, অন্তত ওকে একথাটা বল না। ও আমার দিকে চেয়ে হাসবে, হয়তো রাগ করবে। একটু দয়া কর তিখোন! আমি সারাজীবন তোমার জন্যে প্রার্থনা করব। ওকে বল না, কিছুতেই বল না! আঃ তিখোন, এ সব তোমার দোষ।"

মাথাটা অস্বাভাবিক রকমের খাড়া এবং নিশ্চল রেখে নিকিতা বিড়বিড়িয়ে চলল। ওকে এ-ভাবে দেখেও ভয় করছিল।

তিখোন বলল: "এতদিন মুখ বুঁজেই ছিলুম। এ-কাণ্ডটা না করলে বুঁজেই থাকতুম। সে যাই হোক, আমার কাছ থেকে নাতালিয়া ইয়েভজেনেইএভ্না কিছুই জানতে পারবেন না।"

আরও অভিভূত হয়ে, নিজের ভাবাবেগে নিজেই লজ্জিত হয়ে, পিওত্র্ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল:

"এই ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করছি, নাতালিয়া এর কিছুই জানতে পারবে না।"

"বাঁচালে আমায়! এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মঠে যেতে পারি।"

নিকিতা নীরব হয়ে গেল। মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করল: "লাগছে কি?" কোন উত্তর না পেয়ে আবার বলল:

"হ্যারে, ঘাড়টায় লাগছে কি?"

ভাঙা গলায় বলল নিকিতা: "না, না, ঠিক আছে। তুমি এবার যাও।"

তিখোনের পাশ দিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে পিওত্র্ তিখোনকে ফিসফিস করে বলল: "ওকে ছেড়ে কোথাও যাস্ নি যেন।"

বাইরে এসে পিওত্র্ যখন ফল-বাগানের ঘেমো, উষ্ণ মাটির তাজা অথচ বিরক্তিকর গন্ধে গভীর নিশ্বাস নিল, তখন ওর নরম মেজাজটা গেল উবে এবং সেই জায়গায় ভিড় করে এল হাজারগণ্ডা অপ্রীতিকর চিন্তা। সাবধানে পা ফেলে চলল পিওত্র্ যাতে পায়ের নিচে ঢালু, কাঁকুরে পথটা মচ-মচ করে না ওঠে। শব্দ নয়, বিরাট নৈঃশব্দ্য চাই চিন্তাগুলোকে বাগে আনবার জন্য। ভয়াবহ শক্রতার প্রাচুর্যে চিন্তাগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে—ভিতর থেকে নয়, বাইরে থেকে, রাত্রির তমসাচ্ছন্ন গর্ভ থেকে—বাইরের আক্রমণকারীর মত, অন্ধকারে উড়ন্ত বাদুড়ের মত। চিন্তাগুলো একের পর এক এমন হুড়মুড়িয়ে আসতে থাকে যে সেগুলোকে ধরতে পারে না পিওত্র্, রূপ দিতে পারে না শব্দে; কেবল সেগুলোর ফাঁস, গ্রন্থি আর জটিল নক্শাগুলো একটু-আধটু দেখতে পায়। নাতালিয়া, আলেক্সেই, নিকিতা, তিখোন—সবাই এবং সবকিছু চিন্তায় তালগোল

পাকিয়ে চড়কিপাক খেতে থাকে ওর চারিধারে—এত জোরে যে একের থেকে অন্যকে চেনাই অসম্ভব হয়ে উঠে। আর এই ঘূর্ণাবর্তের নিঃসঙ্গ কেন্দ্রটি হল ও। শব্দে রূপ দিলে পিওত্রের চিন্তাগুলো খুব সোজা হয়ে যেত :

"শক্তসমর্থ থাকতে থাকতে নাতালিয়ার মাকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আনতে হবে, আর আলেক্সেইকে তাড়াতে হবে। নাতালিয়ার প্রতি আর একটু সদয় হওয়াই ভাল,—'একেই বলে ভালবাসা'। কিন্তু কে বলেছে নিকিতা ভালবাসার জন্যে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল? ওর কুঁজটাই এর জন্যে দায়ী। ব্রত নিতে চায় নিক ও। এ একরকম ভালই হল। তাছাড়া ও করবেই বা কি? তিখোনটা আহাম্মক; কথাটা আমায় ওর আগে জানানোই উচিত ছিল।" কিন্তু এর সংগে ওই পিচ্ছিল শব্দহীন চিন্তাগুলোর সম্বন্ধ কি— যে চিন্তাগুলি ওকে ভয় দেখাচ্ছিল, বিভ্রান্ত করছিল এবং যে-জন্য রাত্রির স্যাঁৎসেতে নিবিড় অন্ধকারে ওর ভয়েভয়ে না তাকিয়ে উপায় ছিল না?

দূরে কারখানার মজুর-বস্তির উপরে গুমরে উঠল শোকাবহ কোন সংগীতের পাৎলা করুণ সুর—অস্পষ্ট বিধুর। গুন্‌গুন্ করছিল মশাগুলো। একটি কথা পিওত্র্ আর্তামোনোভ্ স্পষ্ট অনুভব করল যে, এই অস্বস্তিকে জয় করতেই হবে, পিষে গুঁড়িয়ে দিতে হবে—এবং যতটা তাড়াতাড়ি দিতে পারে ততই ভাল। খেয়াল ছিল না ওর, ও কখন ওর শোবার ঘরের জানলার তলায় লাইল্যাক-ঝোপের মধ্যে এসে পড়েছিল। কনুইদুটো হাঁটুতে রেখে, মুখখানা হাতের চেটোয় ডুবিয়ে, পায়ের নীচে কালো মাটির দিকে তাকিয়ে, ও অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইল একখানা বেঞ্চিতে। মাটিটা নড়ে উঠল, গরম হয়ে গেল যেমে, যেন এখুনি ধ্বসে যাবে।

"আশ্চর্য, নিকিতা কি করে বালিটাকে বাগ মানাল! ব্রত নিয়ে, ও নিশ্চয়ই মঠের বাগানে কাজ করবে। এ-কাজ ওর ভালও লাগবে।"

ওর স্ত্রী যে ওর দিকে এগিয়ে আসছিল তা পিওত্র্ লক্ষ্য করে নি। তাই নাতালিয়ার সাদা মূর্তিটা যখন ওর সামনে এসে হাজির হল, তখন ভয়ে বেঞ্চি

ছেড়ে লাফিয়ে উঠল পিওত্র্। মনে হল, নাতালিয়া যেন এইমাত্র মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। কিন্তু সুপরিচিত কণ্ঠটি শুনে পিওত্রের ভয় কিছুটা কাটল।

"খ্রীষ্টের দোহাই, গালিগালাজ করার জন্যে আমায় মাপ কর।"

নাতালিয়ার আসার জন্যে খুশি হল পিওত্র্। খুশি হল, কারণ ওদের কলহ-বিচ্ছেদের ফাঁকটা ভরাবার জন্যে ওকে আর মিষ্টি মিষ্টি কথার পলাস্তারা খুঁজে বেড়াতে হবে না। উদার কণ্ঠে জবাব দিল পিওত্র্:

"ও-কথা ছাড়, ঈশ্বর নিশ্চয়ই মাপ করবেন। আর আমিও তো গালি-গালাজ করেছিলাম।"

পিওত্র্ বসতে নাতালিয়া স্বামীর পাশে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। স্ত্রীকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ভেবে বলল পিওত্র্:

"আমি জানি তোমার ভাল লাগে না। আমাদের বাড়িতে যেন প্রাণ নেই। কোথা থেকেই বা আসবে বল? বাবা কাজে আনন্দ পেতেন, কিন্তু যেভাবে কাজটাকে দেখতেন তাতে মানুষকে আলাদা করে ভাবা যেত না। বাবার ধারণা ছিল ভদ্দরলোক আর ভিখিরি বাদে আমরা সবাই মজুর; আমরা যে বেঁচে থাকি তাও ওই কাজের জন্যে; আর একমাত্র কাজ দিয়েই মানুষ চেনা যায়, নইলে মানুষের দাম নেই।"

সতর্কভাবে বেছে বেছে পিওত্র্ কথাগুলো বলল, পাছে বেমানান কিছু বলে ফেলে; আর সেগুলো নিজেই শুনতে শুনতে ভাবল, "রীতিমত একটা পুরুষের মত, ব্যবসাদার এবং সত্যিকার মনিবের মতই কথাগুলো বলা হয়েছে।" তা-সত্ত্বেও ওর মনে হল, চিন্তাগুলোর ভিতরে ঢুকতে না পেরে, তাদের ঠিকমত প্রকাশিত না করে, কথাগুলো কেবল বাইরে বাইরে চিন্তার গা ঘেঁষেই পিছলে গেল। সেই সংগে ওর মনে হল, ও যেন গহ্বরের ঠিক কিনারাটিতে বসে আছে, যেখান থেকে যে-কোন মুহূর্তে ওকে একজন নিচে ঠেলে ফেলে দিতে পারে—একজন, যে ওর কথা শুনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

"ওটা সত্যি নয়।"

সুযোগ বুঝে নাতালিয়া স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে অস্ফুটস্বরে বলল : "হাজার হক, সারাজীবনটাই তো আমায় তোমার সংগে শুয়ে-বসে কাটাতে হবে। বোঝ না কেন?"

সংগে সংগে পিওত্র্ স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে জাপ্টে ধরল। গদগদস্বরে বলে চলল নাতালিয়া :

"না বোঝা-টা পাপ। একটা মেয়েকে বিয়ে করলে, সে তোমায় ছেলেপুলে দিল—আর তুমি যেন থেকেও নেই—আমার জন্যে যেন তোমার দুখ-দরদও নেই। এটা পাপ, পেতিয়া। আমার চেয়ে আপনার কেউ কি তোমার আছে? বিপদ-আপদের দিনে কে তোমায় সান্ত্বনা দেবে বল তো?"

পিওত্রের মনে হল ওর স্ত্রী ওকে ওপরে তুলে, হাওয়ায় উল্টে-পাল্টে, একটা মনোরম সজল শীতলতায়, নরম আমেজে ওর সর্ব অঙ্গ ভরে দিল। প্রায় কৃতজ্ঞতার সুরে অস্ফুটকণ্ঠে বলল পিওত্র্ :

"ওকে কথা দিয়েছিলাম বলব না বলে, কিন্তু না বলেও পারছি না!"

সংগে সংগে পিওত্র্, নিকিতা সম্বন্ধে তিখোনের কাছে যা যা শুনেছিল হুড়হুড় করে বলে গেল স্ত্রীকে।

"উঠোনে তোমার শেমিজগুলো শুকোত, সেগুলোতে পর্যন্ত চুমু খেয়েছে ও, এতটা গোল্লায় গিয়েছিল! তুমি জানতে না? ওর হাবভাব দেখে তোমার কিছু মনেও হত না?"

স্ত্রীকে প্রবলভাবে শিউরে উঠতে দেখে পিওত্র্ অবাক হয়ে ভাবল : "কুঁজোটার দুঃখে না কি?"

কিন্তু নাতালিয়া রাগান্বিত স্বরে ঝট্‌পট্ জবাব দিল :

"কৈ আমি তো কিছুই জানতাম না! আ-মর্ হতচ্ছাড়া! তাহলে তো দেখছি লোকে ঠিকই বলে, কুঁজোগুলোর পেটে পেটে বুদ্ধি!"

মনে মনে আর্তামোনোভ্ জিজ্ঞাসা করল : "সত্যিই রাগ, না অভিনয়?" স্ত্রীকে বলল : "ও কিন্তু সর্বদা তোমার সংগে ভাল ব্যাভার করত।"

অবজ্ঞার সুরে জবাব দিল নাতালিয়া :

"তাতে কি হয়েছে ? তুলুন্‌ও তো করে।"

"কিন্তু…· তুলুন্‌ তো একটা কুকুর।"

"আর, ও কি ? তুমি ওকে কুকুরের মত লেলিয়ে দিয়েছিলে আমার পেছনে আমার ওপর নজর রাখবার জন্যে, যাতে বাবা আর আলেক্সেই আমার কাছে ঘেঁষতে না পারে। আমি কি কিছু দেখতাম না ভাব ? ঝ্যাঁটার বাড়ি মারি অমন কুঁজোর মুখে।"

দেখলে স্পষ্ট মনে হত, নাতালিয়া দুঃখে-অপমানে চটে গিয়েছিল। সেটা বোঝা যেত তার শিউরে-ওঠার রকম দেখে, রাত্রিপোষাকটা নিয়ে তার আঙুলগুলোর পাকানো, মোচড়ানো, হেঁচ্‌কাটান-দেওয়ার বহর দেখে। কিন্তু পিওত্রের কাছে নাতালিয়ার রাগতভাবটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। তাই ঠিকমত বিশ্বাস করতে না পেরে পিওত্র্‌ শেষ চালটি চালল :

"ও গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল, কিন্তু তিখোন দেখে ফেলে। এখন ও কলঘরে শুয়ে আছে।"

সংগে সংগে ওর স্ত্রীর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নির্ভুল ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নাতালিয়া :

"হতেই পারে না !……কি বলছ তুমি ? হা ভগবান !"

পিওত্র্‌ ভাবল : "তাহলে এতক্ষণ ও মিছেকথা বলছিল !"

নাতালিয়া কিন্তু, কপালে আঘাত পেয়েছে এইভাবে মাথাটাকে পিছনে ছুঁড়ে, ক্রুদ্ধ অশ্রুর ফাঁকে ফাঁকে অস্ফুটস্বরে বলল :

"আর কত সইব ? তবু বাবা মারা যেতে লোকজনের মুখ একটু বন্ধ হয়েছিল। এবার আবার আরম্ভ হবে পুরোদমে…।…ভগবান, আমি কী দোষ করেছি যে আমায় এমন করে শাস্তি দিচ্ছ ? এক ভাই দিতে যায় গলায় দড়ি, আর-এক ভাই বিয়ে করছেন কিনা কোথাকার একটা তার রাখা-মাগীকে। এ-সব হচ্ছে কি ?…বলি নিকিতা ইলিইচ, তুমি কি

করে এতটা বেহায়া হলে ? এই দয়াটুকুর তরে ধন্তি তোমায়, প্রাণে কি একটুও বাধল না!”

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পিওত্র্ স্ত্রীর কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে বলল :

“উতলা হয়ো না। কেউ জানবে না। তিখোন বলবে না কাউকে। ওর সংগে নিকিতার দহরমমহরম আছে, তাছাড়া ওর রুটি তো বাঁধা আমাদেরই কাছে। নিকিতা ব্রত নিতে চায়।”

“কবে ?”

“তা জানি না।”

“উঃ, যদি তাড়াতাড়ি নেয়! ওর সামনে কি করে মুখ দেখাব বল তো ?”

একটু নীরব থেকে পিওত্র্ বলল :

“গিয়েও তো ওর সঙ্গে দেখা করতে পার।”

কিন্তু চমকে উঠল নাতালিয়া—পিওত্র্ যেন ওকে আঘাত করেছিল এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল :

“না, না, আমাকে যেতে বল না—আমি কিছুতেই যাব না। যেতে পারি না! আমার ভয় করছে……”

সংগে সংগে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ :

“কিসের ভয় ?”

“আত্মহত্যার। আমি কিছুতেই যাব না, যা হয় হক্। আমার ভয় করছে।”

শক্ত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল আর্তামোনোভ্: “তবে শোবে চল। একদিনে আমাদের অনেক ঝক্কি পোয়াতে হল।”

স্ত্রীর পাশাপাশি ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল পিওত্র্, মন্দের সংগে কিছু সার পদার্থও পাওয়া গেল এই দিনটিতে। এই দিনটির আগে ও জানতই না যে পিওত্র্ আর্তামোনোভ্ এত চালাক আর এমন ঘোড়েল চীজ্ ছিল। ভেবে দেখ, একটু আগেই ও নিপুণভাবে এমন একজনকে বোকা বানিয়েছে যে ওর মনটা ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল অ-ধরা চিন্তার কাঁটায়।

স্ত্রীকে বলল পিওত্র্: "হাজারবার, তুমিই আমার সবচেয়ে আপনজন। এত আপনার আর কে হবে? এইটে শুধু মনে রেখ, তুমিই সবচেয়ে আপনার। দেখবে তাহলেই সব ঠিক আছে।"

সেই রাত্রির পর বারো দিনের দিন ভোরবেলায়, হাতে লাঠি আর পিঠে চামড়ার ঝুলি নিয়ে, নিকিতা আর্তামোনোভ্‌কে শিশিরসিক্ত কাল্‌চে, মসৃমসে বালি-বালি পথটা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা গেল। হন্‌হন্‌ করে হাঁটছিল নিকিতা—হয়তো আত্মীয়স্বজনের কাছে বিদায় নেবার স্মৃতিগুলো থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যে।

ওকে বিদায় দেবার আগে বাড়ির সকলেই জড়ো হয়েছিল রান্নাঘরের পাশে খাবারঘরখানায়, ঘুম-ভারী চোখে। তাদের কাঠ হয়ে বসা আর ওজন-করা কথাবার্তা শুনে, স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ওর জন্যে তাদের কারোরই এতটুকুও সহানুভূতি ছিল না। পিওত্র্‌কে দেখাল স্নেহের অবতার, উপরন্তু উৎফুল্লও দেখাল তাকে—যেন এইমাত্র কোন দাঁও মেরে এসেছে সে। বার দুইতিন বলল পিওত্র্:

"যাক্ তবু আমাদের সংসারে একজন ভক্ত হল যে আমাদের পাপের প্রাচিত্তির করবে।"

উদাসীন এবং নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে চা ঢালছিল নাতালিয়া। ইঁদুরের মত ওর ছোট ছোট কানদুটো লাল আর যেন দলমলা দেখাল। অন্যমনস্কভাবে নাতালিয়া কেবলই ঘর-বা'র করছিল। ওর মা চিন্তিতভাবে চুপচাপ বসে মাঝে মাঝে জিভে আঙুল ভিজিয়ে রগের পাকাচুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছিল। একমাত্র আলেক্সেইকেই একটু বিচলিত দেখা গেল, যদিও এটা তার ব্যতিক্রম। অনবরত কাঁধের কসরৎ করতে করতে বলল আলেক্সেই:

"এত তাড়াতাড়ি এ-সব তোর মাথায় ঢুকল কি করে রে নিকিতা? আমার কাছে তো ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে।"

আলেক্সেই-এর পাশে বসে ছিল ওরলোভা। মেয়েটি ছোটখাট, নাকটি বেশ টিকলো। কালো কালো ভ্রূ তুলে সে অবলীলাক্রমে সকলের দিকেই চেয়ে চেয়ে

দেখেছিল। ওরলোভার চোখদুটি নিকিতার ভাল লাগে নি। মুখের তুলনায় যেন বড় বেশি বড়, বয়সের তুলনায় যেন বড় বেশি পাকা; তাছাড়া চোখদুটো অনবরত পিটপিট করছিল।

এদের মধ্যে বসে থাকতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল নিকিতার; আর, একটি চিন্তা বারেবার ঘুরেফিরে আসছিল ওর মনে:

"ধর যদি পিওত্র্ সকলকে বলে দেয়? এটা শেষ হলে বাঁচি।"

পিওত্র্ই সবার আগে ওকে বিদায় জানায়। ওর কাছে এসে ওকে আলিঙ্গন ক'রে, হেঁচ্কি-তোলা গলায় প্রায় চীৎকার করে বলে:

"তাহলে আয় ভাই……"

কিন্তু তাকে নিরস্ত করে বলে ওঠে বাইমাকোভা:

"তোমরা যে কি কর তার ঠিক নেই! প্রথমে এস, সবাই মিলে একটু চুপচাপ করে বসি; তারপর প্রার্থনা সারা হলে বিদায় জানাব।"

তাই হয়। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকে যেতেই পিওত্র্ আর-একবার নিকিতার কাছে এসে বলে:

"মাপ করিস্ আমাদের। মানত্ করতে যা লাগে আমাদের জানাস্, সংগে সংগে পাঠিয়ে দেব। হোমরাচোমরা প্রাচিত্তিরে রাজী হস্ নি। তাহলে আয় এখন। আমাদের জন্যে ঘন ঘন প্রার্থনা করিস্।"

বাইমাকোভা ঈশ্বরের নামে ওকে আশীর্বাদ ক'রে ওর গালদুটো আর কপালটায় চুমু খায়। যে-কোন কারণেই হক বাইমাকোভা কাঁদতে সুরু করে। শক্ত করে ওকে জাপ্টে ধ'রে ওর চোখের দিকে চেয়ে বলে আলেক্সেই:

"ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন। সকলেই যে যার নিজের পথে যায়। কিন্তু যাই বল্, আমি এখনো বুঝতে পারছি না হঠাৎ তোর এ মতি হল কেন।"

নাতালিয়া আসে সবার শেষে। কিন্তু এসে একটু তফাতে দাঁড়ায়। তারপর মাথা নুইয়ে, বুকে হাত চেপে ক্ষীণস্বরে বলে:

"বিদায় নিকিতা ইলিইচ।"

নাতালিয়ার মাইদুটি তখনো পর্যন্ত বালিকার মত উন্নত ছিল, যদিও তিন-তিনটি সন্তানকে মাই দিয়েছিল সে।

. কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তখনো বাকি ছিল ওয়লোভা। ওয়লোভা এসেই নিকিতার দিকে তক্তার মত শক্ত, ছোট্ট গরম একখানা হাত বাড়িয়ে দেয়। কাছ থেকে মেয়েটার মুখখানা আরও অপ্রীতিকর ঠেকে। ওয়লোভা বোকার মত জিজ্ঞাসা ক'রে বসে :

"আপনি কি সত্যিই সন্ন্যাসী হবেন ?"

উঠানে তিরিশ-চল্লিশজন বৃদ্ধ তাঁতি ওকে বিদায় জানাতে এসেছিল। প্রবীণ তাঁতি, কালা বোরিস্ মোরোজোভ প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে চীৎকার করে বলল :

"সোল্য আর সন্ন্যেসী—এরাই হল গিয়ে সমাজের পয়লা নোকর—সত্যি কি না !"

পিতার সমাধি থেকে বিদায় নেবার জন্যে নিকিতা গোরস্থানে ঢোকে। কবরটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে নি ও, ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়।—কোথা থেকে জীবনটা কোন্ দিকে ঘুরে গেল ! পিছনে সূর্য উঠতে কবরটির শিশির-সিক্ত চাপড়া-চাপড়া ঘাসে যখন খিটখিটে-তুলুনের খোপের মত একটা কোণাকুণি ছায়া পড়ল, তখন মাথা নুইয়ে বলল নিকিতা :

"আমায় মাপ কর বাবা।"

কাঁচের মত ঠুন্‌কো ভোরের নিস্তব্ধতায় ওর গলাটা ভেঙে গিয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটু থেমে ও আবার বলল, আগের চেয়ে জোরে :

"আমায় মাপ কর বাবা—"

সংগে সংগে কান্নায় ফেটে পড়ল নিকিতা, মেয়েদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

গোরস্থান থেকে প্রায় মাইল-খানেক এগিয়ে আসতে নিকিতা হঠাৎ দেখতে পেল তিখোনকে। রাস্তার ধারে ঝোপগুলোর মধ্যে তিখোন দাঁড়িয়ে ছিল চৌকিদারের মত—কাঁধে কোদাল আর কোমরে কুড়ুল নিয়ে।

তিখোন জিজ্ঞাসা করল : "কি, চললে না কি ?"

"চললাম—নিজের পথে। তুমি এখানে কি করছ ?"

"ভাবলুম একটা রোয়ান-গাছ তুলে নিয়ে গিয়ে আমার জানলার ধারে লাগাব।"

দুজনা দুজনের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চোখদুটো কেঁপে উঠতেই তিখোন অন্যদিকে চেয়ে বলল :

"চল তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।"

চুপচাপ দুজনে হেঁটে চলল। প্রথমে কথা বলল তিখোনই :

"এত শিশির পড়ছে, লক্ষণ ভাল নয়। এমনটা হলে অনাবিষ্টি হয়, আর হলেই অজন্মা।"

"ঈশ্বর না করুন।"

জবাবে তিখোন ভিয়ালোভ্ খানিকটা বিড়বিড় করল।

একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করল নিকিতা : "কি বললে ?" ভয় পাবার কারণ ছিল। তিখোন এমন-এমন কথা বলত যা সবায়ের থেকে আলাদা এবং যা মানুষকে ধাঁধায় ফেলত।

"বললাম, ঈশ্বরের দয়া !"

কিন্তু নিকিতার স্থির ধারণা হল খালমজুর তিখোন অন্য কোন কথা বলেছিল, যে-কথাটা সে দুবার বলতে চাইল না। তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞাসা করল নিকিতা :

"কেন, তুমি কি ঈশ্বরের দয়ায় বিশ্বাস কর না ?"

শান্তভাবে জবাব দিল তিখোন :

"করব কেন বল ? এখন যা দরকার তা হল বিষ্টি। এই শিশির নিয়ে করব কি ? এতে বেঙাচি পর্যন্ত মরে যাবে। মনিব ভাল তো নসীব ভাল। মনিব ভাল হলে যখন যেমনটি হওয়া উচিত তখন তেমনটি হয়ও।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, মাথা নেড়ে বলল নিকিতা :

"এ-ভাবে ভাবা ঠিক নয় তিখোন।"

"যথেষ্ট ঠিক। আমি তো আর চোখ দিয়ে ভাবি না।"

আরও পঞ্চাশ পা চুপচাপ কাটল। নিকিতা হাঁটছিল মাটির ওপর নিজের চওড়া ছায়াটার দিকে নজর রেখে। হাঁটার তালে তালে তিয়ালোভের আঙুলগুলো বাজছিল কুম্ভুলের হাতলে।

"বছরখানেকের মধ্যে তোমার সংগে একবার দেখা করে আসব নিকিতা ইলিইচ্—যাব কি ?"

"তোমার ইচ্ছে। সবকিছু তোমার জানা চাই, না!"

"ঠিক ধরেছ।"

সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে মাথার টুপিটা খুলে বলল তিখোন, "আচ্ছা নিকিতা ইলিইচ্, এবার তবে আসি। তোমার ভাল হক্।" তারপর গাল ঘষতে ঘষতে চিন্তিতভাবে আবার বলল সে :

"তোমাকে আমার ভাল লাগে তোমার গোবেচারি মনটার জন্যে। তোমার বাবার জৌলুস ছিল দেহে, কিন্তু—তোমার জৌলুস হল মনে, তোমার অন্তরে।"

লাঠিটা ফেলে গা নেড়েচেড়ে নিকিতা কুঁজের ওপর ঝুলিটা ঠিক করে নিল; তারপর তিখোনকে আলিঙ্গন করল নীরবে। তিখোনও ওকে ভালুকের মত জাপ্টে ধরে বারবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল :

"তাহলে আমি আসব, কেমন ?"

"ধন্যবাদ।"

সোজা মোড় ঘুরতে যেখানে পথটা পাইনবনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, সেখান থেকে নিকিতা পিছু তাকাল। পথের মাঝখানে টুপি-হাতে কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তিখোন, যেন সেখান দিয়ে সে কাউকে যেতে দেবে না—কিছুতেই না। ভোরের হাওয়ায় তার কুৎসিত মাথার চুলগুলো এলোমেলো ভাবে উড়ছিল।

সেখান থেকে। ওখোনকে দেখে কে-জানে-কেন পাগ্‌লা আন্তোশ্‌কাকে মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি পা চালাল নিকিতা আর্তামোনোভ। ওর চিন্তাগুলো ওই প্রহেলিকাময় লোকটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকল এবং বারেবার ও যেন শুনতে পেল :

মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন যীশু ভগবান, হায়, যীশু ভগবান !
ও মহাকাল, ছ্যাকড়াগাড়ির একটা চাকা গেল
হারিয়ে গেল হারিয়ে গেল খুঁজে হায়রাণ……

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্তামোনোভদের গির্জা-নির্মাণ শেষ হতে হতে ওদের পিতার নবম মৃত্যু-বার্ষিকী এসে গেল। গির্জাটিকে উৎসর্গ করা হল পয়গম্বর এলিজার নামে। সাতটি বছর লাগল গির্জাটিকে বানাতে। এত দেরী হবার কারণ অবশ্য আলেক্সেই। অধার্মিকের মত আলেক্সেই কপ্‌চাত :

"আহা, ভগবান একটু রয়ে-বসে থাকতে পারেন। তাঁর অত তাড়া কিসের?"

পর পর দু'বার আলেক্সেই গির্জে-তৈরির ইঁটগুলো অন্য কাজে লাগিয়েছিল : প্রথমবার—কারখানাটার তৃতীয় মহল তৈরির কাজে ; দ্বিতীয়বার—একটা হাসপাতাল তৈরির কাজে।

গির্জার উৎসর্গ-উৎসব শেষ হল। পিতা ও সন্তানদের সমাধিগুলির উপর পারলৌকিক ক্রিয়াগুলোও চুকে গেল। ভিড়টা না ভাঙা পর্যন্ত আর্তামোনোভরা অপেক্ষা করতে লাগল গোরস্থানে। তারপর কায়দা করে উলিয়ানা বাইমাকোভাকে পাস কাটিয়ে তারা বাড়ির দিকে এগুলো ধীরে-সুস্থে। তাড়াতাড়ি করবার কোন কারণও ছিল না, কেন-না যাজক-সম্প্রদায়, বন্ধুবান্ধব এবং কর্মচারীদের জন্য যে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল সে সেই বেলা তিনটেয়। উলিয়ানা বসে রইল গোরস্থানেই—আর্তামোনোভদের সমাধি-আঙিনায়, বার্চগাছগুলোর নিচে একখানা বেঞ্চিতে।

দিনটা ছিল মেঘলা। আকাশে রীতিমত শরৎকালীন ভ্রূকুটি দেখা গেল। একটা স্যাঁৎসেতে বাতাস ক্লান্ত ঘোড়ার মত সাঁই-সাঁই করতে করতে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল পাইনের মাথাগুলো। মানুষের কালো কালো মূর্তিগুলো বালি-বালি পথের লাল্‌চে ঢালু দিয়ে হেঁটে চলেছিল কারখানাটির দিকে। দেখে মনে হচ্ছিল লোকগুলো যেন পিছলে যাচ্ছিল ঢালুপথে, দুলতে দুলতে। কারখানাটায় তিনটি ইঁটের বাড়ি ছিল। দেখে মনে হত, এই তিনটি বাড়ি ছড়ানো লাল আঙুলের মত মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

হাতের ছড়িটাতে ঢেউ তুলে বলল আলেক্সেই :

"বেঁচে থাকলে, আমাদের কাজকর্ম দেখে বাবা খুশিই হতেন !"

ক্ষণিকের চিন্তার পর-জবাব দিল পিওত্র্ :

"জার-কে যখন খুন করা হয়, তখন বাবা দুঃখিতই হতেন।" ভায়ের সব কথাতেই সায় দিতে নারাজ ছিল পিওত্র্।

"যাই বল, বাবা দুঃখের ধার ধারতেন না। চলতেন নিজের বুদ্ধিতে, অন্যের খেয়ালে নয়।"

প্রায় ভ্রু-বরাবর টুপিটা নামিয়ে, দাঁড়িয়ে প'ড়ে আলেক্সেই ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েদের দিকে তাকাল। পায়ে-দলা বালির উপর দিয়ে, রুমালে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে, হাল্কা-পায়ে আসছিল ওর স্ত্রী। ওর স্ত্রীর গড়নটা ছোটখাট, ছিমছাম। তার পরণে ছিল একটা ধূসর সাদাসিধে পোষাক। কাঁধে লম্বা পুঁতির কাজ-করা কালো-সিল্কের ঢিলে-ফ্রক-পরা দীর্ঘাঙ্গী মোটাসোটা নাতালিয়ার পাশে ওর স্ত্রীকে দেখাচ্ছিল একটা গেঁয়ো মাষ্টারনীর মত। নাতালিয়ার লাল্‌চে ঘন-চুলের উপর বেগ্‌নে ওড়নাটা মানিয়েছিল সুন্দর।

"দিনকের দিন তোমার বউ-এর রূপ খুলছে।"

পিওত্র্ জবাব দিল না।

"নিকিতা এবারও বচ্ছরকিতে এল না। আমাদের ওপর ও রেগে আছে, না কি ?"

স্যাঁৎসেতে আবহাওয়াটা আলেক্সেইর বুকে-পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই ছড়িতে ভর দিয়ে ও হাঁটছিল একটু নেঙচে নেঙচে। আলেক্সেই কায়মনোবাক্যে চাইছিল, একটু আগে সমাধিক্ষেত্রে যে পারলৌকিক ক্রিয়াটা হয়ে গেল তার নিরানন্দ স্মৃতিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং সেই সংগে মেঘলা দিনটির বিষণ্ণতাটুকুও। জাত-একগুঁয়ে আলেক্সেই-এর জিদ চাপল দাদাকে দিয়ে সে কথা বলাবেই।

"তোমার শাশুড়ি রয়ে গেলেন কাঁদবার জন্তে। বাবাকে উনি ভুলতে পারছেন না। বুড়ি সত্যিই ভাল। তিখোনকে চুপিচুপি বলে এসেছি সংগে ক'রে ওঁকে বাড়ি নিয়ে আসতে। তোমার শাশুড়ি বলেন নিঃশ্বাস নিতে তাঁর লাগে, হাঁটাও যেন তাঁর এক ঝামেলা।"

মৃদুস্বরে, যেন দায়ে পড়ে, আবৃত্তি করল পিওত্র্:

"এক ঝামেলা।"

"ঘুমোচ্ছ না কি? ঝামেলা কি?"

পাহাড়ের গায়ে-গায়ে খোঁচা-খোঁচা পাইনগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে, জবাব দিল পিওত্র্:

"তিখোনকে জবাব দেওয়া উচিত।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল আলেক্সেই:

"কেন? লোকটা সৎ, নিয়ম-মত কাজকর্ম করে, তাছাড়া বেশ খাটিয়ে......"

"আর, একটা আহাম্মক," বলল পিওত্র্।

মেয়েরা এসে পড়ল। আমেজী গলায় ওল্‌গা বলল তার স্বামীকে:

"নাতাশাকে এত করে বলছি ইলিয়াকে ইস্কুলে পাঠাও, তা ও কিছুতেই শুনবে না। ভয়েই ম'ল।"

দেহের তুলনায় ওল্‌গার গলাটা যেন অস্বাভাবিক রকমের জোরালো শোনাল। গর্ভবতী নাতালিয়া প্রতি পদক্ষেপে পীবরতনু পাতিহংসীর মত ডাইনে-বাঁয়ে হেলে-দুলে চলেছিল। বয়োজ্যেষ্ঠার ভারিকেচালে, ধীরে ধীরে, নাকি-সুরে বলল নাতালিয়া:

"আমার মতে এই ইস্কুলগুলো সখ ছাড়া আর কিছুই নয়। লাভ নেই, ক্ষেতি আছে। এলেনা চিঠিতে এমন সব কথা লেখে যার থেকে বোঝা মুশ্‌কিল ও কি বলতে চায়।"

কপালের ঘাম মুছবার জন্য টুপিটা উঠিয়ে আলেক্সেই কড়াভাবে বলল:

"ইস্কুল, ইস্কুল চাই—সকলের জন্তে।"

অকালে আলেক্সেই-এর রগ থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত বর্শা-ফলকের মত একটা টাক পড়ে যাওয়ায়, ওর মুখখানাকে দেখাচ্ছিল বেজায় লম্বা।

স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে তর্ক ধরল নাতালিয়া :

"পোমিয়ালোভ ঠিকই বলে—বিত্তের তাড়সে লোকের মাথা বিগ ড়ে যায়।"

পিওত্র্ বলল, "হুঁ।"

খুব খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া :

"তবে!"

কিন্তু একটু পরেই তার স্বামী চিন্তিতভাবে আবার বলল :

"তালিম দরকার।"

আলেক্সেই আর ওল্গা হো-হো করে হেসে উঠতেই, তিরস্কারের সুরে বলল নাতালিয়া :

"হাসছ কোন্ মুখে শুনি ? খেয়াল রেখ আমরা কোথেকে আসছি!"

নাতালিয়ার হাত ধরে তারা আরও জোরে পা চালাল; পিওত্র্ কিন্তু "আমি মায়ের জন্যে দাঁড়াব" এই বলে হাঁটার বেগ কমিয়ে আনল।

ওই বদখত তিখোন ভিয়ালোভটা ওর মন খিঁচড়ে দিয়েছিল। অন্ত্যেষ্টি-প্রার্থনা সুরু হবার ঠিক আগে গোরস্থান থেকে কারখানাটার দিকে চেয়ে, পিওত্র্ আপন মনেই বলে ফেলেছিল একটু চেঁচিয়ে, গর্বে নয়, স্রেফ যা দেখছিল তা-ই বলবার জন্যে :

"কারবারটা বেড়েছে।"

আর সেই সময় হঠাৎ পিছন থেকে ভূতপূর্ব খাল-মজুরটা বলে উঠেছিল তার শান্ত স্বরে :

"ভাঁড়ারের জঞ্জালের মতই কারবার বাড়ে—নিজে নিজেই।"

পিওত্র্ একটা কথাও বলেনি, এমন-কি ফিরেও দেখে নি। কিন্তু দারোয়ানটার উদ্ধত, বেআক্কেলে মন্তব্যে ওর পিত্ত জ্বলে উঠেছিল। একটা মানুষ খাটে, শত শত লোকের দিন-রুটি জোগায়, দিনরাত তার ব্যবসার

চিন্তাতেই ডুবে থাকে, ব্যবসার চিন্তায় সে নিজেকেই ভুলতে বসে; আর হঠাৎ কোথা থেকে একটা অজ্ঞ বেকুব এসে বলে কি-না—ব্যবসা চলে তার নিজের শক্তিতে, মনিবের বুদ্ধিতে নয়! তাছাড়া দারোয়ানটাকে যখনই দেখ, আত্মা এবং পাপ সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু বকছেই।

পথের ধারে একটা পুরোণো, কাটা-পাইনের গুঁড়ির ওপর বসে কান খুঁটল পিওত্র্। ওর মনে পড়ল একদিন ও খুঁৎখুঁৎ করতে করতে বলেছিল ওল্গাকে:

"নিজের আত্মা সম্বন্ধে ভাববার মত অবসরই পাই না আমি।"

ওল্গা ওকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল:

"তার মানে? আপনার থেকে আপনার আত্মাটা কি বিচ্ছিন্ন?"

পিওত্র্ প্রথমটায় ওল্গার প্রশ্নটিকে মেয়েলি ঠাট্টা বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু ওল্গার পাখির-মত মুখখানাকে থমথমে দেখে, চশ্‌মার আড়ালে তার নিবিড় চোখদুটোকে করুণায় চিক্‌চিক্ করতে দেখে, বলেছিল পিওত্র্:

"বুঝি না।"

"আর আমিও এটা বুঝি না যে লোকজন কি করে আত্মাকে ব্যক্তি থেকে আলাদা করে ভাবে,—যেন আত্মা একটা কুড়নো ছেলে।"

পিওত্র্ সেই একই জবাব দিয়েছিল: "বুঝি না।" আর সেই সংগে এই স্ত্রীলোকটির সাথে আলাপ করার সব প্রবৃত্তিই উবে গিয়েছিল ওর। ওল্গা ছিল আলাদা মানুষ—যেন বিদেশিনী, প্রায় অবোধ্য। তবু তার সারল্যটুকু ওকে আকর্ষণ করত, যদিও ওর ভয় ছিল ওল্গার এই আপাত-সারল্যটা হয়তো ছলচাতুরীরই মুখোস।

কিন্তু তিখোন ভিয়ালোভকে পিওত্র্ চিরদিন ঘৃণা করে এসেছে। লোকটার দাগী মুখখানা আর গালের উঁচু-উঁচু হাড়গুলো দেখলেই পিওত্রের গা জলে উঠত। তিখোনের অদ্ভুত চোখদুটো, মাথার খুলির সংগে লেপ্টানো, লাল্‌চে চুলে আধোঢাকা তার কানগুলো, ফাঁক-ফাঁক তার দাড়িটা, দৃঢ় অথচ নাতিদ্রুত তার চলনভংগি—এক কথায় বলতে গেলে তিখোনের জবরদস্ত বেখাপ্পা চেহারাটা

দেখলেই পিওত্রের গা রি-রি করে উঠত। তার শান্ত-সমাহিত ভাবটাও ছিল বিরক্তিকর, কেমন যেন ঈর্ষার বস্তুও। এমন কি তার শ্রমশীলতা দেখলেও রাগ হত। তিখোন খাটত যন্ত্রের মত। কাজে খুঁত থাকত না, তাই তাকে তিরস্কার করারও কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এ-ও এক বিরক্তিকর ব্যাপার। তবে তিখোনের ওপর পিওত্রের সবচেয়ে বেশি রাগ হত এই দেখে যে, বছরের পর বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে আর্তামোনোভ-পরিবারের সংগে থাকতে থাকতে, তিখোনের যেন ধারণাই হয়ে গিয়েছিল যে আর্তামোনোভদের জীবনচক্রের সে একটি অপরিহার্য চক্রদণ্ড। আশ্চর্য, ছেলেপুলে থেকে আরম্ভ করে কুকুর, ঘোড়া-গুলো পর্যন্ত তাকে ভালবাসত। শিকলে বেঁধে রাখা হত বলে ডালকুত্তা তুলুন্-টার মেজাজ চড়েই থাকত। তিখোন ভিন্ন আর কাউকেই সে তার কাছ ঘেঁষতে দিত না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, পিওত্রের বড়ছেলে ইলিয়া, অবাধ্য হলেও, যত তাড়াতাড়ি তিখোনের কথা শুনত, তত তাড়াতাড়ি শুনত না তার মা-বাবার কথা।

চোখের সামনে থেকে ভিয়ালোভকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য আর্তামোনোভ তাকে অন্য কাজ দিতে চেয়েছিল—গির্জা কিংবা অরণ্যের চৌকিদারিটা।

তিখোন কিন্তু ভারি মাথাটা নাড়তে নাড়তে জবাব দিয়েছিল :

"ও-কাজ আমি পারবো না। আমাকে নিয়ে যদি ঝালাপালা হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে বরং কিছুদিন জিরিয়ে নেন। মাসখানেকের ছুটি দেন আমায়, গিয়ে নিকিতা ইলিইচ্‌কে দেখে আসি।"

ঠিক এই কথাটাই বলেছিল সে : "কিছুদিন জিরিয়ে নেন।" কথাটা কেবল বেআক্কেলে, স্পর্ধাপূর্ণই নয়, তার সংগে জড়িয়ে ছিল নিকিতার স্মৃতিটাও—যে-নিকিতা দূরে, বিলগুলোর ওপারে, বনের মধ্যে কোন্-এক দীনহীন মঠে লুকিয়ে ছিল। তাই তিখোনের "একটু জিরিয়ে নেন" কথাটায় একটা ব্যাকুল সন্দেহ জাগত পিওত্রের মনে। পিওত্রের ধারণা ছিল, নিকিতার গলায় দড়ি দিতে

খাওয়ার ব্যাপারটা ছাড়াও তিখোন আরও কিছু জানত—আরও কোন লজ্জাকর কাহিনী। মনে হত তিখোন যেন বসে ছিল নূতন কোন দুর্ভাগ্যের প্রতীক্ষায়; আর তার পিটুপিটে চোখদুটো যেন মন্ত্রণা দিত :

"আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমাকে আপনার দরকার।"

তিখোন ইতোমধ্যে তিনবার মঠে ঘুরে এসেছিল। পিঠে ঝোলা আর হাতে লাঠি নিয়ে ধীরেসুস্থে সে বেরিয়ে পড়ত মঠের উদ্দেশে। তার পা ফেলার ধরণ দেখে মনে হত, ধরণীতে সে যে পা দিয়েছে সেইটাই যেন ধরণীর বহু ভাগ্য। তাছাড়া বলতে-কি, তিখোন যা-কিছু করত, তা-যেন নেহাৎ অনুগ্রহ করেই।

ফিরে এলে তিখোনকে যখন নিকিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হত, তখন সে থেমে থেমে যত অস্পষ্ট উত্তর দিত। এজন্য সর্বদাই মনে হত সে যেন অনেক কিছুই চেপে যাচ্ছে।

"ভাল আছে। ভক্তি করে লোকে। আপনাদের উপহার আর উপদেশের জন্যে ও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।"

আরও কিছু টেনে বার করবার জন্যে পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করত :

"কী বলেছে বললি?"

"সন্ন্যেসী মানুষ আর কী বলবে?"

ধৈর্য রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে উঠত আলেক্সেই :

"তবু, কিছু তো বলে?"

"হ্যাঁ, ভগবান সম্বন্ধে দুচারটে কথা বলে। জলহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামায়। বলে, যখন বিষ্টি হওয়া উচিত তখন হয় না। মশার জন্যে খুঁৎখুঁৎ করে। ওখানে খুব মশা কি না! আপনারা কেমন আছেন না-আছেন তাও জিজ্ঞাসা করেছে।"

"কি-রকম?"

"আপনাদের জন্যে ও দুঃখু করে!"

"আমাদের জন্যে? কেন?"

"কারণ আপনারা তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে জীবন কাটান, আর ও কেমন থেমে গিয়ে নিশ্চিন্ত। তাছাড়া ও দুঃখু করে কারণ আপনাদের মনে শান্তি নেই।"

হো হো করে হাসতে হাসতে বলে উঠত আলেক্সেই :

"যত বাজে কথা!"

তিখোনের চোখের তারাদুটো কুঁচকে যেত, আর তার চোখদুটো হয়ে উঠত অভিব্যক্তিহীন।

"অবিশ্যি, ওর মনের কথা আমি জানি না। যা ও বলল তা-ই বললাম আপনাদিগে। সাদাসিধে মানুষ আমি।"

আলেক্সেই ঠাট্টা করে বলত তাকে :

"তা বটে! সাদাসিধে, তবে ওই বেকুব আন্তোনের মত।"

একটা হাল্কা বাতাস উঠল। সুগন্ধ উষ্ণতায় ঢেকে গেল পিওত্র্ আর্তামোনোভ। উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল দিনটা। দেখতে দেখতে মেঘের মধ্যে একটা নীল গহ্বর তৈরি হয়ে গেল, যার অতল গভীরতা থেকে উঁকি মারতে লাগল সূর্য। সূর্যের দিকে তাকাল পিওত্র্। চোখদুটো তার ধাঁধিয়ে গেল। তারপর পিওত্র্ আরও গভীরভাবে ডুবে গেল চিন্তায়।

মঠে হাজারখানেক টাকা জমা রেখে এবং নিজের জন্য জীবনভোর বছরে একশ-আশিটি টাকার পাকা বন্দোবস্ত করে নিয়ে, তার ভাগের সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তিটাই নিকিতা দিয়ে দিয়েছিল তার ভায়েদের। এক দিক দিয়ে এ-ব্যাপারটা মর্মপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল।

খুঁৎ খুঁৎ করে বলেছিল পিওত্র্ : "এমন উপহার আর কে দেয়!"

কিন্তু আলেক্সেই খুশি হয়েছিল।

"টাকা নিয়ে ও করবে কি? ওই অপদার্থ সন্ন্যাসীগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে ঢাউস করবে? যা করেছে ও ঠিকই করেছে। আমাদের ব্যবসা আছে, ছেলেপুলে আছে।"

নাতালিয়া সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার গোলাপি গালের ওপর থেকে নিঃশব্দ একফোঁটা অশ্রু মুছতে মুছতে, তৃপ্তি-সহকারে বলেছিল সে :

"তাহলে দেখছি ওর মনে আছে আমাদের একদিন যে দাগা দিয়েছিল। ও-টাকাটা এলেনার বিয়ের যৌতুকের জন্যে থাক্।"

নিকিতার এই কাজে পিওত্র্ যেন খুশি হতে পারে নি। কারণ নিকিতার মঠে চলে-যাওয়া নিয়ে সহরে যে-সব কথা উঠেছিল তাতে আর্তামোনোভদের ইজ্জৎ কিছু বাড়ে নি।

আলেক্সেই-এর সংগে পিওত্র্ একরকম ভালভাবেই মানিয়ে চলত, যদিও ও জানত যে ওর তুখোড় ভাইটি ব্যবসার সবচেয়ে সোজা কাজটাই বেছে নিয়েছিল : যেমন, নিঝ নি-নোভগোরোদের মেলায় যাওয়া এবং বছরে দু'একবার মস্কোয় যাওয়া। ফিরে এসে আলেক্সেই মস্কোর শিল্পবস্তু-নির্মাতাদের ঐশ্বর্য সম্পর্কে যত সব আকাশ-পাতাল গল্প বলত।

"তারা ডাঁটের ওপর থাকে, বনেদী লোকদের চেয়ে কিছু কম নয়।"

পিওত্র খোঁচা দিয়ে বলত, "বড়লোকামি করা সোজা।" কিন্তু ওর শ্লেষটুকু মাঠেই মারা যেত, কারণ উচ্ছ্বসিতভাবে বলেই চলত আলেক্সেই :

"ওখানকার কোন কারবারী যখন নিজের জন্যে বাড়ি তৈরি করে, সেটাকে দেখতে হয় রীতিমত একটা গির্জের মত। তাদের ছেলেপুলেদের তালিম দেয়...।"

বয়স যথেষ্ট বাড়লেও আলেক্সেই যেন তার প্রথম-যৌবনের স্ফূর্তিটুকু ফিরে পেয়েছিল। বাজপাখির মত তার চোখদুটো সর্বদাই জ্বল্‌জ্বল্ করত। দাদাকে জিজ্ঞাসা করত আলেক্সেই :

"সব সময় অমন মুখ বেজার করে থাক কেন?" তারওপর সে উপদেশও দিত দাদাকে : "ব্যবসা করবে খোসমেজাজে ; ব্যবসায় জড়ভরতের স্থান নেই।"

পিওত্র্ লক্ষ্য করত ওর বাবার সংগে আলেক্সেই-এর যথেষ্ট মিল ছিল। কিন্তু ভাইটিকে বোঝা ওর পক্ষে ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

আলেক্সেই এখনো সবাইকে মনে করিয়ে দিত : "আমি রোগা মানুষ।" তবু নিজের শরীরের কোন যত্নই নিত না সে। মদ খেত প্রচুর, বেশরোজা জুয়া খেলত রাত-দিন, তাছাড়া স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার দুর্বলতা তো ছিলই। তার জীবনের উদ্দেশ্য যে কী ছিল তা বোঝাই যেত না। না দেখত নিজের দিকে, না দেখত সংসারের দিকে। বাইমাকোভার বাড়িখানা অনেক আগেই মেরামত করা উচিত ছিল, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই ছিল না আলেক্সেই-এর। তার ছেলেপুলে হয়েছিল কতকগুলি, কিন্তু পেট থেকে বেরিয়ে অব্দি রোগে ভুগে-ভুগে, পাঁচবছরে পা দিতে না দিতেই মারা গিয়েছিল। একমাত্র মিরণই বেঁচে ছিল। মিরণ তিনবছরের বড় ছিল ইলিয়ার চেয়ে। তার চেহারাটা ছিল কুৎসিত, হাড়গিলে। আলেক্সেই এবং তার স্ত্রী—দুজনেরই বিশ্রী লোভ ছিল বাজে জিনিষের ওপর। বাবুদের কাছ থেকে আসবাবপত্র কিনে কিনে বাড়ির ঘরগুলো ঠেসে ফেলেছিল তারা। তবে জিনিষগুলো বাছাই করার মধ্যে তেমন সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত না। আসবাবপত্র তারা কিনত, আর কিনে সেগুলোর মধ্যে থেকে দুটো-একটা একে-ওকে উপহার দিতেও ভালবাসত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এই এক বাই ছিল। নাতালিয়াকে তারা চীনেমাটির তাক-বসানো অদ্ভুতরকমের একটা জামা-রাখবার আলমারি দিয়েছিল; আর ওর মাকে দিয়েছিল ব্রোঞ্জের কাজ-করা কারেলিয়ান-বার্চের একখানা সুন্দর খাট এবং চামড়া-মোড়া একটা বড় হাতলদার চেয়ার। পুঁতির ছবি বানাতে ওল্‌গা ছিল ওস্তাদ; তবুও তার স্বামী প্রদেশ ঘুরে ঘুরে সেই একই রকমের ছবি কিনে এনে ওল্‌গাকে দিত ঘর সাজাবার জন্যে।

একদিন আলেক্সেই তার দাদাকে একটা প্রকাণ্ড টেবিল উপহার দিল। অসংখ্য দেরাজ ছাড়াও টেবিলটার আর-একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তার জটিল নক্‌শা। উপহারটা দেখে পিওত্র্ ভাইকে বলল :

"তোর মাথা খারাপ!"

আলেক্সেই কিন্তু টেবিলটায় স্রেফ একটা টোকা মেরে চেঁচিয়ে বলল :

"জিনিষটা কেমন তা-ই বল, একেবারে সেরা মাল। আজকাল আর এরকম জিনিষ তৈরী হয় না। তবে মস্কোয় পাওয়া যেতে পারে।"

"এটা না কিনে বরং রূপোর বাসন-কোসন কিনলে পারতিস্। বনেদী লোকদের ঘরে অনেক রূপো আছে।"

"একটু সবুর কর, আমি সবকিছুই কিনব! মস্কোয়......"

আলেক্সেই-এর কথা সত্য বলে ধরে নিলে বলতে হত, মস্কো ঠাসা ছিল যত পাগলে, যারা বাবুগিরি করত পনেরো-আনা, আর এক-আনা নজর দিত তাদের ব্যবসার দিকে। তারা প্রত্যেকেই থাকত বাবুদের ঠাটে এবং সেজন্য তারা বনেদী লোকদের কাছ থেকে যা পেত তাই কিনত—গ্রামের বাড়ি থেকে আরম্ভ করে চায়ের কাপ পর্যন্ত।

আলেক্সেই-এর বাড়ি এলেই পিওত্রের মনে হত, ওর নিজের বাড়ির চেয়ে আলেক্সেই-এর বাড়িখানা যেন বেশি আরামের। সেজন্য হিংসাও হত ওর, কিন্তু তার কারণটা খুঁজে পেত না। তাছাড়া ও ভেবেই ঠিক করতে পারত না, ওল্গার মধ্যে এমন কি ছিল যা ওর ভাল লাগত। নাতালিয়ার তুলনায় ওল্গাকে দেখাত একটা বাড়ির ঝি; তবে ওল্গা নাতালিয়ার মত কেরোসিন বাতিগুলোকে ঝুঠমুঠ ভয়ও করত না, আর এটাও বিশ্বাস করত না যে আত্মঘাতীদের চর্বি থেকে ছাত্ররা কেরোসিন তেল তৈরি করে। ওল্গার মৃদু গলার-আওয়াজটা ছিল প্রীতিকর। তার চোখদুটি ছিল সুন্দর, আর চশমার আড়ালে সে-চোখের কোমল দৃষ্টিটুকু অম্লানই ছিল। কিন্তু ওল্গা যখন নির্লিপ্ত-ভাবে, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত লোকজন কিংবা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, তখন ভেবাচেকা খেয়ে চটে যেত পিওত্র্।

ব্যংগের সুরে পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করত ওল্গাকে:

"তোমার কি মনে হয় না যে সব কিছুর জন্যে মানুষই দায়ী?"

"দায়ী অবশ্য মানুষই, তবে আমি তার বিচার করতে চাই না।" পিওত্র্ বিশ্বাস করত না ওল্গাকে।

তার স্বামীর সংগে ওল্‌গা এমন ব্যবহার করত যেন জ্ঞানে-গুণে, বয়সে সে-ই বড় তার স্বামীর চেয়ে। আলেক্সেই এতে কিছু মনে করত না। স্ত্রীকে সে ডাকত 'বুড়ি' বলে এবং কচিৎ-কদাচিৎ সামান্য বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠত :

"হয়েছে বুড়ি, থাম! আমি ক্লান্ত! আমার মত রোগা-মানুষকে একটু নাই দিলে কিছু যায় আসে না।"

"সে-তো বুঝতেই পারছি। নাই দিতে দিতে মাথায় উঠেছ!"

স্বামীর দিকে চেয়ে ওল্‌গা ফিক্ করে একটু মুচকি হাসত। এমন-হাসি নিজের স্ত্রীর ঠোঁটে দেখতে পেলে পিওত্র্ খুশি হত। নাতালিয়া ছিল আদর্শ স্ত্রী এবং নিপুণা গৃহিণী। শশা এবং বেঙাচির চাটনি কিংবা মোরব্বা বানাতে সে ছিল অদ্বিতীয়া। তার বাড়িতে চাকরবাকর খাটত ঘড়ির কাঁটার মত। নাতালিয়া তার স্বামীকে ভালবাসত অক্লান্তভাবে। সে-ভালবাসা ছিল দুধের মোটা সরের মত অচঞ্চল। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে ছিল হিসেবী।

নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করত তার স্বামীকে :

"হ্যাগা, ব্যাংকে এখন আমাদের কত টাকা আছে?"

তারপরই বলত উৎকণ্ঠিতভাবে :

"ব্যাংক্‌টা ভাল তো? অক্কা পাবে না তো?"

টাকাপয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় তার সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠত। র‍্যাজবেরির মত তার ঠোঁটদুখানা তখন এঁটে বসে যেত, আর, একটা তীব্র তেলা আলো দেখা দিত তার দু'চোখে। নোংরা রঙবেরঙের কাগজের টুকরোগুলো গুণতে গুণতে, সে তার মোটা আঙুলগুলোর মধ্যে সেগুলোকে সাবধানে তুলে ধরত, পাছে নোটগুলো মাছির মত উড়ে পালিয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে পিওত্র্‌কে সোহাগে সোহাগে পরিতৃপ্ত করার পর, জিজ্ঞাসা করত নাতালিয়া :

"আলেক্সেই-এর সংগে লাভের ভাগ-বখ্‌রাটা ঠিকমত হয় তো? ঠিক জান, ও তোমায় ঠকায় না? যা চালাক ও! তাছাড়া স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ওরা

লোভী ; হাতের কাছে যা পাবে তা-ই সাপ্‌টে নেবে—ওদের খাঁই যেন আর ভরে না।”

নাতালিয়ার ধারণা ছিল, ওর চারপাশে যত জুয়াচোরের আড্ডা। তাই বলত সে :

“তিখোন ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।”

ক্লান্তভাবে বিড়বিড় করে বলত পিওত্র্ :

“তাহলে তুমি একটা বেকুবকে বিশ্বাস কর।”

“হক বেকুব, তবু ওর বিবেক আছে।”

পিওত্র্ যখন প্রথমবার নাতালিয়াকে নিঝ্‌নি-নোভগোরোদের মেলায় নিয়ে গিয়েছিল, গোটা রাশিয়ার দোকানপাটের সমারোহ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল পিওত্র্ :

“কেমন লাগছে ?”

নাতালিয়া জবাব দিয়েছিল : “খুব সুন্দর। সব কিছু এত-এত, আর আমাদের ওখানকার চেয়ে সস্তাও।”

তারপরই নাতালিয়া যা যা কেনা দরকার তার ফর্দ করতে বসেছিল :

“পঁচিশ সের সাবান, এক বাক্স মোমবাতি, খানিকটা মিছরি, আর এক বস্তা দানা-দানা……”

সার্কাসে গিয়ে খেলোয়াড়দের ঢুকতে দেখেই নাতালিয়া চোখে রুমাল দিয়েছিল।

“মাগো, এদের কি লজ্জা-শরম নেই ! ওমা, এরা যে আধ-ন্যাংটো ! না, না, পেটে বাচ্চা নিয়ে ওদের দিকে আমার তাকানো উচিত নয়। এরকম খারাপ জায়গায় আমাকে তোমার আনা উচিত হয় নি। কে জানে পেটে হয়তো একটা বেটাছেলেই রয়েছে।”

এইসব মুহূর্তে পিওত্র্ আর্তামোনোভের মনে হত, একটা বিরক্তিকর অবসাদে যেন ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে ;—যে-অবসাদটা ছিল তাতারাকুশার

সব্জে, আঠালো পাঁকের মত—যেখানে টেন্‌শের মত ভোঁদা, ঘোটা মাছ ছাড়া আর কোন মাছই টিকতে পারত না।

নাতালিয়া এখনো সেই আগের মতই প্রার্থনা করত—সেই অনেকক্ষণ ধরে, মতলববাজ মনোবৃত্তি নিয়ে। প্রার্থনা সারা হলে নাতালিয়া বিছানায় শুয়ে পড়ত, আর ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত করত তার স্বামীকে, যাতে পিওত্র্ তার নরম মাংসল দেহটাকে উপভোগ করে। নাতালিয়ার গায়ে ভাঁড়ারের গন্ধ ছাড়ত—যেখানে সে তার চাটনির জালা, সেঁকা মাছ আর শূয়োরের মাংস রাখত। রাতের পর রাত, বারেবার এবং তীব্র থেকে তীব্রতররূপে অনুভব করত পিওত্র্ যে ওর স্ত্রীর কামনার শেষ ছিল না এবং তার সোহাগ শুষে নিচ্ছিল ওর শক্তিকে।

বলে উঠত পিওত্র্ : "ছেড়ে দাও আমাকে, আমি ক্লান্ত "

নিয়মমত জবাব দিত নাতালিয়া : "ঘুমোও তবে, আরাম করে।" বলেই সে নিজেই তাড়াতাড়ি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। আর বিস্ময়ে তার ভ্রূ-জোড়া থাকত উঁচিয়ে, ঠোঁটদু'খানায় লেগে থাকত একফালি মুচ্‌কি হাসি। দেখে মনে হত তার নিমীলিত চক্ষুদুটি এমন কোন আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছে, যা এর আগে কখনো দেখা যায় নি।

এই বিষণ্ণ মুহূর্তগুলিতে, যখন পিওত্র্ বিশেষ স্পষ্টভাবে অনুভব করত নাতালিয়ার প্রতি ওর বিতৃষ্ণাটা, তখন ও না মনে করেই পারত না সেই ভয়াবহ দিনটির কথা, যেদিন ওর প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। যন্ত্রণাদায়ক, একটানা আঠারোটি ঘণ্টা কেটে যাবার পর, ভয় পেয়ে ছলছল চোখে ওর শাশুড়ি ওকে নিয়ে গিয়েছিল এমন একখানা ঘরে যে-ঘরের আবহাওয়াটা অদ্ভুত এক বিষণ্ণতায় ভারী হয়ে ছিল। ধাম্‌সানো বিছানায় শুয়ে ঘামতে ঘামতে ওর স্ত্রী ছটফট করছিল যন্ত্রণায়; যেন ঝল্‌সে যাচ্ছিল বেদনার আগুনে। দিকবিদিকজ্ঞানশূন্যা, ঘূর্ণিতলোচনা, অলংবৃতা নাতালিয়াকে প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না। উন্মত্তার মত চীৎকার করে নাতালিয়া অভ্যর্থনা জানাল স্বামীকে :

"দিলাম পেতিয়া, মরতে বসেছি। এবার দেখো বেটাছেলে হবে। ……
পেতিয়া, মাপ কর……"

কামড়ে কামড়ে ঠোঁটদুখানা সে এত ফুলিয়ে ফেলেছিল যে ঠোঁটগুলো প্রায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তার কথাগুলো যেন গলা থেকে বেরুচ্ছিল না, বেরুচ্ছিল তার লম্বা ফানুসের মত উদরের মধ্যে থেকে। তার পেটটা এত বিকট বড় হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল এখুনি ফেটে যাবে। বেগ্‌নে মুখখানা ফুলে উঠেছিল নাতালিয়ার; হাঁফাচ্ছিল সে ক্লান্ত কুকুরের মত; আর কুকুরের মতই, ক্ষতবিক্ষত ফুলে-ওঠা জিভখানা ঠেলে ঠেলে বার করে দিচ্ছিল। গোছা-গোছা চুল টান মেরে ছিঁড়ছিল নাতালিয়া; আর অবিরাম কাতরাতে কাতরাতে, চীৎকার করতে করতে, সে যেন কাউকে বোঝাচ্ছিল কিংবা পরাস্ত করবার চেষ্টা করছিল, যে তার সাধ পূর্ণ করতে ছিল নারাজ কিংবা অপারগ :

"একটা বে-টাছেলে……"

বায়ুসংকুল ছিল দিনটা। সার্সিতে ছায়া ফেলে, ছায়াগুলো নাচিয়ে, জানলার বাইরে একটা বার্ডচেরিগাছ দুলতে দুলতে মর্মরিত হচ্ছিল। ছায়ার নাচন-কোদন দেখল পিওত্র্‌, শুনল পাতার খস্‌খস্‌ শব্দ। তারপর পাগলের মত চীৎকার করে উঠল সে :

"পর্দাটা টেনে দাও! দেখতে পাচ্ছ না?"

তারপরই ভয়ে পালিয়ে গেল পিওত্র্‌; আর স্ত্রীর আর্তনাদ ছুটল ওর পিছু-পিছু :

"উঃ, মরে গেলাম গো……"

তার ঘণ্টাদেড়েক পরে, খুশিতে আটখানা হয়ে ওর শাশুড়ি ওকে আর-একবার ওর স্ত্রীর বিছানার পাশে নিয়ে গেল। নাতালিয়া মুখ তুলে চাইল স্বামীর দিকে শহীদিয়ানার অপার্থিব মহিমায়, এবং মাতালের মত জড়িয়ে জড়িয়ে ক্ষীণস্বরে বলল :

"বেটাছেলে। পুত্তুর।"

সামনে ঝুঁকে স্ত্রীর কাঁধে ওর গালটা চেপে ধরে, অস্ফুটস্বরে বলল পিওত্র্‌ :

"মাগো, শুনে রাখ, যতদিন বাঁচব এটা কখনো ভুলব না। কি যে বলব! ধন্যবাদ!"

সেই প্রথমবার পিওত্র্‌ নাতালিয়াকে 'মা' ডেকেছিল। ওর যত ভয় যত আনন্দ ভাষা পেয়েছিল ওই একটি শব্দে। চোখ বুঁজে তার দুর্বল, অবশ হাতখানা স্বামীর মাথায় বুলিয়ে দিয়েছিল নাতালিয়া।

শিশুটিকে যেন সে নিজেই পেটে ধরেছিল, এইভাবে সগৌরবে তাকে তুলে ধরে ভীমনাসা দাইটি তার দাগী মুখখানা নেড়ে বলেছিল :

"বেটা যেন অসুর।"

কিন্তু পিওত্র্‌ দেখেওনি ছেলেটাকে। স্ত্রীর মড়ার মত মুখ, আর কালো কালো গর্তের মত তার চোখদুটি ছাড়া ও কিছুই দেখতে পায় নি।

"মরবে না তো?"

চট্‌ করে জবাব দিয়েছিল দাইটি : "ঘোড়ার ডিম! এই টুস্‌কিতে যদি কেউ মরত, তাহলে আর দাই-এর দরকার ছিল না।"

আজ সেই 'অসুর'-এর ন'বছর চলেছে। লম্বা স্বাস্থ্যবান ছেলেটি, প্রশস্ত তার ললাট, নাকের ডগাটি উঁচানো, বিশাল গম্ভীর চোখদুটিতে তার মুখখানি উজ্জ্বল, চোখদুটির রঙ স্বচ্ছ সুনীল। এমন চোখ ছিল আলেক্সেই-এর মায়ের; নিকিতার চোখদুটিও এইরকম। ইলিয়া জন্মাবার একবছর পরে আর একটি পুত্র হয়েছিল—ইয়াকোভ। কিন্তু পাঁচ বছরে পা দিতে না দিতেই ইলিয়া বাড়ির সব-চেয়ে হোমরাচোমরা লোক হয়ে উঠেছিল। সকলের কাছেই প্রশ্রয় পাওয়ার দরুণ সে মানত না কাউকেই, চলত নিজের খেয়াল-খুশিতে এবং আশ্চর্য অধ্যবসায়ের সংগে কেবলই বিদকুটে, বিপজ্জনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে ফ্যাসাদ বাধাত। ওর দুষ্টামির ধরণটা ছিল কিছু অসাধারণ এবং এতে ওর বাবা একরকম গর্বই অনুভব করত।

একদিন পিওত্র্ দেখল চালাঘরটার মধ্যে ওর পুত্র একটা পুরোণো কাঠের খোলে হাতগাড়ির একখানা চাকা লাগাচ্ছে।

"এটা কি হবে?"

"ইষ্টিমার।"

"চলবে না তো।"

ওর ঠাকুরদার মেজাজে জবাব দিল ইলিয়া: "চালিয়ে তবে ছাড়ব!"

পিওত্র্ ওর ছেলেকে অনেক করে বোঝাল যে তার এত পরিশ্রম বৃথাই যাবে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। তখন পিওত্র্ বলল মনে মনে:

"যেমন ছিল ঠাকুরদা, তার তেমনি নাতি, এক গোঁ।"

জিদ চাপলে আর ইলিয়ার রক্ষা ছিল না, করে তবে ছাড়ত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ও কাঠের খোল আর হাতগাড়ির চাকাদুখানা দিয়ে ষ্টীমার বানাতে পারল না। তখন ও করল কি, খোলটির দুধারে কাঠকয়লা দিয়ে দুখানা চাকা আঁকল, সেটাকে টেনে নিয়ে গেল নদীতে, চড়ে বসল তার উপর এবং সংগে সংগে আটকে গেল কাদাতে। কিন্তু এতটুকুও ভয় না পেয়ে, সেখানে যে-কয়েকজন স্ত্রীলোক জামাকাপড় কাচছিল, তাদের হাঁক দিল:

"বলি ও ভালমানুষের মেয়েরা, শুনছ! আমাকে টেনে তোল, নইলে ডুবে যাব।"

নাতালিয়া থাবড়ে দিল ইলিয়াকে। কাঠের খোলটাকে চ্যালা করিয়ে জ্বালানীকাঠ বানাল। সেইদিন থেকে ইলিয়া ওর মায়ের দিকে ফিরেও দেখত না, যেমন দেখত না ওর দু'বছরের বোন তানিয়ার দিকে। খুদে ইলিয়া সর্বদাই ব্যস্ত থাকত—ছুলছে, কাটছে, ভাঙছে, মেরামত করছে—কিছু না কিছু একটা করছেই। ওকে দেখে ওর বাবা ভাবত:

"ছেলেটা কিছু-একটা হবে। কিছু গড়বে।"

মাঝে মাঝে ইলিয়া দিনের পর দিন ধরে ওর বাবার দিকে ফিরেও চাইত না। তারপর হঠাৎ একদিন অফিসঘরে ঢুকে বাবার হাঁটুর ওপর বসে জিদ ধরত:

"একটা গল্প বল।"

"আমার সময় নেই।"

"আমারও নেই।"

তখন ওর বাবা একটু হেসে কাগজপত্র সরিয়ে রাখত।

"তবে শোন্। কোন এক সময়ে……"

"ও-সব 'কোন এক সময়ে' আমি সব জানি। একটা মজার গল্প বল।"

ওর বাবা কোন মজার গল্প জানত না।

"বরং দিদিমার কাছে যা।"

"দিদিমার যে সর্দি হয়েছে।"

"তবে তোর মাকে বলে দেখ্।"

"গেলেই মা মুখ ধুইয়ে দেবে।"

আর্তামোনোভ হেসে উঠল। একমাত্র ওর পুত্রই ওকে এত সহজে ও এমন প্রাণখোলা হাসি হাসাতে পারত।

"তবে আমি তিখোনের কাছে যাই," বলে ইলিয়া বাবার হাঁটু থেকে নামতে যেতেই পিওত্র্ তাকে চেপে ধরে বলল:

"তিখোন তোকে কি বলে?"

"সব কিছু।"

"তাতো বুঝলাম, কিন্তু বলে কি?"

"ও সবকিছু জানে। আগে ও বালাখ্নায় থাকত। ওরা সেখানে নৌকো বানায়, বজ্রা বানায়।"

কোথাও থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে ইলিয়ার মুখখানা ছিঁড়ে-ছড়ে গেলে, ওর মা ওকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে শাসাত:

"বলছি ছাতে উঠিস্ না। পড়লে হাত-পা ভাঙবি আর নয়-তো কুঁজো হয়ে যাবি।"

রাগে লাল হয়ে উঠলেও, ছেলেটা কাঁদত না কিছুতেই; কিন্তু ভয় দেখাত মাকে :

"এবার যদি মার, তাহলে তোমার দিব্যি, মরে যাব!"

নাতালিয়া ইলিয়ার বাবাকে একথাটা বললে সে মুখ টিপে হেসে বলত:
"মারধর কর না। ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

হাতদুটো পিছনে জড় করে ইলিয়া দরজার ধারে এসে দাঁড়াত। আর পিওত্রের সমস্ত অনুভূতি ডুবে যেত কৌতূহলে, প্রবল স্নেহে। জিজ্ঞাসা করত ছেলেকে :

"মায়ের সংগে অসভ্য ব্যাভার করিস কেন?"

ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিত ইলিয়া : "আমি আহাম্মক নই।"

"অসভ্য বলেই তুই আহাম্মক।"

"মা আমায় মারে কেন? তিখোন বলে, খালি আহাম্মকরাই মার খায়।"

"তিখোন? তিখোন নিজেই ..... "

কিন্তু যে-কোন কারণেই হক পিওত্র্ দারোয়ানটাকে আহাম্মক বলতে ইতস্তত করল। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ইলিয়া। তাকে যাচাই করতে করতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল পিওত্র্। ভেবেই পেল না, ছেলেকে কি বলবে।

"তুই তোর ভাই ইয়াকোভকে মারধর করিস।"

"ও একটা আহাম্মক। তাছাড়া ওর লাগে না, ও যে মোটা।"

"বা রে, মোটা বলেই ওকে মারতে হবে?"

"ও লোভী।"

ছেলেটাকে পিওত্র্ কিছুতেই ঢিট্ করতে পারত না। সেটা সেও বুঝত, আর তার ছেলেও জানত। কিছু না বলে ছেলেটার কান মলে দিলেই হয়ত ব্যাপারটা সোজা হয়ে যেত, হয়ত তাই করাই ভাল ছিল; কিন্তু সে কিছুতেই ইলিয়ার কোঁকড়াচুলে-ভর্তি নরম মাথাটায় হাত তুলতে পারত না। ইলিয়ার

আদুরে নীল চোখদুটির স্থির, অভিমানী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে, শাস্তি দেবার কথাটাও চিন্তা করতে পিওত্র্ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করত। তাছাড়া রোদ্দুরও ছিল দায়ী। কে জানে কেন, রৌদ্রময় দিনগুলোতেই ইলিয়ার দুষ্টামি সাংঘাতিক রকমের বেপরোয়া হয়ে উঠত। ছেলেকে নিয়মিত তিরস্কার করতে করতে তার মনে পড়ে যেত,.একদিন ছিল, যখন তাকেও এমন তিরস্কার শুনতে হত, আর সে তিরস্কারের কোন কথাই তার অন্তরে পৌঁছত না, তার মনে কোন দাগও কাটত না, কেবল বিরক্তি এবং মোটামুটি বলতে গেলে, ভয়েরই সঞ্চার করত। কিন্তু মার খেয়ে মার সহজে ভোলা যায় না, এমন-কি দোষ করে মার খেলেও না। একথাটাও পিওত্র্ আর্তামোনোভ ভাল করে জানত।

দ্বিতীয় পুত্র ইয়াকোভের সংগে তার মায়ের চেহারার মিল ছিল। ইয়াকোভ ছিল গোলগাল, তার গালদুটি ছিল গোলাপি। ইয়াকোভ প্রায়ই কাঁদত; আসলে বলা ভাল কাঁদার ধারাবাহিক প্রণালীটাকেই সে ভালবাসত। চোখের জলে নদী ভাসাবার গৌরচন্দ্রিকা-হিসাবে সে প্রথমত নাক ফুলিয়ে ছিঁ-ছিঁ করত, তারপর গালদুটো ফোলাত এবং তারপর মুঠোদু'টো ঘষত তার দু'চোখে। ভীতু ছিল ইয়াকোভ। খেত খুব এবং পেটুকের মত। তারপর গিলেকুটে ভারী পেটটা নিয়ে, হয় ঘুমিয়ে পড়ত আর নয়-তো ঘ্যানঘ্যান করত:

"মা, বসতে পারছি না।"

বড়মেয়ে এলেনা কেবল গ্রীষ্মে বাড়ী আসত। রীতিমত একটি ডাগর ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছিল সে; হয়ে গিয়েছিল দূরের মানুষ, ভিন্নপ্রকৃতির।

সাতবছর বয়সে ইলিয়া পাদ্রি গ্লেব-এর কাছে লেখাপড়া সুরু করেছিল। কিন্তু যখন সে দেখল যে কারখানার কেরাণীর ছেলে নিকোনোভ, স্তোত্র-পুস্তকের বদলে 'আমাদের মাতৃভাষা' নামক একখানি সচিত্র প্রথমভাগ থেকে পড়তে শিখছে, তখন সে বলল বাবাকে:

"আমি আর পড়ব না। জিভে লাগে।"

বহু সাধ্যসাধনার পর ইলিয়া পড়তে না চাওয়ার আসল কারণটা বলেছিল:

"পাশা নিকোনোভ আমাদের নিজের ভাষা শিখছে, আর আমি শিখছি অপরের ভাষা।"

কিন্তু মাঝে মাঝে এই দুরন্ত ছেলেটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে থাকত—একলা, পাহাড়ের ওপর একটা পাইন গাছের নিচে; বসে বসে ভাতারাকৃশার পংকিল সবুজ জলে শুকনো ডাল ছুঁড়ত। ওকে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে মনে হত, ভিতরে ভিতরে কোন শক্তি যেন ওর দুরন্তপনায় বাধা দিত।

পিওত্র্ ভাবত: "ছেলেটার মন বিগড়ে গেছে।" সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে কর্মব্যস্ততার প্রচণ্ড গুঞ্জনে হিমসিম খেয়ে সেও হঠাৎ অবসাদের অন্ধব্যূহের মধ্যে তলিয়ে যেত, ডুবে যেত অস্পষ্ট চিন্তার ঘন কুয়াশার মধ্যে। তাছাড়া পিওত্রের পক্ষে বলা শক্ত ছিল কোন্ ব্যাপারে ও বেশি কাবু হত: ওর ব্যবসার ভাবনাচিন্তায়, না এই অনিবার্য ভাবনাচিন্তার একঘেয়ে অবসাদে? এমন দিনে ওর সংগে প্রায় যারই দেখা হত তাকেই ও ঘৃণা করতে সুরু করত—সে কেউ ওর দিকে আড়চোখেই তাকাক বা একটা বেখাপ্পা কথাই বলে ফেলুক। সেই মেঘলা দিনটিতেও তাই ঘটল। তিখোন ভিয়ালোভকে ও প্রায় ঘৃণাই করে বসল।

দেখা গেল পিওত্রের শাশুড়ি ভিয়ালোভের বাহুতে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে। তিখোনের কথাগুলো শুনতে পেল পিওত্র্:

"আমাদের—ভিয়ালোভদের এক মস্ত পরিবার।"

দাঁড়িয়ে উঠে বাইমাকোভার মুক্ত বাহুখানি হাতে নিয়ে, শাসাল পিওত্র্:

"তাহলে তুই তোর আত্মীয়স্বজনদের সংগে থাকিস না কেন?"

তিখোন চুপ করে গিয়ে সরে দাঁড়াল। বিপক্ষের কৌঁসুলীর মত আবার সেই প্রশ্নটা করল আর্তামোনোভ। তখন বিবর্ণ চোখদুটো কুঁচকে, নির্বিকারভাবে জবাব দিল দারোয়ান তিখোন:

"কেন? তাদের আর কেউ বেঁচে নেই। তাদের সবাইকেই সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে।"

"দেওয়া হয়েছে মানে ? কে দিল ?"

"আমার দু'ভাইকে পাঠানো হয় সেভাস্তোপোলে ; তারা সেখানেই নিহত হয়। বড়ভাই বিদ্রোহের সংগে জড়িয়ে পড়ে—সেই যখন চাষারা ক্ষেতগোলামি খতম করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। তাদের বাবাও এক বিদ্রোহে ছিলেন ;— যখন জোর করে লোকজনকে আলু খাওয়ানো হচ্ছিল, তিনি কিছুতেই খেতে রাজি হন নি। ঠিক হয়েছিল তাঁকে চাব্‌কানো হবে ; তাই তিনি পালিয়ে যান ; কিন্তু পায়ের তলায় বরফ ফাটতে, ডুবে যান বরফের মধ্যে। তারপর আমার মা আবার বিয়ে করেন—ভিয়ালোভ নামে একজন জেলেকে। দুটি ছেলে হয়। তার একজন আমি, আর অপরজন, আমার ভাই সেরগেই।"

চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল উলিয়ানা : "এখন তোমার ভাই কোথায় ?" কান্নায় তার চোখদুটো এখনো ভারি হয়ে ছিল।

"সেও নিহত হয়।"

বিরক্তভাবে বলল আর্তামোনোভ : "তুই যেন ছেরাদ্দর মন্তর আওড়াচ্ছিস্।"

"উলিয়ানা ইভানোভ্‌না আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি একটু অস্থির হয়ে ছিলেন, তাই আমি......"

কথাটা শেষ না করে তিখোন ঘাড় ঝুঁকিয়ে রাস্তা থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে দু'এক মিনিট ওরা কোন কথা বলল না।

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল আর্তামোনোভ : "কে তোর ভাইকে মেরে ফেলে ?"

শান্তভাবে জবাব দিল ভিয়ালোভ : "কে আবার ? মানুষই মানুষকে মারে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উলিয়ানা বলল : "বাজ পড়েও মরে।"

…গ্রীষ্মের মাঝামাঝি দুঃসময় পড়ল। হলদে ধোঁয়াটে আকাশের নিচে অসহ্য থমথমে গুমোটে এবং একটানা ঝলসানো গরমে প্রাণ যেন আইঢাই করে উঠল। আগুন ছুটে গেল পচা বোদ-ভর্তি জলাগুলোয়, দাবানল সুরু হল অরণ্যে। একটা শুক্‌নো, গরম বাতাস হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ে, শিস্‌ দিতে দিতে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে বেড়াতে লাগল। তার ঝাপটায় গাছের জীর্ণ পাতাগুলো গেল ছিঁড়ে, গতবছরের খয়েরী রঙের ছুঁচলো পাইন-পত্রগুলো ছড়িয়ে পড়ল এদিকে ওদিকে; পাক খেয়ে বালির ঝড় উঠল মেঘাকারে; আর বাতাসের আগে-আগে সেই বালি-মেঘ ছুটে চলল কাঠের কুচো, জঞ্জাল আর মুরগীর পালকের সংগে মিলে মিশে; উদ্দাম বাতাসের গুঁতোয় বিপর্যস্ত হল লোকজন; মনে হল তাদের পোষাকপরিচ্ছদ বুঝি ছিঁড়ে-খুঁড়ে একশা হয়ে যাবে; তারপর শেষে অট্টহাসি হাসতে হাসতে বাতাসটা বনের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করল এবং সেখানে জ্বলে উঠল দাবানল আরও বিকট উল্লাসে।

কারখানাটায় অসুখবিসুখের হিড়িক লেগে গেল। কাঠিমের* গুঞ্জন এবং মাকুর ঘর্ঘরের মধ্যে দিয়া আর্তামোনোভ শুনতে পেত শুক্‌নো, দম্‌কা কাশি। তাঁতগুলোর পাশে তাঁতীদের মুখগুলো অবসন্ন, বেজার দেখাত এবং তাদের কাজকর্ম, চলাফেরায় কেমন একটা নিস্তেজ ভাব এসে গিয়েছিল। উৎপাদন তো কমে গেলই, তাছাড়া কাপড়েরও সে-উৎকর্ষ আর ছিল না। অনুপস্থিতির মাত্রাও বাড়তে লাগল, কারণ, তাঁতীরা আরও বেশি করে মদ খেতে সুরু করল এবং তাদের বউঝিরা বাড়ীতেই থাকত অসুস্থ ছেলেপুলেদের দেখাশুনো করবার জন্যে। দিনের পর দিন ধরে বৃদ্ধ, আমুদে ছুতোর সেরাফিম খুদে খুদে শবাধার বানিয়ে চলল। সেরাফিম মানুষটি ছিল ছোটখাট, তার মুখখানি ছিল শিশুর মত গোলাপি। ছোট ছোট শবাধার ছাড়াও, ফ্যাকাসে দেবদারু-তক্তাগুলো জুড়েতাড়ে সে সেইসব বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষদের জন্যও শবাধার তৈরি করতে লাগল যাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছিল।

আলেক্সেই জোর দিয়ে বলল: "ওদের মাতিয়ে দেবার জন্যে, জাগিয়ে দেবার জন্যে আমাদের যা দরকার, তা হল—একটা দিনের ছুটি।"

স্ত্রীকে নিয়ে মেলায় যাবার আগে আবার বলে গেল সে:

"একটা দিন ওদের ছুটি দাও, তাহলেই ওরা তাজা হয়ে উঠবে। বিশ্বাস কর, দু'দণ্ড ফ‍ুর্তি করতে পেলে যত ব্যারামই থাক সব ছুটে যাবে!"

পিওত্র্ ওর স্ত্রীকে বলল: "তাহলে তা-ই কর। দেখো জোগাড়যন্তরটা যেন ভাল হয়, কেপ্‌টামো কর না।"

নাতালিয়াকে খুঁৎখুঁৎ করতে দেখে পিওত্র্ রাগতভাবে বলল:

"আবার কি?"

সজোরে এবং প্রতিবাদের ভংগিতে নাতালিয়া নাক ঝাড়ল তোয়ালেতে। কিন্তু জবাবে বলল: "তাই হবে।"

সুরু হল বিশেষ প্রার্থনা দিয়ে। পুরোহিত ছিল গ্লেব। ভক্তিতে গদগদ হয়ে মহাসমারোহে সে মন্ত্র আওড়াল। গ্লেব আরও রোগা হয়ে গিয়েছিল। অনভ্যস্ত শব্দগুলোকে উচ্চারণ করবার সময় তার ভাঙা-গলাটা করুণ হয়ে উঠল! মনে হল তার বিলীয়মান শেষ শক্তিটুকু যেন মিশে গেল ওই প্রার্থনার সংগে। ক্ষয়রোগগ্রস্ত তাঁতিদের ফ্যাকাসে, স্থিরভক্তি মুখগুলো ভ্রুকুটিতে কঠিন হয়ে উঠল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই ফোঁপাচ্ছিল সশব্দে। তারপর যখন পুরোহিতটি তার বিষণ্ন চোখদুটি ধোঁয়াটে আকাশের দিকে তুলে ধরল, তার দেখাদেখি সেখানকার নরনারীরাও এই ভেবে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ঢাকপড়া মলিন সূর্যের দিকে সানুনয়ে তাকাল, যে হয়ত ওই নিরীহ পুরোহিতটি স্বর্গে এমন কাউকে দেখছিল, যিনি তাকে চিনতেন এবং তার প্রার্থনায় কানও দিতেন।

প্রার্থনার পর বস্তির রাস্তাটায় মেয়েরা টেবিলগুলো এনে ফেলল এবং কারখানার সমস্ত লোক খাসী ভেড়ার মাংস এবং সেঁকা রুটিতে কানায়-কানায় ভর্তি কাঠের বাটিগুলোর সামনে বসে পড়ল। এক একটি বাটিকে ঘিরে

বসেছিল দশজন করে লোক এবং প্রত্যেক টেবিলে রাখা ছিল একটি করে ঘরে-তৈরি কড়া বীয়ারের কেঁড়ে এবং একটি করে ভোদ্‌কার কঞ্চিজড়ানো বড় বোতল। দেখতে দেখতে ক্লান্ত বিষণ্ন লোকগুলো মেতে উঠল এবং যে গুমোট, থমথমে ভাবটা মাটির বুকে চেপে বসেছিল সেটা নড়েচড়ে জলা এবং জলন্ত বনবাদাড়ে পালিয়ে গেল। খুশির চীৎকারে, কাঠের চামচগুলোর খটখট শব্দে, ছেলেপুলেদের হাসিতে, মায়েদের হাঁকডাকে এবং যুবকযুবতীদের ঠাট্টাতামাসায় মুখর হয়ে উঠল বস্তিটা।

তিনঘণ্টা কি তারও বেশি চলল সেই বিরাট ভোজ। মাতালগুলোকে বাড়ী রেখে আসা হল। তারপর তরুণতরুণীরা ঘিরে দাঁড়াল ফিট্‌ফাট ছুতোর খুদে সেরাফিমকে। সেরাফিমের পরণে ছিল নীল সুতির শার্ট-পাজামা, যেগুলোর রঙ ধোপে ধোপে ফিকে হয়ে গিয়েছিল। তীক্ষ্ণনাসা ছুতোরটির স্বরামত্ত ছোট্ট গোলাপি মুখখানা ঝল্‌মল্‌ করছিল আনন্দে, চোখ-টেপার ফাঁকে ফাঁকে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল তার চঞ্চল চোখদুটো। তার খুশির বহর দেখে মনেও হচ্ছিল না যে তার অত বয়েস। এই আমুদে শবাধার-নির্মাতাটির চারিধারে স্পন্দিত হত একটা প্রাণখোলা হাল্‌কাভাব, তাকে ঘিরে থাকত একটা স্বর্গীয় আনন্দ। নামে ও স্বভাবে সে ছিল সার্থকনামা। বেঞ্চিতে বসে চোখা-চোখা হাঁটুদুটোর ওপর তার বীণাটা রেখে, কালো কালো গাঁঠ-গাঁঠ আঙুলগুলো দিয়ে তারে টংকার দিতে দিতে, সেরাফিম অন্ধ ভিখারীদের মত ইনিয়েবিনিয়ে ইচ্ছাকৃত নাকিস্বরে গাইছিল :

সজ্জন গো, শোন শোন নতুন কাহিনী :
এ-কাহিনী মনোহরা জ্ঞানদায়িনী।
শোন যদি তনু হবে জ্ঞানে জরজর :
সর্বশেষে কাহিনীর তত্ত্ব ভেদ কর।

সেরাফিম মেয়েদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। ওদেরই মধ্যে রাণীর মত দাঁড়িয়ে ছিল তার মেয়ে জিনাইদা। মেয়েটি কাঠিমে সুতো জড়াত। জিনাইদা

ছিল সুশ্রী, তুঙ্গস্তনী। ওর চোখের দৃষ্টিটা ছিল গর্বিত এবং উদ্ধত। সেরাফিম আরও গলা চড়িয়ে এবং আরও করুণভাবে গাইতে লাগল :

দিব্যধামে সমাসীন খ্রীষ্ট প্রেমময়,
সুগন্ধ শীতল ধাম করি' আলোময়।
সমাসীন প্রভুবর নিম্বু তরুতলে
সুঠাম সুরূপ তরু অঙ্গে সোনা জ্বলে।
রাজবেশে বসি' সেথা প্রভু নিজ মনে
শ্বেত নিম্বু-অংশুর রাজ-সিংহাসনে
বিতরেণ স্বর্ণরূপা মণিমুক্তা যত—
কান্তিতে যা' জ্যোতির্ময় মহামূল্য তত।
গুণধর ধনীজনে প্রসাদ দেন তাঁর
গুণে যে গো ধনীজন দয়া-অবতার।
তুষ্ট প্রভু নিরন্তর ধনীজন পরে
কেন না সতত ধনী দীনে স্নেহ করে,
দুর্ভাগা দুঃস্থজনে কৃপা বরষায়,
ভুখলি কাঙালজনের অন্ন জোগায়,
দীনজনে ভালবাসে, ডাকে ভাই ভাই—
ধনীকুলে প্রভুবর প্রসাদেন তাই।

সেরাফিম আবার মেয়েদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল; তারপর হঠাৎ বাজ্‌নাটা বাজাতে সুরু করল নাচের তালে। চিলের মত চীৎকার করে ওর মেয়ে সামনে লাফিয়ে পড়ল জিপ্‌সিদের মত হাতদুখানি মাথার পিছনে দিয়ে। জিনাইদার পীবর বক্ষখানি দুলে দুলে উঠল, আর তারপরই সে নাচতে সুরু করল বাজনার তালে তালে, তার বাবার খন্‌খনে গানের সংগে :

রূপা যারা পেল,—শোন তাহাদের কথা,
রূপার তাড়সে লাগে হাতে পাঁয়ে ব্যথা!

বাসনার কাঞ্চন অগ্নিসম জলে,
তাহে অঙ্গ তাহাদের পুড়ে পলে পলে !
নীলকান্ত, মুক্তা যত—প্রিয় তাহাদের,
তাহাদের চোখে বাঁধে ঠুলি অন্ধের !

ছোকরারা কষে শিস্ দিয়ে উঠল এবং সেই শিসের কর্কশ শব্দে যখন তারযন্ত্রের টংকার ও সেরাফিমের উল্লসিত গীত ডুবে গেল, তখন কিশোরী আর যুবতীরা মিলে দ্রুত-নাচের তালে তালে গেয়ে উঠল :

জাহাজ আসে জাহাজ আসে সাগর পাড়ি দিয়ে,
ঢেউ-খল্খল্ আসে জাহাজ তর্তরিয়ে জোরে,
ঘরভর্তি কত ঢঙের উপঢৌকন নিয়ে,
চাঁদবদনী গোলাপ-পারা সুন্দরীদের তরে !

আর জিনাইদা নাচতে নাচতে কর্কশকণ্ঠে জোগান দিল :

পাশ্কা ছোঁড়া পালাশ্কাকে দিয়েছে চটের কাঁড়ি
জামা বানাবার তরে, ওগো, জামা বানাবার তরে।
(বলিহারি যাই পাশ্কা !)
আর, তেরিওশ্কা যে দিয়েছে মাত্রিওশ্কাকে
মিষ্টি কানের দুল—যেন বার্চবৃক্ষের ফুল !
(বলিহারি তেরিওশ্কা !)

ইলিয়া আর্তামোনোভ পাভেল নিকোনোভের সংগে একগাদা চেলাকাঠের উপর বসে ছিল। নিকোনোভ ছেলেটা অস্থিচর্মসার বুড়োটে ; মাথায় তার চুল কম এবং তার লম্বা ঘাড়ের উপর সেই মাথাটা সর্বদা বেখাপ্পাভাবে প্যাঁচ খেত। নিকোনোভের মুখাবয়ব ছিল চট্চটে, রুগ্ন ; এবং তার ধূসর তীক্ষ্ণ চোখদুটো ঘুরঘুর করত লোভে, কৌতূহলে। নীল শার্ট-পাজামা-পরিহিত খুদে বৃদ্ধ সেরাফিমকে খুব ভাল লাগছিল ইলিয়ার ; ভাল লাগছিল বীণার সঙ্গীত আর সেরাফিমের আমুদে, মজার গান। তারপর কোথা থেকে হঠাৎ ওই

টকটকে লাল ব্লাউজ-পরা স্ত্রীলোকটি উড়ে এসে জুড়ে বসল, চড়কিপাক খেতে লাগল বোঁ বোঁ করে এবং চিলের মত শিস্ দিয়ে, বাজখাঁই বেসুরো গান গেয়ে, সবকিছু দিল মাটি করে। এই স্ত্রীলোকটির প্রতি ইলিয়ার মনটা যখন বিলকুল বিষিয়ে উঠেছিল, তখন নিকোনোভ খুব আস্তে আস্তে বলল:

"ডাকাবুকো মেয়ে ওই জিনাইদা। ও সকলের সংগে থাকে, তোমার বাবার সংগেও। তোমার বাবাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে নিয়ে জাপ্টাজাপ্টি করতে।"

বোকার মত জিজ্ঞাসা করে বসে ইলিয়া: "কি জন্যে?"

"সে তুমি ভাল করেই জান।"

ইলিয়া চোখদুটো নামিয়ে নিল। সে জানত মেয়েদের নিয়ে কেন জাপটাজাপ্টি করা হয়। তাই বন্ধুকে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে ফেলার জন্যে নিজের ওপরই নিজে বিরক্ত হয়ে উঠল ইলিয়া। বলল বিরক্তভাবে: "তুমি মিছেকথা বলছ।" সেই সংগে সে নিকোনোভের ফিস্‌ফিসে মন্তব্যগুলো থেকেও কান ফিরিয়ে নিল। নীচস্তরের খোসামুদে এবং কাপুরুষ এই ছেলেটাকে ভাল লাগত না ইলিয়ার, ভাল লাগত না তার কারণ, নিকোনোভের হালচাল ছিল কুঁড়ের মত, এবং কারখানার মেয়েদের সম্বন্ধে সে একঘেয়ে অপ্রীতিকর গল্প বলত। কিন্তু নিকোনোভ ছিল পায়রার জহুরী, আর ইলিয়া ভালবাসত পায়রা। তাছাড়া বস্তির ছেলেদের হাত থেকে রোগাপট্কা সঙ্গীটিকে রক্ষা করার যে আত্মপ্রসাদ তারও দাম ছিল ইলিয়ার কাছে। উপরন্তু নিকোনোভের একটা ক্ষমতা ছিল—সে যা দেখত বর্ণনা করতে পারত, যদিও তার দৃষ্টিটা ছিল কেবল অপ্রীতিকর বিষয়-বস্তুর দিকে এবং সে-সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় তার মেজাজটা শোনাত ইলিয়ার ছোটভাই ইয়াকোভের মত—যেন পৃথিবীর প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই তার কোন-না-কোন নালিশ আছে।

কোন কথা না বলে ইলিয়া কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর উঠে বাড়ী চলে এল। ফলবাগানে, ধূলিধূসরিত গাছগুলির গরম ছায়ায়, চা-পর্ব চলেছিল তখন।

বড় টেবিলটার ধারে ধারে লোকজন বসে ছিল। সেখানে ছিল নিরীহ পাত্রী গ্রেব, যন্ত্রের কারিগর কোপ্‌তেভ্‌ এবং কেরাণী নিকোনোভ। কোপ্‌তেভের রঙ ময়লা, মাথায় জিপ্‌সিদের মত কোঁকড়ানো চুল। নিকোনোভের মুখখানা ধুয়ে মুছে এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছিল যে মুখ দেখে কিছু বোঝবারই যো ছিল না। তার নাকটি ছিল দুর্বা-দেওয়া বড়ির মত, কপালে ছিল একটি আব। মুচকি হাসবার সময় তার সরু-সরু ফালি-ফালি চোখদুটির আশপাশের চামড়ায় ভাঁজ পড়ত, ভাঁজগুলো উর্ধ্বমুখী হয়ে কাঁপত এবং মুচকি হাসিটি নাক আর আবের মাঝামাঝি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ত।

ইলিয়া ওর বাবার পাশে বসল। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে এই স্ফূর্তিহীন মানুষটির সংগে ওই বেহায়া জিনাইদার কোন কারবার থাকতে পারে। পিওত্র্‌ তার ভারি হাতখানা ছেলের কাঁধে বুলিয়ে দিল কিন্তু কথা বলল না একটিও। ঘামে নাইতে নাইতে তারা সকলেই গরমে ঝিমচ্ছিল। কথা বলবার মত মেজাজ ছিল না কারোরই, এক জোর করে বলা ছাড়া। একমাত্র কোপ্‌তেভের গলাটা জোরালো শোনাচ্ছিল; হিমেল, স্ফটিকস্বচ্ছ শীতের রাত্রে যেমনটা শোনায়।

ইলিয়ার মা জিজ্ঞাসা করল: "আমরা বস্তিতে যাচ্ছি না কি?"

"হ্যাঁ। দাঁড়াও, আমার টুপিটা নিয়ে আসি," বলে ইলিয়ার বাবা আসন ছেড়ে উঠে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। প্রায় সংগে সংগেই ইলিয়া ওর বাবার পিছু নিল এবং তাকে ধরে ফেলল দেউড়িতে।

আদরের সুরে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্‌: "কি রে?" আর তখন ইলিয়া বাবার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করল:

"জিনাইদাকে নিয়ে তুমি জাপ্‌টাজাপ্‌টি করেছিলে, না, কর নি?"

ইলিয়ার মনে হল ওর বাবা যেন ঘাবড়ে গেল। এতে অবাক হল না ইলিয়া কারণ ও ওর বাবাকে ভীতু লোক বলেই জানত। ওর বাবা ভয় করত সকলকেই, তাই কথাও বলত অত কম। ইলিয়া প্রায়ই অনুভব করত ওর

বাবা ওকে পর্যন্ত ডরাত। যাই হক, পিওত্র্ তখন যে ঘাবড়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই ছিল না। তাই সন্ত্রস্ত মানুষটিকে উৎসাহিত করবার জন্যে বলল ইলিয়া:

"আমি ওসব বিশ্বাস করি না। এমনি জিজ্ঞাসা করছি।"

ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে পিওত্র্ সদর দরজা, হলঘরের মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরে এনে ফেলল। এইবার নিজের ঘরে এসে দরজাটা দিল এঁটে বন্ধ করে। তারপর, সাধারণত রেগে গেলে যা করত, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ঘরের এেকাণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত দাপাদাপি সুরু করল। একসময় ডেস্কের ধারে থেমে বলল পিওত্র্:

"ইদিকে আয়।"

খুদে আর্তামোনোভ এগিয়ে গেল।

"কি বল্‌ছিলি তখন?"

"পাভ্‌লুশ্‌কা বলেছে ওকথা। আমি ওকে বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করিস্ না ওকে, না?"

ছেলের প্রশস্ত ললাট আর থমথমে, হাস্যলেশহীন মুখের পানে চাইতেই পিওত্রের রাগ উবে গেল। নিজের কান টেনে পিওত্র্ ভেবে ঠিক করতে চেষ্টা করল: এই যে তার ছেলেটা ওরই মত একটা বাচ্চার বাজে কথায় বিশ্বাস না করে অবিশ্বাসটাকে স্পষ্টত সান্ত্বনা হিসাবে সইয়ে নিচ্ছে এটা কি ভাল, না মন্দ? ছেলেকে কিই বা বলবে আর বললেও যে কিভাবে বলবে তা ভেবে পেল না পিওত্র্। তাছাড়া ছেলেটার গায়ে হাত তুলতেও তার ভীষণ বাধোবাধো ঠেকছিল। তবু কিছু-একটা তো করা দরকার। ভেবে দেখল প্রহারই সর্বোত্তম পন্থা। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিওত্র্ ভারি হাতখানা তুলল। তুলে, তার ছেলের রুক্ষ ঢেউখেলানো চুলে গুঁজে দিল আঙুলগুলো। তারপর চুলগুলোয় হেঁচকা টান মারতে মারতে বিড়বিড় করে বলল:

"আহাম্মকদের কথায় কান দিবি না। মনে থাকবে কথাটা?"

তারপর ছেলেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আদেশ করল পিওত্র্ :

"যা, নিজের ঘরে গিয়ে বস্‌গে যা। এক পা-ও নড়বি না।"

মাথাটা একদিকে কাৎ করে দরজার দিকে এগুল ইলিয়া। কাৎ করলেও এত শক্ত করে রেখেছিল মাথাটা যেন ওটা ওর নিজের মাথা নয়। ছেলের দিকে চেয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে দিতে ভাবল পিওত্র্ :

"কাঁদেনি যখন, তখন মনে হচ্ছে কোথাও লাগিয়ে দিই নি ওরঁ।"

নিজে নিজে রেগে উঠবার চেষ্টা করল পিওত্র্।

"আস্পর্দা দেখো! বলে কি না বিশ্বাস করিনি! এবার…এবার হয়েছে তো!"

কিন্তু এত করেও নিজেকে প্রবোধ দিতে পারল না পিওত্র্। কেবলই মায়া হতে লাগল ইলিয়ার জন্যে; ভাবল ছেলেটাকে সে আঘাত দিয়ে ফেলেছে; তাছাড়া নিজের মধ্যে যে-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তাকেও শান্ত করতে পারল না পিওত্র্। নিজের লোমশ, লাল হাতখানার দিকে বিরক্তভাবে চেয়ে ভাবল সে :

"এই প্রথম ওর গায়ে হাত তুললাম। কিন্তু যদি আমার কথা ধরি? দশ বছরে পা দেবার আগেই খুব কম করেও একশ'বার পিটুনি খেয়েছিলাম।"

কিন্তু এতেও পিওত্র্ সান্ত্বনা পেল না। জানলা দিয়ে তাকাল সূর্যের দিকে। সূর্যটাকে দেখে মনে হল ঘোলা জলের ওপর যেন খানিকটা নরম চর্বি ভাসছে। বস্তি থেকে ভেসে এল টানা টানা হট্টগোল। কিছুক্ষণের জন্য সে-কোলাহল শুনল পিওত্র্; তারপর ইতস্তত করতে করতে রওয়ানা হল বস্তির দিকে—উৎসব দেখতে। পথে যেতে যেতে পিওত্র্ শান্তভাবে নিকোনোভকে বলল :

"তোমার ছেলেটা আমার ইলিয়াকে কি-সব যা-তা শেখায়!"

নিকোনোভ পাভলুশ্‌কার বিপিতা।

সংগে সংগে নিকোনোভ রীতিমত খুশি হয়ে জবাব দিল :

"মেরে বেটার পিঠের ছাল তুলে দব।"

পিওত্র্ আরও বলল: "ওকে ওর জিভ সামলে রাখতে বল।" তারপর নিকোনোভের শূন্যগর্ভ মুখের দিকে আড়াআড়িভাবে চেয়ে আশ্বস্ত হয়ে ভাবল সে:

"এত সোজা, যাক বাঁচা গেল।"

গোটা বস্তিটা মনিবকে উচ্চৈঃস্বরে সাদর-সম্ভাষণ জানাল। লোকজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুরামত্ত হাসিতে। চাটুবাদের ফোয়ারা ছুটল। ছোকড়ার নতুন জুতো-পরা, পায়ের সাদা পট্টিতে নীল ফিতে-বাঁধা সেরাফিম, আর্তামোনোভের সামনে মোর্দোভিয়ান কায়দায় পা ঠুকে ঠুকে, বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে, প্রশস্তি গাইল:

বলি, কে এল গো, কে এল?
আমাদের মনিবঠাকুর এল, আমাদের গর্বের ধন এল!
বলি, তার পাশে পাশে কে গো?
আমাদের মনিবানী যে গো, লক্ষ্মী মনিবানী যে গো!

ইভান মোরোজোভ মোটা গলায় গর্জন করে উঠল:

"আপনার ওপর আমরা খুশি, আমরা খুশি।"

পাকা দাড়ি আর লম্বা চুলে মোরোজোভকে পাদ্রির মত দেখাল।

মামাইএভ্ নামে আর-একজন বৃদ্ধ লোক চীৎকার করে উঠল উচ্ছ্বসিতভাবে:

"আর্তামোনোভরা তেনাদের নোকজনের সুখসুবিধে দেখেন নবাবের চোখে!"

আর, সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে নিকোনোভ বলল কোপ্তেভ্কে:

"এরা নুন খেয়ে মনে রাখে; যাদের নুন খায় তাদের দাম দিতে জানে!"

গোলাপি রেশমী-জামা-পরা ফুটবলের মত গোল ইয়াকোভ খুঁৎখুঁৎ করে বলল: "মা, ওরা আমায় ঠেল্ছে।" মা ওর হাত ধরল। স্ত্রীলোকদের দিকে চেয়ে মোলায়েম মুচকি হেসে নাতালিয়া বলল ছেলেকে:

"ঐদিকে দেখ্ বুড় কেমন নাচছে।"

নীল শার্ট-পাজামা-পরা ছুতোরটি বাঁই বাঁই করে অক্লান্তভাবে ঘুরছিল আর লাফাচ্ছিল। সংগে সংগে গাইছিল একটির'পর একটি মজার গান :

নেচে চল্ নেচে চল্ হরদম তালে তাল
জোরে জোরে আরো জোরে তাল ঠুকে উত্তাল!
ছোবড়ার চেঁয়ে ভারি চামড়ার জুতোটি—
বালিকার চেয়ে মিঠে, আরো মিঠে যুবতী!

এমন প্রশংসা আর্তামোনোভের জীবনে কিছু নূতন নয়। এ-প্রশংসাকে সে অনায়াসেই সন্দেহ করতে পারত। তা-সত্ত্বেও এতে খানিকটা গলে গেল পিওত্র্। দিলখুশ্ মুচকি হেসে বলল সে :

"হয়েছে, হয়েছে, ধন্যবাদ! পরস্পর মিলেমিশে দিন কেটে যাচ্ছে একরকম, কি বল?"

মনে মনে বলল পিওত্র্ :

"কি লজ্জার কথা, ইলিয়া নেই এখানে; নইলে দেখত তার বাবার কত খাতির।"

পিওত্র্ ভেবে দেখল এমন একটা কিছু করা দরকার যাতে এই লোকগুলো খানিকটা উপকৃত হয়। একটু ভেবে কান খুঁটতে খুঁটতে ঘোষণা করল সে :

"বাচ্চাদের হাসপাতালটাকে বাড়িয়ে আমাদের ডবল করতে হবে।"

হাতদুটো ছুঁড়ে সেরাফিম লাফিয়ে উঠল।

"বলি, শুনলে কথাটা? বাহবা, মনিব, বাহবা!"

বেখাপ্পাভাবে হলেও, লোকজন চেঁচিয়ে বাহবা দিয়ে উঠল। স্ত্রীলোক-পরিবেষ্টিত নাতালিয়া গভীরভাবে অভিভূত হয়ে, নাকিস্বরে অনুচ্চকণ্ঠে বলল :

"তোমরা কেউ গিয়ে আরও তিন পিপে মদ নিয়ে'স। তিখোন দেবে'খন। যাও নিয়ে'স।"

শুনে স্ত্রীলোকরা আরও খুশি হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে, আবেগময় কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নিকোনোভ :

"এ যেন এক আর্চবিশপের যুগ্যি উৎসব !"

ইয়াকোভ ঘ্যানঘ্যান করে উঠল : "ম্-মাগো, গরম লাগছে।"

এমন আনন্দের উৎসব কিছুটা সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কালো-দাড়িওয়ালা ফার্নেস্-জোগানদার ভোলকোভের জন্য। বড় বড় কুলের মত চোখদুটো নিয়ে ভোলকোভ দৌড়ে এল নাতালিয়ার কাছে। ওর বাঁহাতে ছিল অসহায়-ভাবে নেতিয়া-পড়া একটা রোগা-পটকা শিশু। গরমে শিশুটি বেকায়দা হয়ে পড়েছিল ; তার নীলচে-সাদা গায়ের চামড়াটা ভরে গিয়েছিল ফোস্কায়। নাতালিয়ার কাছে দৌড়ে এসে ভোলকোভ পাগলের মত চেঁচাতে সুরু করল :

"এখন আমি করি কি ? আমার স্ত্রী মারা গেছে। সে ত মরে বাঁচল ! কিন্তু এটাকে যে রেখে গেল, একে নিয়ে আমি করি কি ?"

ভোলকোভের উন্মত্ত চোখদুটো থেকে ফোঁটা ফোঁটা অদ্ভুত পীতাশ্রু ঝরে পড়ল। নাতালিয়ার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে, স্ত্রীলোকরা যেন ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে, হন্তদন্ত হয়ে বলে উঠল :

"ওর কথায় কান দেবেন না। মিন্‌সের মাথা বিগড়ে গেছে। ওর বউটা ছিল নষ্ট মেয়েমানুষ, ক্ষয়কাশে ভুগছিল। ওরও অসুখ।"

রূঢ়ভাবে বলল ,আর্তামোনোভ :

"ওর হাত থেকে কেউ বাচ্চাটাকে কেড়ে নাও।" সংগে সংগে কয়েকজোড়া হাত অবসন্ন শিশুটির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ভোলকোভ চীৎকার করে তাদের গালাগাল দিতে দিতে দৌড়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

মোটের উপর উৎসবটা জমেছিল ভালই—হৈ-হল্লা, আমোদ-আহ্লাদ ; ছুটির দিনে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই। মজুরদের মধ্যে অনেকগুলি নতুন মুখ দেখে আর্তামোনোভ প্রায় গর্বিতভাবে ভাবল :

"লোকজন বাড়ছে। আজ বাবা যদি দেখতেন……"

হঠাৎ ওর স্ত্রী ফুস্ করে বলে উঠল ঃ

"ইলিয়াকে শাস্তা করবার আর সময় পেলে না তুমি। থাকলে দেখতে লোকজন তোমায় কত ভালবাসে।"

আর্তামোনোভ কোন উত্তর না দিয়ে জিনাইদার দিকে চোরা চাহনি হানল। জন বারো মেয়ের সামনা-সামনি ঘুরে ফিরে জিনাইদা অপ্রীতিকর চাপা গলায় গাইছিল ;

ওগো সে গেল চলে—
গেল মোর গা ঘেঁষিয়ে,
আড়াআড়ি চোখ নাচিয়ে ;
মনে হল, এই আমারে
ভালবেসে ফেল্‌ল ব'লে !
ওগো সে গেল্‌-ল চলে।

পিওত্র্ ভাবল ঃ "যেমন ঢেপ্‌সী, তার তেমনি পচা গান।"

ঘড়ি বার করে সময়টা দেখে, ও নিজেই বলতে পারত না কেন, স্রেফ ভাঁওতা মারল স্ত্রীর কাছে ঃ

"মিনিটখানেকের জন্যে আমি বাড়ি যাব। আলেক্সেই-এর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম আসার কথা আছে।"

তাড়াতাড়ি পা চালাতে চালাতে পিওত্র্ ভাবতে লাগল ছেলেকে গিয়ে কি বলবে। যেতে যেতে মিঠে-কড়া কতকগুলো কথা অবশ্য বানাল ; কিন্তু ধীরে ধীরে ইলিয়ার ঘরের দরজাটা খুলতেই, সব গেল ভুলে। চেয়ারের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে, জানলার মাজায় কনুইদুটো রেখে, ইলিয়া ধোঁয়াটে রক্তবর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। ঘনায়মান অন্ধকারের খয়েরী-ধুলোয় ভর্তি হয়ে ছিল ছোট ঘরখানা। দেয়ালে ঝোলানো একটা বড় খাঁচার মধ্যে কোকিলপাখিটা তার হলদে ঠোঁটখানি ঘষতে ঘষতে ঘুমোবার আয়োজন করছিল।

"কিরে, এখনো বসে এখানে ?"

চমকে উঠে ইলিয়া মাথা ফেরাল। তারপর ধীরেসুস্থে নামল চেয়ার থেকে।

"যত সব আজেবাজে কথায় কান দেওয়া চাই, কেমন ?"

ছেলেটা মাথা কাৎ করে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার ভংগিটা যে ইচ্ছাকৃত, তা বুঝল ওর বাবা; বুঝল, ইলিয়া শাস্তি পাওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিতে চায়।

"ঝুঁকিয়ে কেন, মাথাটা খাড়া করে রাখ্।"

ভ্রূ জোড়া তুললেও ইলিয়া দেখল না বাবার দিকে। মৃদু শিস্ দিতে দিতে কোকিলটি খাঁচার মধ্যে লাফাতে লাগল।

আর্তামোনোভ ভাবল: "ছেলেটা চটে আছে।" ইলিয়ার বিছানায় বসে, আঙুল দিয়ে বালিশে ঠোনা মারতে মারতে বলল সে:

"বাজে কথায় তোর কান দেওয়া উচিত নয়।"

ইলিয়া বলল: "কিন্তু লোকে বলাবলি করে যে।"

ছেলের স্থির-গম্ভীর মেজাজে আশ্বস্ত হয়ে, পিওত্র্ আরও মোলায়েমভাবে এবং আর-একটু বুক বেঁধে বলতে লাগল:

"তা করে। কিন্তু তাদের কথায় কান দিবি না। তারা যা বলে ভুলে যাবি। যখন দেখবি লোকজন নোংরা কথা বলছে, তখন উচিত সে-কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া।"

"তুমি ভুলে যাও ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! যা-কিছু শুনেছি সবই যদি মনে রাখতাম, তাহলে আমার অবস্থাটা কি হত বল্ দেখি ?"

ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে বেছে বেছে কথাগুলো বলল পিওত্র্—যতটা পারল সহজ করে। সেই সংগে এটাও বুঝতে পারল যে কোন কথা না বললেও চলত। একটু পরে, সোজা কথার প্রজ্ঞা-কুহেলিকায় দিশাহারা হয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল পিওত্র্:

"ইদিকে আয় আমার কাছে।"

সতর্কভাবে এগিয়ে গেল ইলিয়া। ছেলেটাকে হাঁটুদুটোর মধ্যে নিয়ে, পিওত্র্ হাতের আলতো চাপে ইলিয়ার চওড়া কপালখানা একটু তুলে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু ইলিয়া মাথা তুলল না কিছুতেই। এতে ওর বাবা চটে গেল।

"এমন ত্যাঁদোড় কেন তুই? আমার দিকে দেখ্।"

ইলিয়া খাড়া ওর বাবার দিকে চেয়ে দেখল। কিন্তু এতে সবকিছু গেল ভেস্তে; কারণ ইলিয়া প্রশ্ন করে বসল:

"আমায় মারলে কেন? আমি তো বললাম পাভ্লুশ্কার কথা আমি বিশ্বাস করিনি।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। হকচকিয়ে গিয়ে ভাবল, কোন যাদুমন্ত্রে তার ছেলে যেন তার সমান-সমান হয়ে উঠেছে। হয় ইলিয়া রাতারাতি পরিণতবয়স্ক হয়ে উঠেছে, আর নয় তো ও পরিণতবয়স্ককে ওর জায়গায় নামিয়ে এনেছে।

পিওত্র্ ভাবল: "বয়সের তুলনায় ছেলেটা একটু বেশি অভিমানী।" দাঁড়িয়ে উঠে, ছেলের সংগে একটা তাড়াতাড়ি বোঝাপড়া করে নেবার জন্যে, হুড়হুড় করে বলে গেল পিওত্র্:

"আমি তোকে লাগিয়ে দিই নি। ছেলেদের শায়েস্তা করা দরকার। যদি জানতিস্, আমার বাবা আমায় কি মারই মারতেন! শুধু বাবা কেন, মা-ও। তাছাড়া পাদ্রি, কোচোয়ান, আর সেই জার্মাণ চাকরটা পর্যন্ত। নিজের লোক মারলে অতটা লাগে না, কিন্তু অপরে মারলে মাথা কাটা যায়। নিজের লোক মারে আল্তো করে, আদর করে।"

ঘরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল পিওত্র্—দরজা থেকে জানলা পর্যন্ত—ছ'পা। ও চেষ্টা করছিল যাতে এই বাদ-বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ভয় ছিল ওর, পাছে ইলিয়া আবার কোন নতুন প্রশ্ন করে বসে।

বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল ইলিয়া। ছেলের দিকে না চেয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে, বিড়বিড় করে বলল পিওত্র: "কারখানার আশপাশে এমন অনেককিছু দেখিস্ বা শুনিস্ যা তোর দেখা বা শোনা উচিত নয়। তোকে সহরে পাঠাতে হবে, ইস্কুলে। কেমন, রাজি?"

"হ্যা।"

"বেশ, তাহলে..... "

পিওত্রের ইচ্ছা হচ্ছিল ছেলেকে আদর করতে; কিন্তু কিসে যেন বাধোবাধো ঠেকল। ভাবল পিওত্র্: "আমার মনে আঘাত দেবার পর আমার বাপ-মা কি কোনদিন আমাকে আদর করেছিল? এমন কোন ঘটনা তো মনে পড়ে না"।

"যা বাইরে গিয়ে খেলা কর্। তবে ওই পাশকার সংগে মেলামেশা করা চলবে না।"

"কেউ ওকে দেখতে পারে না।"

"দেখবার কি আছে?—ওই তো একটা রোগাপট্কা কুকুরছানা।"

পিওত্র্ আবার নিচে নেমে এল, নিজের ঘরে। খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবল: ছেলের সংগে তার কথাবার্তার ফলটা বিশেষ আশানুরূপ হল না।

"ছেলেটাকে আমিই নষ্ট করেছি। আমাকে ও ভয়ই করে না।"

বস্তি থেকে পাঁচমিশুলি হট্টগোল ভেসে এল: মেয়েদের গান এবং কর্কশ চীৎকার, হেটুরে কথাবার্তা এবং একর্ডিয়নের আর্তনাদ। স্পষ্ট শোনা গেল, সদরদরজায় দাঁড়িয়ে তিখোন বলছে:

"এমন দিনে বাড়িতে কেন, খোকন? ছুটির খানা-পিনা চলেছে, আর তুমি কিনা বাড়িতে বসে?...ইস্কুলে চলে যাবে? তা ভাল। কথায় বলে, মুখ্যুর জন্মই বৃথা। তবে, তুমি চলে গেলে আমি একলাটি হয়ে যাব খোকন।"

আর্তামোনোভের ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলে :

"মিছে কথা! একলা যদি কেউ হয়ে যায় তো সে আমি।" রাগে হিংসায় গর্‌গর্‌ করতে করতে ভাবল পিওত্র্‌: "ইতর্‌ কোথাকার! লুকিয়ে লুকিয়ে মনিবের ছেলের খোসামুদি করা হচ্ছে।"

ইলিয়া সহরে চলে যেতেই, পিওত্রের বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল, বাড়িখানা যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল। কথা ছিল, ইলিয়া সহরে গিয়ে পাদ্রি শ্লেবের ভাইএর কাছে পড়বে এবং তৈরি হয়ে নিয়ে ভর্তি হবে ইস্কুলে। পিওত্রের কেমন যেন মনে হল কোথায় একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি ঘটেছে : যেমনটি ওর মনে হত ওর শয়নগৃহের নিশীথ-প্রদীপ না জ্বললে। প্রদীপের ছোট্ট নীল শিখাটির সংগে ওর পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, যে শিখাটি নিবে গেলে পিওত্র্‌ চমকে জেগে উঠত ; আর, অনন্ত রাত্রিটা কাটত নিদ্রাহীনভাবে।

বিদায় নেবার আগে ইলিয়া এমন জঘন্য ব্যবহার করে গেল যে মনে হল ইচ্ছে করেই ও যেন নিজের বদনাম পিছনে রেখে যেতে চায়। মায়ের সংগে ও এমন অসভ্য ব্যবহার করল যে ওর মা কেঁদে ফেলল শেষটায়। খাঁচা থেকে ইয়াকোভের সমস্ত পাখিগুলোকে ও উড়িয়ে দিয়ে গেল যাবার সময় ; এবং ইয়াকোভকে দেবে বলে কথা দিয়ে থাকলেও, কোকিলটা দিয়ে গেল নিকোনোভকে।

ওর বাবা জিজ্ঞাসা করল : "তোকে ভূতে পেয়েছে নাকি ?"

কোন জবাব না দিয়ে, ইলিয়া ঘাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর্তামোনোভের মনে হল ছেলেটা তাকে ঠাট্টা করছে, আবার তাকে সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে যা সে ভুলতে পারলেই খুশি হত। আশ্চর্য, ওই খুদে ছেলেটা তার বুকের কতটা জায়গাই যে জুড়ে ছিল !

"বাবা কি কোনদিন এমন করে আমার জন্তে ভাবতেন ?"

স্মৃতির সঞ্চয় ঘেঁটে এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব পেল পিওত্র্‌। ইলিয়া আর্তামোনোভের মধ্যে সে কোনদিনই স্নেহময়, পুত্রবৎসল পিতাকে খুঁজে

পায়নি ; খুঁজে পেয়েছিল শুধু কঠোর মনিবটিকে—যে-মনিব আলেক্সেই-এর প্রতি যতটা যত্নবান ছিলেন, ততটা যত্নবান ছিলেন না তার প্রতি।

নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ : "তাহলে গণ্ডগোলটা কোথায় ? বাবার চেয়ে কি আমার দয়ামায়া বেশি ?" নিজের সম্পর্কে ওর পক্ষে বলা শক্ত ছিল—ও দয়ালু ছিল, না নির্দয়। সময় নেই অসময় নেই, হঠাৎ গজিয়ে উঠে, এই চিন্তাগুলো ওর শান্তি নষ্ট করত, ওর কাজে বিঘ্ন ঘটাত। কারবারটা হেঁটে চলেছিল জোর কদমেই এবং সেই সংগে শত শত চক্ষুর দৃষ্টিও ছেঁকে ধরছিল পিওত্র্কে। সেদিকে একান্ত এবং অচঞ্চল মনোযোগ না দিয়ে উপায় ছিল না ওর। তবুও, যখনই ওর ইলিয়ার কথা মনে পড়ে যেত, তখন ব্যবসার চিন্তাগুলো পচা সুতোর মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ত ; আর সেগুলোয় আবার জোড়া লাগাবার জন্যে বহু সাধ্যসাধনা করতে হত পিওত্র্কে। ইলিয়ার অনুপস্থিতিতে, সেই ফাঁকটা ও ভরাতে চেষ্টা করত ওর ছোট ছেলেকে দিয়ে ; কিন্তু ইয়াকোভ ওকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারত না। ফলে একটা রুষ্ট হতাশায় ভরে যেত পিওত্রের মন।

ইয়াকোভ আবদার ধরল : "বাবা, আমাকে একটা ছাগল কিনে দাও।" একটা না একটা কিছু বায়না লেগেই ছিল ওর।

"ছাগল কেন ?"

"চড়ব বলে।"

"দূর পাগ্লা, ছাগলে চড়ে কেবল ডাইনীরাই।"

"এলেনা আমাকে একটা ছবির বই দিয়েছিল। তাতে দেখলাম ছোট্ট একটা সুন্দোর ছেলে ছাগলে চড়ে রয়েছে।"

ইয়াকোভের বাবা ভাবল :

"ইলিয়া হলে, সে কিছুতেই ছবিখানাকে অত সহজে মেনে নিত না। ডাইনী সম্পর্কে আমার কাছে কিছু না শুনেই ছাড়ত না সে।"

কারখানা-বস্তির ছেলেদের উত্যক্ত করে মারত ইয়াকোভ, আর তারপর এসে নালিশ জানাত : ছেলেরা তাকে মেরেছে। এটা ভাল লাগত না পিওত্রের।

বড় ছেলেটা কুঁড়েমে ছিল, মারামারি করত সত্যি, তবে সে কখনো কারু বিরুদ্ধে নালিশ জানায় নি, যদিও বস্তির সাথী-খেলুড়েরা মেরে তাকে প্রায়ই তক্তা বানিয়ে দিত। ছোটছেলেটা ছিল ভীতু এবং কুঁড়ে। সব সময়ই সে কিছু না কিছু চুষতো কিংবা চিবতো। মাঝে মাঝে ইয়াকোভের রকমসকমই বোঝা যেত না এবং তা ভালও মনে হত না। একদিন হল কি, চা খাবার সময়, ওর মা যখন ওর জন্যে দুধ ঢালছিল, তখন মায়ের জামার আস্তিনে লেগে এক গেলাস চা পড়ে গেল। পড়ে যেতেই গরম জলে পুড়ে গেল ওর মায়ের পা।

দেঁতো হাসি হেসে ইয়াকোভ বড়াই করে বলল: "আমি জানতাম গেলাসটা উল্‌টে দেবে।"

ওর বাবা বলল: "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলি, তবু বল্‌লি না একবারও? এ তো ভাল কথা নয়। দেখ্ দেখি মায়ের পাদুটো পুড়ে গেল।"

একটি কথাও না বলে ইয়াকোভ গাল ফুলিয়ে, চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে চিবতে লাগল। কয়েকদিন পরে ওর বাবা শুনল, উঠানে দাঁড়িয়ে ইয়াকোভ বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলছে:

"আমি জানতাম ও ওকে মারতে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিয়ে, চুপি-চুপি ও এগিয়ে গেল; তারপর পেছন থেকে ওকে কি মারই দিল, না?"

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আর্তামোনোভ দেখল, ওর ছেলে উত্তেজিত-ভাবে অঙ্গভঙ্গি করতে করতে, ওই অপদার্থ খুদে পাভ্‌লুশ্‌কা নিকোনোভের সংগে কথাবার্তায় মশ্‌গুল হয়ে রয়েছে। পিওত্র্ ছেলেকে ডাকল:

"ইয়াকোভ! বাড়ি আয়।"

বাড়িতে আসতেই পিওত্র্ বলল ছেলেকে:

"নিকোনোভের সংগে মিশ্‌বি না।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল পিওত্র্, কিন্তু ছেলের সাদা-বেগ্‌নে চোখদুটোর দিকে চেয়ে, তার চোখের মুক্তাভ তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে, নিজেকে সামলে

দিল পিওত্র্। তার বদলে, কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিল সে।

"বেয়ো হতভাগা।"

ইয়াকোভ সতর্কভাবে, যেন বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে, এইভাবে—কনুই-দুটো পাশে গুঁজে, হাতদুখানা ছড়িয়ে, বেরিয়ে গেল। তার বাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল, যেন বেখাপ্পা কোন ভারি বোঝা নিয়ে চলেছে সে।

ইয়াকোভ সম্বন্ধে পিওত্র্ শেষ পর্যন্ত ভেবে ঠিক করল :

"যেমন নোংরা, তেমনি বোকা।"

ইয়াকোভের মধ্যে পিওত্র্ যে বিরক্তিকর কুঁড়েমিটা দেখতে পেত, সেটা ওর দীর্ঘাঙ্গী, গম্ভীর-প্রকৃতির মেয়েটির মধ্যেও বর্তমান ছিল। এলেনা শুয়ে শুয়ে বই পড়তে ভালবাসত; চায়ের সংগে খেত এক-গাদা মোরব্বা; খাবার সময় আঙুলগুলিকে মিষ্টি করে বেঁকিয়ে রুটি ছিঁড়ত অপ্রসন্নভাবে; আর, চামচখানাকে এমনভাবে নাড়ত, যেন ওর ধারণা-ঝোলে মাছি পড়ে আছে। ওর টকটকে, লাল পুরুষ্টু ঠোঁটদুখানা সবসময়ই কুঁচকে থাকত; এবং একফোঁটা একটা মেয়ের পক্ষে একেবারে অশোভন হলেও, ও প্রায়ই বলত ওর মাকে :

"ওসব আর চলে না এখন। ফ্যাসান পাল্টে গেছে।"

যখন ওর বাবা ওকে জিজ্ঞাসা করল :

"বলি গুণবতী, কারখানাটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখলেও তো পারিস্; শিখলেও তো পারিস্ কেমন করে তোর শেমিজের কাপড় তৈরী হয়।"—তখন এলেনা উত্তর দিল :

"বেশ, যাব।"

সুন্দর পোষাকে সেজেগুজে, আলেক্সেই-কাকার দেওয়া ছোট্ট ছাতাটি হাতে নিয়ে, লক্ষ্মী মেয়ের মত এলেনা বাবার সংগে চলল। হাঁটবার সময় ওর সজাগ দৃষ্টিটা ছিল পোষাকের দিকে, পাছে সেটা কোন-কিছুতে আটকে যায়। এলেনা কয়েকবার হাঁচল কিন্তু তাঁতীরা যখন ওকে অভিবাদন জানাল, তখন ও

কেবল মুখ লাল করে একটু মাথা নাড়ল গর্বিতভাবে ; কিন্তু একটি কথাও বলল না ও, কিংবা একটু হাসলও না পর্যন্ত। পিওত্র্ ওকে বোঝাতে লাগল, কি করে কাপড় বোনা হয় ; কিন্তু যখন দেখল মেয়ের দৃষ্টি যন্ত্রের চেয়ে মেঝের দিকেই বেশি, তখন চুপ করে গেল সে। কারবারটির গুরুত্বের প্রতি মেয়ের ঔদাসীন্য দেখে ক্ষুণ্ণ হল পিওত্র্। তবুও তাঁত-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে জিজ্ঞাসা করল মেয়েকে :

"কেমন লাগল ?"

পোষাকটার কোথাও নষ্ট হয়ে গেছে কি না পরীক্ষা করতে করতে জবাব দিল এলেনা :

"যা ধূলো !"

বাঁকা-হাসি হেসে বলল পিওত্র্ : "বিশেষ কিছু তো দেখ্‌লিই না।" তারপর বিরক্তভাবে ধমকে উঠল মেয়েকে :

"ঘাগরাটা অমন করে তুলছিস্ কেন ? উঠোন তো পরিষ্কার, আর তোর ঘাগরাটাও এমনিতে যথেষ্ট খাটো।"

চমকে উঠে এলেনা বুড়ো-আঙুল আর তর্জনী থেকে ঘাগরাটাকে মুক্তি দিল। ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে অনুচ্চকণ্ঠে বলল :

"যা তেলের গন্ধ !"

বুড়ো-আঙুল আর তর্জনীর এই ভংগিটায় আর্তামোনোভ বিশেষভাবে চটে যেত। বিরক্ত হয়ে বলল সে :

"চিমটি কেটে জীবনের আর কতটুকু তুলে নিতে পারবি !"

এক বাদ্‌লার দিনে এলেনা গদী-আঁটা চেয়ারে শুয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে একখানা বই পড়ছিল। তার পাশে বসে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ :

"কি পড়ছিস্ ?"

"একজন ডাক্তার সম্বন্ধে।"

"বটে ! বৈজ্ঞানিক ব্যাপার কিছু।"

কিন্তু বইখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে পিওত্র্ রাগতভাবে বলল :

"মিছেকথা কি না বললে চলত না? এ তো পত্ত। বিজ্ঞান কেউ পড়ে লেখে, একথাটা তুই আমায় বোঝাতে চেষ্টা করিস নি।"

তাড়াতাড়ি, যেমন-তেমন একটা গল্প খাড়া করে, এলেনা বলল বাবাকে, কেমন করে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিলেন একজন জার্মান ডাক্তারকে প্রলুব্ধ করতে; আর শয়তান কেমন করে একটা পিশাচকে পাঠাল ওই ডাক্তারের কাছে।—

কান খুঁটতে খুঁটতে আর্তামোনোভ গল্পটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু এলেনা এমন বিশ্রী, বিরক্তিকর, এবং মাতব্বরির সুরে গল্পটি বলছিল যে ওর বাবার পক্ষে কিছু বুঝে ওঠাই কঠিন হল।

"এই লোকটা, মানে—ওই ডাক্তারটা কি মাতাল ছিল?"

পিওত্র্ লক্ষ্য করল ওর প্রশ্নে এলেনা যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছে। এলেনা আর কি বলে না বলে তার অপেক্ষা না করেই রাগতভাবে বলল পিওত্র :

"যত সব জগাখিচুড়ি, ছেলে-ভুলনো গল্প! ডাক্তাররা পিশাচে বিশ্বাস করে না। বইটা পেলি কোথা থেকে?

"যন্ত্রের মিস্ত্রি আমায় দিয়েছে।"

এলেনার, ধূসরবর্ণ বেড়াল-চোখদুটো শূন্যে তুলে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকার ভংগিটা স্মরণ করে, পিওত্র্ ভাবল মেয়েকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। তাই বলল :

"কোপ্‌তেভ্ তোর যুগ্যি নয়। ওর সংগে খুব-বেশি মাখামাখি করবি না।"

নাঃ, এলেনা আর ইয়াকোভ ইলিয়ার চেয়ে আরও বেশি নীরস, আরও বেশি একঘেয়ে—এ-অনুভূতিটা পিওত্রের মধ্যে দিন-দিন বাড়তে লাগল। একটু একটু করে, অজান্তে, নিজের ছেলের প্রতি ভালবাসার জায়গায়, বাড়তে

লাগল পাভেল নিকোনোভের প্রতি ওর ঘৃণা। রোগাপট্কা একরত্তি ছেলেটাকে দেখলেই পিওত্র্ মনে মনে বলত :

"যত নষ্টের গোড়া হল এই পচা, অপদার্থ......"

নিকোনোভকে দেখলেই পিওত্রের গা ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠত। ছেলেটা কোলকুঁজো, হাঁটবার সময় তার সরু গলার ওপর মাথাটা বিশ্রীভাবে মোচড় খেত। এমন কি নিকোনোভকে দৌড়তে দেখলেও পিওত্রের মনে হত ছেলেটা কোন খারাপ কাজ করে কাপুরুষের মত গা-ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছে। নিকোনোভ খাটত বেদম। তার বিপিতার জুতো পালিশ করা, জামাপেন্টুন ঝাড়া থেকে আরম্ভ করে, কাঠ আনা, কাঠ কাটা, জল বওয়া, রান্নাঘর থেকে নোংরা জলের বাল্‌তি টানা, নদীতে গিয়ে তার ভায়ের জামা কেচে আনা—সব কিছুই করত সে। নোংরা, জরাজীর্ণ, চড়ুইপাখির মত চঞ্চল ছেলেটা সবাইকেই অভিবাদন জানাত ইংগিতগর্ভ, কুকুরের মত মুচ্‌কি-হাসি হেসে। আর্তামোনোভকে দেখলেই, তা সে যতদূরেই থাক না কেন, হাঁসের মত গলাটা নুইয়ে তাকে সেলাম জানাতে স্বরু করত যতক্ষণ না ওর মাথাটা বুকে গড়িয়ে পড়ত। শরতের বৃষ্টিতে ছেলেটাকে ভিজতে দেখলে কিংবা তার শৈত্যজর্জর আঙলগুলো ফুঁ দিয়ে তাতাতে তাতাতে, হাঁসের মত এক-পায়ে দাঁড়িয়ে, পড়োপড়ো গোড়ালি-বসা, ঘুল্‌ঘুলিওয়ালা জুতোসমেত অন্য পা-টা তাতিয়ে নেবার জন্য তুলে, টাল সামলাতে সামলাতে ছেলেটাকে শীতের দিনে কাঠ কাটতে দেখলে, আর্তামোনোভ একরকম খুশিই হত। নিকোনোভ যখন কাশত, ওর সারাদেহটা দুমড়ে মুচড়ে যেত এবং ওর ফ্যাকাসে, নীল, ছোট হাতদুখানা দিয়ে বুকটাকে ও চেপে ধরত।

কলঘরের চিলেকোঠায় নিকোনোভ দু'জোড়া পায়রা রেখেছে, একথাটা জানতে পেরে আর্তামোনোভ হুকুম দিল তিখোনকে :

"পায়রাগুলোকে উড়িয়ে দে, আর লক্ষ্য রাখিস্ যেন ছেলেটা চিলেকোঠায় আর না ওঠে। ওই তো রোগাপট্কা, ছাত থেকে পড়লে হাড়গোড় ভাঙবে।"

এক সন্ধ্যায় অফিসঘরে ঢুকে পিওত্র্ দেখল [illegible] ছুরি দিয়ে [illegible]টা চাঁচছে, আর ভিজে ন্যাতা দিয়ে চল্‌কানো কালি মুছে ফেলবার চেষ্টা করছে।

"কে ফেলল কালিটা?"

"বাবা।"

"ঠিক জানিস্, তুই নয়?"

"ভগবানের দিব্যি, আমি ফেলি নি!"

"তাহলে কাঁদছিলি কি জন্যে?"

হাঁটুগেড়ে, যেন প্রহারের প্রতীক্ষায়—এই ভাবে মাথাটা নুইয়ে, বসে রইল পাভেল; কোন জবাব দিল না। পিওত্র্ ওর দিকে চাইতেই, পাভেল ভয়ে জড়সড় হয়ে কুঁচকে গেল। তৃপ্তির সংগে বলল আর্তামোনোভ:

"ঠিক হয়েছে।"

তারপর হঠাৎ দাড়ির মধ্যে মুচ্‌কি হেসে ভাবল পিওত্র্—এই অকিঞ্চিৎকর একটা প্রাণীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করাটা নেহাৎ একটা হাস্যকর ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেকে নিজেই যেন আদর করে, মনে মনে বলল সে: "কি বোকামিতেই যে সময় নষ্ট করি আমি!" তারপর মেঝের ওপর একটা পাঁচ-কোপেকের ভারি তাম্রমুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে বলল পিওত্র্:

"নে, মিষ্টি কিনে খাবি!"

মুদ্রাটি নেবার জন্য নিকোনোভ এমন সতর্কভাবে হাত বাড়াল যেন, ওর ভয় ছিল, মুদ্রাটি ওর নোংরা, লিক্‌লিকে আঙুলগুলোয় হুল ফুটিয়ে দেবে।

"তোর বাবা তোকে মারে?"

"হ্যাঁ।"

সান্ত্বনার সুরে বলল আর্তামোনোভ: "তা আর কি করবি বল্! মাঝে মাঝে মার সকলেই খায়।"

কয়েকদিন পরে ইয়াকোভ, পাভ্লুশ্‌কার বিরুদ্ধে কি একটা নালিশ জানাল। ছেলের কথায় বিশ্বাস না করলেও, স্রেফ অভ্যাসের তাগিদে আর্তামোনোভ তার কেরাণীকে বলল :

"তোমার ছেলেটাকে দু'ঘা দিও।"

নিকোনোভ সসম্মানে আশ্বাস দিল : "সে তো দিয়েই থাকি।"

গরমের ছুটিতে ইলিয়া বাড়ি এল। ইলিয়ার পোষাক গেছে পাল্টে ; মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা ; কপালখানা আগের চেয়েও চওড়া। ইলিয়া বাড়ি আসতেই পাভেলের প্রতি আর্তামোনোভের ঘৃণাটা আরও বেড়ে গেল ; কারণ ইলিয়া একগুঁয়েমি করে এই খুদে নচ্ছারটার সংগে ওর বন্ধুত্ব চালু রাখল। ইলিয়া নিজেও মারাত্মক রকমের বিনয়ী হয়ে উঠেছিল। মা-বাবাকে 'তুমি'-র বদলে 'আপনি' বলে ডাকল। বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল পকেটে দু'হাত দিয়ে ;—বাড়ির ছেলে হলেও ওর ভাবখানা যেন আগন্তুকের মত। ভাইটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে না কাঁদিয়ে ছাড়ল না, এবং এলেনাকে উত্ত্যক্ত করে মারল যতক্ষণ না এলেনা, তার বইগুলো ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। সব মিলিয়ে, ইলিয়ার আচরণটা জঘন্য ঠেকল।

নাতালিয়া নালিশ জানাল স্বামীর কাছে :

"বলেছিলাম কি না! আমি কেন, সবাই বলে—লেখাপড়া শিখলে মানুষ ধরাকে সরাজ্ঞান করে।"

আর্তামোনোভ মুখে কিছু না বললেও উৎকণ্ঠার সংগে লক্ষ্য করতে লাগল ছেলেকে। ওর মনে হল, সব সময় দুষ্টুমি করে বেড়ালেও, এর মধ্যে ইলিয়ার কোন কু-মতলব ছিল না ; সে দুষ্টুমি করত স্রেফ দুষ্টুমির খাতিরেই। কলঘরের ছাদের উপর আবার পায়রার আমদানি হল। পায়রাগুলো ছাদের ধারে ধারে বেড়াতে লাগল বুক ফুলিয়ে, বক্‌বকম্ করে। পায়রা ওড়াবার যখন তাগাদা না থাকত, তখন ইলিয়া আর পাভেল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পাশাপাশি বসে খোসগল্প করত। একবার ইলিয়া বাড়ি আসতেই ওর বাবা বলল :

"বস্। ইস্কুলে কেমন লাগে তাই বল্। আমি তোকে অনেক গল্প বলেছি। এবার তোর বলার পালা।"

ইলিয়া তাড়াতাড়ি, খুব সংক্ষেপে, শিক্ষকদের উপর ছেলেরা যে চালাকি-গুলো খাটাত তারই একটা নীরস গল্প শোনাল বাবাকে।

"মাষ্টারমশাইদের সংগে তোরা অমন চালাকি করিস্ কেন?"

ইলিয়া বোঝাল: "আমাদের উত্যক্ত করে ব'লে।"

"বটে! আমার কিন্তু খুব ভাল মনে হচ্ছে না। বইগুলো শক্ত বুঝি?"

"না, সোজা।"

"সত্যি বলছিস্?"

কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দিল ইলিয়া: "নম্বরগুলো দেখলেই তো বুঝতে পারবে।"

ইলিয়ার চোখদুটো ফলবাগানের অনেক উপরে আকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল।

ওর বাবা জিজ্ঞাসা করল:

"কি দেখছিস্ ওখানে?"

"একটা বাজপাখি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আর্তামোনোভ।

"যা, বরং খেল্‌গে যা। আমার কাছে বসে থাকতে তোর ভাল লাগছে না দেখছি।"

একা বসে পিওত্র্ স্মরণ করল, ছেলেবেলায় ওর বাবা যখনই ওর সংগে কথা বলতেন, ও হয় বিরক্ত হত, আর নয়-তো ভয় পেত।

"এরা মাষ্টারদের ওপরও টেক্কা দেয়। গির্জের সেই পাদ্রিটা যখন চাবুক হাতে নিয়ে আমায় অক্ষর চেনাত তখন আমার মাথায় এমন বুদ্ধি কখনো ঢোকে নি। নাঃ, আজকালকার ছেলেদের জীবন অনেক সোজা হয়ে গেছে দেখছি।"

স্কুলে ফিরে যাবার আগে ইলিয়া তার একটিমাত্র অনুরোধ পেশ করল :

"বাবা, কলঘরের চিলেকোঠায় পাভেলকে ওর পায়রাগুলো রাখতে দিও।"

কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ওর বাবা জবাব দিল :

"দুনিয়াশুদ্ধ্ লোকের মুশ্কিল আসান করা যায় না।"

"তাহলে ও রাখতে পারে। যাই পাভেলকে বলে আসি গে। ও খুশি হবে।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ আঘাত পেল। আঘাত পেল, কারণ ওর ছেলে কোথাকার একটা অপদার্থ হতভাগাকে খুশি করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল, কিন্তু নিজের বাবাকে সুখী করবার জন্যে সে এতটুকুও খেয়াল করে নি, একটিবার চেষ্টাও করে নি। তাই ইলিয়া চলে যেতেই পাভেলের প্রতি পিওত্রের ঘৃণাটা আরও মারাত্মক-রকমের তীব্র হয়ে উঠল। এমন অবস্থা হল যে বাড়িতে, কারখানায় কিংবা সহরে পাণ থেকে চুণ খসলেই, আর্তামোনোভের ক্রোধের কেন্দ্ররূপে অযাচিতভাবে ভেসে উঠত পাভেলের জরাজীর্ণ, নোংরা মূর্তিটা। পিওত্রের যত তিক্ত চিন্তা আর কুৎসিত মনোবৃত্তিগুলোকে ঝুলিয়ে রাখবার জন্য যেন পাভেল এগিয়ে দিত তার দুর্বল অংগপ্রত্যংগগুলো আল্না হিসাবে। ছেলেটা, আকারে জঞ্জালের মত বেড়ে উঠত—সন্ধ্যাকালীন ছায়াগুলোর মত। চঞ্চল, খুদে-শয়তানের মত পাভেলটাকে যেন কেবলই দেখতে পেত পিওত্র্।

শরতের শেষাশেষি একটা অপেক্ষাকৃত মোলায়েম দিনে আর্তামোনোভ ফলবাগানে চলে গেল। ক্লান্ত তো ছিলই, রেগেও ছিল সে। সন্ধ্যা নামছিল। শ্রান্ত শরতের সূর্য ঝিক্‌মিক্ করছিল সবুজাভ আকাশে। উত্তাপ ছিল না। হাওয়ার ঝাপ্টায় এবং বৃষ্টির ঝাড়নে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আকাশটা। ফলবাগানের এককোণে তিখোন ভিয়ালোভ ঝরাপাতাগুলো জড়ো করছিল। পাতাগুলির মৃদু, বিষণ্ণ মর্মর ভেসে বেড়াচ্ছিল গাছের ফাঁকে ফাঁকে। ফলবাগান ছাড়িয়ে কারখানা থেকে ভেসে আসছিল গুঞ্জন। স্বচ্ছ বাতাসটা মলিন করে ধূসর ধূম উঠছিল ধীরে ধীরে, অলসভাবে। দারোয়ানটাকে অসহ্য ঠেকল

পিওত্রের। তাছাড়া পাছে তার সংগে কথা বলতে হয়, এইজন্য আর্তামোনোভ কলবাগানের বিপরীত প্রান্তে এসে হাজির হল। এইখানেই ছিল কলঘরটা। আর্তামোনোভ দেখল কলঘরের দরজাটা দু'হাট করে খোলা।

"হতভাগাটা ওখানে সেঁদিয়ে আছে।"

পোষাক বদলাবার ঘরে চোরা-উকি মেরে পিওত্র্ ওর শত্রুর খুদে-মূর্তিটা দেখতে পেল। ছায়াচ্ছন্ন কোণটিতে একখানা বেঞ্চির উপর পাভেল বিশ্রীভাবে শুয়েছিল। তার মাথাটি কাৎ-করা, পাদুটো দুদিকে ফাঁক-করে ছড়ানো। পাভেল তন্ময় হয়ে ছিল হস্ত-মৈথুনে। কেবল ক্ষণিকের জন্য খুশি হল আর্তামোনোভ; তারপর ইয়াকোভ আর ইলিয়াকে স্মরণ করে ভয়ে এবং ঘৃণায় বলে উঠল:

"কি করছিস্‌রে শূয়োরের বাচ্চা?"

পাভেলের বাহু শক্ত হয়ে চল্‌কে গেল। তার সারা দেহটা অদ্ভুতভাবে মোচড় খেয়ে ঝুঁকে পড়ল বেঞ্চি থেকে। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা মৃদু আর্তনাদ। রবারের ছোট্ট বলের মত শিউরে উঠে পিছু হটলো পাভেল; তারপর লাফিয়ে পড়ল দরজা লক্ষ্য করে—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল বিপুল আর্তামোনোভ। আর আর্তামোনোভ নির্ভেজাল তৃপ্তির সংগে পাভেলের বুকে মারল ডান পায়ের এক লাথি—ছেলেটাকে আটকাবার জন্যে। মড়মড় করে কিসের শব্দ হল। গোঙাতে গোঙাতে পাভেল ছিটকে পড়ল মেঝের উপর, আড়াআড়িভাবে।

ক্ষণিকের জন্য আর্তামোনোভের্ মনে হল, এই আঘাতের সংগে ওর মন থেকে নোংরা কাঁথার একটা বোঝা বুঝি নেমে গেল—যে-বোঝাটার ভারে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আর্তামোনোভ বাইরে কলবাগানের দিকে চেয়ে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল; তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা। পাভেলের মুখের উপর ঝুঁকে, আস্তে আস্তে বলল আর্তামোনোভ:

"নে, উঠে পড়্। চল্, যাই।"

মেঝের উপর পড়ে ছিল পাভেল,—তার একখানা হাত সামনে ছড়ানো; অন্যখানা, মেঝের সংগে তার বাঁকা-হাঁটুর নিচে সাঁটা। একটা পা অন্যটার চেয়ে অনেক খাটো দেখাল। পাভেলের পড়ে থাকার ভংগিটা যেন মনে হল, সে যেন চুপি-চুপি বুকে হেঁটে এগুচ্ছিল পিওত্রের দিকে। ছড়ানো হাতখানা বেখাপ্পা এবং ভয়ংকর লম্বা দেখাল। টল্‌তে টল্‌তে আর্তামোনোভ ধরে ফেলল দরজার খুঁটিটা। ওর কপালখানা হঠাৎ ঘামে ভিজে উঠেছিল। টুপি খুলে, তার কিনারাটা দিয়ে কপালখানা মুছে নিল আর্তামোনোভ। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল :

"উঠে পড়্। আমি কাউকে বলব না।"

কিন্তু ইতোমধ্যেই পিওত্র্ বুঝতে পেরেছিল ছেলেটাকে ও খুন করে ফেলেছে; অনেক আগেই, পাভেলের গালের তলা দিয়ে মেঝের ওপর চুঁয়ে-পড়া গাঢ় রক্তের ছোট্ট ফিতেটি ও দেখতে পেয়েছিল।

মনে মনে বলল পিওত্র্ : "মরে গেছে!"

আর এই ছোট্ট সহজ কথাটা বিপুলভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওর কানের পর্দাটা যেন ফাটিয়ে দিল। পাভেলের করুণভাবে-মোচড়ানো খুদে-দেহখানার দিকে বোকার মত চেয়ে, টুপিটা কোটের পকেটে গুঁজে, বুকের উপর ক্রুশচিহ্ন আঁকল পিওত্র্। আদিম চিন্তায়, ওর মাথাটা ভয়ে ঝন্‌ঝন্‌ করতে লাগল।"

"বলব, এটা দুর্ঘটনা। দরজায় ঠেলে দিই ওকে, তাই লেগে যায়……হ্যাঁ, দরজায়……দরজাটাও ভারি··।"

আশপাশ দেখল পিওত্র্। তারপর ওর পিছনে ঝাঁটা-হাতে তিখোনকে দেখে ভয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল বেঞ্চিখানার উপর। দারোয়ানটার ভয়াল চোখদুটো নিবদ্ধ ছিল নিকোনোভের দিকে। পাথুরে গালটা খুঁটছিল তিখোন আঙুলগুলো দিয়ে। মনে হল, চিন্তায় যেন সে বিভোর হয়ে আছে।

দুহাতে বেঞ্চির কিনারাটা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে বলতে স্থরু করল আর্তামোনোভ :

"কাণ্ড দেখ........"

কিন্তু তিখোন বাধা দিল মনিবের কথায়। মাথা নেড়ে বলল :

"একরত্তি, পল্‌কা তো বটেই, তাছাড়া ছেলেটা বোকা। কতবার পই পই করে ওকে বলেছিলাম, 'ওই টং-এ উঠিস্ নি !'"

ভীত অথচ আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ : "কি বলেছিলি ?"

"বলেছিলাম, 'দেখিস্, তুই ঘাড় ভাঙবি'। আপনিও সেই একই কথা বলেছিলেন, পিওত্র্ ইলিইচ্—মনে আছে তো? যে-খেলাই খেল না কেন, চালাকচতুর হওয়া চাই। অজ্ঞান হয়ে আছে, না ?"

উবু হয়ে বসে তিখোন পাভেলের কব্জি আর গলার নাড়ী পরীক্ষা করল ; একটা আঙুল রাখল ছেলেটার গালে। তারপর দেশলাই জ্বালাবার মত শব্দ করে, তোয়ালেতে আঙুলটা মুছে, বলল :

"দেখে মনে হচ্ছে সাবাড় হয়ে গেছে। একরত্তি রোগাপট্‌কা বৈ তো নয়, কাজ সারতে বেশি কসরৎ করতে হয় নি।"

তিখোন তার স্বভাবসুলভ প্রশান্তির সংগে, ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল। কিন্তু তার মনিবটি সন্দেহ-ব্যাকুলচিত্তে কেবলই প্রতীক্ষায় ছিল কখন তিখোন কড়াকড়া, ছোবল-মারা কথা বলে বসবে। তিখোন কড়িকাঠের চৌকো ফাঁকটা দিয়ে ওপরে চেয়ে দেখল, খানিকক্ষণের জন্য পায়রাগুলোর কূজন শুনল, তারপর সেই আগের মত সহজ-শান্ত গলায় বলল :

"ও সবসময় দরজাটা বেয়ে ছাদে উঠত। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পা-টা রাখত দরজার কড়ায়, তারপর সেখান থেকে উঠত দরজার মাথায়, আর তারপর ফাঁকটার মধ্যে মাথা গলিয়ে, দুহাতে ভর দিয়ে ছাদে উঠে যেত। কিন্তু হলে হবে কি, হাতে ওর তেমন তাকত ছিল না, তাই হাত-ফস্‌কে পড়েছে, আর নিশ্চয়ই দরজার কোণটা ওর বুকে লেগেছে।"

পিওত্র্ বলল: "আমি এটা ঘটতে দেখিনি।" আর সেই ক্ষণে, আত্ম-সংরক্ষণের স্বভাব-প্রেরণায়, ঝটপট কতকগুলো অনুমান করে ফেলল সে:

"দারোয়ানটা কি মিছে কথা বলছে? ভাণ করছে? আমার জন্তে কি কোন ফাঁদ পাতছে যাতে ওর হাতে গিয়ে পড়ি? না, আহাম্মকটা আসলে বোঝেই নি কিছু?"

শেষের অনুমানটাই ঠিক বলে মনে হল। তিখোন বোকার মত আচরণ করছিল। যেন কাউকে গুঁতোতে যাচ্ছে এইভাবে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল তিখোন:

"এক চিম্‌টে ধুলো ছাড়া আর কি! এদের মত মানুষ জন্ম নেয় কেন পৃথিবীতে? যাই, ওর মাকে বলে আসি। ওর বাপকে খবরটা দিলে সে যে খুব দুঃখু পাবে, তা তো মনে হয় না; নিজের ছেলে তো নয়! তার কাছে ছেলেটা ছিল স্রেফ আর-একটা পেট।"

আর্তামোনোভ সন্দিগ্ধচিত্তে, সজাগ হয়ে, দারোয়ানটির কথা শুনছিল—যদি তার কথায় কোন ভাণ ধরা পড়ে; কিন্তু তিখোন চিরাচরিত কৌতুহল-রহিত গলায় কথাগুলো বলে গেল।

"শুন্‌ছেন!" বলে তিখোন ভ্রূদুটো জোড়া করে কান খাড়া করল। বাইরে কোথাও, একজন নারী রাগতভাবে ডাকাডাকি করছিল:

"পাশ্‌কা! পাশ্‌কা-আ-আ!"

তিখোন গাল রগড়াল।

"আর পাশ্‌কা! এখন কান্নার তোড়জোড় কর।"

তিখোন সম্পর্কে আর্তামোনোভ স্থির করল, সে একটা আস্ত আহাম্মক। বেরিয়ে এসে পকেট থেকে টুপিটা টেনে বার করে, টুপির ভাঙা মাথাটা পরীক্ষা করতে করতে, ও ফলবাগানে ঢুকে পড়ল।

দু'তিন সপ্তাহ ধরে আর্তামোনোভ একটানা অস্পষ্ট ভীতির মধ্যে দিয়ে দিন কাটাল। ওর কেবলই মনে হত একটা নূতন, অনিরূপ্য বিপর্যয় যে-

কৌনদিন ওকে আক্রমণ করে বসবে। হয়তো পরমুহূর্তেই দরজাটা যাবে খুলে, আর ভিতরে ঢুকে তিখোন বলে বসবে :

"অবিশ্যি আমি সবই জানি......"

যাই হোক, বাইরে কোন গণ্ডগোল দেখা গেল না। যেমন চলছিল তেমনিই চলল। জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে। সুতরাং পাভেলের মৃত্যুটাকে লোকজন নিতান্ত একটা সাধারণ ঘটনা বলেই গ্রহণ করল। হলদে গলার চারিধারে নিকোনোভ জড়াল একটা নতুন কালো-টাই। একটা নম্র অভিব্যক্তি দেখা গেল তার ধোয়া-মোছা মুখে—যেন বহু-আকাংক্ষিত কোন পুরস্কার তার করায়ত্ত হয়েছে। নিহত পাভেলের রোগা, ঢ্যাঙা, ঘোড়ামুখো মাকে ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা চুকিয়ে ফেলার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে দেখা গেল; কিংবা দেখে আর্তামোনোভের তা-ই মনে হল। পাভেলের মায়ের মুখে না ছিল কোন শব্দ, চোখে না ছিল কোন অশ্রু। শবাধারের শিয়রস্থিত শ্বেত চুলটগুলো সোজা করে দিচ্ছিল পাভেলের মা, এবং অশোভন দ্রুততার সংগে বারেবার বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে আঁকতে, পাভেলের চোখের উপরকার চকচকে নূতন তাম্রমুদ্রাগুলো সতর্কভাবে টিপতে টিপতে, পাভেলের মা নিহত-পুত্রের নীল ললাটখানির যথাস্থানে সাজিয়ে দিচ্ছিল আর্য-মূর্তি-অংকিত কাগজের ফিতেটা। পিওত্র্ লক্ষ্য করল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন প্রার্থনার সময় পাভেলের মা দু'দুবার হাতখানা তুলতেই পারল না—এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তার হাতটা; বুকে ক্রুশ আঁকবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হাতখানা এমনভাবে পড়ে গেল, যেন হাতের হাড়টাই গিয়েছিল খুলে।

যাই হক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারটা ভালয় ভালয় চুকে গেল। এমন কি পাভেলের শ্রাদ্ধের কিছুটা ব্যয়ভার বহন করার জন্যে নিকোনোভ-দম্পতি পিওত্র্কে এক লম্বা-চওড়া ধন্যবাদও দিয়ে বসল। তবু-তো পিওত্র্ বিশেষ কিছুই দেয় নি, পাছে বেশি দরদ দেখাতে গেলে তিখোন তাকে সন্দেহ করে বসে। পিওত্র্ আর্তামোনোভের পক্ষে এখনো বিশ্বাস করে ওঠা কঠিন হল যে,

সেই সেদিন কলঘরে দারোয়ানকে যতটা হাঁদা মনে হয়েছিল সে সত্যিই ততটা হাঁদা ছিল কি না। এই নিয়ে তিখোন দ্বিতীয়বার দারোয়ানকে উপলক্ষ্য করে মাতব্বরি করল, এবং ছুরির মত চেপে বসল পিওত্রের জীবনে। এ এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এমন-কি একবার তার মনেও হল কলঘরটাকে পুড়িয়ে দিলে কেমন হয় কিংবা ভেঙে জ্বালানীকাঠ তৈরি করলে কেমন হয়। ওইতো পুরণো বাড়ি, তক্তাগুলোও পচতে আরম্ভ করছে। পরে বাগানের অন্য কোন জায়গায় আর একটা নতুন কলঘর বানালেই চলে যেত।

তিখোনের উপর কড়া নজর রাখত পিওত্র্, তার হাবভাব লক্ষ্য করত। কিন্তু দারোয়ানটার জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটেছে এমনটা তার চোখে পড়ত না। আগের মতই তিখোন কাজকর্ম করত, ধীরেসুস্থে - যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যেন অনুগ্রহ করে। কথাও বলত কম। কারখানার মজুরদের সংগে তিখোন ব্যবহার করত পাহারাওয়ালার মত। মজুররাও ওকে ঘৃণা করত। বিশেষ করে দারোয়ানটা মেয়েদের সংগে ভারি রূঢ় ব্যবহার করত। শুধু নাতালিয়ার বেলায় ওর ব্যবহারে একটা পরিবর্তন দেখা যেত। নাতালিয়ার সংগে ও এমন ভাবে কথা বলত যেন নাতালিয়া ওর মনিবের স্ত্রী নয়, যেন সে ওর নিজের কোন আত্মীয়া—খুড়ি কিংবা বড় বোন।

পিওত্র্ অনেকবার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল :

"তিখোনের সংগে তোমার এতটা দহরম-মহরম হবার কারণ কি ?"

প্রতিবারই ওর স্ত্রী জবাব দিয়েছিল :

"বেশ বনে গেছে ওর সংগে, তাই।"

তিখোনের যদি কোন বন্ধুবান্ধব থাকত তাহলে হয়ত পিওত্র্ ভাবতে পারত যে দারোয়ানটা একতরফের ওকালতি করে। এ-ধরণের বিচিত্র চরিত্র গত কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তিখোনের কোন বন্ধুই ছিল না—এক ছুতোর সেরাফিম ছাড়া। তিখোন গির্জায় যেতে ভালবাসত, সেখানে উপাসনা করত ভক্তি-সহকারে, যদিও বিশ্রীভাবে হাঁ করে থাকত সব সময়ই—যেন এখুনি

চীৎকার করে উঠবে। মাঝে মাঝে তিখোনের কম্পমান-শিখার মত চোখদুটো দেখলে ওর মনিবের মুখে একটা বিষণ্ন মেঘ ঘনিয়ে আসত। আর্তামোনোভের মনে হত, দারোয়ানটার চোখদুটোর ভিতরে-ভিতরে কোথাও যেন প্রচ্ছন্ন ছিল একটা ভীতিপ্রদর্শনের স্পর্ধা। তখন আর্তামোনোভের ইচ্ছা হত দারোয়ানটার জামার কলার চেপে ধ'রে, তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করে:

"মুখ খুল্‌বি কি না বল্‌!"

কিন্তু তিখোনের চোখের তারাদুটো কুঁচকে গিয়ে অভিব্যক্তিহীন হয়ে যেত, আর তার মুখের পাথুরে থম্‌থমতা দেখে পিওত্রের আশংকাটাও কমে আসত। আহাম্মক আন্‌তোন যখন বেঁচে ছিল, তখন প্রায়ই আসত দারোয়ানটার চৌকিঘরে, কিংবা কোন সন্ধ্যায় সদরদরজার ধারে বেঞ্চিখানায় বসত তার সংগে। তিখোন প্রায়ই পাগ্‌লাটার পেট থেকে কথা টেনে বার করবার চেষ্টা করত।

"বাজে বকিস্‌ নি। একটু ভেবে নে, তারপর আমায় বল্‌—কুয়াতির কে?"

আনন্দে চীৎকার করে উঠে জবাব দিত আন্‌তোন্‌:

"কায়ামাস্‌।"

তারপরই গান ধরত:

"মাটি ফুঁড়ে উঠেছেন যীশু ভগবান, হায় যীশু ভগবান......"

"চুপ কর্‌!"

"ও মহাকাল, ছ্যাক্‌রাগাড়ির একটা চাকা গেল
হারিয়ে গেল হারিয়ে গেল খুঁজে হায়রাণ......"

বিরক্ত হয়ে আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করেছিল তিখোনকে, কিন্তু কেন, তা সে নিজেই জানত না:

"তোর মতলব কি?"

"ওর বিদ্‌কুটে কথাগুলোর মানে জানা।"

"কিন্তু ওগুলো তো আহাম্মকের পাগ্‌লামি।"

তিখোন বোকার মত জবাব দিয়েছিল:

"তা হ'ক্, আহাম্মকের কথায়ও তো একটা-কিছু মানে আছে।"

নাঃ, তিখোনের সংগে কথা বলে কোন লাভ নেই।

তারপর এক ঝঞ্ঝাসংকুল বিনিদ্র রজনীতে আর্তামোনোভের বুক তোলপাড় করে উঠল; ভাবল, বুকের ওপর থেকে ভারি বোঝাটাকে ঝেড়ে ফেলতে না পারলে যেন স্বস্তি নেই। স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে, আর্তামোনোভ পাভেলের গল্পটা বলল। নাতালিয়া চুপচাপ ঘুমেল চোখদুটো পিট্‌পিট্ করতে করতে স্বামীর কথাগুলো শুনে গেল; তারপর মন্তব্য করল হাই তুলে:

"স্বপ্ন আমার কিছুতেই মনে থাকে না।"

কিন্তু সহসা নাতালিয়া ভয়ে চমকে উঠল।

"মাগো, ভারি ভয় হয়, পাছে ইয়াশা ওইসব করতে আরম্ভ করে!"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ওর স্বামী:

"কি করতে আরম্ভ করে?"

তারপর যখন নাতালিয়া পরিষ্কার করে ওর ভয়ের কারণটা স্বামীকে বুঝিয়ে দিল, তখন কান খুঁটতে খুঁটতে মরমে মরে গিয়ে ভাবল পিওত্র্‌:

"কেন যে ওকে বলতে গেলাম!"

সেই রাত্রে, শীতকালীন ঝঞ্ঝার মর্মর ও আর্তনাদের মধ্য দিয়ে পিওত্র্‌ একদিকে যেমন অনুভব করল ওর নিঃসীম নিঃসঙ্গতা, অন্যদিকে আবিষ্কার করল পাভেল নিকোনোভকে খুন করার একটা ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা।—পাভেলকে ও খুন করেছিল, কারণ পাভেল ছিল একটা বিপজ্জনক দুর্বৃত্ত, আর এই দুর্বৃত্তটাই ছিল ওর ইলিয়ার খেলার সাথী। পাভেলকে ও খুন করেছিল, কারণ ও নিজের ছেলেকে ভালবাসত; ও চায় নি ইলিয়া পাভেলের সংগে মিশে খারাপ হয়ে যাক্। এই ব্যাখ্যায় খানিকটা শান্তি পেল পিওত্র্, নিজেকে প্রবোধ দিল কেন পাভেলের প্রতি ওর একটা ঘোরতর ঘৃণা ছিল। কিন্তু পিওত্র চেয়েছিল এই

বোঝাটাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলে দিতে, বোঝাটাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। ও ডেকে পাঠাল পাদ্রি গ্রেবকে। ভাবল: অপেক্ষাকৃত উপেক্ষণীয় পাপগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও, এই মারাত্মক অপরাধটার কথাও ও গ্রেবকে বলবে।

রোগা, কোলকুঁজো গ্রেব এল সন্ধ্যায়। এসে তার নড়বড়ে দেহ নিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল এক কোণে। গ্রেবের স্বভাব ছিল বেছে বেছে কোন অন্ধকার কোণে গিয়ে বসা—কোণটা যত অন্ধকার এবং ঘুপসি হয় ততই ভাল।—ভাবখানা যেন লজ্জায় সে মুখ দেখাতে পারছে না। গ্রেবের ঝোব্বাঝাব্বা পোষাকের কালো-কালো ভাঁজগুলো হাতলদার চেয়ারের কালো চামড়ার সংগে প্রায় একাকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকার পরিবেশে তার দেহের যে-সামান্য অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল, সেটি হল তার মুখ। গলে-যাওয়া তুষারের ফোঁটাগুলো কাঁচের মত চিক্‌চিক্ করছিল তার চুলে এবং রগের উপর। অভ্যাসমত তার একখানি হাড্ডিসার হাত ন্যস্ত ছিল তার লম্বা ফাঁক-ফাঁক দাড়িতে।

সরাসরি কাজের কথাটা পাড়বার মত সাহস হল না আর্তামোনোভের। তাই বলতে সুরু করল, মানুষ কি ভাবে দিন দিন হুড়হুড় করে গোল্লায় যাচ্ছে। মানুষের বিরক্তিকর কুঁড়েমি, মাতলামি এবং চরিত্রহীনতার কথাও বলল আর্তামোনোভ। বকতে বকতে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কতক্ষণ আর এ-বিষয় নিয়ে বকা যায়? মুখ বুঁজে ঘরময় পায়চারি সুরু করল পিওত্র্। তখন ছায়াচ্ছন্ন কোণটি থেকে গ্রেবের কণ্ঠস্বর কল্লোলিত হল, এবং গ্রেব যা বলল তা শোনাল নালিশের মত।

"সাধারণমানুষ সম্বন্ধে কেউ একটু ভাবেও না, আর সাধারণমানুষের কথা যদি বল, তারাও নিজেদের পারমার্থিক চাহিদা সম্পর্কে ভাবতেও অভ্যস্ত নয়। কিভাবে চিন্তা করতে হবে, তারা তা-ই জানে না। শিক্ষিত লোকজনের কথা যদি বল,—থাক, তাদের বিচার না হয় না-ই করলাম। যাই হক, এমন মানুষ

আমাদের মধ্যে বেশি নেই। তাছাড়া তুমি জান, তারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খোঁজ রাখে না, সাধারণ মানুষের জীবনের সংগে তাদের যোগাযোগ নেই। এটা সত্যি যে তারা অনেক কিছু নিয়েই মাথা ঘামায়, কিন্তু যা দরকার সেটি নিয়ে তাদের মাথা-ব্যথা নেই। বিদ্রোহে তারা সাড়া দেয়, আর কর্তৃপক্ষের কাছে নাজেহাল হয়। মোটকথা আমাদের অবস্থা খুব ভাল নয়; কোথায় যেন গলদ আছে। এইসব ফাঁপা হট্টগোলের মধ্যে কেবল একটি মানুষের গলা উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছে। এই গলাটি হল কোন্-এক কাউন্ট্ তল্‌স্তয়ের। ইনি একজন দার্শনিক, পণ্ডিত ও লেখক। অদ্ভুত মানুষ এই তল্‌স্তয়। এঁর কথাগুলো রীতিমত ঔদ্ধত্যের মত শোনায়। কিন্তু তাহলেও, বুঝতেই তো পারছ, গির্জের গোঁড়ামি · ...”

গ্রেব অনেকক্ষণ ধরে তল্‌স্তয়ের কথা বলল। তার প্রশান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে ভেসে আসছিল ছায়াছন্ন কোণটি থেকে, ঝিরঝির করে। তল্‌স্তয়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের চিত্রটুকু পিওত্রের কাছে রূপকথার মত ঠেকল। পিওত্র্ গ্রেবের সবকথা যে বুঝতে পারল তা নয়, তবে শুনতে শুনতে ওর চিন্তাগুলো নিঃস্বার্থ হয়ে উঠছিল। গ্রেবকে ও কেন ডেকে পাঠিয়েছিল সে-কথা না ভুললেও গ্রেবের প্রতি ওর মনটা ধীরে ধীরে ভরে উঠছিল করুণায়। পিওত্র্ জানত সহরের গরীব লোকজনের কাছে গ্রেবের পরিচয় ছিল খানিকটা অভিমানী বলে। তার কতকগুলি কারণ ছিল। পাদ্রিটির সংগে কন্দর্পের কোন সম্পর্ক ছিল না; সকলের সংগে সমান মোলায়েম ব্যবহার করত সে; প্রার্থনার কাজটা উৎরে দিত ভালই; বিশেষ করে কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করবার-সময় কেমন-একটা করুণরসের অবতারণা করতে পারত সে। অবশ্য এতে অবাক হত না আর্তামোনোভ; ভাবত: পাদ্রির কাজই তো এই। গ্রেব যে-কারণে পিওত্র্‌কে আকর্ষণ করত সেটা ছিল, ত্রিওমোভের যাজকসম্প্রদায় এবং সহরের গণ্যমান্য বাসিন্দারা সবাই মিলে ঘৃণা করত এই পাদ্রিটিকে। কিন্তু যে আত্মার চিকিৎসক

তার কড়া হওয়া উচিত—অবশ্যই। তার কর্তব্য হল বিশেষ ধরণের কথা খুঁজে বার করা, বিশেষ ধরণের কথা উচ্চারণ করা—যে-কথা মর্ম বিদীর্ণ করবে; তার কর্তব্য হল পাপের ভয়কে উসকে দেওয়া, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে দেওয়া। আর্তামোনোভ জানত, গ্লেবের সে-শক্তি ছিল না। পাদ্রিটি এমন কাঁপা-গলায়, ভয়ে ভয়ে কথাগুলো বলছিল যেন তাতে কেউ আঘাত না পায়। কিছুক্ষণ ধরে গ্লেবের দ্বিধা-কম্পিত কথাবার্তা শোনার পর, হঠাৎ বলে উঠল আর্তামোনোভ:

"ফাদার গ্লেব, যেজন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে কষ্ট দিলাম, সেটা বলি। এ-বছর আমি দীক্ষা নেব না।"

অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করল গ্লেব: "কেন?" তারপর কোন জবাব না পেয়ে আবার বলল: "নিজের বিবেকের কাছে তোমায় জবাবদিহি করতে হবে।"

আর্তামোনোভের মনে হল গ্লেব কথাগুলো বলল সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে। ঠিক এইভাবেই কথা বলত তিখোন। গরীব হওয়ার জন্যে পাদ্রিটির রবারের জুতো ছিল না। তাই, তার ভারি, চাষাড়ে জুতোজোড়ার সংগে যে-তুষার চলে এসেছিল, তা গলে গিয়ে মেঝের উপর ছোট ছোট নোংরা জলাশয়ের সৃষ্টি করেছিল। এই জলাশয়গুলিতে পা নেড়ে-চেড়ে বকে চলল গ্লেব—ঘৃণার সুরে নয়, আক্ষেপের সুরে:

"চারধারে যা-কিছু ঘটতে দেখছ, তার মধ্যে একটিমাত্র জিনিষ তোমায় সান্ত্বনা দিতে পারে। সেটা হচ্ছে এই: জীবন বিষময়। এই বিষ বাড়ে, বেড়ে বেড়ে এক জায়গায় জমা হয়, যেন এই ভাবেই বিষক্ষয় করা সহজ হবে। আমি দেখেছি, ঠিক এইরকমটাই হয়। প্রথমে একটুখানি বিষ দেখা দেয়, তারপর সেই বিষ জমে, যেমন করে সুতো জমে কাঠিমে। ছড়িয়ে থাকলে এ-বিষ থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত; কিন্তু একজায়গায় জমে থাকলে, ন্যায়বিচারের একটি কোপে তা নির্মূল করা যায়......"

কথাগুলো মনে রইল আর্তামোনোভের। খানিকটা সান্ত্বনাও পেল সে। পাভেল—ওই পাভেল ছিল বিষের মূল। আর্তামোনোভের যত কুৎসিত চিন্তা পাভেলকে কেন্দ্র করেই জমে উঠেছিল। উঠেছিল কি না? পরে আর্তামোনোভ আর একবার ভেবে দেখল, তার অপরাধের কিছুটা অংশ ন্যায্যত তার ছেলেরও প্রাপ্য, কারণ ছেলেটার জন্যেই তো সে……। স্বস্তির গভীর নিঃশ্বাস ফেলে পিওত্র্ গ্রেবকে চায়ের নিমন্ত্রণ করল।

খাবারঘরখানা ছিল ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, বেশ আরামের। ঘরের বাতাসটা ভুরভুর করছিল খাদ্যদ্রব্যের রসনাতৃপ্তিকর সুগন্ধে। টেবিলের ওপর বসানো ছিল ফুটন্ত কেৎলিটা। কেৎলির মুখ দিয়ে ভাপ্ বেরুচ্ছিল ফুটফুট করে, খোস-মেজাজে। আর হাতলওলা চেয়ারে বসে পিওত্রের শাশুড়ী তার চার বছরের নাত নিকে গান শোনাচ্ছিল মিষ্টি গলায়:

> "পুণ্যবতী জ্যোতির্ময়ী বিশ্ব-ঘরনী
> দেন উপহার যেমন ভাল বুঝেন জননী:
> যীশুর চেলা পেতের্ পেলেন ঝাপ্‌সা তমসা—
> গ্রীষ্মকালের গুমোট দিনের পাৎলা কুয়াশা;
> সেদিন থেকে সেণ্ট-নিকোলা সাগর-নিয়ামক—
> ঢেউ-জোয়ারের জোয়ার-ভাঁটার ভাগ্য-বিধায়ক;
> হুকুম হল পয়গম্বর এলিজাকে দাও
> পেটাই-সোনার বর্শাখানি; মাতৃগুণ গাও।"

চেয়ারখানা এগিয়ে আনতে আনতে আপোষী-হাসি হেসে বলল গ্রেব:

"গানটায় পৌত্তলিকতার গন্ধ রয়েছে।"

শোবার ঘরে নাতালিয়া বলল স্বামীকে:

"আলেক্সেই ফিরেছে। ওকে দেখলাম। এক একবার মস্কোয় যাচ্ছে, আর ফিরছে যেন পাগল হয়ে। আমার ভয় হয়……"

সেবার শরৎকালে নাতালিয়ার ধবধবে সাদা গলায় এবং মসৃণ গোলাপি চিবুকে লাল লাল দাগ ফুটে বেরিয়েছিল। দাগগুলো ছুঁচ-ফোটার মত ছোট ছোট হলেও, নাতালিয়া যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। তাই সপ্তাহে দুবার শোবার আগে সে একটা সোনালি মলম ঘষতে আরম্ভ করেছিল তার গালে-গলায়, পরম নিষ্ঠার সংগে।

সে-রাত্রেও নাতালিয়া আয়নার সামনে বসে গালে মলম ঘষছিল। তার নগ্ন কনুইদুটো উঠছিল নামছিল মলম-ঘষার তালে তালে; এবং সেই সংগে তার থলথলে ভারি মাইদুটো দুলছিল শেমিজের তলায়। পিওত্র্ শুয়ে ছিল বিছানায়—মাথার পিছনে হাতদুটো জড়ো করে। পিওত্রের দাড়িটা উঁচিয়ে ছিল কড়িকাঠের দিকে। স্ত্রীর দিকে আড়চোখে চাইতে নাতালিয়াকে ওর মনে হল এক ধরণের যন্ত্র, আর নাতালিয়ার মলমের গন্ধটা ওর নাকে ঠেকল সিদ্ধ-করা স্টার্জন-মাছের মত। ফিস্‌ফিস্ করে গদগদচিত্তে প্রার্থনা সেরে যখন নাতালিয়া, বিছানায় শুয়ে অভ্যাসমত তার স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহটিকে স্বামীর ভোগে তুলে ধরল, তখন পিওত্র্ ঘুমিয়ে-পড়ার ভাণ করে, পড়ে রইল স্ত্রীর পাশে।

"বিষের মূল", ভাবল পিওত্র্, "আর আমিও একটা কাঠিম। ঘুরছি আর চড়কিপাক খাচ্ছি। কিন্তু ঘোরায় কে? তিখোন বলে: 'মানুষ ঘোরে, আর শয়তান চট বোনে।' আহাম্মকের ধাড়ি হল ওই তিখোনটা!"

প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করে আলেক্সেই বাড়িয়ে চলেছিল ব্যবসাটা। নদীর ধারে ধারে উঁকি-মারা বালিয়াড়িগুলির কোল-ঘেঁষে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল সেই কারবার। বালিয়াড়িগুলোর সে সোনালি রঙ আর রইল না। অভ্রের রূপালি ঝিলিক অন্তর্হিত হতে সুরু করল, মিলিয়ে যেতে লাগল শিলাস্ফটিকের তেরছা দীপ্তি। তার বদলে প্রতি বসন্তে গজিয়ে উঠতে লাগল ঘাস-আগাছার সবুজ সমারোহ। কলাগাছ দেখা দিল, দেখা দিল লম্বকর্ণ ভাঁটুই। কারখানার আশেপাশে ফল-বাগানের গাছগুলো ছড়িয়ে দিতে লাগল নবীন পরাগ। শরতের পচাপাতার সারে উর্বর হয়ে উঠল বালির চাপড়াগুলো। কারখানার

গয়ুগয়ারি বেড়েই চলল। সংগে সংগে বাড়তে লাগল দায়িত্ব ও উৎকণ্ঠা। শত শত টেকুয়ার গুনগুনিতে, শত শত তাঁতের মর্মরে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যন্ত্রগুলোর একটানা হিমুসিম্ হাঁফানিতে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠল। শ্রম-শিল্পের চলচঞ্চল কোলাহল অশ্রান্তভাবে পাক খেতে লাগল কারখানার মাথায় মাথায়। এমন কারবারের মালিক হলে লোকে খুশি হয় বৈ কি—অপ্রত্যাশিতভাবেই খুশি হয়, মন গর্বে ভরে ওঠে। কিন্তু…

এমন অনেক মুহূর্ত আসত, তাও প্রায় ঘন ঘন, যখন ক্লান্তিতে হয়ে পড়ত আর্তামোনোভ। সেই সময় ও ভাবত সেই পল্লীগ্রামাঞ্চলের কথা—যেখানে কেটে ছিল ওর ছেলেবেলা। স্মরণ করত সেই স্বচ্ছ, শান্ত, ছোট্ট রাৎ-নদীটিকে, স্মরণ করত মাটির সেই অনন্ত বিস্তারকে, আর চাষীদের সাদাসিধে জীবনযাত্রাকে। তখন ওর মনে হত কোন অদৃশ্য শক্তি যেন শক্ত মুঠোয় ওকে চেপে ধরেছে, নিস্তার নাই যার মুঠো থেকে, যে-শক্তি নিজের মর্জি মাফিক নিষ্ঠুর খেলা খেলছে ওকে নিয়ে। সারাদিনের একটানা কোলাহলে ওর মাথা এত ভারাক্রান্ত হয়ে যেত যে, ওর মনে হত ব্যবসা-সংক্রান্ত চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তারই ঠাঁই নেই সেখানে ; মনে হত কারখানার চিম্‌নিগুলোর কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায় সারা জগৎটা যেন হারিয়ে গেছে, একটা ভয়াবহ হতাশা এবং একঘেয়েমি যেন জগৎটাকে ঢেকে ফেলেছে।

এই সময় কারখানার মজুরগুলো সম্বন্ধে ভাবলেই পিওত্র্ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। ওর মনে হত, দিনদিন মজুরগুলো যেন দুর্বল হয়ে পড়ছিল, হারিয়ে ফেলছিল তাদের চাষাড়ে সহনশীলতা ; একটা খিট্‌খিটে মেয়েলি স্বভাব যেন সংক্রামিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে।—একদিকে তাদের অভিমানের যেমন শেষ ছিল না, অন্যদিকে তারা কথায় বার্তায় হয়ে উঠছিল উদ্ধত। অমিতব্যয়িতা এবং উড়ুউড়ুভাব দেখা যেতে আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে। আগে, যখন পিওত্রের বাবা বেঁচে ছিল, তখন মজুররা মিলেমিশে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করত। তখন তারা এত মদও খেত না, আর এত দুষ্কর্মও

হয়ে উঠে নি। এখন অবশ্য আর সে-দিন নেই। সবকিছু যেন জট পাকিয়ে গেছে। মজুরগুলো মেজাজে, এমন-কি, বুদ্ধিতেও আগের চেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠলেও, কাজে তারা কম মন দিত, আর পরস্পর পরস্পরের জন্যে ভাবতও না ততটা। তারা প্রত্যেকেই পিওত্রের দিকে তাকাত কেমন একটা অপ্রীতিকর, চোরা দৃষ্টিতে ;—তাদের মতলবটা যেন মনিবকে যাচাই করে নেওয়া। বিশেষ করে অল্পবয়স্ক মজুরগুলো বদমাস হয়ে উঠেছিল। তারা কারু পরোয়া করত না, সম্মান করা তো দূরের কথা। দেখতে দেখতে কারখানাটা খুব তাড়াতাড়ি জোয়ান মজুরদের মন থেকে কৃষক-সুলভ বৃত্তিগুলো ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিল।

কারনেস-জোগানদার ভোলকোভকে সহরের পাগ্‌লা-গারদে না পাঠিয়ে আর উপায় রইল না। তবু মাত্র পাঁচটি বছর আগে ভোলকোভ্‌ এসেছিল এ-কারখানায়, আগুনে ওদের পল্লীগ্রামের বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার পর—অগত্যা। তখন ওর চেহারা ছিল সুন্দর ; দেহটা ছিল সতেজ ও বলিষ্ঠ। ওর সংগে এসেছিল ওর হাসিখুশি বউ। তারপর একটি বছর পার হতেই, ওর স্ত্রী সুরু করল নষ্টামি, আর ভোলকোভ্‌-ও সুরু করল বউটাকে ঠেঙাতে। মারের চোটে বউটার ক্ষয়কাশ দেখা দিল। তারপর এখন তো দুজনেই ফর্সা। এ-ধরণের দ্রুত-অধঃপতন পিওত্র্‌ আরও অনেক দেখেছিল। পাঁচবছরে খুন হয়েছিল চারটে—মাতাল অবস্থায় খেয়োখেয়ি করতে গিয়ে দুটো, প্রতিহিংসার ব্যাপারে একটা এবং শেষেরটা, ঈর্ষ্যায়। সে এক প্রৌঢ় তাঁতি ছুরি মেরে বসেছিল একটি মেয়েকে। মেয়েটা কাঠিমে সুতো জড়াত। তাছাড়া বড়দের ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি তো লেগেই ছিল। প্রায়ই রক্তগঙ্গা বয়ে যেত।

আলেক্সেই এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না। বলতে-কি দিনদিন আলেক্সেইকে বোঝাই কঠিন হয়ে দাড়াচ্ছিল। ওকে দেখে মনে পড়ত ফিট্‌ফাট্‌, রসিক ছুতোর সেরাফিমকে, যে একদিকে যেমন কারখানার ছেলেপুলেদের জন্যে তীরধনুক, বাঁশি ছুলতে ছিল ওস্তাদ, অন্যদিকে তাদেরই জন্যে কফিন বানাতেও

ছিল সিদ্ধহস্ত। আলেক্সেই-এর বাজপাখির মত চোখদুটো দেখলে মনে হত, ওর ধারণা—যা .আছে ঠিকই আছে এবং যা আছে তা ঠিকই থাকবে। ইতোমধ্যেই সে গোরস্থানের তিনটি কবরের মালিক হয়ে গিয়েছিল। কেবল তার একমাত্র পুত্র মিরণই এখনো পর্যন্ত জীবনটাকে ছিল আঁকড়ে। মিরণের লম্বা-লম্বা অস্থি এবং উপাস্থিগুলো এমন বেখাপ্পাভাবে জুড়ে-তাড়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তার দেহের গাঁঠে-গাঁঠে ক্যাঁচর-কোঁচর শব্দ হত। প্রচণ্ডভাবে আঙুল মটকে ফুট-ফুট শব্দ করা মিরণের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তেরবছর বয়সেই তার চোখে উঠেছিল চশমা, যার দরুণ তার পাখির ঠোঁটের মত লম্বা নাকটা দেখাত বেশ কিছুটা ছোট। চশমার দৌলতে তার চোখের অপ্রীতিকর ঔজ্জ্বল্যটুকু আবৃত হয়ে থাকত। হাতে একখানা বই না নিয়ে মিরণ কোথাও যেত না। সর্বদাই একটা আঙুল থাকত পাতাগুলোর মধ্যে। তার রকম দেখে মনে হত, তার বই আর হাত যেন একসংগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। মা-বাবার সংগে মিরণ কথা বলত যেন সমানে-সমানে, উপরন্তু তর্ক করত তাদের সংগে; আর মনে হত তার মা-বাবা এটা পছন্দও করত। ভাইপোটি যে ওকে সুনজরে দেখত না, এটা ভালভাবে উপলব্ধি করে, ইটের বদলে পাটকেলে জবাব দিত পিওত্র্।

আলেক্সেই-এর বাড়িতে কোন আভিজাত্য ছিল না। পিওত্রের মতে, ওর জীবনের সংগে আলেক্সেই-এর জীবনের তফাৎটা ছিল—ঠিক যেন মঠের সংগে মেলার দোকানের। আলেক্সেই এবং ওর স্ত্রীর কোন বন্ধু ছিল না সহরে; কিন্তু ছুটির দিনে, পুরণো ভাঙাচুরো মালপত্র ও আসবাবে ঠাসা ওদের ঘরগুলোয় এমন সব লোকের ভিড় হত যাদের সারবত্তা সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ ছিল। আসত কারখানার ডাক্তার রগচটা ইয়াকোভ্ লেভ্,—যার স্বভাব ছিল ব্যংগ করা এবং যার দাঁতগুলি ছিল সোনার, আসত যন্ত্রের কারিগর কোপতেভ্, যে শুধু মাতাল আর হট্টগোলেই ছিল না, জুয়াবাজও ছিল; মিরণের শিক্ষকও আসত; সে একজন ছাত্র। তার ওপর পুলিশের আদেশ ছিল

[illegible] যেন, বিবর্ণিত [illegible] [illegible] জেকে। শিল্পকটির সংগে আসত তার [illegible] বউ, যে সিগারেটও ফুঁকত আর গীটারও বাজাত। তাছাড়া আসত আরও অনেকে—যত রঙবেরঙের হতভাগা। তারা প্রত্যেকেই সমান [illegible] সংগে গালাগালি দিত যাজক আর শাসক সম্প্রদায়কে এবং প্রত্যেকেই ভাবত তার চেয়ে চতুর আর কেউ নেই। আর্তামোনোভ হাড়ে-হাড়ে অনুভব করত এরা আসল লোক নয়। সেই সংগে ও বুঝতে পারত না, কোন্ মধুর লোভে ওর ভাই এদের সংগে মিশত—বিশেষ করে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার অর্ধেক অংশ যখন ছিল তার। এদের গালভরা কথাবার্তা শুনে গ্রেবের আক্ষেপটা মনে পড়ে যেত পিওত্রের :

"এরা অনেক কিছু নিয়েই মাথা ঘামায়, কিন্তু যেটি সবচেয়ে দরকার তার জন্যে এদের কোন মাথাব্যথা নেই।"

অবশ্য পিওত্র্ নিজেকে কখনো জিজ্ঞাসা করত না : 'সবচেয়ে দরকার'-টা কি, কিংবা এ-দরকারের স্বরূপটাই বা কি! সবচেয়ে যা দরকারী তা ও জানত। সেটা হল ব্যবসা।

দেখে মনে হত, আলেক্সেই-এর সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিল ওই বাউণ্ডুলে হট্টগোলে কোপ্তেভ্-টা। কোপ্তেভ্‌কে সর্বদাই মাতাল দেখাত। তার মধ্যে একটা চালন-শক্তি ছিল, হয়তো বা কিছুটা জ্ঞানও ছিল। অন্যেরা বললেও, বেশির ভাগ সময়ই সে চীৎকার করে ঘোষণা করত :

"ওসব বাজে, স্রেফ কাব্যি! যা আসল তা হল শিল্প! এটা যন্ত্রের যুগ! যন্ত্র!"

পিওত্রের সন্দেহ হত, কোপ্তেভের কথাগুলো ছিল ধর্মরহিত, ধ্বংসমূলক। ও বলল আলেক্সেইকে :

"লোকটা বিপজ্জনক।"

আলেক্সেইকে দেখে মনে হল দাদার কথায় সে যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছে।

"কোপ্‌তেভের কথা বলছ? কি যে বল! ও একটা বিস্ময়। যেমন খাটিয়ে, তেমনি চতুর আর তেমনি কাজের লোক! ওর মত লোকই তো আমাদের হাজারে হাজারে দরকার!"

একটু হেসে আবার বলল আলেক্সেই:

"আমার যদি একটা মেয়ে থাকত, তাহলে ওকে আমার জামাই করতাম; আর যে-কাজে আছে সেই কাজে ওকে বেঁধে রাখতাম!"

অপ্রসন্নভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিল পিওত্র্‌। তাদের আড্ডা না বসলে, পিওত্র্‌ একা-একা ওর পেয়ারের হাতলদার চেয়ারখানায় বসে থাকত। চেয়ারখানা ছিল বিছানার মত নরম এবং চওড়া। বসে বসে ও লোকজনের কথাবার্তা শুনত। এদের কারোর সংগেই ওর মতের মিল হত না; ইচ্ছে হত, এদের প্রত্যেকের সংগেই তর্ক করে। তার কারণ শুধু এই নয় যে, এরা সবাই মিলে তাকে উপেক্ষা করত, অবহেলা করত কারবারটির বয়োজ্যেষ্ঠ অংশীদারকে; এ-ছাড়া অন্য কারণও ছিল, যদিও সে-কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারত না পিওত্র্‌—এমন-কি নিজের কাছেও না। বাক্‌পটুত্বে ব্যুৎপত্তি ছিল না তার। কখনো কখনো জোর করে সে এক-আধটা কথা বলত:

"সেদিন পাদ্রি গ্লেব আমায় বলছিলেন যে কোন্‌-এক কাউণ্ট না কি……"

সংগে সংগে কোপ্‌তেভ ঘেউ-ঘেউ করে উঠত:

"সে-কাউণ্টের সংগে আপনার সম্বন্ধটা কি? আপনি…আপনি তো মেহোত্তী রাশিয়ার শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস।"

এইভাবে চীৎকার করে কোপ্‌তেভ্‌ পিওত্রের দিকে অভদ্রভাবে একটা আঙুল দাগ্‌ত। দেখে মনে হত ওখানকার সকলেই যেন কোপ্‌তেভের মত জিপ্‌সি—হাঘরে,' যাযাবর জিপ্‌সি।

পিওত্র্‌ মনে মনে বলত: "যত সব কাপড়-কাটা পোকা, পরগাছার [illegible]।"

একদিন [illegible] পিওত্র্‌:

"যারা বলে ব্যবসা ভাল্লুক নয়, ভাল্লুক বনবাদাড়ে পালিয়ে যায়—তারা ভুল বলে। ব্যবসাটা ভাল্লুকই, আর সে পালাবেই বা কেন বনে? সে আমাদের চেপে ধরেছে, আঁকড়ে ধরেছে জোরে। মানুষের কাছে ব্যবসা হল মনিব—দেবতা।"

ঘেউ-ঘেউ করে উঠল কোপতেভ্: "বাহবা বাহবা! যেন জ্ঞানের ডোবা! এ-সব জ্ঞানের আমদানি হয় কোথা থেকে, কার কাছ থেকে? এখন আমরা বুঝতে পারছি বিপদটা কোথায়!"

সংগে সংগে আলেক্সেইও ব্যংগের সুরে দাদাকে জেরা করল: "এ-সব মন্তর পাও কোথা থেকে? তিখোনের কাছ থেকে বুঝি?"

নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল পিওত্র্। বাড়ীতে এসে বলল স্ত্রীকে:

"এলেনার ওপর নজর রেখ। ওই বাউণ্ডুলে কোপ্তেভ্টা ওর পেছনে ঘুরঘুর করে। আর, আলেক্সেই তো কোপতেভ অন্ত প্রাণ। কোপ্তেভের কাছে এলেনা একটা বড় দাঁও। মেয়েটার জন্যে একটা পাত্তর দেখ।"

চিন্তিতভাবে নাতালিয়া বলল:

"ওর যুগ্যি বর এখানে পাওয়া যাবে না। সহরে খোঁজ নিতে হবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করে লাভ কি?"

আর্তামোনোভ জবাব দিল: 'দেখ, শেষে ওরা না তোমায় তাজ্জব বানিয়ে দেয়!" মুচকি হাসল পিওত্র্, এবং ওর স্ত্রীও লজ্জিতভাবে মুখ টিপে হাসল।

পারলে, কখনো-কখনো পিওত্র্ কিছুক্ষণের জন্য ব্যবসার ভাবনাচিন্তার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনত; কিন্তু হলে হবে কি, নিজের প্রতি অপ্রসন্নতায় মনটা আবার ভারি হয়ে উঠত, চারপাশের লোকজনের প্রতি ঘৃণায় মনটা আবার ঘন-কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যেত। কেবল একটি সান্ত্বনা ছিল—ছেলের প্রতি তার ভালবাসা; কিন্তু এ-ভালবাসাও পাভেল নিকোনোভের

চিন্তায় হয়ে উঠত মেঘলা কিংবা হয়তো তলিয়ে যেত খুনের বোঝার নিচে।
ইলিয়াকে দেখে মাঝে মাঝে তার বলতে ইচ্ছা হত :

"দেখ্, তোর ভালর জন্যে কি করেছিলাম দেখ্।"

ছেলের জন্য যে-উৎকণ্ঠা, সেটা যে খুন করার ঠিক আগের মুহূর্তেই ওর মনে এসেছিল—এটা লুকোবার মত চাতুর্য পিওত্রের ছিল না; কিন্তু ও জানত, কেবল এই উৎকণ্ঠাটুকুর মধ্যেই ছিল সান্ত্বনা—সে যতটুকুই হক। তবু, ইলিয়ার সামনে ও কখনো পাভেলের নাম মুখে আনত না, পাছে সেই খুনের একটু আভাসও ওর মুখ দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যায়—যে খুনের ব্যাপারটাকে ও দেখতে চাইত বীরত্বব্যঞ্জক আত্মত্যাগের মহিমা হিসাবে।

পিওত্রের চোখের ওপর ইলিয়া খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার বাবার চোখে তাকে যেন কেমন-একটু অদ্ভুতই ঠেকত। ইলিয়া আরও সংযত হয়ে উঠছিল, মায়ের সংগে কথা বলত আরও ভদ্রভাবে এবং ইয়াকোভকেও সে আর জ্বালাতন করত না। ইতোমধ্যে ইয়াকোভও স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ছোটবোন তাতিয়ানার সংগে ইলিয়া হৈ-হল্লা করত, কিন্তু এলেনার সংগে একটুআধটু ঠাট্টাতামাসা করলেও আর বেশিদূর এগুত না। তাহলেও ইলিয়ার কথায় বার্তায়, ক্রিয়া-কলাপে কেমন-যেন একটা দূরত্বের ভাব ছিল; মনে হত অন্য কতকগুলো চিন্তায় ও যেন বিভোর। পাভেল নিকোনোভের স্থান দখল করেছিল মিরণ। মিরণ আর সে প্রায় সর্বদাই একসংগে থাকত, আর অক্লান্তভাবে দুজনে বকরবকর করত নানা অংগভংগি সহকারে। বাইরে, ফলবাগানের গ্রীষ্মাবাসে একসংগেই তারা পড়াশুনো করত। বাড়ীতে প্রায় থাকতই না ইলিয়া। কোন সকালে হয়ত অল্পক্ষণের জন্য চা খেতে আসত, তারপর তাড়াতাড়ি কেটে পড়ত সহরে, কাকার বাড়ী; কিংবা বনবাদাড়ে ঢুকে পড়ত মিরণ আর গোরিৎস্ভেতোভের সংগে। গোরিৎস্ভেতোভের গায়ের রঙটা ছিল ময়লা, মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো;—উৎসাহী, খুদে ছেলেটি বুনো-গোলাপের ঝোপের মত ছিল কণ্টকময়। তার

চলার ভংগিটা ছিল অলস, চোখের তারাদুটো সে ঘৃণাভরে কাৎ করে রাখত দেখে মনে হত ট্যারা।

বিরক্ত হয়ে নাতালিয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল :

"ওই খুদে ইহুদি-বাচ্চাটার সংগে অত ঘোরাঘুরি করিস কেন ?"

পিওত্র্ দেখল ইলিয়ার সুন্দর ভ্রূজোড়া কুঁচকে গেল।

"ইহুদি-বাচ্চা কথাটা অপমানজনক, মা। তুমি ভাল করেই জান আলেক্সাণ্ডার পাদ্রি মেরের ভাগ্‌নে, তাই সে রাশিয়ান। তাছাড়া সে ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলে।"

ঘৃণাভরে জবাব দিল নাতালিয়া :

"ইহুদি-বাচ্চাগুলো অমন মাতব্বর হয়েই থাকে।"

ইলিয়া বলল :

"কি করে জানলে তুমি ? সারা সহরে মাত্র চারজন ইহুদি আছে আর তারা সকলেই গরীব—এক ওই ওষুধওলা ছাড়া।"

"হ্যাঁ, চারজন ইহুদি আর তাদের চল্লিশটা বাচ্চা। যদি ভোরগোরোদে যাস, দেখবি, চারধারে কিলবিল করছে ইহুদি, আর মেলাতেও তা-ই।"

বিরক্তিকর জিদের সংগে ইলিয়া আবার বলল :

"ইহুদি-বাচ্চা কথাটা খারাপ।"

সংগে সংগে ওর মা রেগে গিয়ে, কড়ায় হাতা ঠুকে, ওকে ধমকে উঠল :

"তোর কাছে আমায় শিখতে হবে না কি ? যা বলছি তা আমি বুঝি ! আমার চোখদুটো আছে। ওর রকমসকম আমি ভাল করেই দেখছি। [illegible] এঁটোপাতাটা সকলের পেছনেই ঘুরঘুর করছে, এমন কি তিখোনের পেছনেও। ভালমানুষ ? হ্যাঁ, ইহুদি-বাচ্চার মতই ভালমানুষ ওই খুদে ছোঁড়াটা। ওদের আমি চিনি—যত সব আপদের একশেষ। আমিও একসময় এমন-একজন ভালমানুষকে জানতাম……"

কড়াভাবে বলল পিওত্র্ : "থাম এবার, হয়েছে !"

প্রায় কেঁদে ফেলে নালিশ জানাল নাতালিয়া :

"এ কি কাণ্ড পিওত্র্ ইলিইচ্ ? মানুষ কি তার একটা কথাও বলতে পাবে না !"

ইলিয়া চুপচাপ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইল। ওর মা মনে করিয়ে দিল ছেলেকে :

"আমি তোকে জন্ম দিয়েছি।"

"ধন্যবাদ", বলে ইলিয়া খালি কাপ্টা ঠেলে সরিয়ে দিল। ছেলের দিকে আড়চোখে চেয়ে কান খুঁটতে খুঁটতে একটু মুচকি হাসল পিওত্র্।

স্ত্রীর গলা শুনে পিওত্রের বুঝতে বাকি রইল না যে মা ছেলেকে ভয় করত, যেমন একদিন সে ভয় পেত কেরোসিনের বাতিগুলোকে এবং হালে ওল্গার দেওয়া কফি-বানাবার একটা জটিল স্টোভ্কে। নাতালিয়ার স্থির ধারণা ছিল স্টোভ্টা একদিন ফেটে যাবে। ছেলের জন্য নাতালিয়ার ভয়টা যতই হাস্যকর হক, প্রায় এই ধরণেরই একটা আশংকা পেয়ে বসল পিওত্রকেও। ছেলেটাকে বোঝা ভার। ওদের তিনজনকেই বোঝা যেন দায়। ওই তিখোন-দারোয়ানটার মধ্যে ওরা কোন্ আনন্দ পায় ? ওরা সন্ধ্যায় তিখোনের সংগে বাড়ীর ফটকে বসে থাকত এবং আর্তামোনোভ শুনতে পেত, তিখোন উপদেশ দেবার মত গলায় বলছে :

"তা সত্যি। বোঝা যত কম, পা-ও তত হাল্কা। কিন্তু ওই-সব কোণ-ঘুপ্সিতে বিশ্বাস কর না। আকাশে ঘুপ্সি থাকবে কি করে ? সেখানে তো আর দেয়াল নেই !"

ছেলেগুলো হেসে উঠত। ইলিয়া হাসত সংক্ষিপ্ত, মখ্মলে-হাসি ; মিরণের হাসিটা শোনাত শুকনো, ব্যংগাত্মক। গোরিৎস্ভেত্তোভ্ ওদের মত অত তাড়াতাড়ি হাসত না। বরং সর্বদাই বাধা দিয়ে বলে উঠত :

"থাম থাম ! এতে হাসির কিছুই নেই !"

তারপর আবার তিখোনের জ্ঞানের ঝরণা ঝিরঝির করে বইতে সুরু করত :

"মানুষজন সম্পর্কে তোমাদের আরও বেশি করে পড়াশুনো করা উচিত। মানুষ কি, কোন্ কাজ কার জন্যে, মানুষের পরিণাম কি—এই সব। এগুলো নিয়েই তোমাদের মাথা ঘামানো উচিত। তারপর দেখ, দুনিয়ায় কথার শেষ নেই। কথাগুলোকে আগাপাছতলা ভাল করে বুঝতে হবে, যাচাই করতে হবে। ধর একটা কথা—'চেষ্টা'। কথাটা বেশ সুন্দর, মোলায়েম। তোমরা ব্যবহারও কর হরদম। যতক্ষণ ভাবছ, ঠিক আছে। কিন্তু যে-ই ভাবনা থামাবে, অমনি কোনকিছুরই আর শেষ হবে না, কোনদিনই না!"

তারপর তিখোন তার পুরোণো কথাগুলো আবার আওড়ে যেত—যে-কথাগুলো পিওত্রের কাছে ছিল সুপরিচিত :

"মানুষ সুতো কাটে, আর শয়তান চট বোনে। এই রকমই হয়ে আসছে চিরটা দিন,—এর শেষ নেই।"

ছেলেরা আবার হেসে উঠত এবং সেই সংগে তিখোনের জমাট হাসিটাও শোনা যেত। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সংগে তিখোনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত :

"তোখোড় চোখ! সেয়ানা বটে! হলে হবে কি? একটু ছোট!"

সন্ধ্যার ছায়াতে ছেলেগুলোকে ছোট দেখাত; রোদ্দুরে যা দেখাত তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ছায়ার মধ্যে তিখোন যেন ফুলে উঠত; তার দেহটা যেত ছড়িয়ে; আর, দিনের বেলার চেয়ে অন্ধকারেই সে কথা বলত আরও বেকুবের মত।

তিখোনের সংগে ইলিয়ার কথাবার্তাটা শুনে দারোয়ানটার প্রতি আর্তামোনোভের ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। সেই সংগে একটা অহেতুক ভয়ও অনুভব করল ভিতরে ভিতরে। পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করল ছেলেকে :

"তিখোনের মধ্যে তুই কী পাস?"

"ও মজার লোক।"

"কি মজা আছে ওর মধ্যে শুনি? ওর বেকুবিটা?"

শান্তভাবে জবাব দিল ইলিয়া :

"বেকুবিটাও বুঝতে হয়।"

জবাব শুনে খুশি হল আর্তামোনোভ।

"তা সত্যি। পৃথিবীটা বেকুবিতে ভর্তি।"

কিন্তু একটু পরেই ও বুঝতে পারল :

"একেবারে তিখোনের কথা যে!"

ইলিয়ার ওপর পিওত্রের একটা বিশেষধরণের আশা ছিল। ইলিয়া যখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠানের মজুরগুলোকে লক্ষ্য করত মৃদু শিস্ দিতে দিতে, যখন তাঁত-ঘরের মধ্যে দিয়ে সে হাঁটত ধীরেসুস্থে, কিংবা বস্তিটার দিকে এগুত হাল্কা পায়ে—তখন তার বাবা তৃপ্তিসহকারে বলত মনে মনে :

"ছেলেটা বেশ তোখোড় মনিব হবে দেখছি ; তাছাড়া, আমার মত অবস্থা নিয়ে ওকে তো আর ব্যবসায় ঢুকতে হবে না—তাড়া খেয়ে, নেঙচাতে নেঙচাতে!"

ইলিয়া কথা বলত অত্যন্ত কম। এইটাই যা ছিল একটু হতাশাব্যঞ্জক। যখন সে সত্যিই কথা বলত, বলত মেপেজুপে ভেবেচিন্তে ; তাই ওর সংগে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার মত মেজাজও থাকত না আর।

আর্তামোনোভ ভাবত : "ছেলেটা একটু নীরস।" কিন্তু এতে সান্ত্বনা পাবারও যথেষ্ট কারণ ছিল। হট্টগোলে-বাচাল গোরিৎস্‌ভেতোভ, কুঁড়ের বাদ্‌শা ইয়াকোভ কিংবা মিরণের সংগে ওর মিল ছিল না। মিরণের মধ্যে থেকে যৌবনের জৌলুসটা যেন উবে যাচ্ছিল হুহু করে। গ্রন্থকীটের মত সে কথা বলত, আচারে-ব্যবহারে হয়ে উঠেছিল উদ্ধত। মোটকথা তাকে দেখলেই মনে হত, সে যেন একটা জবরদস্ত পদস্থ রাজকর্মচারী যার কাছে ছাপা হরফই ছিল আইন—যে-আইনের কোনও ব্যতিক্রম ছিল না জীবনের কোনও ক্ষেত্রে।

ছুটিটা ঝড়ের মত কেটে যেতেই ছেলেরা বিদায় নেবার জন্য তোড়জোড় আরম্ভ করল। যে-কোন কারণেই হক, ইয়াকোভের মাথায় উপদেশের বোঝা

চাপিয়ে দিল—নাতালিয়া ; আর ইলিয়াকে যা বলবার বলে দিল পিওত্র্ ;—অবশ্য যা বলতে চেয়েছিল সেইটুকু বাদে। আর, কি করেই যা বলবে ও, যে মশার-ঝাঁকের-মত ব্যবসার একেঘেয়ে ভাবনাচিন্তায় ওর জীবনটা ছিল বিস্বাদ ও নিরানন্দ ? তাছাড়া ছেলেমানুষদের এসব কথা বলাও যায় না।

একঘেয়েমিটা আর সহ্য হচ্ছিল না পিওত্র্ আর্তামোনোভের। দিনের পর দিন সেই একই বিস্বাদ জীবন,—ধুলো-কাদা-বৃষ্টি-গুমোট-তুষারের মতই অনিবার্যভাবে একঘেয়ে। পিওত্র্ ভাবত : এই একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের বাইরে কি কিছু নেই, যা এই বিস্বাদ জীবন থেকে স্বতন্ত্র ? অবশেষে একদিন পিওত্র্ পেল যা ও খুঁজছিল। পেল কিংবা আবিষ্কার করল। জেলার একটা সুদূর অরণ্যময় অঞ্চল দিয়ে যেতে যেতে পথে ঝড়বৃষ্টির খপ্পরে পড়ল পিওত্র্। শিলও পড়ছিল। তার সংগে চলেছিল বজ্রের গর্জন এবং বুক-চেরা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের নীল চমকানি। সরু বনপথটা দিয়ে জলের ঢল্ নেমেছিল। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারে জলকে আর জল বলেই চেনা যাচ্ছিল না। ঘোড়াগুলোর ক্ষুর ঢুকে যাচ্ছিল কাদাতে। এমন কি গাড়ির চাকার ধুরোগুলো পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল কাদায় কাদায়। থেকে থেকে ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুতের নীল শিখা শিরশির করে উঠছিল গলিত, ফুটন্ত মাটির বুকে ; আর সেই ভয়াবহ আলোর কাঁপুনিতে, বৃষ্টির ঠুনকো জালের মধ্যে দিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল কালো কালো কম্পমান গাছগুলো আকাশের দিকে ; আর ঝুপ্ঝাপ্ করে অন্ধকার ঝরে পড়ছিল দুধারে। অদৃশ্য ঘোড়াগুলো ডাক ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের চঞ্চল পায়ের চারপাশে ককিয়ে উঠল থৈ-থৈ জল। স্থূলাঙ্গ, নিরীহ সহিস ইয়াকিম ঘোড়াগুলোকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। শিল-পড়া থেমে গেল একটু পরেই। তার জমাট আওয়াজটা মিলিয়ে গেল অরণ্যে ; কিন্তু বৃষ্টি নামল আরও জোরে—লক্ষ লক্ষ বুলেটের মত। বৃষ্টির চাবুকে আর্তনাদ করে উঠল গাছের পাতাগুলো। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শোনা যেতে লাগল একটা ক্রুদ্ধ গর্জন।

ইয়াকিম বলল: "পোপোভদের ওখানে না গিয়ে আর আমাদের কোন উপায় নেই।"

তারপরের ঘটনা স্বপ্নের মত। আর্তামোনোভকে দেখা গেল একখানি আরামদায়ক কামরায় বসে থাকতে, প্রীতিকর আধো-অন্ধকারে ডুবে। তার পরণে ছিল শুকনো পোষাক-পরিচ্ছদ। বেজায় আঁটসাট হওয়ায় পোষাকটা আর্তনাদ করছিল। টেবিলের ওপর গুন্‌গুন্‌ করছিল একটা নিকেল-করা কেৎলি; আর, একজন লম্বা, ছিমছাম স্ত্রীলোক চা ঢালছিল পেয়ালায়। স্ত্রীলোকটির পরণে ছিল ঢেউখেলানো ধূসর পোষাক; তার সুন্দর ধূসর চোখদুটির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ছিল তার মুখখানা; আর, তার মাথায় ছিল লাল্‌চে চুল—পাগড়ির ঢঙে বাঁধা। অত্যন্ত সাদাসিধে এবং নির্লিপ্তভাবে স্ত্রীলোকটি মৃদুস্বরে বলল পিওত্রকে তার স্বামীর সাম্প্রতিক মৃত্যুর কথা। তাছাড়া জানাল তার সম্পত্তিটা বেচে, সহরে গিয়ে, সে একটা প্রাইভেট-স্কুল বসাতে চায়।

"এ-পরামর্শ-টা দিয়েছেন আপনার ভাই। মজার লোক উনি—যেমন চট্‌পটে, নতুন নতুন কথা বলতেও তেমনি ওস্তাদ।"

ঘরের চারদিক দেখতে দেখতে পিওত্র্‌ ঈর্ষ্যায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। যৌবনে বাবার সংগে সফর করবার সময় সে বহুবারই বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিল; কিন্তু বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু তার চোখে পড়ে নি। সেইসব লোকজন বা গৃহসজ্জা দেখে তার মনে হয়েছিল কোথায় যেন কী একটা বিঁধছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু পোপোভদের বাড়িখানা যেন আলাদা। কোথাও এতটুকু যন্ত্রণাদায়ক আতিশয্য নেই। গোটা আবহাওয়াটাই যেন মোলায়েম এবং সাচ্চা। ঘষা-কাঁচের ঘোম্‌টা-দেওয়া একটা প্রকাণ্ড বাতি জ্বলছিল। তার দুধের মত সাদা, কোমল আলোটা পড়েছিল টেবিলের ওপরে-রাখা রেকাবি-গুলোয়, রূপোর বাসন-কোসনে এবং একটি বাচ্চা মেয়ের মসৃণ নিবিড় চুলে। মেয়েটি সামনে ঝুঁকে, ছুঁচলো একটি পেন্সিল দিয়ে একখানি খাতায় কি-যেন

আঁকছিল। আঁকতে আঁকতে, মৃদুকণ্ঠে সে গুন্‌গুন্‌ করছিল আপন মনে—এমন-ভাবে, যাতে তার মায়ের শান্ত কথাবার্তায় বিঘ্ন না ঘটে। ঘরখানি খুব বড় না হলেও আসবাবপত্রে ভর্তি ছিল। কিন্তু আসবাবপত্রগুলো ঘরখানা জুড়ে বসে নি। প্রত্যেক জিনিষেরই যেন নিজস্ব কোন ভাষা ছিল। একই কথা বলা যেত দেয়ালের তিনখানি ঝল্‌মলে ছবি সম্বন্ধে। পিওত্রের ঠিক সামনে ছিল যে-ছবিখানা তাতে আঁকা ছিল একটা সাদা ঘোড়া—যেন রূপকথার। গর্বে ফুলে ছিল তার বংকিম গ্রীবাটি; প্রায় আভূমিলম্বিত ছিল তার কেশর। আশ্চর্য প্রশান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য ছিল এই বাড়িখানায়। গৃহকর্ত্রীর মঞ্জুল কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে পিওত্রের মনে হল, যেন দূর থেকে কোন বিষণ্ণ সঙ্গীত ভেসে আসছে তার কানে। এমনই একটি পরিবেশে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন কাটাতে পারে, কোন পাপই ঘেঁষতে পারে না এর ত্রিসীমানায়; আর এমনই একটি নারীকে স্ত্রীহিসাবে পেলে, তাকে সম্মান করা যায় এবং তার কাছে বলাও যায় সব কথা: ভাবল পিওত্র্‌।

বারান্দার রঙীন কাঁচ-বসানো দরজার বাইরে তখনো বিদ্যুতের নীল্‌চে শিখার মাতামাতি চলেছিল কালো আকাশের বুকে; কিন্তু ভয়ের আর কোন কারণ ছিল না।

ভোর হতেই আর্তামোনোভ, সেই সহৃদয় প্রশান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মহামূল্য স্মৃতিটুকু সংগে করে নিজের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। আর, তার সংগে সংগে চলল সেই স্বাচ্ছন্দ্যের স্রষ্টিকারিণী শান্তা ধূসরনয়না নারীটির প্রায়-অপার্থিব প্রতিরূপখানি। পথে জল জমে গিয়েছিল। পিওত্রের গাড়িখানা চলল তারই ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে। জলাশয়গুলোয় প্রতিফলিত হয়েছিল একাধারে সূর্যের সোনা এবং বাত্যাবিদীর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘের ধেবড়া-ধেবড়া কালো রঙ। স্মৃতিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে পিওত্র্‌ অনুভব করল একটা ঈর্ষ্যান্বিত বিষণ্ণতা। ভাবল:

"কেউ কেউ তাহলে এভাবে জীবন কাটায়।"

যে-কোন কারণেই হক পিওত্র্ তার স্ত্রী বা ভায়ের কাছে এই নব্য-পরিচিতাটি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে নি। কিন্তু এতেই ফ্যাসাদটা আরও বাড়ল। কয়েকসপ্তাহ পরে আলেক্সেই-এর বৈঠকখানায় ঢুকেই পিওত্র্ দেখল, ওল্‌গার পাশে পোপোভা সোফায় বসে আছে। দাদাকে সামনে টেনে এনে বলল আলেক্সেই :

"আসুন ভেরা নিকোলাইএভ্‌না, আমার ভায়ের সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দি।"

মুচকি হাসতে হাসতে ভেরা বাড়িয়ে দিল তার হাতখানা।

"আগেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।"

আলেক্সেই চীৎকার করে উঠল :

"তার মানে? কবে থেকে? আমায় বলনি কেন?"

আলেক্সেই-এর বিস্ময়প্রকাশের মধ্যে পিওত্র্ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুর গন্ধ পেল এবং অনুভব করল ওর দাড়ির গোড়াটা যেন অদ্ভুতভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কান খুঁটতে খুঁটতে জবাব দিল পিওত্র্ :

"মানে······ভুলে গিয়েছিলাম।"

পিওত্রের দিকে নির্লজ্জভাবে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে বলল আলেক্সেই :

"দেখুন, দেখুন—ভায়া যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন! বড় খাসা জবাব দিয়েছ বাছাধন! শ্রীমতী পোপোভার মত মহিলাকে একবার দেখে কি আর সহজে কেউ ভুলতে পারে? দেখুন দেখুন, ভায়ার কানে যেন সুড়সুড়ি লাগছে—কানদুটো রাঙা হয়ে উঠছে!"

পোপোভা মুচকি হাসল; কিন্তু সে-হাসিতে রাগের কোন চিহ্ন ছিল না।

কাঁচের বড় বড় গেলাসে ওরা বরফদেওয়া মদ খেল। পোপোভা এই মদ উপহার দিয়েছিল ওল্‌গাকে। মদের রঙটা ছিল সোনালি, রজনের মত হলদে; খেতে খেতে জিভে বেশ আরাম করে টাক্‌না দেওয়া যায়—এইরকম

মদ। মদে চুমুক দিতে দিতে পিওত্রের মনে নানারকমের মজার মজার কথাবার্তা চুলবুল করে উঠল, কিন্তু সেগুলো বলবার কোন সুযোগই হল না ওর; কারণ আলেক্সেই অশ্রান্তভাবে কপ্‌চেই যাচ্ছিল:

"না, না, ভেরা নিকোলাইএভ্‌না, তাড়াতাড়ি করে সম্পত্তিটা যেন যাকে-তাকে বেচে দেবেন না। আপনার বাড়ি কেনবার জন্যে এমন একজন খদ্দের দরকার যে শান্তি ও নিরিবিলি চায়। বলতে-কি, বাড়িখানা আসলে বুক-জুড়োবার জায়গা। আমাদের মত লোক এ-বাড়ির জন্যে আর কত দেবে? বলুন, আপনার আছেই বা কি? একে তো জায়গা-জমি নেই, তাছাড়া কাঠ যেটুকু আছে, তাও খারাপ। উপরন্তু, এ-অঞ্চলে এক খরগোস ছাড়া আর কারই বা কাঠের দরকার আছে বলুন?"

পিওত্র্‌ বলল:

"না, আপনার বেচা উচিত নয়।"

অন্যমনস্কভাবে মদে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল পোপোভা:

"নয় কেন?"

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল আবার: "বেচতেই হবে আমাকে।"

ওল্‌গা যেভাবে ওর দিকে দেখছিল কিংবা হাসি চাপতে-চাপতে যেভাবে তার ঠোঁটদুখানা ঘষছিল—তাতে অস্বস্তি বোধ করল পিওত্র্‌। পোপোভার কথায় উত্তর না দিয়ে ও আবার বিষণ্ণভাবে মদের গেলাস নিয়ে পড়ল।

দুদিন পরে আলেক্সেই পিওত্রকে অফিসে এসে জানাল, পোপোভার আসবাবপত্র বাঁধা রেখে সে পোপোভাকে টাকা দিতে চায়।

"ভেরার বাড়িখানার দাম কাণাকড়িও নয়, কিন্তু যে মাল আছে ওর······"

কঠোর দৃঢ়সংকল্পের সুরে বলল পিওত্র্‌: "না।"

"না কেন? কোন্‌ জিনিষের কত দাম আর কত উপযোগিতা তা আমি জানি।"

"না।"

আলেক্সেই চেঁচিয়ে উঠল :

"কিন্তু, না কেন? একজন অভিজ্ঞ লোককে সংগে নিয়ে সব দামদস্তুর করে আসব।"

পিওত্র্ তবু গোঁয়ারের মত মাথা নাড়ল। ওর একান্ত প্রয়োজন ছিল, এই ধার দেওয়ার ব্যাপারটি থেকে ভাইকে নিরস্ত করা। কিন্তু কোন বিরুদ্ধ-যুক্তিও খুঁজে পেল না পিওত্র্। তার বদলে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল :

"আধাআধি রফা হক্। আদ্ধেক তুই দে, আদ্ধেক আমি দিই।"

পিওত্রের দিকে কড়াভাবে চেয়ে হেসে উঠল আলেক্সেই :

"পাখা গজাতে সুরু করেছ দেখছি?"

"করলেও, সময় হয়েছে বলেই করছি," চেঁচিয়ে জবাব দিল পিওত্র্ আর্তামোনোভ্।

আলেক্সেই ওকে সাবধান করে দিয়ে বলল :

"একটু সামলে। যা ভাবছ তা নয়। চেষ্টা আমিও করেছি, কিন্তু ও-মেয়ে বড় সেয়ানা।"

বার দুইতিন পোপোভার সংগে সাক্ষাৎ হওয়ার পর পোপোভাকে নিয়ে পিওত্র্ স্বপ্ন দেখতে সুরু করল। পিওত্র্ কল্পনা করত, পোপোভাকে পাশে পেলেই ওর সামনে এমন একটি জীবন উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যা আশ্চর্য স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর, যা দেখতে সুন্দর এবং যা ভরিয়ে দেবে ওর অন্তর রমণীয় শান্তিতে;—এমন একটি জীবন, যেখানে দিনের পর দিন ধরে ডজন-ডজন কুঁড়ে অপারগদের সংগে তাকে আর মিশতে হবে না—যারা সর্বদাই খুঁৎখুঁৎ করে, নালিশ জানায়, চীৎকার করে, ঠকায়, মিছে কথা বলে এবং তাকে ঘিরে রাখে একটা চট্‌চটে খোসামুদির আঠা দিয়ে—যে খোসামুদিটা, তাদের ক্রমবর্ধমান, প্রায়-প্রকাশ্য শত্রুতার চেয়ে কম বিরক্তিকর নয়। পিওত্রের পক্ষে সহজ হত এমন একটি জীবনের ছবি দেখা যেখানে এ-সব কিছুই ছিল না, যে-জীবনটা ছিল পেট-মোটা, লালমাকড়সার মত কারখানাটা থেকে অনেক

দূরে—যে কারখানাটা মাকড়সার মতই কেবল জাল বুনছিল। পিওত্র্ নিজেকে কল্পনা করত, সে যেন একটা বড়সড় ধেড়ে-বেড়াল কিংবা ওই রকমেরই একটা-কিছু; আর ভাবত, তাকে শান্তিতে তোয়াজে রাখা হবে, তার প্রণয়িনী তাকে ভালবাসবে, আদর করবে,—এছাড়া আর কিছুই চাইবে না সে, আর কিছুই না।

একদিন যেমন পাভেল নিকোনোভ তিক্ত ও বিরক্তিকর চিন্তাগুলোর কুৎসিত কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ পোপোভা দাঁড়াল শুধু আলো আর প্রীতিকর ধ্যানধারণার চুম্বক হয়ে। পোপোভার সম্পত্তিটার সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য একজন লোককে ঠিক করা হয়েছিল। লোকটা বুড়ো, চোখে চশমা, ছোটখাট এবং একটি বাস্তুঘুঘু। এই লোকটিকে নিয়ে আলেক্সেই-এর সংগে পোপোভার সম্পত্তি দেখতে যেতে অস্বীকার করল পিওত্র্; কিন্তু লেনদেন সেরে আলেক্সেই যখন ফিরে এল তখন ভাইকে বলল পিওত্র্:

"মরগেজটা আমায় বেচে দে।"

আলেক্সেই অবাক হয়ে গেল, বিরক্তও হল; হাজারগণ্ডা প্রশ্নও করল: 'কেন', 'কি জন্যে'—এই সব। অবশেষে বলল:

"দেখ, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না! পোপোভা কোনদিনই টাকা শোধ দিতে পারবে না, আর ওর জিনিষপত্রগুলো বেশ দামী,—বুঝলে? তাই কিছু বেশি দিতে হবে।"

দরদস্তুর ঠিক হল। ভ্রূ কুঁচকে বলল আলেক্সেই:

"বরাত ঠুকে দেখ। কাজটা ভালই করলে।"

পিওত্র্ও ভাবল কাজটা সে ভালই করেছে। নিজের জন্য তবু একটা বিশ্রামের ঠাঁই রইল।

চোখ টিপে আলেক্সেই জিজ্ঞাসা করল দাদাকে:

"তোমার বউকে খবরটা দেব, না চুপচাপ থাকব?"

"সেটা তোর ভাবনা।"

পিওত্রের দিকে অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টিতে চেয়ে বলল আলেক্সেই :

"ওল্‌গার ধারণা তুমি পোপোভার প্রেমে পড়ে গেছ।"

"সেটা আমার ভাবনা।"

"কিসের তম্বি করছ আমাকে ? আমাদের বয়েসে লোকজন অমন-একটু নেচে-কুঁদে বেড়ায়।"

রেগে গিয়ে অভদ্রভাবে জবাব দিল পিওত্র্ :

"নিজের কাজে যা।"

ওল্‌গা পিওত্রের সংগে চিরদিনই বন্ধুর মত ব্যবহার করত। কিন্তু ইদানীং দেখা গেল, ক্রমবর্ধমান বন্ধুভাব ছাড়াও পিওত্রের প্রতি কেমন-একটা করুণার ভাবও ওল্‌গার মধ্যে আভাসিত হচ্ছিল। এটা ভাল লাগল না পিওত্রের। শরতের কোন এক সন্ধ্যায় ওল্‌গার বৈঠকখানায় বসে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ :

"পোপোভা সম্পর্কে আলেক্সেই তোমাকে অনেক বাজে-কথাই বলে, না ?"

পিওত্রের লোমশ আঙুলগুলোয় ওর পাৎলা আঙুলের সহৃদয় টোকা মেরে বলল ওল্‌গা :

"আর বেশিদূর গড়াবে না।"

পাকানো মুঠোখানা নিজের হাঁটুর ওপর ঠুকে জবাব দিল আর্তামোনোভ :

"গড়াবেও না, আর কোন চুলোয় যাবেও না। এটা থাকবে আমারই অন্তরে। তুমি এর কি বুঝবে ! পোপোভাকে কিছু বল না যেন।"

পোপোভাকে পিওত্র্ লালসার দৃষ্টিতে দেখত না। সে ওর স্বপ্নে আসত সুন্দর ও শান্ত জীবনের অঙ্গ হিসাবে, কাম্য নারী হিসাবে নয়। পোপোভা শহরে চলে যাবার পর আলেক্সেই-এর বাড়িতে তার সংগে প্রায়ই দেখা করত পিওত্র্। পরে, এমন একটি মুহূর্ত এল যখন পিওত্রের মাথা ঠিক রাখাই দায় হয়ে উঠল। একদিন আলেক্সেই-এর বাড়িতে গিয়ে ও দেখল ওল্‌গা অসুস্থ। ওল্‌গার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল পোপোভা। তার ব্লাউজের আস্তিনদুটো গুটিয়ে একটা জলের গামলায় তোয়ালে ভিজাচ্ছিল সে। জলের গামলার ওপর

ঝুঁকে পরক্ষণেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে, পোপোভার দেহের কমনীয় সৌন্দর্য, নিখুঁত দেখাল। পোপোভার বালিকাসুলভ ছোট ছোট বাহুদুটিতে পিওত্র্ অনুভব করল এক দুর্বার আকর্ষণ। দরজার ধারে থমকে দাঁড়িয়ে, কোঁচকানো ভ্রুর তলা দিয়ে, পিওত্র্ নীরবে পোপোভার সাদা সাদা দুটি বাহু, তার দৃঢ় দুটি পায়ের ডিম এবং পাছার দিকে চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে এক উত্তাল বাসনায় যেন সহসা অবশ হয়ে গেল পিওত্র্। ওর ইচ্ছা হল, পোপোভার বাহুদুটি ওকে জড়িয়ে ধরুক। পোপোভার অভিবাদনের উত্তরে একটা কড়মড়ো পাল্টা-অভিবাদন জানিয়ে ঘরে ঢুকল পিওত্র্, তারপর বসল গিয়ে জানলার ধারে; জিজ্ঞাসা করল স্ফূর্তিহীন গলায়:

"কী ব্যাপার, ওল্গা? এভাবে তোমার শরীর খারাপ করা উচিত নয়।"

এর আগে আর কোন নারী পিওত্র্কে এমনভাবে উদ্ভ্রান্ত করে নি, এমন নিষ্ঠুরভাবে অভিভূত করে নি। ভয় হল পিওত্রের; চারিদিকে ও দেখতে লাগল বিপদ ও বিপর্যয়ের আবছা পূর্বাভাস; নিজের গাড়িখানাকে পাঠিয়ে দিল ডাক্তার ডাকবার জন্যে; আর নিজে, পায়ে-হেঁটেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল কারখানার দিকে।

তখন ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি। বরফ গলতে সুরু করেছিল। মনে হল তুষার-ঝঞ্ঝা আরম্ভ হবে। একটা ধূসর কুয়াশা ঝুলছিল পৃথিবীর উপর। আকাশটা ঢেকে গিয়েছিল তাতে। কুয়াশার চাপে বায়ুমণ্ডলটা যেন উল্টানো বাটির মত চেপে বসল পিওত্রের ঘাড়ে। স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডা ধুলো নেমে এল ঝাঁকে ঝাঁকে, আর গ্যাঁট হয়ে বসল পিওত্রের দাড়ি ও গোঁফে। নিঃশ্বাস নেওয়াই যেন ওর পক্ষে দায় হয়ে উঠল। গলন্ত তুষারের ওপর দিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হল, কে যেন ওকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ঠিক এইরকমটাই ওর মনে হয়েছিল নিকিতার গলায় দড়ি দিয়ে যাওয়ার সেই রাত্রে এবং পাভেল নিকোনোভের খুন হয়ে যাওয়ার সেই দিনটায়। এ-দুটো ঘটনার গুরুত্বের মধ্যে যে-সম্পর্কটা ছিল তা বুঝতে কষ্ট হল না

পিওত্রের ; আর সেইজন্যেই তৃতীয় ঘটনার ব্যাপারটা ওর কাছে আরও ভয়াবহ ঠেকল। ও ভালভাবেই জানত, পোপোভাকে ও কোনদিনই ওর সংগে থাকতে রাজি করাতে পারবে না। সেইসংগে ও এটাও বুঝল যে পোপোভার প্রতি ওর আকস্মিক, তীব্র লালসাটা ওর এমন-একটি বিশ্বাসকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিচ্ছিল, যা ওর কাছে ছিল অতি পবিত্র। এই লালসা পোপোভাকে নামিয়ে আনছিল সাধারণের স্তরে। স্ত্রী যে কী চীজ তা ও হাড়ে হাড়ে জানত, তবে এমন চিন্তারও কোন কারণ ছিল না যে একটা রাখা-মেয়েমানুষ স্ত্রীর চেয়ে কোন অংশে ভাল হবে,—যে স্ত্রীর বিস্বাদ, বাধ্যতামূলক সোহাগ, একরকম বলতে গেলে, এখন ওর মধ্যে কোন পুলকই জাগাতে পারত না।

পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করল নিজেকে: "তুমি কী চাও? লাম্পট্য? তার জন্যে তো একটা বউই রয়েছে।"

পিওত্রের স্বভাব ছিল, কোন ব্যাপারে ভয় পেলেই, ওর দিবারাত্রের ধ্যান হয়ে উঠত, কি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বিপদটাকে কাটিয়ে ওঠা যায়, বিপদটাকে পিছনে ফেলে আসা যায় এবং সেদিকে আর যেন ফিরেও না দেখতে হয়। মারাত্মক বিপদের মুখোমুখী হওয়ার মানে ছিল, রাত্রির অন্ধকারে গভীর নদীর উপর কিংবা বসন্তের ঠুন্‌কো বরফের উপর দাঁড়ানো। যৌবনের প্রাক্কালে এ-ধরণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ওর হয়ে ছিল এবং সেটা মনে করে ওর সারা দেহ শিউরে উঠল।

পিওত্রের কয়েকটা দিন কাটল একঘেয়ে, জমাট যন্ত্রণায়। তারপর একদিন ভোরবেলায়, এক বিনিদ্র-রজনী যাপনের পর, উঠানে এসে সে দেখল, তুষারের উপর তুলুন্-কুকুরটা রক্তে ভাসছে। নাছোড়বান্দা-অন্ধকারে রক্তটাকে দেখাল আল্‌কাতরার মত কালো। পা দিয়ে কুকুরটার কর্কশ, লোমশ লাসটা স্পর্শ করল পিওত্র্। তুলুনের দাঁত-বের-করা মুখখানা নড়ে উঠল এবং তার ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা একটা চোখ জ্বলে উঠল পিওত্রের জুতোর দিকে চেয়ে। শিউরে

উঠল আর্তামোনোভ। তিখোনের বাড়ি ঢোকবার নিচু দরজাটা খুলে চৌকাঠ থেকে জিজ্ঞাসা করল সে :

"কুকুরটাকে মারল কে ?"

ছড়ানো আঙুলগুলোর উপর একখানা চা-ভর্তি রেকাবি রেখে, চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে বলল তিখোন :

"আমি।"

"কেন ?"

"ও আবার লোকজনকে কামড়াতে স্থরু করেছিল।"

"এবারে কাকে আবার কামড়ালো ?"

"সেরাফিমের মেয়ে জিনাইদাকে।"

ক্ষণিকের জন্য চিন্তিতভাবে চুপচাপ থেকে পিওত্র্ বলল :

"দুঃখের কথা।"

"নিশ্চয়ই। কুকুরটা যখন বাচ্চা ছিল সেই থেকে ওকে মানুষ করে এসেছি। ইদানীং ও আমাকেও তাড়া করতে আরম্ভ করেছিল কিনা! তবে কুকুর তো কুকুর, শেকলে বেঁধে রাখলে মানুষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।"

আর্তামোনোভ বলল : "তা ঠিক।"

সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে বাইরে আসতে আসতে ভাবছিল সে :

"মাঝে মাঝে ও পর্যন্ত ঠিক কথা বলে।"

উঠানটায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পিওত্র্ কারখানার হুম্‌হুম্ গুন্‌গুন্ শব্দ শুনল। দূরে এককোণে আস্তাবলের দেয়ালে-লাগাও সেরাফিমের চালাঘরটায় হলদে আলো দেখা গেল। ঘরের জানলার ধারে গিয়ে ভিতরে উঁকি মারল আর্তামোনোভ। টেবিলের উপর একটি বাতি বসানো ছিল। কেবল শেমিজটি পরে জিনাইদা মুখ-গুঁজে সেলাই করছিল। পিওত্র্ ঘরে ঢুকতেই মাথা না তুলে, জিজ্ঞাসা করল জিনাইদা :

"ফিরে এলে কি জন্যে ?"

কিন্তু দরজার দিকে চোখ পড়তেই হাতের কাজ ফেলে লাফিয়ে উঠল জিনাইদা ; মুচকি হেসে চেঁচিয়ে বলল :

"ও-মা ! আর, আমি মনে করেছিলাম বাবা বুঝি।"

"শুনলাম তুলুন্ তোমায় কামড়ে দিয়েছে।"

"দেয় নি তো কী !"

জিনাইদা এমনভাবে কথাটা বলল যেন কামড়-খাওয়াটা একটা বাহাদুরি। তারপর চেয়ারের ওপর পা তুলে শেমিজের প্রান্তটা তুলে ধরল।

"দেখুন না একবার !"

জিনাইদার ঠিক হাঁটুর নিচে ব্যাণ্ডেজ-করা সাদা পা-টার দিকে দেখল আর্তামোনোভ। মেয়েটার কাছে সরে এসে বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করল সে :

"রাত থাকতে উঠোনে গিয়ে করছিলে কি, এ্যাঁ ?"

পিওত্রের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে অর্থপূর্ণ চাপাহাসি হাসল জিনাইদা ; চিম্‌নির তলায় একটা প্রচণ্ড ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল বাতিটা; তারপর বলল :

"দরজাটায় খিল এঁটে দিতে হবে।"

আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল, ক্লান্ত অথচ তৃপ্ত পিওত্র্ আর্তামোনোভ কান খুঁটতে খুঁটতে ধীরেসুস্থে কারখানাটার দিকে চলেছে। যেতে যেতে জিনাইদার নির্লজ্জ সোহাগের কথাটা মনে করে বিস্মিত পিওত্র্ অনবরত থুতু ফেলছিল। দু'একবার ও চাপাহাসিও হাসল এই মনে করে যে, একটু আগে ও কাউকে বোকা বানিয়ে এসেছে, তার উপর টেক্কা দিয়ে এসেছে—বেশ খেলোয়াড়ের মত।

কারখানার মেয়েদের নষ্টামির মধ্যে পিওত্র্ এসে হাজির হল মধুমক্ষিকা-বনে ভালুকের মত। এই মেয়েগুলোর জীবন সম্বন্ধে পিওত্র্ আগে অনেক কিছুই শুনেছিল, কিন্তু এখন যা দেখল তাতে ওর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যা শুনেছিল এ যেন তার চেয়ে এক কাঠি বাড়া। পিওত্র্ প্রথমটায় ভেবাচেকা খেয়ে গেল

মেয়েগুলোর কথা এবং অনুভূতির উল্লসিত নগ্নতা দেখে, তাদের উলঙ্গ অসংযম এবং বেপরোয়া নির্লজ্জতা দেখে। এই নির্লজ্জতা দিয়ে তারা সবকিছু খুলে ধরত। এই নির্লজ্জতাই ছিল তাদের হাসি-কান্নার ধন। জিনাইদা এবং তার বান্ধবীরা একেই বলত ভালবাসা, আর এই ভালবাসার তীব্র ঝাঁঝটা ছিল মদের চেয়েও বেশি মদির।

আর্তামোনোভ জানত কারখানার কেরাণীরা সেরাফিমের ছোট্ট চালাঘরটার নাম দিয়েছিল 'ফাঁদ' এবং জিনাইদার নাম দিয়েছিল 'জোঁক'। সেরাফিম ওর বাড়ির নাম দিয়েছিল 'সন্ন্যাসিনীদের মঠ'। উনুনের ধারে বসত সেরাফিম, ছুঁচের কাজ-করা একখানা তোয়ালে থাকত ওর কাঁধে, আর সেই তোয়ালেতে ঝুলত ওর বীণাটা। কোঁকড়ানো চুলে-ভর্তি ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে, গোলাপি মুখখানা কুঁচকে, সবাইকে চোখ টিপতে টিপতে চীৎকার করে বলত সেরাফিম :

"কৈ গো সন্ন্যেসিনীরা, ফূর্তি কর! দেখছেন না পিওত্র্ ইলিইচ্, এরা সন্ন্যেসিনীই বটে? আমোদ নিয়ে আছে এরা, কসম খেয়েছে আমুদে শয়তানের কাছে; আর আমি হলাম এদের মোহান্ত—একরকম পাদ্রিই বলতে পারেন। ত্রা-তা-তা! কৈ একটা টাকা ফেলুন দেখি, জীবনটাকে একটু মজাদার করা যাক!"

টাকাটা নিয়ে সেরাফিম তার পায়ের পট্টিতে গুঁজে রাখত। তারপর বীণায় টংকার দিয়ে গান ধরত খোসমেজাজে :

"জাহান্নমের চুল্লিতে এক ভদ্রনারী পুড়ছিল,
অগ্নিশিখা জ্বলছিল;
বলল নারী : 'দোহাই প্রভুর, বরফভাজা একটু দাও—
একটুখানি, একটু দাও!'
তাই না শুনে দৌড়ে এসে সাকরেদরা শয়তানের
ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করে আক্কেলটা সেই মেয়ের।"

সেরাফিমের মনিবটি চীৎকার করে বলত :

"তোমার ঠাট্টা-তামাসা আর গানের যেন শেষ নেই।" তাই শুনে বৃদ্ধ সেরাফিম গর্বভরে কপ্‌চাত :

"চাল্‌নি! হ্যাঁ, আমাকে একটা চাল্‌নিই বলতে পারেন। যত খুসি জঞ্জাল চালুন না আমার মধ্যে দিয়ে, আমি কিন্তু একটা না একটা গান ঝেড়ে বার করবই। এমন লোক আমি—একটা চাল্‌নি!"

সেরাফিম একদিন বলল :

"বাবুমশাইরাই আমায় শিখিয়েছে। ওই যে কুতুজোভ্‌-রা—ওরা খাসা বাবু ছিল। তাছাড়া ছিল ইয়াপুশ্‌কিন্—সেও ছিল বাবুদের একজন, আর মদও খেত তেমনি! কথায় বলে শেয়াল-ধুত্তুর, ওই ইয়াপুশ্‌কিন্ ছিল তা-ই। গরীব সেজে পিঠে একটা বোঁচ্‌কা নিয়ে ঘুরে বেড়াত সে, ফেরি করত যত জঞ্জাল। আর সবসময় টুকে রাখত যা-কিছু দেখত এবং শুনত! এমনি করে লিখেই চলল সে, পাতার পর পাতা; তারপর জারের কাছে গিয়ে বলল : 'হুজুর, দেখুন আমাদের চাষারা কী ভাবছে!' তন্নতন্ন করে জার লেখাগুলো পড়লেন, পড়ে হকচকিয়ে গেলেন, এবং তার কিছুপরেই হুকুম দিলেন : 'চাষাদের মুক্তি দেওয়া হক্‌।' সেই সঙ্গে তাঁর আরও হুকুম হল ইয়াপুশ্‌কিনের জন্যে একটা ব্রোঞ্জের স্মৃতি-স্তম্ভ বানানো হক্‌। এটা তৈরি করার কথা ছিল মস্কোয়। ইয়াপুশ্‌কিনের গায়ে কেউ হাত দিল না, কিন্তু তাকে জলজ্যান্ত পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা হল সুজ্‌দাল-এ। আর হুকুম হল, তার যত খুশি সে মদ পাবে; দামটা দেবে সরকারী খাজানা। তারপর শুনুন। ইয়াপুশ্‌কিন্ জনসাধারণ সম্বন্ধে সবরকমের গোপন কথাই লিখেছিল। তাতে হল কি, জনসাধারণ ক্ষেপে গেল জারের ওপর, আর তাদের মুখ বন্ধ করারও বন্দোবস্ত করা হল। এদিকে সুজ্‌দাল-এ মদ গিলতে গিলতে মারা গেল ইয়াপুশ্‌কিন্, তবে তার লেখাগুলো অবিশ্যি কাজের লোকেরা চুরি করে নিল।"

আর্তামোনোভ মন্তব্য করল : "এসব মিছেকথা।"

জবাব দিল সেরাফিম : "জীবনে আমি মিছে কথা বলি নি, অবিশ্যি মেয়েদের কাছে ছাড়া। ওটা আমার পেশা নয়।"

বুক ঠুকে বলা শক্ত ছিল সেরাফিম কখনই-বা ঠাট্টা করত, আর কখনই-বা ঠিক কথা বলত।

সেরাফিম বলে চলল :

"যারা সত্যি কথাটা জানে, তারা মিথ্যেটা বলে। আমি মিথ্যেটা বলতে পারি না কারণ আমি সত্যি কথাটা জানি না। তবে যদি শুনতে চান তাহলে একটা কথা বলতে পারি। অনেক সত্যিই তো দেখলাম! আমার বিশ্বাস, সত্যটা হল গিয়ে মেয়েমানুষের মত ;—যতক্ষণ টাট্‌কা, ততক্ষণই সুন্দর।"

সত্য কী তা জানুক বা না জানুক, এটা ঠিক যে বাবুজাতটার সম্বন্ধে, তাদের আমোদ-আহ্লাদ, দুর্ভাগ্য কিংবা তাদের নিষ্ঠুরতা ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সেরাফিম অসংখ্য গল্প জানত। আর, এই গল্পগুলো বলবার সময় সে খেদ করে বলতই :

"যাই হক, তাদের সে-দিন আর নেই। খতম! এখন তারা পথ হারিয়ে ফ্যা-ফ্যা করছে। একেবারে কার্নিস ঘেঁষে।"

হাতখানা মাথার ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘোরাল সেরাফিম ; তারপর চট করে হাতখানা নামিয়ে, আর-একটা চক্র বানাল মেঝের কাছে ; শেষে চোখ টিপে বলল :

"তারা বড় বেশি খেলোয়াড়ি করে-বেড়িয়েছে।"

সবশেষে গান ধরল সেরাফিম :

> "বাবুমশাই কয়েকজনা ছিল কোনকালে,—
> দিন কাটাত কুঁড়ের মত, থাকত রাজার হালে ;
> উড়িয়ে দিল ঝড়ের মত বাপের টাকাগুলো—
> ত্রা-তা-তা, ত্রা-তা-তা, ত্রা-তু-তু-লো।"

ডাইনী ডাকাতের গল্প থেকে আরম্ভ করে কৃষক-বিদ্রোহ, হৃতভাগ্য-প্রেম, জলন্ত সাপের গল্প পর্যন্ত বলত সেরাফিম। সাপগুলো নাকি মন-মানে-না-

বিধবাদের ঘরে রাত্তিরে আসত। গল্পগুলো সেরাফিম এমন রসিয়ে রসিয়ে বলত, যে ওর বেহায়া মেয়েটা পর্যন্ত চুপচাপ বসে শিশুর মত গল্পগুলো গিলত।

আর্তামোনোভ লক্ষ্য করেছিল, জিনাইদার মধ্যে দুটি বৃত্তির সংমিশ্রণ ছিল। একটা, তার লাম্পট্য; অন্যটা, তার হিসেবী ব্যবসাবুদ্ধি। ঘৃণা হত আর্তামোনোভের। পাভেল নিকোনোভের রটানো কুৎসাটা প্রায়ই মনে পড়ত ওর। সেটা এখন ভবিষ্যদ্বাণীই হয়ে গিয়েছিল।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করত আর্তামোনোভ:

"এই ছুঁড়িটাকে বেছে নিলাম কেন? ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আরও তো রয়েছে। জিনাইদা সম্পর্কে ইলিয়া যদি জানতে পারে, তাহলে আমাকে কি সুন্দরই না দেখাবে!"

আর্তামোনোভ আরও লক্ষ্য করল যে জিনাইদা এবং তার বান্ধবীদের কাছে তাদের আমোদ-প্রমোদগুলো ছিল অনস্বীকার্য কর্তব্য-বিশেষ। সৈনিকরা কর্তব্যটাকে যেভাবে নেয়, প্রায় সেইভাবেই তারা এই আমোদ-প্রমোদগুলোকে নিত। মাঝে মাঝে ওর মনে হত, তাদের নির্লজ্জতাটা ছিল নিজেদের এবং অপরকে বোকা বানাবারই একটা কৌশল। টাকাপয়সার প্রতি জিনাইদার লোভ এবং তার নাছোড়বান্দা হেংলামি দেখে পিওত্র্ খুব তাড়াতাড়ি জিনাইদার ওপর বিরূপ হয়ে উঠল। সেরাফিমের এতটা টাকার লোভ ছিল না। সে যা পেত উড়িয়ে দিত মিষ্টি মদে, তার প্রিয় জারকলেবু আর মিষ্টি বিস্কুটে এবং দোপিয়াজাতে।

প্রাণখোলা বৃদ্ধ সেরাফিমকে ভাল লাগত পিওত্রের। সঙ্গী হিসাবে সে যেমন ছিল আমুদে, কাজকর্মেও ছিল তেমনি নিপুণ। বলতে কি, সবাই ভাল বাসত সেরাফিমকে। কারখানার লোকেরা তার নাম দিয়েছিল: 'দুখ্-জুড়োনিয়া।' পিওত্র্ দেখল, ডাক-নামটায় সত্যই বেশি ছিল ঠাট্টার চেয়ে। এমন কি, ঠাট্টাটাও ছিল স্নেহ-মাখা।

আর ঠিক এইজন্তেই বোঝা, বা বুঝে হজম করা শক্ত হত সেরাফিম এবং তিখোনের বন্ধুত্বটা। এদিকে তিখোন যেন ইচ্ছে করেই চেষ্টা করছিল তার মনিবকে তার ওপর চটিয়ে দিতে। এই নিয়ে বিশবছর হল ভিয়ালোভ আর্তামোনোভদের চাকরি করে আসছে। তাই নাতালিয়া ঠিক করল, তিখোনের নামকরণের দিনটায় একটা বিশেষ উৎসব পালন করা হক।

নাতালিয়া ওর স্বামীকে বলল:

"ওর মত লোক হামেশা চোখে পড়ে না। ভেবে দেখ, বিশবছরে ও একবারও আমাদের কোন কষ্ট দেয় নি। ভাল মোমবাতির শিখার মতই ও শান্ত এবং স্থির।"

দারোয়ানটির বিশেষ সম্মানে পিওত্র্ নিজেই উপহারগুলো তার কাছে নিয়ে গেল। ছুটির সেরা সাজে সজ্জিত হয়ে সেরাফিম তিখোনের চৌকিঘরেই ছিল। তিখোন দাঁড়িয়ে ছিল সেরাফিমের পিছনে—মাথা নিচু করে, তার মনিবের পায়ের আঙ্‌লগুলোর দিকে চেয়ে।

"নে ধর্—এই ঘড়িটা দিলাম আমি; আর এই পশ্‌মী কাপড়টা তোকে দিয়েছেন আমার স্ত্রী। ও হ্যাঁ, আর এই টাকা ক'টা।"

বিড়বিড় করে বলল তিখোন: "টাকার দরকার নেই।" তারপর একটু থেমে আবার বলল:

"ধন্যবাদ।"

সেরাফিমের-আনা মদটা চেখে দেখবার জন্যে তিখোন তার মনিবকে নিমন্ত্রণ জানাল। আর সংগে সংগে সেরাফিম সুরু করল বকতে:

"আপনি যেমন জানেন আমাদের কি করে দাম দিতে হয়, আমরাও তেমনি জানি আপনাকে কি করে দাম দিতে হয়, পিওত্র্ ইলিইচ্। আমরা ব্যাপারটাকে দেখি এই ভাবে: ভাল্লুক মধু ভালবাসে, আর কামার

পেটায় লোহা। আমাদের কাছে বাবুরা ছিল ভাল্লুক আর আপনি হলেন কামার। আমরা জানি আপনার ব্যবসাটা কত বড় এবং কতটা খাটুনি লাগে এই ব্যবসায়।"

ভিয়ালোভ রূপোর ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ঘড়িটার দিকেই চেয়ে বলল সে:

"মানুষের কাছে ব্যবসাটা হল গিয়ে একটা বেড়ার খুঁটি। গভীর খাতের কিনারা দিয়ে যেতে যেতে আমরা এই খুঁটিটাকেই চেপে ধরি।"

খুশি হয়ে সেরাফিম চীৎকার করে উঠল:

"যা বলেছ! ঠিক তাই! খুঁটিটা না থাকলে পড়ে যেতাম, তাই না?"

আর্তামোনোভ বলল: "এ-বিষয়ে তোমাদের কথা বলা উচিত নয়; কারণ, তোমরা কোন ব্যবসার মালিক নও। এ-সব তোমরা বুঝবে না।"

পিওত্র্ চেয়েছিল কথাটা আরও শক্ত করে বলতে, কিন্তু তেমন কথা ও খুঁজে পায় নি, যদিও তিখোনের কথাগুলো শুনে ও তৎক্ষণাৎ চটে গিয়েছিল। তিখোন আগে অনেকবারই তার কঠিন, অস্পষ্ট চিন্তাগুলোকে ঠিক এইভাবেই ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু একই কথা বারবার শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল পিওত্র্। দারোয়ানটার বদখত, তেল-সপ্‌সপে মাথাটার দিকে চেয়ে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে নিঃশ্বাস নিল পিওত্র্, কান খুঁটল। ও তখনও এমন জবাব খুঁজছিল যা দিয়ে তিখোনকে একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

আপোষের সুরে বলল সেরাফিম:

"অবিশ্যি নানারকমের ব্যবসা আছে - কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ......"

অস্ফুটস্বরে বলল তিখোন:

"ছুরি, সে যতই ভাল হক, গলায় বসলে আরাম লাগে না।"

পিওত্রের ইচ্ছা হল শাপমন্যি করে তিখোনের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দেয়। তবে সে-দিনটা ছিল আবার তিখোনের নামকরণের দিন।

তাই যতটা সম্ভব সে-ইচ্ছা দমন করে, কঠোরভাবে কৈফিয়ৎ চাইল পিওত্র্ :

"তোর ব্যাপার কি বল্ তো? সবসময়ই ব্যবসা সম্বন্ধে উল্‌টো-পাল্‌টা কথা আওড়াচ্ছিস্। বুঝি না আমি!"

টেবিলের তলা দিয়ে দেখতে দেখতে তিখোন সম্মতি জানাল :

"হ্যাঁ, তা একটু বোঝা শক্ত।"

ছুতোর সেরাফিম আবার কথা বলল :

"বুঝলেন পিওত্র্ ইলিইচ্, ও চায় শুধু সেইসব ব্যবসাই থাক, যাতে কারোর ক্ষেতি না হয়।"

"তুমি থাম সেরাফিম। ওর কথা ওকে বলতে দাও।"

তখন তিখোন মাথা নুইয়ে, এতটুকু না নড়ে-চড়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল :

"শয়তান কেন্-কে যা শিখিয়েছিল, ব্যবসা হল তা-ই।"

তিখোনের মাথার চাঁদিতে হাতের চেটোর মত বড় নোংরা টাক ছিল। সেটা পিওত্রের চোখে পড়ল।

হাঁটু চাপড়ে চীৎকার করে উঠল সেরাফিম :

"শোন ওর কথা!"

আর্তামোনোভ উঠে পড়ল এবং যাবার আগে ক্রুদ্ধভাবে বলে গেল দারোয়ানটাকে :

"যা বুঝিস্ না, তা নিয়ে তোর বকরবকর না করাই ভাল। বুঝলি?"

রেগে টং হয়ে পিওত্র্ ঘরখানা থেকে বেরিয়ে গেল, আর সেই সংগে ভাবল তিখোনকে জবাব দেওয়া উচিত। কালই ও তাকে জবাব দেবে। আচ্ছা কাল থাক, পরের সপ্তাহে।

অফিসঘরে এসে পিওত্র্ দেখল, পোপোভা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পোপোভা ওকে অভিবাদন জানাল—উদাসভাবে, আগন্তুকের মত; তারপর

বসে তার ছাতার বাঁটটা ঠক্ করে ঠুকল মেঝেতে। ময়রগেজের সুদটা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে পোপোভা জানাল, সেটা তার পক্ষে তখুনি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

পোপোভার দিকে না দেখে, শান্তভাবে বলল পিওত্র্:

"তাতে কিছু যায় আসে না।"

"আপনি যদি সময়টা না বাড়াতে চান, তাহলে না-ও বাড়াতে পারেন; সে আপনার মর্জি।"

আহতস্বরে এই কথাগুলো বলে, ছাতাটা আর-একবার মেঝেতে ঠুকে, এত তাড়াতাড়ি পোপোভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যে পিওত্র্ যখন মুখ তুলে চাইল, তখন পোপোভা দরজাটা বন্ধ করে চলে

আর্তামোনোভ ভাবল: "চটে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য, কোন ব্যাপারে?"

ঘণ্টাখানেক পরে আর্তামোনোভকে দেখা গেল ওল্গার বৈঠকখানায়। সোফায় বসে, টুপিটা সোফায় ঠুকতে ঠুকতে, বলল আর্তামোনোভ:

"তুমি ওঁকে বলে দিও, আমি কোন সুদ চাই না, আর আসল টাকাটাও চাই না। ক'টা টাকাই বা! উনি যেন এ-নিয়ে মন খারাপ না করেন। বুঝলে?"

চকচকে রেশমের ফেটী এবং তার পুঁতির বাক্সগুলোর ওপর ঝুঁকে, ওল্গা চিন্তিতভাবে জবাব দিল:

"বুঝলাম। না হয় বললামও, কিন্তু আমার মনে হয় না যে উনি রাজী হবেন।"

"যাতে রাজী হন তা-ই করবে। তোমার বোঝা, না-বোঝায় আমার কি যায় আসে?"

ওল্গা বলল: "ধন্যবাদ।"

মুখ তুলতেই ওল্‌গার চশমার কাঁচদুখানা চক্‌চক্‌ করে উঠল, আর ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল একটা ধারালো হাসি। হাসিটা দেখে ক্রুদ্ধ হল পিওত্র্‌; অভদ্রভাবে বলল :

"ঠাট্টা করবার কি আছে এতে? আমি তো আর ওঁর বাগানে শেকড় গেড়ে বসতে যাচ্ছি না। আমার মতলব তা নয়। এটা কি তুমি বোঝ না?"

সন্দিগ্ধভাবে তার মসৃণ মাথাটা একবার নেড়ে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, বলল ওল্‌গা :

"উঃ, আপনারা—পুরুষজাতটা যে কী!"

পিওত্র্‌ চীৎকার করে বলল :

"বিশ্বাস কর আমাকে! যা বলছি তা বুঝেই বলছি।"

"কিন্তু, তা-ই কি?"—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল ওল্‌গা।

ওল্‌গার দীর্ঘনিঃশ্বাসটা যে সহানুভূতিপূর্ণ, তা আর্তামোনোভ বুঝল। চশমার আড়ালে ওল্‌গার চোখদুটিতে একটা অনুকম্পার ভাব দেখা গেল, প্রায় কোমলই বলতে পারা যেত। কিন্তু এতে আর্তামোনোভের মেজাজটা যেন আরও বিগড়ে গেল। বসে বসে ও দেখছিল বেগোনিয়া ফুলগুলোর দিকে। গাছটা রাখা ছিল জানলার ঝনকাঠে। পুরু-পুরু পাতায়-ঘেরা গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপি ফুলগুলোকে দেখাচ্ছিল সুন্দর। পাতাগুলোকে দেখাচ্ছিল জন্তুর কানের মত। আর্তামোনোভের ইচ্ছে হল ওল্‌গাকে এমন কথা বলে, যার ওপর আর-কোন কথাই চলতে পারে না। কিন্তু তেমন কথা খুঁজে পেল না সে—এই যা দুঃখ। শেষে বলল আর্তামোনোভ :

"যেজন্যে আমার দুক্ষু হচ্ছে সেটা হল ওঁর বাড়িখানা। অদ্ভুত বাড়ি—সত্যিই অদ্ভুত! উনি সেখানে জন্মেছিলেন।"

"না, উনি জন্মেছিলেন রিয়াজানে।"

"ওই একই কথা হল; এতদিন ধরে বাড়িখানায় ছিলেন তো! আর, ওইখানেই আমার আত্মা সর্বপ্রথম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।"

ওল্‌গা বলল, "মানে বলতে চান, চাঙ্গা হয়ে ওঠে।"

"যা খুশি বলতে পার, ওই একই কথা। আত্মার পক্ষে ঘুমিয়ে পড়াও যা, জেগে ওঠাও তাই!"

অশ্রান্তভাবে বকতে লাগল আর্তামোনোভ; কিন্তু কী যে বকছিল তা ও নিজেই বুঝছিল না। হাতের চেটোয় চিবুকটা রেখে শুনছিল ওল্‌গা। আর্তামোনোভের কথা ফুরোতে, ওল্‌গা বলল:

"এবার তবে আমার কথা শুনুন।"

ওল্‌গা পিওত্রকে যা বলল তা হল এই: জিনাইদার সংগে ওর ফুর্তি-লোটার ব্যাপারটা নাতালিয়া জানে, এতে নাতালিয়া আঘাত পেয়েছে, কেঁদেছে, এবং নালিশও জানিয়েছে।

কিন্তু সে-কথা গায়েই না মেখে, বাঁকা-হাসি হেসে বলল আর্তামোনোভ:

"ধুত্তুর। কৈ, এ-কথাটা যে ও জানত তা-তো ঘুণাক্ষরেও কখনো বলে নি আমায়! হুঁ, তাহলে তোমার কাছে নালিশ জানিয়েছে? তবু যদি তোমায় ও দেখতে পারত।"

ক্ষণিকের চিন্তার পর আবার বলল আর্তামোনোভ:

"লোকে জিনাইদাকে বলে 'জোঁক'। ঠিকই বলে। আমার ভেতরকার সমস্ত ময়লা ও শুষে বার করে নিয়েছে।"

মুখ বিকৃত করে বলল ওল্‌গা: "এ-সব নোংরা কথা।" তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল আবার: "আমার মনে আছে, একবার আমি আপনাকে বলেছিলাম যে নিজের আত্মাটাকে আপনি কুড়নো ছেলের মত দেখেন। ভুল বলি নি, পিওত্র্। আপনি নিজেকে নিজেই ভয় করেন, যেন আপনি নিজেই নিজের ঘোরতম শত্রু।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ চটে গেল।

"বড় বাড়াবাড়ি কর তুমি, ওল্‌গা। তুমি কি ভেবেছ আমি ছেলেমানুষ? এক মিনিটের জন্যে চুপ করে একটু ভেবে দেখ না কেন যে, এই-যে তোমার

সংগে দু'দণ্ড মন খুলে কথা বলছি, এমন করে কি আর কারু সংগে বলতে পারতাম? নাতালিয়ার সংগে বেশি কথা বলা চলে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ওকে চড়িয়ে দি। আর তুমি কিনা ..... উঃ, তোমরা—মেয়েমানুষজাতটা যে কী!"

টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেল আর্তামোনোভ। সংগে সংগে একটা অনির্বচনীয় অবসাদ হঠাৎ ওকে চেপে ধরল। মনে পড়ল ওর স্ত্রীর কথা। অনেকদিন হল নাতালিয়ার কথা ও ভেবেই দেখে নি, তার দিকে প্রায় ফিরেও দেখে নি; যদিও প্রতিরাত্রে, ভগবানের সংগে ফুসমন্তর করবার পর, সে ওর পাশে শুয়ে এসেছে অভ্যস্তা সোহাগিনীর মত।

রাগে ফুলতে ফুলতে পিওত্র্ ভাবল:

"জানে সব, তবু জেনেশুনেও ঢুঁ মারা চাই। শূয়োর কোথাকার।"

ওর স্ত্রীকে যদি পথ বলা যায়, তাহলে সে-পথ খুব ভাল করেই চিনত পিওত্র্; একবারও হোঁচট না খেয়ে চোখ-বুঁজেই ও মাড়িয়ে যেতে পারত সে-পথ। নাতালিয়ার কথা ভাববার ইচ্ছাই হত না ওর। কিন্তু ওর মনে পড়ল, ওর শাশুড়ী ওকে কুনজরে দেখতে স্রুরু করেছিল এবং সেই কুনজর যেন বেড়েই যাচ্ছিল দিনদিন। তার হাতলদার চেয়ারখানায় বসে, স্ফীত দেহ আর অস্বাভাবিক-রকমের ফুলো-ফুলো, দগ্‌দগে-লাল মুখখানি নিয়ে, বাইমাকোভা ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এঁগুচ্ছিল। তার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরত করুণভাবে। চোখের সে-সৌন্দর্য আর ছিল না, চোখদুটি হয়ে গিয়েছিল ঘষা-ঘষা, পিচুটিপরা। বিকৃত ঠোঁটদুখানা নড়লেও, সে আর কথা বলতে পারত না। তার অসাড় জিভটা ঝুলে থাকত বাইরে, এবং জিভটাকে সে আধমরা বাঁ-হাত দিয়ে মুখের মধ্যে ঠেলে-ঠেলে দিত।

"বুড়ির তবু মন বলে পদার্থ আছে। ওর জন্যে দুঃক্ষু হয় আমার।"

গোড়ায় গোড়ায় পিওত্র্ ভেবেছিল, জিনাইদার সংগে ওর নির্লজ্জ সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে নিজের সংগে হয়তো খুব বেশি যুঝতে হবে না; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে

দেখা গেল, ওকে যুঝতে হল প্রচুর, যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। তবে, জিনাইদার সংগে সম্পর্কটা ছিন্ন করবার সংগেসংগেই, জিনাইদার স্মৃতির পাশাপাশি আরও নতুন নতুন চিন্তা ওকে ছেঁকে ধরল। মনে হল যেন একটা দ্বিতীয়-পিওত্র্ আর্তামোনোভ গজিয়ে উঠেছে, যে-আর্তামোনোভ প্রথম-পিওত্র্ আর্তামোনোভের পাশাপাশি দিন কাটাচ্ছে এবং যেখানেই যাক্ তাকে হামেশা অনুসরণ করছে। এই দ্বিতীয় আর্তামোনোভের অনুভূতিটা ক্রমেই বাড়তে লাগল, ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল, এবং একসময় মনে হল, আসল পিওত্র্ আর্তামোনোভ যে-কাজই করতে যাক না কেন, তাতেই এই দ্বিতীয় আর্তামোনোভ বাগড়া দিচ্ছে। নিবিড়, উৎকেন্দ্রিক চিন্তাগুলো যখনই সহসা পিওত্রের ঘাড়ে চেপে বসত, তখনই সুযোগ বুঝে এই দ্বিতীয়-আর্তামোনোভ ওর কানে কানে কটু মন্ত্রণা দিত :

"এই যে তুমি ঘোড়ার মত খাটছ, এটা কিসের জন্যে? তোমার যা আছে তাতে তোমার সারাজীবন হেসে খেলে কেটে যাবে। এখন তোমার ছেলের খাটবার সময় এসেছে। তুমি তোমার ছেলেকে ভালবাস; সেইজন্যে একটা নির্দোষ বালককে খুনও করেছিলে। একটি ভাল মেয়েকে তোমার চোখে ধরল, আর অমনি তোমার মাথা গেল বিগড়ে।"

এই চিন্তাগুলোর পরই, জীবনটা আরও বিস্বাদ এবং আরও বিবর্ণ হয়ে উঠত পিওত্রের কাছে।

যে কারণেই হক পিওত্রের খেয়াল রইল না, ইলিয়া কবে যুবক হয়ে উঠল। এ-ছাড়া এমন অনেক ঘটনাই ঘটল, যা বলতে গেলে একরকম, ওর অজ্ঞাতসারেই ঘটে গেল। কবে যে নাতালিয়া, খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে, সহরের এক ধনী মণিকারের একটি চটপটে, খুদে-কালোগোঁফওলা ছেলের সংগে এলেনার বিয়ে দিয়ে দিল, তা বুঝতেই পারল না পিওত্র্। ওর শাশুড়ীর মৃত্যু সম্পর্কেও এই কথা খাটে। শেষপর্যন্ত, জুনমাসের এক গুমোট দিনে, ঝড় উঠবার ঠিক আগে, বাইমাকোভা শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বাইমাকোভাকে

ওরা যখন বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছিল, কড়্‌কড়্‌ করে বাজ-পড়ার শব্দ হল; মনে হল, নিকটেই কোথাও বাজটা পড়ল।

কানে হাত চাপা দিতে গিয়ে, ওর মায়ের পা-টা ছেড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠল নাতালিয়া:

"দরজা-জানলা বন্ধ করে দাও!"

আর বাইমাকোভার ফুলো গোড়ালিটা ধপ্‌ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

সত্য বলতে কি, একজন লম্বা, বলিষ্ঠ যুবক যখন পিওত্রের অফিসঘরে ঢুকল, পিওত্র্‌ প্রথমটায় চিনতেই পারল না যে সেই যুবকটি আর কেউই নয়, ওরই বড় ছেলে ইলিয়া। ইলিয়ার পরণে ছিল গ্রীষ্মকালের উপযোগী একটা ধূসর রঙের স্যুট। তার লম্বা মুখখানা আগের চেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছিল এবং তার ওপরকার ঠোঁটে দেখা দিয়েছিল গোঁফের রেখা। ইয়াকোভকে দেখাল মোটাসোটা চওড়া,—অনেকটা তার বাবার মত। তখনো ইয়াকোভের পরণে ছিল স্কুলের পোষাক। ছেলেরা নম্রভাবে বাবাকে অভিবাদন জানিয়ে বসে পড়ল।

অফিসঘরে পায়চারি করতে করতে বলল আর্তামোনোভ:

"খবর কি? তাহলে তোদের দিদিমা শেষ পযন্ত মারা গেলেন।"

ইলিয়া কোন জবাব দিল না। সে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল।

আশ্চর্য অচেনা গলায় বলল ইয়াকোভ:

"ভাগ্যিস দিদিমা ছুটিতেই মরলেন, নইলে আমার আসা হত না।"

ছোটছেলের বেখাপ্পা মন্তব্যটির উপর আর্তামোনোভ নিজে কোন মন্তব্য করল না। সে একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তার বড়ছেলের দিকে। ইলিয়ার মুখের চেহারা যথেষ্ট বদলে গিয়েছিল। একটা দৃঢ়তা এবং সংকল্পের ছাপ দেখা গেল সেই মুখে। ছেলেবেলায় যতটা নিবিড় ছিল, তার চেয়েও নিবিড় হয়ে উঠেছিল ইলিয়ার মাথার চুল। চুলে কপালের খানিকটা ঢেকে যাওয়ায়, কপালখানা আর তত চওড়া দেখাচ্ছিল না; তবে তার নীল চোখদুটি আরও যেন গভীর হয়ে

উঠেছিল। একদিন এই সুবেশ, গম্ভীরপ্রকৃতির যুবকটিরই কোঁকড়ানো চুলের ঝুঁটি ধরে সে যে নেড়ে দিয়েছিল, একথাটা স্মরণ করতে পিওত্রের মজাও লাগল, অস্বস্তিও হল। বিশ্বাস করতে ভরসাই হল না যে এমন কাণ্ড সত্যিই কোনদিন ঘটেছিল। ইয়াকোভ সম্বন্ধে স্রেফ বলা যায়, সে আরও লম্বা, আরও বৃহদাকার এবং আরও গোলগাল হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া আর কিছুই নয়। তার সেই মুক্তাভ চোখদুটো আর শিশুসুলভ মুখের হাঁ-টা আগে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই দেখাল।

আর্তামোনোভ বলল:

"বেশ বড়সড়োটি হয়েছিস ইলিয়া। এবার কারবারে লেগে যা। আর, দেখতে দেখতে তিন-চার বছরে তুই নিজেই হাল ধরতে পারবি।"

ইলিয়া মুখ তুলে বাবার দিকে চাইল। কোণ-ভাঙা কাঠের সিগারেট-বাক্সটা নিয়ে ও নাড়াচাড়া করছিল।

"না। পড়াশুনোটা আমি আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে চাই।"

"তবু, কত দিন?"

"চার-পাঁচ বছর।"

"শুনি একবার, কী পড়া হবে?"

"ইতিহাস।"

ইলিয়াকে সিগারেট খেতে দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল পিওত্র্। তাছাড়া সিগারেটের বাক্সটা ছিল একেবারে বাজে। এর চেয়ে একটা ভাল বাক্স তো কিনলেই পারত ইলিয়া। কিন্তু ও সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হল, ইলিয়া পড়াশুনোটা চালিয়ে যাবে শুনে। আর এই কথাটা সে বলল কিনা, বাড়িতে পা দিয়েই!

জানলা দিয়ে দেখা গেল, কারখানার ছাদের উপর একটা সরু নল দিয়ে, গম্‌গমে শ্রমের তালে তালে, ফুট্-ফুট্ করে ভাপ বেরুচ্ছে। সেই

দিকে আঙুল দেখিয়ে, যতটা পারল মোলায়েম গলায়, টিপে-টিপে বলল আর্তামোনোভ:

"ইতিহাস বল্‌ছিলি, ওই দেখ্‌, ওইখানে ইতিহাস বগবগ করে বেরুচ্ছে। যা তোর শেখা উচিত তা হল ও-ই। আমাদের কাজ মসীনার কাপড় বোনা, ইতিহাস বোনা নয়। পঞ্চাশ বছর বয়েস হল আমার; এবার আমাকে রেহাই দেওয়া উচিত।"

ইলিয়া জবাব দিল:

"মিরণ, ইয়াকোভ তো রয়েছে। তাছাড়া মিরণ ইঞ্জিনীয়ারও হতে চলেছে।" জানলা দিয়ে সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে দিল ইলিয়া।

ওর বাবা বলল:

"মিরণ আমার ছেলে নয়, আমার ভাইপো। থাক্, এসব কথা পরে হবে'খন।"

ছেলেরা চলে যেতেই তাদের দিকে চেয়ে পিওত্রের চোখদুটো বেদনা ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। বাবাকে কি কিছুই বলবার ছিল না তাদের? পাঁচ মিনিটের জন্য তারা ওর অফিসঘরে বসেছিল। একজন তো বোকার মত একটা কথা বলে ঘুম-পাওয়ার মত হাই তুলতে লাগল; আর অপরজন শুধু যে তামাকের ধোঁয়াতেই ঘরখানা ভর্তি করে দিয়ে গেল তা নয়, ওকে আগাগোড়া ঘাবড়েও দিয়ে গেল। আর এখন তারা ছুটিতে গিয়ে হাজির হয়েছে উঠানে। পিওত্র্ ইলিয়ার গলা শুনতে পেল:

"নদীর ধার থেকে একবার ঘুরে এলে কেমন হয়?"

"না। এই এতটা পথ এসে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

"নদী তো পালিয়ে যাচ্ছে না, কালও থাকবে; আর এদিকে মা দিদিমার মৃত্যুতে কান্নাকাটি করছে, শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করা নিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে।"

পিওত্রের স্বভাব ছিল, অপ্রীতিকর কোন ব্যাপার দেখলেই তাড়াতাড়ি তার মোকাবেলা করা। করত, যাতে সেই ব্যাপারটাকে যথাশীঘ্র ঝেড়ে ফেলে

দেওয়া যায় এবং সেটাকে তার আয়ত্তে আনতে পারে—এই জন্ত। তাই পিওত্র্ আর্তামোনোভ ছেলেকে কেবল একটি সপ্তাহের সময় দিল। এই সময়ের মধ্যে ও লক্ষ্য করল, ইলিয়া শ্রমিকদের আপনি বলে সম্বোধন করে এবং সন্ধ্যাবেলায় সদরদরজার ধারে বেঞ্চিখানায় বসে, তিখোন আর সেরাফিমের সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা চালায়। এমন কি, একদিন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, তাদের কথাবার্তার কিছুটা অংশও শুনে ফেলল পিওত্র্। শুনল, নির্জীব গলায়, বোকার মত তিখোন ঘ্যানঘ্যান করে বলছে :

"তা না হয় হল। লোকে তাদের বলে ভিখিরি—সাধুবাবা। সাধু যদি, তবে 'বাব্বা' বলে লাফিয়ে ওঠা কেন? সাধুকম্মই তো করলে হয়? এটা ঠিক, ইলিয়া পেত্রোভিচ্,—মানুষ যদি লোভ সামলায়, তাহলে সকলের বরাতেই বেশ কিছু জুটে যায়!"

সেই সংগে উল্লসিত মোরগের মত চীৎকার করে বলে উঠল সেরাফিম :

"ঠিক ঠিক, আমি জানি! সেই মান্ধাতার আমলে একথা শুনেছিলাম।"

ইয়াকোভের মতিগতি আরও বোধগম্য ছিল। কারখানার চারপাশে সে ঘুর্ঘুর্ করত, মেয়েদের দিকে উঁকিঝুঁকি মারত, আর দুপুরের খাওয়ার সময়টাতে আস্তাবলের ছাদে উঠে নদীর দিকে চেয়ে থাকত। এইসময় মেয়েরা নদীতে নাইতে আসত।

মনমরা হয়ে ভাবত তার বাবা :

"যেন একটা আস্ত ষাঁড়ের বাচ্চা! দেখছি সেরাফিমকে বলতে হবে যাতে ও লক্ষ্য রাখে ছেলেটা কিছু পাকড়াও না করে।"

মঙ্গলবারটা ছিল মেঘ্লা, বিষণ্ণ এবং থম্থমে। সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে ঝিম্ঝিম্ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। দুপুরের দিকে সূর্যকে উঁকি মারতে দেখা গেল। তার গড়িমসি আলোটা পড়ল কারখানা এবং নদীদুটোর মোহানায়। তারপর সূর্য আবার লুকিয়ে গেল মেঘের মধ্যে, ডুব দিল মেঘের নরম, ধূসর ভাজে ভাঁজে—যেমন করে নাস্তালিয়া

রাত্রে তার গোলাপি গালদুটো ডুবিয়ে দিত তার পালকের মত নরম বালিশগুলোয়।

সন্ধ্যার চা-পানের ঠিক আগে আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল ইয়াকোভকে :

"তোর দাদা কোথায় ?"

"তা তো জানি না। একটু আগে সে তো পাহাড়ের ওপর পাইন গাছটার নিচে বসে ছিল।"

"যা, ডেকে নিয়ে আয়। না, থাক্। হ্যাঁ, বল্ দেখি, তোদের দুজনে বনে কেমন ?"

পিওত্রের মনে হল, জবার দেবার আগে তার ছোটছেলে যেন অস্পষ্টভাবে একটু মুচকি হাসল :

"বেশ ভালই। ঝগড়াঝাঁটি করি না আমরা।"

"শুধু এই ? আমি সত্যিকথাটা জানতে চাই।"

চোখ নামিয়ে ইয়াকোভ ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করল।

"তবে যখন মতামতের কথা এসে পড়ে, তখন আমাদের মধ্যে খুব বেশি মিল হয় না।"

"কি নিয়ে ?"

"মোটামুটি সবকিছু নিয়েই।"

"বুঝলাম। কিন্তু মেলে না কোথায় ?"

"ওর যত বিদ্যে সব পুঁথির বিদ্যে। আর, আমি স্রেফ মাথা খাটাই। মাথায় যা আসে তা-ই করি।"

আর্তামোনোভ বলল : "তাই বুঝি !" কিন্তু এর পরের কথা কি করে জানতে হবে, তার উপায় সে জানত না। কাঁধে ক্যাম্বিসের কোট আর হাতে আলেক্সেই-এর দেওয়া ছড়িটা তুলে নিল আর্তামোনোভ। ছড়িটার মাথায় একটা পাখির-থাবা বসানো ছিল। থাবাটা রূপোর। আর সেই থাবাটা আঁকড়ে ছিল একটা সবুজ বল্‌কে। ফটকের বাইরে এসে চোখের ওপর হাত-

আড়াল করে, আর্তামোনোভ নদীর ধারের পাহাড়টার দিকে দেখল। সেখানে শুয়েছিল ইলিয়া—পাইনগাছটার নিচে, একটা সাদা শার্ট গায়ে দিয়ে।

"বালিটা আজ স্যাঁৎস্যাঁৎ করছে, ছেলেটার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। বেজায় অসাবধান ছেলেটা।"

আর্তামোনোভ ধীরসুস্থে পাহাড়টার দিকে এগুলো। যেতে যেতে, ছেলেকে যা ও বলবেই সেকথাগুলো বারেবার যাচাই করে নিল মনে মনে। ঘাসের পাঙাশ শিস্‌গুলো মুটমুট করে ভেঙে যাচ্ছিল ওর পায়ের চাপে। শুয়ে শুয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে, ইলিয়া একখানা মোটা বই পড়ছিল এবং পড়তে পড়তে একটা পেন্‌সিলের পিছন দিয়ে পাতাগুলোর ওপর মাঝে মাঝে টোকা মারছিল। পায়ের শব্দ শুনে ইলিয়া ঘাড় ফেরাল এবং বাবাকে দেখে পেন্‌সিল্‌টা বই-এর পাতাগুলোর মধ্যে গুঁজে রেখে, বইখানা ঝপ্ করে বন্ধ করে ফেলল; তারপর উঠে, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, বাবার মুখের দিকে চাইল সহৃদয় দৃষ্টিতে। এতটা খাড়াই ভাঙার দরুণ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে, আর্তামোনোভ নিকটেই বসে পড়ল—একটা বাঁকা শেকড়ের ওপর। সেই সংগে ভাবল:

"আজ আর ব্যবসার কথা বলব না। পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে বলবার। অন্য কোন বিষয় নিয়ে আজ দুজনে একটু-আধটু আলোচনা করব।"

কিন্তু হাঁটুদুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শান্তভাবে বলল ইলিয়া:

"তাহলে বাবা বুঝতে পারছ, আমি ঠিক করেছি বিজ্ঞানের মন্দিরেই জীবনটাকে উৎসর্গ করব।"

ছেলের কথাটাই বাবা আওড়াল: "উৎসর্গ করবি? এ যে পাদ্রিদের মত কথা হল!"

আর্তামোনোভ ঠিক করেছিল কথাগুলো হাল্‌কাভাবেই বলবে, কিন্তু বলার সময় সেগুলো অপ্রসন্ন, এমন-কি ক্রুদ্ধ মেজাজেরই পরিচয় দিল। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে আর্তামোনোভ হাতের ছড়িটাকে প্রচণ্ডভাবে ঠুকে দিল বালিতে।

আর তারপরই এমন কিছু ঘটল যা ও একেবারেই চায়নি। ইলিয়ার নীল চোখদুটি হয়ে উঠল ছায়াচ্ছন্ন এবং তার ভ্রূজোড়া গেল কুঁচকে। কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে, অবাধ্য সন্তানের মত বলল ইলিয়া :

"আমি একটা ম্যানুফ্যাকচারার হতে পারব না। ও জিনিষটা আমার মধ্যেই নেই।"

"এটা তো তিখোনের বুকনি,"—ঘৃণাভরে বলল আর্তামোনোভ।

বাবার কথায় কান না দিয়ে ইলিয়া বাবাকে বোঝাতে লাগল কেন সে ম্যানুফ্যাকচারার হতে চায় না, কিংবা সাধারণভাবে, কেন সে কোন ব্যবসারই মালিক হতে চায় না। অনেকক্ষণ ধরে বলল ইলিয়া—প্রায় পুরো দশটি মিনিট ধরে। ছেলের বক্তৃতা শুনতে শুনতে, মাঝে মাঝে বাবার মনে হল, ছেলের দু'একটা কথা হয়তো সত্যি, যা মিলেও যাচ্ছিল তার নিজের কতকগুলো অস্পষ্ট এবং অনিরূপ্য চিন্তার সংগে। তবে সবশুদ্ধ মিলিয়ে আর্তামোনোভ স্পষ্টভাবে যা বুঝল তা হচ্ছে এই : ইলিয়ার কথাগুলো নিতান্ত ছেলেমানুষের মত এবং অযৌক্তিক।

হাতের ছড়িটা দিয়ে ছেলের পায়ের কাছের বালিতে খোঁচা মারতে মারতে বলল আর্তামোনোভ :

"থাম্ থাম্। যা বলছিস তা ঠিক নয়। ও-সব বাজে কথা। মাথার ওপর কাউকে চাইই চাই। ওপরওলা কেউ না থাকলে, সাধারণলোক কিছুই করতে পারবে না। লাভের আশা না থাকলে মানুষ খাটবে কেন? সকলেই বলে : 'এতে আমার লাভ কি'? হ্যাঁ, এই লাভের লাট্টুতেই সারা দুনিয়া পাক খাচ্ছে। কথায় বলে : 'হাড়ে হাড়ে হতাম সাধু, হতাম সন্ন্যাসী। দুঃখ শুধু, আত্মা তবু লাভের পিত্যেশী।' কিংবা ধর্—'এমন কি সাধুও ঈশ্বরকে ডাকে লাভের আশায়।' কিংবা এইটে শোন্—'আত্মা নেই, তবুও, যন্ত্র পর্যন্ত তেল রাখতে চায়।' এই প্রবাদগুলো সম্বন্ধে ভেবে দেখেছিস কি?"

কথাগুলো অত্যন্ত শান্তভাবে বলল আর্তামোনোভ। খুৎসই প্রবাদ আর চল্‌তি-কথার রসনাতৃপ্তিকর জ্ঞানের পুর দিয়ে বক্তৃতাটাকে যতদূর সম্ভব উপাদেয় করবার চেষ্টা করল সে। ধীরভাবে এবং অনর্গল কথাগুলো বলতে পেরে আর্তামোনোভ খুশি হল মনে মনে। ভাবল, এর ফল ভালই হবে।

ইলিয়া চুপচাপ বাবার কথাগুলো শুনল। শুনতে শুনতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে লাল্‌চে পাইনপাতাগুলো বালি থেকে আলাদা করে ছেঁকে, একবার হাতের এ-চেটোয় নিচ্ছিল, তারপর ও-চেটোয়; পরে সেগুলো উড়িয়ে দিচ্ছিল ফুঁ দিয়ে। বাবার কথা শেষ হতেই, বাবারই মত শান্ত গলায় হঠাৎ বলে বসল ইলিয়া:

"ও-কথায় আমার কোন কাজ নেই। ও-সব বিধি-বিধান দিয়ে আজকাল আর জীবন চালানো যায় না।"

ছড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল আর্তামোনোভ। উঠবার সময় ইলিয়া ওর বাবার হাতটাও ধরতে এল না।

"অর্থাৎ, তোর বাবার কথা সত্যি নয়?"

"সত্য আর-একটা আছে।"

"সেটা মিথ্যে। সত্যি দুটো নেই।"

তারপর কারখানার দিকে ছড়িটা দুলিয়ে আর্তামোনোভ বলল:

"ওদিকে দেখ্। সত্য যদি কিছু থাকে তো ওইটাই! তোর ঠাকুরদা এ-কারবার আরম্ভ করেছিলেন। আমার সারাজীবনটা আমি এতেই দিয়ে এসেছি। এবার তোর পালা। আমরা খাটতে পেরেছি, আর তুই শুধু গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবি? অপরের ঘাড়ে চেপে বসে বসে মহাত্মাগিরি ফলাতে চাস্, না? খাসা মতলব! ইতিহাস! ভুলে যা ওসব। ইতিহাস মেয়ে নয় যে তাকে বিয়ে করবি। চুলোর ইতিহাস নিয়ে হবে কি? দুনিয়ার কোন্ কাজে লাগবে ওটা? বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজবি, সেটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।"

কথাগুলো বড় রুক্ষ হয়ে গেছে—এটা বুঝতে পেরে, পিওত্র্ আর্তামোনোভ চেষ্টা করল সাফাই গাইতে।

"বুঝি বুঝি। তুই মস্কোয় থাকতে চাস।—সেখানে মজা বেশি। আলেক্সেইও……"

বইখানা তুলে নিল ইলিয়া; তারপর মলাটের ওপর থেকে বালিটা ঝেড়ে বলল:

"আমাকে পড়াশুনোটা চালিয়ে যেতে দাও।"

বালির মধ্যে ছড়িটা গেঁথে চীৎকার করে উঠল পিতা আর্তামোনোভ:

"না! আর কখনো এ-অনুরোধ করবি না আমায়।"

তখন ইলিয়াও উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ওর চোখদুটো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বাবার কাঁধের ওপর দিয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে, শান্তভাবে বলল ইলিয়া:

"বেশ, তাহলে বিনা অনুমতিতেই আমায় চালিয়ে যেতে হবে।"

"এ্যাদ্দুর আস্পর্দা তোর!……"

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ইলিয়া:

"যার যেভাবে পোষায় সেভাবে সে জীবন কাটাবে। তাতে কেউ নিষেধ করতে পারে না। এখানে লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা আসে।"

"লোক? লোক কে? তুই আমার ছেলে, লোক নয়। ফুটুনি কত! জানিস্, তোর ওই পেণ্টুনটা পর্যন্ত আমার?"

কথাটা হঠাৎ আর্তামোনোভের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরুনো উচিত ছিল না। তারপর তিরস্কারের ভংগিতে একবার মাথা নেড়ে, আগের চেয়ে আর একটু কোমলভাবে বলল আর্তামোনোভ:

"এ্যাদ্দিন ধরে যে তোকে মানুষ করলাম, তার প্রতিদান এই? বোকা ছেলে কোথাকার!"

ইলিয়ার গালদুটো লাল হয়ে উঠেছিল। ওর হাতদুখানা কাঁপছিল। ইলিয়া চেষ্টা করল হাতদুটোকে পকেটের মধ্যে লুকোতে, কিন্তু তা সম্ভব হল না।

পাছে ওর ছেলে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, পাছে সে অপ্রতিবিধেয় কিছু বলে ফেলে, এই ভয়ে আর্তামোনোভ নিজেই হুড়হুড় করে বলে চলল :

"শুধু তোর জন্যে আমি একটা মানুষকে খুন করেছিলাম……হয়তো।"

আর্তামোনোভ 'হয়তো'-টা জুড়ে দিল এই ভেবে যে, এ-অবস্থায় কথাটা তার বলা আদৌ উচিত হয় নি, বিশেষ করে যখন কোনকিছু বোঝবার ইচ্ছাই ছিল না তার ছেলের। ভাবল : "এবার ও জিজ্ঞেস করবে, কাকে।" তাই সে তাড়াতাড়ি বালিয়াড়ির গা বেয়ে নামতে সুরু করল।

কিন্তু তাকে পিছু ডাকল তার ছেলে। ইলিয়ার কথায় পিওত্রের কানদুটো যেন ফেটে গেল। চীৎকার করে বলল ইলিয়া :

"কেবল একটা মানুষকে নয়। চেয়ে দেখ, গোটা গোরস্থানটা ভর্তি হয়ে রয়েছে কারখানার বলি-তে।"

থমকে দাঁড়িয়ে আর্তামোনোভ পিছু তাকাল। ইলিয়া দাঁড়িয়ে ছিল বইশুদ্ধ হাতখানা সামনে ছুঁড়ে। বইখানা দিয়ে ও দেখাচ্ছিল নিরানন্দ আকাশের গায়ে-গায়ে সমাধির ক্রুশগুলোকে। আর্তামোনোভের পায়ের তলার বালি মচ্‌মচ্‌ করে উঠল। এই কয়েক মিনিট আগে, কারখানা আর গোরস্থান সম্পর্কে যেসব অপ্রীতিকর কথাবার্তা ও শুনেছিল, তা ওর মনে পড়ল। তাছাড়া ওর একান্ত ইচ্ছা ছিল, মুখ-ফস্‌কে যে-কথাটা ও বলে ফেলেছিল সেটা ওর ছেলের স্মৃতি থেকে চিরদিনের জন্য মুছে দিতে। তাই ছেলেকে ঘাবড়ে দেবার মতলবে হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে, ভালুকের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠতে উঠতে, চীৎকার করে বলল পিতা আর্তামোনোভ :

"কী বল্‌লি তুই, কুত্তা কোথাকার ?"

ইলিয়া লাফ দিয়ে গাছের আড়ালে সরে গেল।

"থাম! তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে না কি ?"

আর্তামোনোভের ছড়িটা সশব্দে এসে পড়ল গাছের গুঁড়ির ওপর। ছড়িটা ভেঙে গেল। ভাঙা অংশটা আর্তামোনোভ ছুঁড়ে দিল ছেলের পায়ের কাছে।

কাঁপতে কাঁপতে সেটা আটকে গেল বালিতে; আর ছড়ির সবুজ মাথাটা তেরছাভাবে চেয়ে রইল আর্তামোনোভের দিকে। বিকটমূর্তি করে বলল পিওত্র্:

"আমি তোকে দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করাব!"

এই বলে আর্তামোনোভ টলতে টলতে, প্রায় পিছলেই, তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে গেল। ঘূর্ণির মত ঘুরছিল ওর মনটা, হোঁচট খাচ্ছিল দুঃখ এবং রাগের অসংলগ্ন কথায়,—জটপাকানো সুতোয় মাকুর মত।

"আমি ওকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব। দরকার পড়লে আবার ও ফিরে আসবে। আর তারপর, পায়খানা, হ্যাঁ। কোন বাজে কথা আমি শুনব না!"

এই ধরণের টুক্‌রো-টুক্‌রো চিন্তা ওর মনে টক্কর খেতে লাগল। সেই সংগে অন্য চিন্তাও ভিড় করে এল ওর মনে। কেমন যেন মনে হল: কাজটা হয়তো ও ভাল করে নি, হয়তো ও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মনের ঝালটা মেটাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল।

ওকার তীরে এসে আর্তামোনোভ বালুকাময় পাড়টিতে ক্লান্তভাবে ঝুপ্ করে বসে পড়ল; মুছে ছিল মুখের ঘামটা। নদীর ওপর ওর চোখ পড়ল। একটা অগভীর খাড়িতে বাটামাছের একটা খুদে-ঝাঁক চক্‌চক্ করে উঠল—কতকগুলো ইস্পাতের ছুঁচের মত ক্ষিপ্রভাবে জল চিরে। বেশ জাঁকের সংগে ডানা ছড়িয়ে একটা ব্রীমমাছ এসে হাজির হল। মাছটা কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল, কাৎ হয়ে একটা লাল চোখ তুলে নিরানন্দ মেঘগুলোর দিকে উঁকি মারল, তারপর সাদা ধোঁয়ার মত একঝাঁক বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে দিল জলের বুকে।

আঙুল নেড়ে ব্রীম মাছটাকে শাসাতে শাসাতে আর্তামোনোভ চেঁচিয়ে বলল:

"দেখাচ্ছি তোকে কি করে বাঁচতে হয়!"

সংগে সংগে আর্তামোনোভ ঘাড় ফিরিয়ে চারিদিক দেখে নিল; কারণ কথাগুলো বেসুরো বেজেছিল। ঝির্‌ঝির্ করে বইতে বইতে নদীটা,

আর্তামোনোভের রাগটুকু ধুয়ে নিয়ে যেতে সুরু করেছিল, আর সেই ধূসর, উষ্ণ প্রশান্তিতে ওর মনে ভিড় করে এল নানা চিন্তা, যার ভারে হতবুদ্ধি আর্তামোনোভ যেন অসাড় হয়ে গেল। আর্তামোনোভ সবচেয়ে হতবুদ্ধি হল এই ভেবে যে, যে-ইলিয়াকে সে ভালবাসত, কুড়িটি বছর ধরে যাকে সে একটি মুহূর্তের জন্যও ভোলে নি, যার জন্য তার উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার সীমা ছিল না—সেই ইলিয়া হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার অন্তর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল, আর পিছনে রেখে গেল একটা তিক্ত বেদনা। আর্তামোনোভের স্থির ধারণা ছিল যে, এই কুড়িবছর ধরে সে কেবল তার পুত্রের চিন্তাতেই দিবারাত্র কাটিয়ে এসেছে,—দিবারাত্র নিজের পুত্রকে ঘিরেই স্বপ্ন দেখে এসেছে অফুরন্ত আশা আর ভালবাসা নিয়ে,—এই ভেবে যে একদিন বড় হয়ে ইলিয়া তার বাবার মুখোজ্জ্বল করবে।

"দেশলাই-এর কাঠির মত দপ্ করে জ্বলে উঠল, তারপরই নিভে গেল থপ করে। কিন্তু কেন?"

ধূসর আকাশে একটা হাল্কা লালিমা দেখা গেল। আকাশের একটা জায়গা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর উঁকি মারল একফালি চাঁদ। বাতাসটা হয়ে গেল ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেতে এবং একটা হাল্কা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল নদীর ওপর।

বাড়ি এসে আর্তামোনোভ দেখল, বাঁ পা-টা ডান পায়ের সুগোল হাঁটুর ওপর তুলে, পোষাক খুলে, নাতালিয়া ভ্রূ কুঁচকে পায়ের নখ কাটছে। স্বামীর দিকে একবার চেয়ে জিজ্ঞাসা করল নাতালিয়া:

"ইলিয়াকে কোথায় পাঠালে?"

পোষাক ছাড়তে ছাড়তে জবাব দিল আর্তামোনোভ:

"যমের বাড়ি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নাতালিয়া বলল:

"তোমার মেজাজটা সবসময়ই সপ্তমে চড়ে আছে।"

আর্তামোনোভ কোন জবাব দিল না। ইচ্ছে করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল সে, যাতে শোয়া নিয়ে যতটা সম্ভব গণ্ডগোল বাধান যায়। বৃষ্টি নামল। পত্ পত্ করে শব্দ হতে লাগল জানলার সার্সিতে এবং একটা স্যাঁৎসেঁতে খস্‌খস্ শব্দ ছড়িয়ে পড়ল ফলবাগানে।

"লেখাপড়া শিখে ইলিয়ার মাথা ঘুরে গেছে।"

"আর, তার মা একটা বেকুব।"

নাতালিয়া ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্ করে উঠল; তারপর প্রার্থনা সেরে বিছানায় চড়ে বসল। তখনো পর্যন্ত পোষাক খুলতে খুলতে বর্বর উল্লাসে আর্তামোনোভ স্ত্রীকে নাস্তানাবুদ করে চলল:

"তোমার দ্বারা কোন্ কাজটা হয় শুনি? কোনটা না। নিজের ছেলেপুলেরা পর্যন্ত তোমায় ভক্তি-ছেদ্দা করে না। তাদের তুমি কি শেখালে এতদিন ধরে? তুমি যা জান তা শুধু গেলা আর ঘুমনো। হ্যাঁ, আর মুখে চর্বি ঘষা।"

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বিড়বিড় করে বলল নাতালিয়া:

"কে তাদের ইস্কুলে পাঠিয়েছিল? আমি তোমায় বলেছিলাম·····"

"চুপ কর!"

আর্তামোনোভ নিজেও চুপ করল এবং শুনতে লাগল বার্ডচেরি গাছের পাতাগুলোর উপর বৃষ্টি পড়ার একটানা, ক্রমবর্ধমান ঝম্‌ঝমানি। এই গাছটা লাগিয়েছিল নিকিতা।

"কুঁজোটা বেশ সোজা পথই বেছে নিয়েছে। না আছে ছেলেপুলে, না আছে ব্যবসা। মৌমাছি। আমি হলে মৌমাছি নিয়েও মাথাব্যথা করতাম না। যার মধু-র দরকার, সে তো নিজেই খুঁজে নিতে পারে।"

যেন বরফের উপর শুয়ে আছে—এইভাবে সন্তর্পণে পাশ ফিরে, নাতালিয়া স্বামীর কাঁধে তার একখানা উষ্ণ কপোল চেপে ধরল।

"ইলিয়ার সংগে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

পাহাড়ের ওপর যে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল সেটা বর্ণনা করতে লজ্জা পেয়ে, বিড়বিড় করে বলল আর্তামোনোভ :

"বাপ ছেলের সংগে ঝগড়া করে না, তাকে শাসন করে।"

"ইলিয়া সহরে চলে গেছে।"

"আবার ফিরে আসবে। রুটি তো আর গাছে ফলে না! ভয় নেই, হাতে টাকাপয়সা না থাকার কামড়টুকু বুঝতে পারলেই ও আবার ফিরে আসবে। ঘুমিয়ে পড়, আর আমাকে রেহাই দাও।"

একটি মুহূর্ত পরেই আবার বলল আর্তামোনোভ :

"ইয়াকোভকে আর পড়িয়ে-শুনিয়ে কাজ নেই।"

তার একটু পরে আবার বলল :

"কাল বাদ পরশু আমি মেলায় যাচ্ছি। শুনছ?"

"হ্যাঁ।"

আর্তামোনোভের ধাঁধাঁ লাগল : "কিন্তু কেন? এর মানে কি?"

চোখ বুঁজল আর্তামোনোভ, কিন্তু তখনো ওর চোখের সামনে ভাসছিল ইলিয়ার তরুণ মুখখানি, তার প্রশস্ত ললাট এবং প্রদীপ্ত চোখদুটি, যে চোখের দৃষ্টি ওর মর্ম বিদীর্ণ করে অসহ্য জ্বালার সৃষ্টি করেছিল।

"জানোয়ারটা বাবার সংগে এমন ব্যাভার করল, যেন একটা ভাড়া-করা মজুরকে জবাব দিচ্ছে, যেন একটা ভিখিরিকে খেদিয়ে দিচ্ছে!"

কি অদ্ভুত তাড়াতাড়িই না বিচ্ছেদটা ঘনিয়ে এল!—এ-চিন্তাটা আর্তামোনোভ কিছুতেই হজম করতে পারল না। মনে হল, ইলিয়া অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিল যে সব-সম্বন্ধ চুকিয়ে সরে পড়বে। কিন্তু সে এতটা তাড়াতাড়ি করল কেন? ছেলের রুক্ষ, ঘৃণাব্যঞ্জক কথাগুলো স্মরণ করে ভাবল আর্তামোনোভ :

"ওই মিরণটাই ওর কানে এসব মন্তর দিয়েছে—নোংরা কুত্তা কোথাকার। আর, কারবার মানুষের ক্ষেতি করে—এসব ফুসমন্তর দিয়েছে ওই তিখোনটা।

বেকুব, একেবারে বেকুব! এসব ধারণা ওর ছিল কোথায়? তাছাড়া, ইস্কুলেও তো গিয়েছিল! সেখানে ও শিখল কি? মজুরদের প্রতি উনি দরদ দেখান, কিন্তু নিজের বাবার জন্তে ওঁর এতটুকু দরদ নেই! তারপর এখন পালিয়ে গিয়ে, নিরিবিলিতে বসে, মনুষ্যত্ব নিয়ে উনি সোহাগ করবেন।"

এই চিন্তায় আর্তামোনোভের দুঃখটা আরও বেড়ে গেল, দাউদাউ করে জলে উঠল আগুনের মত।

"না, নিস্তার নেই তোর! দেখি তুই কি করে আমায় ফাঁকি দিস্!"

তারপর ওর মনে পড়ল নিকিতার কথা। নিকিতাও পালিয়ে গিয়ে নিরিবিলিতে আশ্রয় নিয়েছিল।

"যত কাজের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যে যার সরে পড়ছে।"

কিন্তু সেটা কি ঠিক?—আর্তামোনোভ তৎক্ষণাৎ ভাবল। না, ঠিক নয়। আলেক্সেই তো সরে পড়েনি। ওর বাবারই মত আলেক্সেই কারবারটাকে ভালবাসত। আলেক্সেই লোভী, লোভের তার শেষ নেই, যা চাইত তাই আপ্‌সে এসে যেত তার হাতে। পিওত্রের মনে পড়ল, সেই যেদিন কারখানায় মাতাল মজুরদের মধ্যে খেয়োখেয়ি হয়েছিল, ও সেদিন বলেছিল আলেক্সেইকে:

"লোকগুলো উচ্ছন্নে যাচ্ছে।"

আলেক্সেই সায় দিয়েছিল: "তা তো বোঝাই যাচ্ছে।"

"কিছু না কিছু নিয়ে ওরা তেতেই আছে। ওদের সবায়ের চোখেই সেই এক চাহনি।"

আলেক্সেই এতেও সাঁয় দিয়েছিল। চাপাহাসি হেসে বলেছিল:

"এটাও সত্যি। মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে তোমার সেই বিয়ের দিনটার কথা, যেদিন সেপাইদের সংগে বাবাকে কুস্তি লড়তে দেখে, তিখোন এই এদেরই মত করে বাবার দিকে চেয়েছিল। তারপর সে-ও লড়বার জন্তে তেড়ে এসেছিল। মনে পড়ে?"

"এর মধ্যে আবার তিখোনকে টেনে আনা কেন? ও তো একটা বেকুব।"

তারপর আলেক্সেই গম্ভীরভাবে বলতে সুরু করেছিল :

"আমি তোমাকে প্রায়ই বলতে শুনেছি যে মজুরগুলো উচ্ছন্নে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে সেটা আমাদের দেখবার কথা নয়। এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে পাদ্রি, মাষ্টার—এরা। আর কে, বল ? আর, যতরকমের ডাক্তার আর সরকারী কর্মচারীরা। এটা হল তাদের কাজ। তারাই লক্ষ্য রাখবে লোকজন যাতে উচ্ছন্নে না যায়। এ কাজ তাদের,—এইগুলোই তারা বেচবে আর তুমি আমি কিনব। সময় হলে, দুনিয়ার সবকিছু নষ্ট হয়ে যায়। ধর তুমি বুড়ো হচ্ছ আমিও হচ্ছি। কিন্তু তুমি কোন মেয়েকে একথা বলতে পার না যে একদিন সে বুড়িয়ে কদাকার হয়ে যাবে বলে তার আর বেঁচে লাভ নেই।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ ভেবেছিল :

"চালাক লোক বটে, শয়তানের মত চালাক!"

আলেক্সেই-এর জীবনীশক্তি, তার চট্‌পটে কথাবার্তা এবং তার নতুন নতুন ঠাট্টা ও বুক্‌নি শুনতে শুনতে আর্তামোনোভ ঈর্ষ্যান্বিত হত। তারপরই ওর চিন্তা ঘুরে যেত নিকিতার দিকে। ওদের বাবার ইচ্ছা ছিল, ওদের পরিবারের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কাজটা নিকিতাই করবে; কিন্তু তা না করে লোকটা স্রেফ একটা মেয়েমানুষের মুখের প্রেমে পড়ে গিয়ে যত সব বিদকুটে ফ্যাসাদ বাধাল, আর পালিয়ে গেল।

সেই বাদ্‌লা রাতে পিওত্র্ আর্তামোনোভ অনেককিছু নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করল। আর-এক ধরণের ভাবনা ভিড় করে এল ওর মনে,—তিক্ত চিন্তাগুলোর মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার মত চুঁয়ে চুঁয়ে। এই ভাবনাগুলোর সংগে ওর যেন কোন সম্পর্ক ছিল না। বৃষ্টির তমসাচ্ছন্ন ঝরঝরানিই যেন দায়ী ছিল এগুলোর জন্য; এবং এই ভাবনাগুলো যেন ওর আত্ম-সমর্থনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল।

আর্তামোনোভ কৈফিয়ৎ চাইল এই বিরুদ্ধ-চিন্তাগুলির কাছে :

"কিন্তু, খারাপ কাজ আমি কী করলাম!"

আর, যদিও কোন উত্তর এল না, তবুও আর্তামোনোভ ভাবল, হয়তো এর কোন জবাব ছিল।

ভোর হয়ে আসছিল। আর্তামোনোভ হঠাৎ ঠিক করে ফেলল মঠে গিয়ে ওর ভায়ের সংগে দেখা করবে; হয়তো সেখানে—সেই উৎকণ্ঠা ও প্রলোভনবর্জিত একটি আত্মার মধ্যে ও সান্ত্বনা পাবে, এমন-কি সমাধানও।

কিন্তু গাড়িটা যখন মঠের কাছাকাছি এসে পড়ল, মেঠো-পথের এব্ড়ো-খেব্ড়ো ঝাঁকুনিতে ক্লান্ত হয়ে, ভাবল আর্তামোনোভ:

"নিরিবিলিতে ঘুপ্‌টি মেরে থাকা সোজা, হয়তো ভালও। কিন্তু একবার খোলা হাওয়ায় চলে এসে দৌড়ঝাঁপ কর দেখি! ভাঁড়ারে থাকলে আচার নষ্ট হয় না, কিন্তু একবার রোদ্দুরে দাও, দেখবে বেশ তাড়াতাড়ি পচতে সুরু করেছে।"

চারবছর হল আর্তামোনোভ নিকিতাকে দেখে নি। শেষ যেবার এসেছিল, সে-সাক্ষাৎটা ওর কাছে বিরক্তিকরই ঠেকেছিল। সেবার পিওত্রের আগমনে কেমন যেন অস্থির ও বিব্রত হয়ে উঠেছিল কুঁজো নিকিতা। সিটকে, সংকুচিত হয়ে, শামুকের মত সে যেন নিজের খোলটিতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। খুঁৎখুতে মেজাজে অনেক কথাই বলেছিল সে। তবে ভগবান, তার আত্মীয়-স্বজন কিংবা তার নিজের কথা একটিও বলে নি। যা বলেছিল তা হল: মঠের অভাব-অনটনের কথা, তীর্থযাত্রী এবং মানুষের দারিদ্র্যের কথা। দেখে মনে হয়েছিল ইতস্ততভাবে কথাগুলো বলবার সময় নিকিতাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। পিওত্র্ তাকে টাকা দিতে চাইলে, শান্ত ঔদাসীন্যের সুরে সে জবাব দিয়েছিল:

"দিতে হয় মোহান্তকে দাও। আমার দরকার নেই।"

স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল সন্ন্যাসীদের সকলেই ফাদার নিকোদিমের মুখ চেয়ে ছিল; আর মোহান্তটি তার কুচকুচে চোখদুটির ভূতুড়ে আলোটা পিওত্রের মুখে

হেসে, চীৎকার করে বলেছিল,—যদিও এতটা চীৎকার করার কোনই দরকার ছিল না :

"ফাদার নিকোদিম আমাদের দীনহীন মঠটিকে আলো করে আছেন।"

মোহান্তটির চেহারা ছিল বিপুল কংকালের মত। গা-ভর্তি লোম। এক কানে কালা। দেখে মনে হয়েছিল আল্‌খাল্লা-পরা একটা বনের ভূত যেন।

একটি নিচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল নিকিতার মঠ। মঠের চারিধারে পাইনের বন। ঘন পত্র-বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখাই যেত না মঠটিকে।

আর্তামোনোভ যখন এসে পৌছল, তখন সান্ধ্য-প্রার্থনার ঘণ্টা বাজছে—টিঙ্‌টিঙ্‌ করে। লম্বা, জবুথবু দারোয়ানটি দরজা খুলতে খুলতে তোতলিয়ে বলল :

"এ-এ-এ-ই যে······"

তারপর টানা-নিশ্বাস নিয়ে আবার বলল :

"আ-আ-আসুন।"

দারোযানটির চেহারা বজরার খুঁটির মত; সেই খুঁটির ওপর অপ্রয়োজনীয় ভাবে একটা ছোট্ট, বাচ্চার মুণ্ডু বসানো; আর মুণ্ডুটায় লাগানো রংচটা তোবড়ানো একটা টুপি।

অর্ধেক আকাশ জুড়ে একটা নীল-ধূসর মেঘ নিশ্চলভাবে ঝুলছিল মঠের ওপর। আবহাওয়াটা ছিল স্যাঁৎসেতে, চটচটে এবং গুমোটে।

নিকিতার-জন্য-আনা উপহারের বাক্সটা গাড়ি থেকে টেনে নামাবার বৃথাই চেষ্টা ক'রে, অতিথিনিবাসের চাকরটি ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল :

"বেজায় ভারি, এ আমার কম্ম নয়।" বলেই সে তার ছোট্ট, নোংরা মুঠোটা দিয়ে বাক্সটার ওপর দুড়ুম করে একটা ঘুষি মারল।

পিওত্র্‌ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার সর্বাঙ্গ ভর্তি হয়ে গিয়েছিল ধুলোয়। ধীরে ধীরে পিওত্র্‌ ফলবাগানের দিকে এগুলো—যেখানে আপেল আর

চেস্টনাটগাছের কোলঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল তার ভায়ের সাদা কুটিরখানি। পিওত্র্ ভাবছিল, এখানে এসে সে বোকামি করে ফেলেছে, মেলায় গেলেই ভাল হত। গাঁঠ-গাঁঠ শিকড় ছড়ানো, এবড়োখেবড়ো বনপথটা তার বিক্ষুব্ধ চিন্তাগুলোকে জগাখিচুড়ি বানিয়ে দিয়েছিল। সেগুলোর যা অবশিষ্ট ছিল তা হল একটা টন্‌টনে বেদনা এবং বিশ্রাম ও বিস্মরণের একটা তীব্র আকাংক্ষা।

"আমার যা দরকার তা হল খানিকটা তোফা-ফূর্তি।"

ভাইকে দেখতে পেল পিওত্র্। অর্ধ-বৃত্তাকারে সাজানো কতকগুলো কচি-কাগ্‌জিলেবুগাছের সামনে প্রায় দশজন তীর্থযাত্রীকে নিয়ে, একখানি বেঞ্চিতে বসে ছিল নিকিতা। দৃশ্যটা দেখে কোন পরিচিত ছাপা-ছবির কথা মনে পড়া বিচিত্র ছিল না। পিওত্র্ লক্ষ্য করল সেখানে ছিল: কালোদাড়িওলা একজন ব্যবসাদার, যার গায়ে ছিল ক্যাম্বিসের কোট এবং যার এক পায়ে ছিল ছেঁড়া-ন্যাকড়ার পট্টি ও একটা চোঙ্‌দার রবারের জুতো; একজন মোটা বুড়োলোক, যাকে দেখাচ্ছিল কোন খোজা পোদ্দারের মত; এবং সৈনিকের ওভারকোট-পরা লম্বা-চুলওলা একজন যুবক, যার গালের হাড়গুলো ছিল উঁচু-উঁচু এবং চোখদুটি ছিল মাছের মত। এছাড়া সেখানে ছিল ভ্রিওমোভের হট্টগোলে, মাতাল রুটিওলা মুরজিন। বিচারকের সামনে চোরের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, ফাটা-কাঁসরের মত গলায় মুরজিন্ বলল:

"তা ঠিক। ঈশ্বর অনেক দূরে।"

তীর্থযাত্রীদের দিকে নিকিতার নজর ছিল না। হাতের সাদা ডাণ্ডাটির পিছন দিয়ে মাটির ওপর নক্‌শা আঁকতে আঁকতে নিকিতা মৃদু তিরস্কার করল তীর্থযাত্রীদের:

"আর মানুষ যতই নিচে নামে, ঈশ্বর তার কাছ থেকে ততই দূরে সরে যান। তার কারণ হল, আমাদের পাপের পচাগন্ধ তিনি সইতে পারেন না।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ ভাবল: "সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে!" এই ভেবে সে মনে মনে হাসল।

"ঈশ্বর জানেন যে আমাদের বিশ্বাসের মূলে কোন কর্মস্পৃহা নেই। শুধু বিশ্বাস নিয়ে তিনি করবেন কি? তিনি কাজও চান। আমরা কি আমাদের ভায়েদের সাহায্য করি? পরস্পর পরস্পরকে কি আমরা ভালবাসি? আর, আমরা প্রার্থনার সময়ই বা কী চাই? যতসব কুচোকাচা, আজেবাজে জিনিষ। প্রার্থনা আমাদের করতে হবে, কিন্তু তবুও……"

কুঁজো নিকিতা চোখ তুলল। দাদার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে নীরব রইল ক্ষণিকের জন্য। ধীরে ধীরে হাতের ডাণ্ডাটি এমনভাবে তুলল, যেন সেটার ওজন অনেক, আর মনে হল সেটা দিয়ে সে যেন কাউকে মেরে বসবে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল। তার মাথাটা আল্‌গাভাবে ঝুঁকে পড়ল তার বুকের ওপর। তীর্থযাত্রীদের আশীর্বাদ করল নিকিতা। কিন্তু প্রার্থনা করার বদলে, সে শুধু বলল :

"আচ্ছা আজ তাহলে,…ওই যে—আমার দাদা এসেছেন আমাকে দেখতে।"

লোমহীন, মোটা, বুড়োলোকটি তার তাম্রাভ চোখের তারাদুটো বিষের বড়ির মত পাকিয়ে, পিওত্র্‌কে দেখবার জন্য ঘাড় ফেরাল; তারপর খুব তাড়াতাড়ি বুকে ক্রুশ আঁকল—বেশ দেখিয়ে দেখিয়ে।

নিকিতা বলল : "শান্তিতে ফিরে যাও।"

লোকগুলো হেথা-হোথা ছড়িয়ে পড়ল ;—চারণ-ভূমি থেকে একপাল পশুকে তাড়িয়ে দিলে যেমনটা হয়। খোঁড়া ব্যবসাদারটির একখানা হাত ধরল বুড়ো লোকটা এবং অপরখানা ধরল রুটিওলা মুরজিন্।

"এই যে, কি খবর? আশীর্ব্বাদ কর্ আমায়?"

লম্বা হাতখানা দিয়ে ফাদার নিকোদিম তার দাদার যুক্তকর সরিয়ে দিল। কালো আল্‌খাল্লার আস্তিনের মধ্যে তার হাতখানাকে দেখাল ডানার মত। শান্তভাবে বলল নিকিতা :

"আমি জানতাম না যে তুমি আসবে।"

নিকিতার গলার আওয়াজে খুশির চিহ্নও ছিল না।

হাতের ডাণ্ডাটা দিয়ে ওর কুটিরখানি দেখিয়ে, নিকিতা দাদাকে সেইদিকে নিয়ে চলল। নিকিতা হাঁটছিল বাঁকা-পাদুখানাকে বেজায় ফাঁক করে, কাঁপতে কাঁপতে, একখানি হাত ওর মর্মস্থলে চেপে।

বিব্রতভাবে বলল পিওত্র: "তুই বুড়িয়ে গেছিস।"

"আমাদের বরাতই ওই। পাদুটো ব্যথায় টন্‌টন্ করে। জায়গাটা স্যাঁৎসেতে কি না।"

নিকিতাকে আগের চেয়েও কুঁজো দেখাল। তার ডান-কাঁধ এবং কুঁজের চূড়াটি ওপরদিকে ঠেলে ওঠায়, তার দেহটা যেন আরও ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে, ওকে দেখাচ্ছিল আরও বেঁটে এবং আরও চওড়া। খড়বড়ে খোয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় ওকে দেখে মনে হল, যেন একটা মাথা-কাটা মাকড়সা এঁকে-বেঁকে, অন্ধের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। ওর ছোট্ট পরিষ্কার ঘরখানায় ওকে কিছুটা বড় দেখাল; কিন্তু সেই সংগে ওকে দেখে ভয়ও হল। মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিতেই, টাক-ভর্তি হাতীর দাঁতের মত সাদা ওর মাথার চাঁদিটা বিষণ্ণভাবে চক্‌চক্ করে উঠল—পালিশ-করা করোটির মত। জট-পড়া ওর পাকাচুলগুলো জীর্ণ দড়ির মত ঝুলে পড়ল ওর রগের দুধারে, কানের পিছনে এবং ঘাড়ের চারপাশে। ওর হাড়বেরকরা মুখের রঙটাও ছিল মোম-রঙা হাতীর দাঁতের মত হল্‌দেটে-সাদা। ওর ঘষা-চোখদুটোয় কোন দীপ্তি ছিল না; এবং চোখের দৃষ্টিটা নিবদ্ধ ছিল ওর প্রকাণ্ড, থস্‌থসে নাকটির ডগায়। ওর ঠোঁটদুখানিকে দেখে মনে হল যেন মরানদীর দুটি রেখা। নড়ল, কিন্তু নিঃশব্দে। ওর মুখের হাঁ-টা আরও বড় হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হল একটা গভীর গর্ত যেন ওর মুখখানাকে দু'টুকরো করে দিয়েছে। বিশেষ করে ভয়াবহ দেখাল ওর ওপর-ঠোঁটের ছাতাধরা পাকাচুলগুলোকে।

কোন শব্দ শুনছে, তাতে বাধা না পড়ে, এইভাবে অত্যন্ত মৃদুস্বরে—এবং যেন প্রত্যেকটি কথা অতি কষ্টে মনে করছে—এইভাবে ধীরে ধীরে, নিকিতা তার গাল ফুলো, জোয়ান অনুচরটিকে বলল:

"কেৎলিটা। রুটি। মধু।"

"কি আস্তে আস্তে তুই কথা বলিস!"

"দাঁতগুলো সব গেছে।"

টেবিলের সামনে, সাদারঙ-করা একটা কাঠের হাতলদার চেয়ারে বসল নিকিতা।

"খবর সব ভাল?"

"হ্যাঁ, বেশ ভালই।"

"তিখোন এখনো বেঁচে আছে?"

"ভালই আছে। ওর আর হবে কি?"

"বহুদিন হল, ও আমার কাছে আর আসে নি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। নিকিতা নড়ে উঠতেই, আলখাল্লাটায় খস্‌খস শব্দ হল—যেমন শব্দ হয় আরসোলা দৌড়লে। এই শব্দে পিওত্রের ছট্‌ফটানি এবং অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল।

"তোর জন্যে কিছু জিনিষ এনেছিলাম। কাউকে বল্ বাক্সটা নিয়ে আসুক। খানিকটা মদও আছে তাতে। এখানে মদ চলে?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল নিকিতা:

"কড়াকড়ি নেই এখানে। তবে যন্ত্রণা বেজায়। এত লোক এসে পড়ার দরুণ, এখন এখানে কতকগুলো মাতালও এসে জুটেছে। তারা মদ খায়। কি করব বল? দুনিয়ার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে বিষ। আর, সন্ন্যাসীরাও তো মানুষ।"

"শুনি, বহুলোক খুঁজে খুঁজে তোর কাছে আসে?"

"আসে। কিছু বোঝে না বলেই আসে। এসে জ্বালিয়ে মারে। তারা পুণ্য আর পুণ্যবান আত্মার খোঁজে পাগল। জানতে চায়, কীভাবে বাঁচতে হয়। কোনরকমে তারা জীবনের অনেকটা কাটিয়েছে; তবে এখন আর যেন পারছে না। সে-জীবন যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে তাদের কাছে।"

নিকিতার কথায় বিব্রত বোধ করতে করতে, পিওত্র্ বিরক্তভাবে বলল "যত ফেচাং। ক্ষেতগোলামি সইতে পেরেছিল, আর এখন মুক্তিটা সইতে পারে না! ওদের যা দরকার, তা হল আরও কড়া লাগাম।"

নিকিতা জবাব দিল না।

"বাবুদের সময়ে লোকজন অকাজে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে নি।"

কুঁজো নিকিতা দাদার দিকে কটাক্ষ করে, চোখদুটো নামিয়ে নিল।

এইভাবেই তারা কথা বলে চলল,—অতিকষ্টে কথাগুলো খুঁজে-খুঁজে., ভাসা-ভাসা মন্তব্যের ফাঁকে-ফাঁকে দীর্ঘবিরতি দিয়ে, যতক্ষণ না মঠের বদখত চাকরটি কেৎলি, কাগ্‌জিলেবু-দেওয়া সুগন্ধ মধু এবং হাতে-গরম রুটি নিয়ে এল। তারপর তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল, কেমন করে চাকরটি বাক্সের ডালার ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মারতে মারতে, মেঝের ওপর বাক্সটিকে নিয়ে অহেতুক বিড়ম্বিত হয়ে উঠছিল। পিওত্র্ টেবিলের ওপর রাখল এক টিন টাট্‌কা ক্যাভিয়র এবং দুটি বোতল।

একটি বোতলের লেখা পড়ে নিকিতা বলল :

"পোর্ট ? এই মদটা আমাদের মোহান্ত ভালবাসেন। লোকটি চালাক। অনেক কিছুই বোঝেন।"

বেপরোয়াভাবে বলল পিওত্র্ :

"আমার কথা যদি ধরিস, আমি খুব কমই বুঝি।"

"যতটা দরকার, তা তুমিও বোঝ। আর, বেশি বুঝেই বা লাভ কি? যতটা বোঝা দরকার তার বেশি বুঝতে যাওয়াটাও ভাল নয়।"

নিকিতা আল্‌তো করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। পিওত্রের মনে হল ভায়ের কথায় একটা জ্বালা রয়েছে। ঘনায়মান ছায়াগুলোর মধ্যে নিকিতার আল্‌খাল্লাটা চর্বির মত চক্‌চক্ করে উঠল। ঘরখানায় আলো ছিল না বিশেষ। এককোণে দেবমূর্তিগুলোর নিচে একটি ছোট্ট শিখা টিম্‌টিম্ করছিল, আর টেবিলের ওপর রাখা ছিল হল্‌দে কাঁচের একটা সস্তা বাতি। আমেজী লোভের

সংগে নিকিতাকে মদটুকু খেতে দেখে, পিওত্র্ ব্যংগের সুরে মনে মনে বলল :

"যা চেনবার, চেনে ঠিকই।"

এক একটি গেলাস শূন্য হবার সংগে সংগেই নিকিতা তার মাংসহীন, আশ্চর্য-সাদা আঙুলগুলোর ডগা দিয়ে, চিম্‌টি কেটে একটুখানি নরম রুটি তুলে নিচ্ছিল, রুটির টুক্‌রোটা মধুতে ডুবিয়ে মুখে ফেলে দিচ্ছিল, আর তারপর তার ফাঁক-ফাঁক পাকাদাড়িটা নাড়তে নাড়তে সেটা চিবচ্ছিল ধীরেসুস্থে। নেশা হবার কোন চিহ্ন দেখা গেল না নিকিতার মধ্যে ; কিন্তু তার ঘোলাটে চোখ-ছুটো আগের চেয়ে চক্‌চক্ করে উঠল—যদিও তার চোখের দৃষ্টি তখনো নিবদ্ধ ছিল তার নাকের ডগায়। পিওত্র্ একটু সামলে সুমলে মদ টানল, পাছে ভায়ের সামনে মাতলামি করে বসে। মদে চুমুক দিতে দিতে পিওত্র্ ভাবল :

"নাতালিয়া সম্বন্ধে তো ও কোন কথা জিজ্ঞেস করছে না? সেবারও করে নি। লজ্জা পেয়েছে বোধ হয়। কারোর সম্বন্ধেই ও কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। তা হবে, আমরা হলাম এ-জগতের লোক, আর ও হল মহাত্মা। লোকজন আসে ওকে খুঁজে বের করতে।"

পিওত্র্ ক্রুদ্ধভাবে মাথাটা ঝাঁকাতেই ওর দাড়িটা সশব্দে ঘষে গেল কোটের ওপর। কান খুঁটতে খুঁটতে বলল পিওত্র্ :

"খাসা গা-ঢাকা দিয়ে আছিস এখানে। একটা কাজের মত কাজ করেছিস।"

"আগে ভালই ছিল। এখন খারাপের দিকে যাচ্ছে। এক এক গাদা তীর্থযাত্রী, তারপর তাদের অভ্যর্থনা করা,.... "

হেসে উঠল পিওত্র্ :

"অভ্যর্থনা? কথাটা যেন দাঁতের ডাক্তারের অফিসের মত শোনাচ্ছে।"

সযত্নে মদ ঢালতে ঢালতে, বলল সন্ন্যাসী নিকিতা :

"এখান থেকে আরও দূরে অন্য কোথাও আমি চলে যেতে চাই।"

"যেখানে আরও শাস্তি পাবি", বলে পিওত্র্ আবার হাসল। মদে চুমুক দিয়ে ঠোঁটগুলোর ওপর তার শিথিল, কালচে জিভটা বুলিয়ে, টাকমাথাটা নেড়ে, বলল নিকিতা :

"দিন-দিন মানুষ মনের শান্তি হারাচ্ছে, আর এইরকম মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সে তো তুমি নিজেই দেখছ। তারা গা-ঢাকা দিতে চায়, ভাবনাচিন্তা থেকে পালিয়ে যেতে চায়।"

পিওত্র্ জবাব দিল : "কৈ আমি তো সেরকম কিছু দেখি না।"—এটা পিওত্রের ভাণ, মিথ্যে কথা। ভাইকে ও যা বলতে চেয়েছিল তা হল এই :

"তুইই তো গা-ঢাকা দিয়ে আছিস।"

"আর, দুশ্চিন্তাগুলো তাদের পায়ে পায়ে ছোটে—ছায়ার মত।"

পিওত্রের ইচ্ছা হচ্ছিল ভাইকে ভৎর্সনা করে, তার কথাগুলো নিয়ে তর্ক বাধায় এবং কড়াভাবে তাকে ধম্‌কে দেয়। ইলিয়ার কথাগুলো মনে করে তেঁতো গলায় বলল পিওত্র্ :

"নিজেদের দুঃখু তারা নিজেরাই ডেকে আনে। হামবড়ামি না করে, যে যার নিজের চরকায় যদি তেল দেয়, তাহলে বেশ ভালভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়!"

কিন্তু নিকিতা নিজের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে ছিল। তাই মনে হল, সে পিওত্রের কথা শোনেনি। কুঁজটায় সে সহসা এমন এক ঝাঁকানি দিল যে মনে হল, এইমাত্র তার ঘুম ভাঙল। সেই সংগে তার আলখাল্লাটা মেঝের দিকে পিছলে যেতেই মনে হল, জামার পিছলানো ভাঁজগুলো যেন কতকগুলো তমসাচ্ছন্ন জলপ্রপাত। তারপর নিকিতা কথা বলতে স্বরু করল—অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। বলবার সময় তার ঠোঁটদুখানা, পিওত্রের মতই, তীব্র জ্বালায় মুচড়ে গেল :

"লোকজন আমার কাছে এসে বলে : 'দীক্ষা দাও'। আমি কীই বা জানি? কীই বা শেখাব তাদের? আমার জ্ঞানই বা কতটুকু? নেই বললেই চলে।

"মোহান্তটির কারসাজি আর কি! লোকজনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু, আমি যে কিছুই জানিনা। আমায় অযথা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর, শাস্তি দেওয়া হয়েছে উপদেশ দেবার জন্যে, দীক্ষা দেবার জন্যে। কিন্তু কোন্ অপরাধে?"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ ভাবল:

"ঠারে-ঠোরে বলছে। নালিশ জানাতে চায়।"

পিওত্র্ বুঝতে পারল, ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার কারণ ছিল নিকিতার। এমন কি, এর আগের সাক্ষাৎগুলোতেই পিওত্র্ আশা করেছিল, নিকিতা এই ধরণের নালিশ জানাবে। তাই ও টিপে টিপে বলল:

"অনেকেই ভাগ্যকে খোটা দেয়, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না।"

কুঁজো নিকিতা বলল:

"তা সত্যি। সাধ মেটা ভার।"

ঘরের কোণটায়, যেখানে দেবমূর্তিগুলোর নিচে বাতি জ্বলছিল, সেইদিকে দেখল নিকিতা।

"বাবার ইচ্ছে ছিল, আমাদের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কাজটা তুইই করবি। শান্তি দেওয়ার কাজটা তোরই।"

এরই সংগে পিওত্র বাবার উদ্দেশে একবার বলল: "তাঁর আত্মার শান্তি হক।"

নিকিতার ঠোঁটে একফালি ব্যংগের হাসি খেলে গেল। পাকাদাড়িটা মুঠোয় পুরে, দাড়ি ঘষে হাসিটা মুছে নিল নিকিতা। ছায়ার মধ্যে ওর কথা-গুলো ঝুপঝাপ করে ঝরে পড়তে লাগল। আর সেই কথাগুলো নাড়িয়ে দিল পিওত্র্কে, তার মনে জাগিয়ে দিল কৌতূহল এবং বিপদের সতর্ক-অগ্রজ্ঞান।

"এখানকার লোকেরা আমাকে এবং গোটা জগৎটাকে প্রাণপণ বোঝাতে চায় যে আমি মহাজ্ঞানী। তাতে অবিশ্যি মঠের লাভ হয়, কারণ তীর্থযাত্রীরা

এসে ধরা দেয়। কিন্তু আমার যন্ত্রণার সীমা থাকে না। লোকে বলে :'শান্তি দাও'; কিন্তু কি মুশ্‌কিল, আমি কি করে সান্ত্বনা দেব? বলি : ধৈর্য ধর। কিন্তু আমি জানি; ধৈর্য ধরতে ধরতে তারা এসে গেছে। বলি : আশা হারিও না। কিন্তু কিসের আশা? ভগবানের? ভগবানের মধ্যে তারা কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পায় না। কোত্থেকে এখানে একজন রুটিওলা আসে ......"

"মানে তুই বলতে চাস্—মুরজিন্। ও আমাদের সহরের লোক। একটা মাতাল।"

পিওত্র্ কথাগুলো বলল কি-একটা-যেন একান্তভাবে কাটান্ দেবার জন্যে। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে তার নিজেরই কোন ধারণা ছিল না।

নিকিতা বলে চলল :

"মুরজিন্ বলে, ও এমন একটা জায়গায় এসে পৌছেচে, যেখান থেকে ও ভগবানকে বিচার করতে পারে। ও বলে : 'ঈশ্বর আমার প্রভু, একথাটা স্বীকার করতে আমি আর রাজি নই।' এরকম লোক আজকাল অনেক হয়েছে—মুখে চোটপাট কথা, হামবড়াভাব। তারপর, আর একটা লোক আসে। লোকটা মাকুন্দ। লক্ষ্য করেছিলে তাকে? লোকটার মুখে কেউটের বিষ, সারা দুনিয়ার দুষ্‌মণ সে। তারা আসে, আর হাজারগণ্ডা প্রশ্ন করে। আমি তাদের কি বলব বলতো? কাজের মধ্যে এসে, তারা আমার মনের শান্তিটুকু নষ্ট করে দিয়ে যায়।"

বলতে বলতে নিকিতা ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল! এর আগের সাক্ষাৎগুলো স্মরণ করে পিওত্র্ নিকিতার মধ্যে একটি বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করল। সে-ক'বার নিকিতা ভয়ে ভয়ে চোখ পিট্‌পিট্‌ করেছিল। তার মধ্যে অপরাধী-অপরাধী ভাবটা দেখে খুশি হয়েছিল পিওত্র্; কারণ অপরাধীর নালিশ করবার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আজ নিকিতা চোখ পিট্‌পিট্‌ তো করলই না, উপরন্তু নালিশ জানাল এই মর্মে, যে তাকে অযথা

শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পিওত্র্ আর্তামোনোভের ভয় হতে লাগল পাছে ভাইটি ওকে বলে বসে :

"তুমিই আমায় দণ্ড দিয়েছিলে!"

ভ্রূ কুঁচকে, ওর ঘড়ির চেনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে পিওত্র্ এমন কথা খুঁজছিল, যা দিয়ে ওর আত্মসমর্থনটা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়।

কুঁজো নিকিতা বলে চলল :

"হ্যাঁ, লোকজন দিন-দিন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটা হামবড়া-ভাব পেয়ে বসছে তাদের। বেশিদিনের কথা নয়, একজন পড়াশুনো-করা লোক আমাদের এখানে হপ্তা দুয়েক ছিল। বুড়ো-সুড়ো নয়, লোকটা তখনো জোয়ান, কিন্তু যে-কারণেই হক, ক্ষ্যাপা! ভয়ে আর কি! মোহান্তটি আমায় কেবলই উপদেশ দিতে লাগলেন : 'ওকে শক্তি দাও, তোমার নিজের সহজ জীবনটা ওর সামনে তুলে ধর।' তারপর, তিনি আরও বললেন : 'ওকে এটা বল, ওটা বল।'—কিন্তু অপরের কথাবার্তা আমার অত মনে থাকে না। লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমাকে উত্ত্যক্ত করে মারত,—মানে, সেই পড়াশুনো-করা লোকটা আর কি! একবার বকতে সুরু করলে লোকটা আর থামত না। আর, কী-যে বলত, তা বুঝতেই পারতাম না। বুঝব কি করে? তার ভাষা বুঝতে পারলে তো? লোকটা একদিন বলল : 'শয়তানকে আমাদের দেহের মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়াটা ভুল। যদি স্বীকার করি, তাহলে বলতে হয়, ঈশ্বর দু'জন। আর, এতে খ্রীষ্টের দেহের অপমান করা হয়।' তারপরই সে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা-তা বলে বসল। বলল : 'দু'জন ঈশ্বর চাই না। ঈশ্বর একজনই থাকুন। আর, সেক্ষেত্রে তিনি যদি শিং-ওলা ঈশ্বরও হন, তাতেও কুছ্ পরোয়া নেই। তবে ঈশ্বর একজনই হওয়া চাই, নইলে বাঁচাই দায় হয়ে উঠবে।' শুনতে শুনতে ঝালাপালা হয়ে গেলাম এবং ফাদার ফেওদোরের সলা-পরামর্শ ভুলে গিয়ে, লোকটাকে ধমকে উঠলাম : 'তোমার দেহ আজ আছে কাল নেই, আর তোমার যে বাঁচবার শক্তি, সেটাও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।' পরে

মোহান্ত আমায় তিরস্কার করে বললেন: 'তোমার হয়েছে কি? কী সব অধার্মিকের মত ভাঁড়ামি করলে তুমি?' আর, এই আমার অবস্থা।"

নিকিতার কথা শুনে মনে হল, ও যা-কিছুর বিরুদ্ধে নালিশ জানাল, তা থেকে একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দও পেল।

পিওত্রের কাছে গল্পটা স্রেফ বাজে ঠেকল, কিন্তু ভায়ের এই অবস্থা দেখে আশ্বস্তও হল খানিকটা। বিড়বিড় করে বলল সে:

"ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার"

দাদার কথায় সায় দিল নিকিতা: "কঠিন তো বটেই।" তারপর জিজ্ঞাসা করল পিওত্র কে: "মনে আছে, বাবা কি বলতেন?—'আমরা সাধারণ লোক, খেটে-খুটে খাই। ওসব লম্বা চওড়া জ্ঞানগম্মির কথা আমাদের জন্যে নয়'।"

"মনে আছে।"

"হুঁ, তারপর। ফাদার ফেওদোর বলেন: 'বই পড়।' পড়ি, কিন্তু মনে হয় যেন দূরের কোন বনবাদাড়ের মর্মর শুনছি। বইগুলো এ-যুগের সংগে খাপ খায় না। আজকাল যে-সব ভাবনা-চিন্তার মোকাবেলা করতে হয়, তার কোন জবাব পাওয়া যায় না এগুলোর মধ্যে। সবই একতরফা ওকালতি। লোকজন এমনভাবে তর্কাতর্কি করে যেন তারা স্বপ্নের কথা বলছে,—মাতালের মত,—রাত কাটিয়ে সকালবেলা। ওই মুরজিনের কথাই ধর......"

সন্ন্যাসী নিকিতা খানিকটা মদ খেয়ে নিয়ে, একটুকরো রুটি চিবতে লাগল। নরম রুটির একটুখানি ছোট্ট বলের মত পাকিয়ে, সেটাকে টেবিলের ওপর গড়াতে গড়াতে, বলে চলল সে:

"ফাদার ফেওদোর বলেন, যত নষ্টের গোড়া হল, এই মন। আর, শয়তানের কাজ হল, মনটাকে খিটখিটে কুকুরের মত করে তোলা। শয়তান কেবলই খোঁচায়, আর কুকুরটা বিনা কারণে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। হতে পারে এটা সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস করতে বাধে। একজন ডাক্তার থাকেন এখানে। লোকটি আমুদে, তাঁর মনেও কোন প্যাঁচ নেই। মন সম্বন্ধে তিনি অন্য কথা

বলেন। বলেন: মনটা হল শিশু। আর, শিশুর মতই মনটা সবকিছুকে খেল্না ভাবে; তাই যা দেখে তাতেই তার হাত দেওয়া চাই, দেখা চাই জিনিষগুলো কেমন করে চলে, কী-ভাবে তৈরি এবং সেগুলোর মধ্যেই বা কী আছে; আর সেই-জন্যেই অবিশ্যি জিনিষগুলো ভাঙে……"

পিওত্র্ মন্তব্য করল: "আমার মনে হয় এ-ধরণের কথাবার্তা বিপজ্জনক।" ওর মনে হল, নিকিতা আবার ওর মধ্যে অস্বস্তির বীজ বপন করছে, তার অপ্রত্যাশিত চোখাচোখা কথাবার্তা দিয়ে ওকে ধাক্কা দিচ্ছে, নাড়িয়ে দিচ্ছে, ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তাই পিওত্রের আবার ইচ্ছে করতে লাগল ভাইকে পিষে গুঁড়িয়ে দেয়, তাকে অপমান করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়।

নিজেকে সামলে নেবার জন্যে পিওত্র্ মনে মনে বলল:

"কুঁজোটা মাতলামো করছে।"

ঘরখানায় অস্বস্তি হচ্ছিল। পোড়া কাঠকয়লা আর টিম্‌টিমে বাতিটার তেলের ঈষদম্ল গন্ধে ঘরখানা ভরে ছিল। এতে ভোঁতা মেরে গেল পিওত্রের চিন্তাগুলো। জানলাটির ছোট্ট, চৌকো ফোকরের পাশে কোন গাছের কতকগুলো পাতা দেখা গেল। পাতাগুলো নিশ্চল হয়ে ছিল লোহার জাফরির মত। আর, এই পরিবেশে নিকিতা, ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে, মাকড়সার মত, কথার জাল বুনে চলল।

"সব মতই বিপজ্জনক, বিশেষ করে সোজা মতগুলো। তিখোনের কথাই ধর না!"

"ও তো আধ্-পাগলা।"

"না, না, মোটেই না! জ্ঞান ওর টন্‌টনে। বড় চৌকস্ মন ওর। প্রথম প্রথম ওর সংগে আমি কথা বলতেই ভয় পেতাম। ইচ্ছে হত, বলি; কিন্তু সাহসে কুলোত না। তারপর বাবা যখন মারা গেলেন, তিখোন আমাকে জিতে নিল। এটা তুমি জান, আমি বাবাকে যতটা ভালবাসতাম, তুমি ততটা বাসতে না। বাবা মারা গেলেন সত্যি; তবে তুমি কিংবা আলেক্সেই সেজন্যে

মৃত্যুকে অভিসম্পাত দাওনি; তিখোন কিন্তু দিয়েছিল। সেদিন আমি রাগ করেছিলাম; তবে সেই নির্বোধ সন্ন্যাসিনীটির ওপর নয়,—ভগবানের ওপর। আর, তিখোন সেটা বুঝতে পেরে বলেছিল: 'সত্যি। মশা বাঁচে, আর একটা মানুষ .... "

পিওত্র্ চড়াগলায় বলল:

"তুই প্রলাপ বকছিস। বড্ড বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিস তুই। কোন্ সন্ন্যাসিনীর কথা বলছিস্?"

কিন্তু নিকিতা আগের মতই বলে চলল:

"তিখোন বলে, ভগবান যদি দুনিয়ার মালিক হন, তাহলে ঠিক সময় বিষ্টি হওয়া উচিত,—এমন সময়, যাতে ফসল এবং লোকজনের মঙ্গল হয়। তাছাড়া এই যে আগুন লাগে, সে কি মানুষের দোষে? না, সবটাই মানুষের দোষ নয়। বিদ্যুৎই বনে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর, কেনই বা কেন্ পাপ করতে বাধ্য হন? কেনই বা তিনি আমাদের জন্যে মৃত্যু না ডেকে এনে পারেন নি? মানুষকে কিম্ভুতকিমাকার করে ভগবানের লাভ কি? কুঁজোদের কথাই ধর,—এতে ভগবানের কোন্ লাভটা হয় শুনি?"

দাড়ির মধ্যে মুচকি হেসে পিওত্র্ ভাবল:

"ও, এবার বুঝতে পারছি।"

ভাইকে ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে দেখে আশ্বস্ত হল পিওত্র্। তবু বাঁচোয়া, নিকিতা তার আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে নালিশ জানায় নি!

"কেন্—ওই কেন্-এর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। ওইটে দিয়ে তিখোন আমায় বেঁধে রেখেছিল। আর বাবা মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোলটা সুরু হল আমার মধ্যে। ভেবেছিলাম, ব্রত নিলেই সেরে যাবে। কিন্তু সারে নি। সেই একই চিন্তা ঘুরে-ফিরে মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে।"

'এসব কথা তোর মুখে তো আগে শুনি নি?"

"অনেক কথা আছে যা প্রথমেই বলা যায় না। এসব বলতামও না হয়তো, যদি না তীর্থযাত্রীরা আমার শান্তিটুকু কেড়ে নিত। এরা আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। আর, তাছাড়া এটা বিপজ্জনকও বটে। কে জানে, উপদেশ দিতে দিতে যদি তিখোনের মতগুলো এসে পড়ে? সে তুমি যাই বল, তিখোন চতুর লোক। তবে, হয়তো আমি তাকে পছন্দ নাও করতে পারি। ও তোমার জন্যেও ভাবে। বলে: 'কাণ্ড দেখ, লোকটা সারাজীবন খেটেখুটে ছেলেদের মানুষ করল, আর ছেলেগুলো বাপের মুখের দিকে ফিরেও দেখে না'।"

ক্রুদ্ধভাবে বলল পিওত্র্:

"এসব কোন্ ধরণের গাঁজাখুরি কথা? এ-সম্বন্ধে ও জানতেই বা পারে কি করে?"

"ও জানে। বলে: 'ব্যবসা হল তামাসা'।"

"হ্যাঁ, আমিও ওকে একথা বলতে শুনেছি। বেকুবটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেওয়া উচিত। মুশ্কিলটা এই, হতভাগা আমাদের সম্বন্ধে বা আমাদের ঘরের কথার অনেক কিছুই জানে।"

পিওত্র্ এ-কথাটা বলল যাতে নিকিতার মনে পড়ে যায় সেই বিষণ্ণ রাত্রিটির কথা যেদিন তিখোন তার আত্মহত্যা-প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছিল। কিন্তু পিওত্র্ নিজেও ভাবছিল পাভেল নিকোনোভের কথা। নিকিতা দাদার অভিসন্ধিটা বুঝতে পারল না। গেলাস তুলে ধরে, মদে জিভটা ভিজিয়ে, ঠোঁটদুখানা চেটে নিল সে। তারপর বিষণ্ণভাবে বলতে লাগল:

"তিখোনকেও কেউ একদিন আঘাত দিয়েছিল; তাই ও সবাইকে ত্যাগ করেছে—দেউলের মত।"

কিন্তু এ-আলোচনা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। এর মোড় ফেরাতে হবেই। পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করল:

"হ্যাঁ, তারপর শেষে কি হল বল্? তুই কি আর ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস না, না কি?"

আশ্চর্য! পিওত্র্ ভেবেছিল কথাটা ব্যংগের সুরে বলবে, কিন্তু যে-কারণেই হ'ক কথাটা সাদাসিধে হয়ে গেল।

একটু পরে জবাব দিল নিকিতা:

"বলা মুশ্কিল আজকাল কে বিশ্বাস করে, তবে বিশ্বাসের খুব বেশি লক্ষণও তো দেখা যাচ্ছে না। কথাটা হল এই: যদি বিশ্বাস কর, তাহলে অত ভাবনার কি আছে? সেই পড়াশুনো-করা লোকটা, যে শিং-ওলা ঈশ্বরের কথা বলেছিল......"

ঘাড় ফিরিয়ে পিওত্র্ বলল:

"ও-কথা থাক্। ও-সব চিন্তা আসে কাজ না থাকলে, ক্লান্তি থেকে। মানুষের যা দরকার তা হল, বেশ ভাল, শক্ত লোহার জোয়াল।"

ফাদার নিকোদিম বারেবার বলল:

"না, তুমি দুটোতে বিশ্বাস করতে পার না।"

আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। টিংটিং শব্দটা তালে তালে টক্কর খেতে লাগল জানলার অন্ধকার সার্সিতে। পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করল ভাইকে:

"প্রার্থনা করতে যাবি না কি?"

"আমি যাই না। পায়ে এত লাগে যে দাঁড়াতেই পারি না।"

"আমাদের জন্যে এখানে প্রার্থনা করিস?"

সন্ন্যাসী নিকিতা জবাব দিল না।

"আচ্ছা চলি, এবার শুতে হবে। এতটা পথ এসে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

নিকিতা এবারও জবাব দিল না। চেয়ারের হাতলদুটোয় ভর দিয়ে, কুঁজটাকে সাবধানে উঁচিয়ে, ডাকল:

"মিতিয়া, মিতিয়া!"

তারপর আবার বসে পড়ে, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল নিকিতা:

"কিছু মনে কর না,—ভুলে গিয়েছিলাম। আমার অনুচরটি শুতে চলে গেছে, অতিথিনিবাসে। আমিই ওকে যেতে বলেছিলাম, যাতে মন

খুলে ছুটো কথা বলতে পারি। এখানে যত চুকলিখোরের আড্ডা কি না, ভাই।"

দরকার না থাকলেও বকবক করে নিকিতা ভাইকে বোঝাতে লাগল কেমন করে অতিথিনিবাসে পৌঁছতে হবে। পিওত্র্ বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টি পড়ছিল। ঠাণ্ডা, অন্ধকার। পিওত্র্ ভাবল :

"আমাকে ও ছাড়তে চায় নি। ইচ্ছে ছিল আরও কিছুক্ষণ বকরবকর করবে।"

আর হঠাৎ পিওত্র্‌কে আশংকায় পেয়ে বসল। ওর স্বভাবই ছিল এইরকম হঠাৎ ভয় পাওয়া। পিওত্রের আর একবার মনে হল, ও যেন কোন গভীর খাতের কিনারা দিয়ে হাঁটছে, যার ভিতরে ও যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালাল পিওত্র্, হাতদুখানা সামনে বাড়িয়ে, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে। বৃষ্টিটার জন্যে রাত্রি যেন আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। হাঁটবার সময় ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরে, অতিথি-নিবাসের লণ্ঠনটার দিকে। লণ্ঠনটির হলদে, তেলা আলোয় খানিকটা জায়গা চকচক করছিল।

হোঁচট খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে চলল পিওত্র্, আর তাড়াতাড়ি বলতে লাগল মনে মনে :

"না, এসব আমার জন্যে নয়। আমি কালই চলে যাব। না, না, এসব আমার জন্যে নয়। আর, কীই বা হয়েছে? ইলিয়া চলে গেছে, আবার ফিরে আসবে! জীবনটাকে আমায় আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। আলেক্সেইকে দেখ, সে কেমন কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর একদিন হয়তো দেখব, আলেক্সেই আমায় সরিয়েই দিয়েছে।"

চিন্তার মধ্যে আলেক্সেইকে টেনে আনার কারণটা ছিল, নিকিতা আর তিখোনকে যাতে মনে করতে না হয়। কিন্তু অতিথিনিবাসের শক্ত খাটখানায় শুতেই নিকিতা আর তিখোনের কথাটা পিওত্র্‌কে আবার পেয়ে বসল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল পিওত্র্। আচ্ছা লোক তো ওই তিখোন? তার ছায়া

যেন সর্বগ্রাসী! ইলিয়ার বালখিল্য বুকনিতে তারই কথার প্রতিধ্বনি! আর নিকিতা তো তার কথাবার্তায় একেবারে আবিষ্ট!

নিকিতার কথা স্মরণ করে ভাবল পিওত্র্:

"সান্ত্বনাদাতা। বরং ওই একরত্তি ছুতোর সেরাফিম জানে সান্ত্বনা দিতে।"

ঘুম এল না। মশা কামড়াচ্ছিল। লোকজন কথা বলছিল পাশের ঘরে। তিনজনের গলা পাওয়া গেল; আর পিওত্রের মনে হল, ওই তিনটে গলা নিশ্চয়ই রুটিওলা মুরজিনের, ঘোড়া ব্যবসাদারটার এবং সেই লোকটার, যাকে খোজা বলে মনে হয়েছিল।

"মদ গিলছে খুবসম্ভব।"

দীর্ঘ বিরতির পর পর মঠের চৌকিদারটা লোহার ঘণ্টি বাজাতে থাকে। তারপর হঠাৎ যেন হুড়মুড়িয়ে ঘণ্টাগুলো বাজতে সুরু করল। ভোরের প্রার্থনার ঘণ্টা। সেইসময় ঘুমিয়ে পড়ল পিওত্র্, আর ঘণ্টাগুলো বেজেই চলল টিংটিং করে।

সকালবেলা আবার নিকিতার দেখা পাওয়া গেল। সেই একই ভাব, যেমনটা আগের দিন ফলবাগানে দেখা গিয়েছিল। সেই একই অচেনা, বিরূপ চাহনি—আড়চোখো ঊর্ধ্বদৃষ্টি।

পিওত্র্ তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে নিল। তারপর অতিথি নিবাসের অনুচরটিকে হুকুম দিল:

"একটা ঘোড়া চাই, তাড়াতাড়ি।"

বিশেষ বিস্মিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করল সন্ন্যাসী নিকিতা:

"এত তাড়াতাড়ি কেন? ভেবেছিলাম, কিছুদিন থাকবে।"

"ব্যবসার তাড়া।"

দুজনে চা খেতে বসল। ভাইকে কীই যে বলবে তার ঠিক-ঠিকানা পেল না পিওত্র্। অবশেষে কথাটা মনে করে অনেকক্ষণ পরে বলল:

"তাহলে তুই এখান থেকে চলে যেতে চাস?"

"আমার তো তাই ইচ্ছে। তবে এরা আমায় ছাড়তে চায় না।"

"কেন, এদের আবার কি হল ?"

"আমাকে এখানে রাখতে পারলে তাদের দুপয়সা আসে, এই আর কি।"

"বুঝলাম। কিন্তু কোথায় যেতে চাস ?"

"হয়তো ঘুরে বেড়াব।"

"ওই রোগা পা নিয়ে ?"

"পা-কাটা লোকও তো ঘুরে বেড়ায় কোনরকমে।"

"তা ঠিক। বেড়ায় বটে।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর নিকিতা বলল :

"তিখোনকে আমার নমস্কার জানিও।"

"আর কাকে ?"

"সবাইকে।"

"জানাব। কৈ আলেক্সেই-এর কথা তো জিজ্ঞেস করলি না ?"

"জিজ্ঞেস করবার কি আছে ? আমি জানি ও ভালই আছে, ও বাঁচতে জানে। আমি হয়তো খুব তাড়াতাড়িই এখান থেকে চলে যাব।"

"আশা করি শীতকালে যাবি না।"

"কেন না ? মানুষ কি শীতকালে বেরোয় না ?"

"তা ঠিক। বেরোয় বটে।"

পিওত্র্ ভাইকে কিছু টাকা দিতে চাইল।

"দেবে দাও। ময়দার কলটা মেরামত করে নেওয়া যাবে। মোহান্তর সংগে একবার দেখা করে যাবে না ?"

"সময় নেই। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বিদায় নেবার সময় ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি হল। নিকিতাকে আলিঙ্গন করার অসুবিধে ছিল।

ভাইকে আশীর্বাদ করল না নিকিতা। তার ডান হাতখানা আটকে গেল আলখাল্লার আস্তিনে। পিওত্রের মনে হল, সেটা ইচ্ছাকৃত।

পিওত্রের পেটে কুঁজটা চেপে, আলুনী গলায় বলল নিকিতা :

"কাল যদি আমি এমন-কিছু বলে ফেলে থাকি, যা আমার বলা উচিত ছিল না, তার জন্যে মাপ কর।"

"ও-সব কথা ভুলে যা। আমরা ভাই।"

"রাত্তিরবেলা এত কথা মনে আসে, এত ভাবনা, এত চিন্তা......"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, চলি।"

মঠের ফটকটা পিছনে ফেলে আসতেই, পিওত্র্ পিছু তাকাল।

অতিথিনিবাসের সাদা দেয়ালটার সামনে ওর ভাইকে দেখাল এবড়ো-খেবড়ো শিলা-স্তূপের মত।

পিওত্র্ বিড়বিড় করে বলল: "বিদায়"। তারপর টুপিটা খুলে নিল। আর, খোলা মাথাটা ভিজে গেল গুঁড়ি-গুড়ি বৃষ্টিতে। পাইনবনের মধ্যে দিয়ে পথটা। অত্যন্ত নির্জন। কেবল শোনা যাচ্ছিল পাইনের পাতায় বৃষ্টি-পড়ার ঝুমঝুমি। কোচোয়ানের আসনে বসে ছিল একজন সন্ন্যাসী। তার ভারি দেহটা ধপাধপ্ উঠছিল-নামছিল গাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে। ঘোড়াটার রঙ ছিল বাদামী। তার কানদুটোয় লোম ছিল না।

পিওত্র্ ভাবছিল :

"লোকজন যেন আর বলবার কথা খুঁজে পায় না! বলে কি না ভগবান অসময়ে বিষ্টি দেন! এসব ভাবে কারা? যারা হিংসুটে, কুচুটে আর কিম্ভূত-কিমাকার। এসব হল কুঁড়েমি আর অকর্মণ্যতার ফল। যে-মানুষের কাজ নেই তার স্বভাবটা হল মনিববিহীন কুত্তার মত।"

কাঁপতে কাঁপতে পিওত্র্ পিছনে চাইল। সত্যিই তো, এ যে অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। বিষণ্ণ চিন্তাগুলো ঘন মেঘের মত আবার গ্রাস করল পিওত্র্কে। চিন্তাগুলো থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে পিওত্র্ প্রত্যেক চটিতে ভোদ্কা খেতে লাগল।

সন্ধ্যার দিকে, যখন ধোঁয়াটে সহরটাকে দেখা গেল সামনে, একখানা রেলগাড়ি বগ্‌বগ্ করে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। ইঞ্জিনটা শিস্ দিল, ছর্‌র্‌র্ করে ভাপ ছাড়ল, তারপর অর্ধবৃত্তাকার একটা গর্তের মুখবিবরে সেঁদিয়ে গিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল মাটির নিচে।

তৃতীয় অধ্যায়

পিওত্র্ আর্তামোনোভ ভাবছে।

মেলার সেই ঝড়ো, হট্টগোলে দিনগুলোর কথা স্মরণ করলেই, হতবুদ্ধি বিহ্বলতায় তার শিরদাঁড়াটা শিরশির্ করে ওঠে, ভয়-ভয় করে। সে বিশ্বাসই করতে পারে না যে এই ব্যাপারগুলো সত্যিই ঘটেছিল; ভাবতেই পারে না যে, বুকফাটা হট্টগোল, কর্কশ বাজনা, গান, চীৎকার, সুরামত্ত উল্লাস এবং উন্মত্ত নরনারীর মর্মবিদারী, বিক্ষুব্ধ কলরবের প্রকাণ্ড পাথুরে কড়াটায় সে-ও একদিন টগ্‌বগ্ করে ফুটেছিল।

এই সমগ্র আলোড়নটির মূলে ছিল একজন বিপুলকায় পুরুষ, যার মাথার কোঁকড়ানো চুলের ওপর বসানো ছিল একটা লম্বা রেশমী টুপি, যার গায়ে ছিল একটা ফ্রক-কোট এবং যার চাঁচা-ছোলা নীল মুখখানায় বিস্ফারিত হয়ে ছিল প্যাঁচার মত উদ্‌গত ছুটো চোখ। লোকটা তার পুরু ঠোঁটছুখানায় চুমকুড়ি দিয়ে, আর্তামোনোভকে জাপটে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, চীৎকার করে ব'লে উঠেছিল:

"থাম বেকুব! এ হল রাশিয়ার অভিষেক, বুঝলে? ভোল্‌গা আর ওকার ধারে হরসালের অভিষেক!"

লোকটাকে দেখাচ্ছিল রাঁধুনীর মত, তবে তার পোষাকটা ছিল সেই-সব ভাড়া-খাটা লোকগুলোর মত, যারা বড়লোকদের শবাধারের সংগে সংগে গোরস্থান পর্যন্ত যেত হাতে মশাল নিয়ে। পিওত্রের আবছাভাবে মনে পড়ে লোকটার সংগে তার হাতাহাতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুজনে একসংগে আইসক্রীম-দেওয়া ফরাসী-ব্র্যাণ্ডি খাবার পর লোকটা সশব্দে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল:

"কান পেতে শোন, রাশিয়ার আত্মা কাঁদছে! আমার বাবা ছিলেন পাদ্রি, আর আমি একটা বদমাস!"

লোকটার গলার আওয়াজ ছিল গম্ভীর, ভেঁপুর মত; তবুও কেমন যেন মোলায়েম। তার উদ্ভট, অস্পষ্ট কথার বন্যায় সে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন। তার কথায় অভিভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

গর্জন করে উঠেছিল লোকটা:

"দেহের ক্ষুধা! শয়তানের সংগে ধ্বস্তাধ্বস্তি! দাও, শুয়ার-কা-বাচ্চাকে তার নোংরা পাওনাটা দাও! দেহের বিদ্রোহটাকে পিষে ঠাণ্ডা কর পেতিয়া। যদি পাপ না কর, তাহলে অনুতাপ করা হবে না; আর অনুতাপ না করলে রক্ষে নেই। আত্মাটাকে সাফ কর! আমাদের এই দেহগুলো সাফ করবার জন্যে কি গরম জলে নাইতে যাই না? যাই। কিন্তু আত্মার জন্যে আমরা কি করি? আত্মাও কাঁদছে সাফ-সুতরো হবার জন্যে। রাশিয়ার আত্মাটার জন্যেও একটু ভাব,—যে-আত্মা পবিত্র, যে-আত্মা গান গাইছে, যে-আত্মা অপরূপ!"

গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পিওত্র্ও কেঁদেছিল এবং বিড়বিড় করে বলেছিল:

"বাপ-মা-মরা শিশু, একটা কুড়নো ছেলে যেন আমাদের এই আত্মা। সত্যি, এটা সত্যি! কেউ তাকে মনে করে না, কেউ তার দিকে ফিরেও চায় না।"

আর সেই সংগে সকলে চীৎকার করে বলেছিল:

"ঠিক ঠিক! সত্যি কথা!"

লাল দাড়িওলা, মোটাসোটা, চটপটে একটা লোক, টাক-পড়া মাথা, টকটকে লালমুখ আর বেগ্নে কানদুটো নেড়ে, লাট্টুর মত ঘুরছিল আর মেয়েলি গলায় উন্মত্তের মত চেঁচাচ্ছিল:

"সাচ্চা বাত স্তিওপা। তোমাকে আমি মাথায় করে রাখব। তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে যদি যমের বাড়িও যেতে হয়, তাও স্বীকার। যে-তিনটে জিনিষকে আমি ভালবাসি, যার জন্যে জানও কবুল, সে-তিনটে

জিনিষ হল : তুমি, চাটনি আর সাচ্চা বাত।—আত্মা সম্বন্ধে সাচ্চা বাত!"

আর সেও গাইতে গাইতে কেঁদেছিল :

"মরণ দিয়ে মরণেরে করব অস্বীকার......"

আর পিওত্র্‌ও পাগ্‌লা আন্‌তোনের গানটা গেয়েছিল :

"ও মহাকাল, ছ্যাকৃরাগাড়ির একটা চাকা গেল—
হারিয়ে গেল হারিয়ে গেল খুঁজে হায়রাণ।"

পিওত্রের মনে হয় সেও যেন ভালবেসেছিল ওই রঙ-ময়লা স্তিওপাকে, আর স্তিওপার চীৎকারের ফোয়ারা থেকে একমনে পান করেছিল উন্মত্ত কোলাহল। তার অদ্ভুত কথাগুলো মাঝে মাঝে ভয়ের সৃষ্টি করলেও, বেশির ভাগ কথাই পিওত্র্‌কে গভীর ও মর্মস্পর্শীভাবে অভিভূত করেছিল, আর পিওত্রের মনে হয়েছিল যেন একটা দরজা খুলে গেল, যার মধ্যে দিয়ে সে কোলাহলের অন্ধকার থেকে এসে পড়ল ঝল্‌মলে শান্তির রাজ্যে। সবচেয়ে সুন্দর ছিল এই কথাটি : "আত্মা গান গাইছে।" কথাটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা অতি সত্য এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ। সেই সূত্রে পিওত্রের মনে পড়ে গেল একখানা ছবি যা বেশ খাপ খেয়ে গেল সেই অবস্থার সংগে :

ত্রিওমোভের একটা নোংরা রাস্তা। দিনটা গুমোটে। লম্বা, পাকা-দাড়িওলা, কংকালসার একজন বুড়ো লোক ক্লান্তভাবে একটা ব্যারেল অর্গ্যানের হাতল ঘোরাচ্ছে ; আর, চট্‌কানো নীল পোষাক-পরা বছর বারো বয়সের একটি বাচ্চা মেয়ে, মুখখানা ওপরে তুলে, শক্ত করে চোখবুঁজে, ক্লান্তিতে ভাঙা-ভাঙা গলায়, বেদনার্তভাবে গাইছে :

"নাই গো নাই, নাই গো নাই—
এ-জীবনে নাই গো নাই,—
হাসিই বল, খুশিই বল, বিস্ময়ও যে নাই গো নাই।

তল্লাসে যার ঘুরছি আমি, ঘুরছিই দিবারাত—
সে-যে ছাড়ান-পাওয়ার গান, সে-যে মুক্তির মোলাকাত ;
আর, একটুখানি ঘুম
নিঃঝুম নিঃঝুম।"

বাচ্চা মেয়েটার কথা মনে পডতেই, পিওত্র্ বেগ্নে-কানওলা লোকটাকে বিড়বিড় করে বলেছিল :

"আত্মা গান গাইছে! স্তিওপা ধরেছে ঠিক!"

লাল দাড়িওলা লোকটা হৈ-হৈ করে বলে উঠেছিল :

"কার কথা বলছ? স্তিওপার? স্তিওপা সবকিছু জানে! আমাদের সকলের আত্মার চাবিকাঠি যে ওর কাছে!"

ক্রমাগত উত্তেজিত হতে হতে, চেঁচিয়ে বলেছিল সে :

"স্তিওপা, মানুষের বন্ধু স্তিওপা, এবার ছাড় বাবা! কৈ গো উকিল পারাদিসোভ, এবার আমাদের গোস্তাকির গুহায় নিয়ে চল। গেলে সবই যায়!"

'মানুষের বন্ধুটি' ছিল রাখাল-সর্দার—একদঙ্গল মাতাল ম্যানুফ্যাকচারারের সেনাপতি। মাতালের দলটিকে সঙ্গে নিয়ে সে হাজির হতেই, ঝম্‌ঝম্ করে বেজে উঠেছিল বাজনা, তুবড়ি ছুটেছিল গানের।—সে-গান কখনো বিষণ্ণ, বুক-নিঙ্ড়ানো, যতক্ষণ না চোখে জল ফেটে পড়ে ; আবার কখনো হুল্লোড়ে, উন্মাদ নাচের ঠেলাঠেলিতে।

কিন্তু পিওত্রের কানে এখনো যেটুকু লেগে আছে, সেটা হল প্রকাণ্ড ঢাকটার ভোঁতা গুম্‌গুমানি আর একটা ছোট্ট বাঁশির অনর্গল কর্কশ আওয়াজ। যখন টানা-টানা, বিষণ্ণ গানগুলো গাওয়া হল, তখন মনে হল, পান্থশালার ইটের দেয়ালগুলো যেন সাঁড়াশির মত কুঁচকে গিয়ে পিওত্রের টুঁটি চেপে ধরল। আর সেই সমবেত-সঙ্গীত যখন দুলে উঠল উল্লাসে, জমকালো পোষাক-পরা

'নাচিয়েগুলো ঘূর্ণিবায়ুর মত সুরু করল তুলকালাম, তখন মনে হল, একটা ঝড়ের ঝাপটা এসে দেয়ালগুলোকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। সংগে সংগে মেজাজটাও বদলাচ্ছিল পিওত্রের, দুরন্ত উল্লাস থেকে সাশ্রু বিষণ্ণতায়। এই উল্লাসে ঝল্‌সে গিয়ে, মাঝে মাঝে পিওত্রের মনে হচ্ছিল এমন কিছু করে বসে যা অসাধারণ, যা বিকট—হয়তো একটা হত্যাকাণ্ডই বা—আর, তারপর লোকজনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে বলে :

"আমার বিচার কর! আমাকে সাজা দাও, কোন ভয়ংকর সাজা!"

ওরা যে-পান্থশালাটায় ছিল তার নাম "চাকা"। বাউণ্ডুলে পান্থশালা। ঘরের মেঝেটা ঘুরছিল। আর, তার সংগে ধীরে ধীরে অবিশ্রান্তভাবে ঘুরছিল টেবিলগুলো থেকে আরম্ভ করে খদ্দের খানসামা পর্যন্ত। পালক-ঠাসা আঁটসাট বালিসের মত ঠাসা ছিল ঘরখানা হট্টগোলে লোকজনে। সমস্ত ঘরটাই ঘুরছিল, এক কোণগুলো ছাড়া। ঘুরন্ত মেঝেটার সংগে, একের পর এক, ওই কোণগুলো দেখতে দেখতে ঝিমঝিম করে উঠছিল মাথাটা। প্রথম কোণটিতে বসে একদল প্রমত্ত বাজনদার পিতলের রামশিঙা ফুঁকছিল; দ্বিতীয় কোণটায় ছিল রঙবেরঙের পোষাক-পরা একঝাঁক মেয়ে। তাদের মাথায় ছিল ফুলের হার। দেখাচ্ছিল তাদের রামধনুর মত। একসংগে তারা গান গাইছিল; তৃতীয় কোণটিতে ছিল তাকভর্তি রেকাবি আর বোতলের সমারোহ; ঝুলন্ত বাতিগুলোর আলোয় সেগুলো চক্‌চক্‌ করছিল। ঘরে ঢুকবার দরজা থাকার দরুণ চতুর্থ কোণটি ছিল তেরছাভাবে কাটা। এই দরজা দিয়ে লোকজন কেবলই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকছিল। বৃত্তাকার, ঘুরন্ত মেঝেটার কিনারায় পা দিতেই, টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছিল তারা, সেইসংগে হাতগুলো ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাসছিল প্রচণ্ড শব্দে, আর ভেসে যাচ্ছিল ঘুরন্ত মেঝেটায়।

'মানুষের বন্ধু' সেই রঙময়লা স্তিওপা বুঝিয়ে বলেছিল আর্তামোনোভকে :

"ছেলেমানুষি, না? তবু, মজার! মেঝেটা বসানো আছে কতকগুলো কাঠের কুঁদোর ওপর—ঠিক যেন ছড়ানো আঙুলের ওপর একখানা রেকাবি।

একটা খুঁটিতে চুবড়ির মত করে লাগানো হয়েছে এই কুঁদোগুলো, আর খুঁটির নিচে আড়াআড়িভাবে আটকানো আছে ছুটো কাঠের ডাণ্ডা। এক একটা ডাণ্ডায় জুতে দেওয়া হয়েছে এক এক দল ঘোড়া। ঘোড়াগুলো ঘুরছে, আর তাদের সংগে ঘুরছে এই মেঝেটাও। সোজা, তাই না? কিন্তু এর নিজস্ব মানে আছে। মনে রেখ পেতিয়া, প্রত্যেক জিনিষেরই একটা নিজস্ব মানে আছে! হায়!”

এই বলে কড়িকাঠের দিকে একটা আঙুল তুলল স্তিওপা। আঙুলটায় চক্‌চক্ করে উঠল একখানা সবুজাভ প্রস্তর—যেন নেকড়ের চোখ। এমন সময় একজন বিশালবক্ষ ব্যবসাদার আর্তামোনোভের জামার আস্তিনটায় টান মেরে ওর মুখের পানে উঁকি মারল। লোকটার চোখে মড়ার চাহনি; তার মাথাটা কুকুরের মত। বধির মানুষজন যেভাবে চেঁচিয়ে কথা বলে, সেইভাবে চেঁচিয়ে কৈফিয়ৎ চাইল লোকটি:

“ছুনিয়া কী বলবে, এঁ্যা? কে তুমি?”

তারপর জবাবের অপেক্ষা না করে, আরেকজনের কাছে গিয়ে বলল:

“তুমি কে? আমি ছুনিয়াকে কী বলব, এঁ্যা?”

পরে, তার চেয়ারখানায় ধপ্ করে বসে পড়ে বিড়বিড় করে বলল:

“আঃ, শয়তান!”—

তারই একটু পরে লোকটা বিকট চীৎকার করে প্রস্তাব করল:

“চল, আমরা অন্য কোথাও যাই!”

তারপর তাকে দেখা গেল একটা গাড়ির কোচোয়ানের আসনে। গাড়িটায় জোতা ছিল একজোড়া ধূসর-রঙের ঘোড়া। পথিকদের ডেকে ডেকে লোকটা বজ্রের মত চীৎকার করে বলতে লাগল:

“আমরা পাউলার ওখানে যাচ্ছি! চলে এস!”

বৃষ্টি পড়ছিল। গাড়িটায় ছিল তারা পাঁচজন। যে-লোকটা আর্তামোনোভের পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, সে বিড়বিড় করে বলল:

"ও আমায় ঠকিয়েছে। আমিও ওকে ঠকাব। ইটের জবাবে পাটকেল। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।"

একটা পার্কের ধারে এসে গাড়িখানা উল্‌টে গেল। পার্কটা ছিল একটা পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড়টাকে দেখাল একতাল রুটির মত। পড়ে গিয়ে পিওত্রের মাথায় এবং কনুই-এ চোট লাগল। ভিজে ঘাসের ওপর উঠে বসে পিওত্র্‌ দেখল, সেই লাল দাড়ি আর বেগ্‌নে-কান-ওয়ালা লোকটা পাহাড়ের গা বেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে মসজিদটার দিকে এগুচ্ছে এবং সেই সংগে চীৎকার করে বলছে :

"পথ ছাড়! আমি তাতার হব! আমি মুসলমান হব! যেতে দাও আমাকে!"

স্তিওপা তার পাদুটো ধরে তাকে পাহাড় থেকে হিড়হিড় করে টেনে নামাল, তারপর নিয়ে গেল অন্য কোথাও। আশপাশের দোকানগুলো এবং সরাইখানাটা থেকে বেরিয়ে এসে লোকজন ভিড় জমাল সেখানে। তাদের মধ্যে কেউ ছিল ইরানী, কেউ তাতার, কেউ বুখারান। হলদে কোট-পরা, সবজে পাগড়ি-মাথায় একজন বুড়ো লোক পিওত্রের দিকে হাতের লাঠিটা নাড়তে নাড়তে বলল :

"ওরে রুশ্‌ শয়তান!"

তামাটে-মুখো একটা পাহারাওলা পিওত্রেব নড়া ধরে তুলে, বলল :

"আর খেয়োখেয়ি নয়।"

কতকগুলো ছ্যাক্‌রাগাড়ি এসে পড়ল এমন সময়। মাতাল ব্যবসাদারদের পুরে দেওয়া হল গাড়িগুলোয়। তারপর গাড়িগুলো দিল ছুট। সামনের গাড়িখানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল 'মানুষের বন্ধু' স্তিওপা, আর যেতে যেতে তার মুঠোটাকে মেগাফোনের মত ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছিল। বৃষ্টি থেমে গেল, কিন্তু আকাশটা তখনো ভয়ংকর রকমের কালো হয়ে রইল। এমন ঘনঘটা কেউ বাপের জন্মে দেখেনি। সরাইখানার প্রকাণ্ড বাড়িটার মাথায়

বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আর অন্ধকারের প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে শিরশিরিয়ে উঠল আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎ-লতাগুলো। বেতান্‌কোর-খালের সেতু দিয়ে যাবার সময় কাঠের ওপর ঘোড়ার ক্ষুরের ফাঁপা খট্‌খট্‌ শব্দে বুক দুরুদুরু করে উঠল। আর্তামোনোভের কোন সন্দেহই ছিল না যে সেতুটা ভেঙে পড়বে, আর সেই সংগে তারা সর্কলেই ডুবে যাবে খালটার নিস্পন্দ, আলকাতরার মত কালো জলে।

এমনই সব দৃশ্যের টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে পিওত্রের। দুঃস্বপ্নের মত স্মৃতি। নিজেকে সে খুঁজে পায় একদঙ্গল সুরামত্ত লোকের মাঝখানে, যেখানে সে ছিল একরকম উট্‌কো আগন্তুকই। সে া—মানে এই আগন্তুকটি—মদ খেয়েছিল বেপরোয়া, আর লুব্ধ প্রতীক্ষা ছিল—হয়তো এখুনি, হয়তো একটি মুহূর্তের মধ্যেই, এমন কোন ঘটনা ঘটতে সুরু করবে, যা অসাধারণ, যার চেয়ে বড় বিস্ময় জীবনে আর কিছুই নেই, এবং যা সবচেয়ে দরকারী; আর সেই সংগে ভেবেছিল, হয় সে বিষাদের অতল গভীরতায় তলিয়ে যাবে, আর নয়-তো নিত্যকালের জন্য উড়বে আনন্দের উত্তুঙ্গ শিখরে শিখরে।

সবচেয়ে অদ্ভুত হল—পাউলা মেনোত্তি নামে সেই স্ত্রীলোকটির চোখ-ঝল্‌সানো স্মৃতি। পিওত্র্‌ একখানা প্রকাণ্ড ফাঁকা ঘরে বসেছিল। ঘরের দেয়ালগুলোয় ছবি ছিল না একখানাও। ঘরখানার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে ছিল একটা টেবিল। টেবিলটার ওপর জড়ো করা ছিল—একরাশি বোতল, হরেক রঙের মদের গেলাস, ফুলভর্তি ফুলদানি, গামলাভরা ফলমূল এবং ক্যাভিয়র ও ঠাণ্ডা শ্যাম্‌পেনের রৌপ্য-নির্মিত অনেকগুলো বাল্‌তি। দশ থেকে বারোজন লোক টেবিলটা ঘিরে বসেছিল। তাদের মধ্যে কারোর মাথার চুল ছিল লাল, কারোর বা পাঙাশ, আবার কারোর মাথায় চুলই ছিল না, একেবারে খাঁ-খাঁ টাক। তারা কিসের প্রতীক্ষায় যেন নিস্‌পিস্‌ করছিল। খালি চেয়ার পড়েছিল অনেকগুলো। তার মধ্যে একটা ছিল ফুল দিয়ে সাজানো।

রঙময়লা স্তিওপা দাঁড়িয়েছিল ঘরের মাঝখানে। তার হাতে ছিল একটা ছড়ি। ছড়ির মাথাটা সোনা-বাঁধানো; সেটাকে সে ধরেছিল [illegible] মত করে।

সেখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল স্তিওপা:

"আ-বে শূয়োরের বাচ্চারা, একটু রয়ে-বসে গিলতে পার না?"

কে একজন ভোঁতা গলায় বলল:

"ঘেউঘেউ থামাও।"

"চুপ কর! এখানে হুকুম দেবার মালিক আমি!"

আর, যে-ভাবেই হক সহসা, ঘরখানা আগের চেয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরে থেকে ভেসে এল ঢাকের ভোঁতা গুমগুমানি; আর স্তিওপা দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে, খুলে দিল দরজাটা। পেটের ওপর একটা ঢাক নিয়ে, রাজহাঁসের মত টলতে টল:ত, একজন মোটা লোক ঘরে ঢুকল। প্রাণপণ পিটছিল সে ঢাকটা:

"গুম্ গুম্ গুম্......"

আরও পাঁচজন লোক এসে হাজির হল। সকলেই সমান জমকালো এবং সমান ভারিক্কে। ভারি বোঝা টানবার সময় ঘোড়াগুলো যেমন নুয়ে পড়ে, তেমনিভাবে ধনুকের মত বেঁকে, লোকগুলো পায়ায়-তোয়ালে-বাঁধা একটা পিয়ানোকে টেনে আনছিল ঘরের মধ্যে। পিয়ানোর চকচকে কালো ডালাটার ওপর শুয়ে ছিল একজন ন্যাংটো মেয়েমানুষ,—নগ্নতার নিরংকুশ নির্লজ্জতায় যে ছিল ভয়াবহ এবং যার গায়ের রঙটা ছিল ধবধবে সাদা,—এত সাদা, যে দেখলে চোখ ঝলসে যায়। হাতদুটোকে মাথার তলায় বালিশের মত ধরে, চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল মেয়েটা। তার মাথার কালো চুলগুলো আল্গাভাবে ঝুলছিল ডালাটার ওপর। মনে হচ্ছিল, চুলগুলো যেন বার্নিস-করা কালো ডালাটার সংগে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা যতই কাছে আসতে লাগল, তার দেহের লীলায়িত রেখাগুলো হয়ে উঠতে লাগল ততই স্পষ্ট, এবং ততই

আকৃষ্ট হতে লাগল সকলের দৃষ্টি, মেয়েটার বগলদুটো আর পেটের ছোপ-ছোপ চুলের দিকে।

তামার চাকাগুলো কঁ্যাচ্‌-কঁ্যাচ্‌ করে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা। গুম্‌গুম্‌ করে সজোরে বেজে উঠল ঢাকটা। যে-লোকগুলোকে জুতে দেওয়া হয়েছিল এই গুরুভার রথটার সংগে, তারা দাঁড়িয়ে পড়ল শিরদাঁড়া খাড়া করে। আর্তামোনোভ আশা করেছিল সকলেই হেসে উঠবে। তাতে ব্যাপারটা আরও সোজা হয়ে যেত। কিন্তু তার বদলে, সবাই টেবিলটার পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে গেল এবং নীরবে দেখতে লাগল কেমন করে মেয়েটা পিয়ানোর ডালার ওপর অলসভাবে উঠে বসল। মনে হল, মেয়েটা যেন এখুনি ঘুম থেকে উঠল; আর পিয়ানোর কালো ডালাখানাকে দেখাল যেন একটুকরো রাত্রি—পাথরের মত জমাট। সে যেন এক রূপকথা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটা তার দীর্ঘ ঘন চুল ছড়িয়ে দিল তার দু'কাঁধে, এবং ডালাটার ওপর পা ঠুকল। ঠুকতেই কালো বার্নিশটা যেন চম্‌কে উঠল, আর তারগুলো শিউরে উঠল টুং-টাং শব্দে।

আরও দুজন লোক ঘরে ঢুকল: পাকাচুলওয়ালা একটা বুড়ি,, যার চোখে ছিল চশমা; আর একজন পুরুষ, যার পরণে ছিল সান্ধ্য-পোষাক। পিয়ানোর সামনে বসে বুড়িটি সাদা-কালো চাবিগুলো টিপতে লাগল, আর টেপার সংগে সংগে বার করতে লাগল তার নিজের হল্‌দে দাঁতগুলো। সান্ধ্য-পোষাক-পরা লোকটি কাঁধে তুলে নিল একখানা বেহালা; তারপর তাক্‌ করছে এইভাবে, তার একটা লাল্‌চে চোখ পাকিয়ে, বেহালার তারগুলোয় ঘষে দিল ছড়টা; আর বেহালার পাৎলা কঁ্যা-কঁ্যা শব্দ মিশে গেল পিয়ানোর গম্ভীর ঝম্‌ঝমের সংগে। ন্যাংটো মেয়েটা তার দেহের রেখায় রেখায় ঢেউ তুলে গা-নাড়া দিল; মাথাটা ঝাঁকাতেই তার চুলগুলো লাফিয়ে পড়ল সামনে, আর চুলের অরণ্যে ঢেকে গেল তার বেপরোয়া মাইদুটো। দুলতে-দুলতে গান ধরল মেয়েটা—টেনে-টেনে, নাকিসুরে। তার মৃদু গলাটা উদাসীন, স্বপ্নিল।

চুপচাপ বসে, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে, তারা সবাই চেয়ে ছিল মেয়েটার দিকে। একই অভিব্যক্তি ছিল তাদের প্রত্যেকের মুখে। তাদের চোখগুলোকে দেখাল অন্ধের মত। মেয়েটা গান গাইছিল জড়িয়ে জড়িয়ে—যেন আধো-ঘুমে। তার সুস্পষ্ট ঠোঁটদুখানি থেকে এমন সব শব্দ বেরিয়ে আসছিল যা কেউই বুঝছিল না; তার চোখদুটোর ওপর ভাসছিল একটা তেলতেলে ঝিল্লী। মেয়েটার স্থিরদৃষ্টি প্রসারিত ছিল লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে। নারীদেহ যে এত নিখুঁত, এমন মারাত্মক সুন্দর হতে পারে—তা আর্তামোনোভের কল্পনাতীত ছিল। ক্রমান্বয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, মেয়েটা তার বুক আর পাছার ওপর হাত বুলোতে লাগল। আর, এক সময় মনে হল তার মাথার চুল থেকে সুরু করে তার সমগ্র দেহখানি যেন কেঁপে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে দেহখানা দৃষ্টির সীমানা থেকে সবকিছুকে যেন নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল। তখন মনে হল কেবল তাকেই দেখা যাচ্ছে, সে ছাড়া যেন আর কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই।

আর্তামোনোভের স্পষ্ট মনে আছে, মেয়েটি ক্ষণিকের জন্যও তার মনে এতটুকুও সম্ভোগবাসনা জাগায় নি। সে কেবল ভয়ের সৃষ্টি করেছিল, আর আর্তামোনোভের বুকখানা দুর্‌দুর্‌ করে উঠেছিল একটা বেদনাদায়ক সংকোচে। মেয়েটার দেহ থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল কুহকের ভয়াবহতা। তবুও সেই মেয়েটি যদি পিওত্র্‌কে একবারও ইসারা করত, তাহলে পিওত্র্‌ চলে যেত তার সংগে, মেয়েটির ইচ্ছামত যে-কোন কাজই করতে রাজি হত সে। আড়চোখে অন্যান্য লোকজনের দিকে চেয়ে তার এ-ধারণা আরও বদ্ধমূল হল।

"এটা সকলেই করত—তাদের প্রত্যেকেই।"

পিওত্রের নেশা কেটে আসছিল, আর সেই সময় ওর ইচ্ছা হল:

"চুপিচুপি এখান থেকে চলে যাই।"

এই ইচ্ছাটা যখন দৃঢ়-সংকল্পে পরিণত হল, এমন সময় পিওত্র্‌ শুনল, কে যেন বলে উঠল ফিস্‌ফিসে জোর-গলায়:

"চাক্সা। প্রকৃতির ফাঁদ। বুঝলে? চাক্সা।"

চাক্সা! আর্তামোনোভ জানত চাক্সা কী : জলা-জঙ্গলের মধ্যে একটা মনোরম তৃণভূমি—যেখানকার ঘাস বিশেষ করে সুন্দর, বিশেষ করে সবুজ এবং রেশমের মত মসৃণ। কিন্তু সেখানে একবার পা দিলেই অনন্ত ডুব—একেবারে অতল দলদলে।

তবুও পিওত্র্ হাঁ করে চেয়েছিল মেয়েটার দিকে—তার নগ্নতার অপ্রতিহত বিজয়ী শক্তিতে সম্মোহিত হয়ে। আর যখন মেয়েটার গুরুভার তেলা দৃষ্টিটা পড়ছিল তার ওপর, অস্বস্তির সংগে সে কাঁধদুখানা নেড়েচেড়ে, ঘাড়টা বাঁকিয়ে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তারপর অন্যান্য লোকজনের দিকে চাইতেই সে দেখল, আধ-মাতাল, বিকট লোকগুলো মেয়েটার দিকে গাড়োলের মত চেয়ে বিস্মিতভাবে চোখ ঘোরাচ্ছে। ঠিক এমনি করেই একদিন দ্রিওমোভের লোকজন সেই রঙ-মিস্ত্রিটার দিকে চেয়ে ছিল, যেদিন সে মারা গিয়েছিল গির্জের ছাদ থেকে পড়ে।

কোঁকড়া-চুল স্তিওপা ঠোঁটদুখানা ফাঁক করে বসে ছিল। বসে বসে তার কম্পমান হাতখানা দিয়ে ঘষছিল তার কপালটা। তাকে দেখে মনে হল, এক্ষুনি সে পড়ে যাবে, পড়ে গিয়ে মেঝেতে মাথাটা ফাটাবে। স্তিওপার জামার একটা হাতা আল্‌গাভাবে ঝুলছিল। যে কারণেই হক, হাতাটা হঠাৎ ছিঁড়ে এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল স্তিওপা।

এদিকে মেয়েটার অঙ্গভঙ্গিগুলো দ্রুততর হয়ে উঠল। আরও জটিলভাবে আন্দোলিত হতে থাকল তার দেহটা। দেহটাকে নিয়ে সে এমনভাবে বেঁকাতে-চোরাতে লাগল যে মনে হল, পিয়ানোর ওপর থেকে লাফাতে গিয়েও সে কোন কারণে লাফাতে পারছে না। তার চাপাগলাটা আরও আনুনাসিক হয়ে উঠল এবং গানের সুরটা হয়ে গেল আরও সাংঘাতিকরকমের কর্কশ। তার পা নাচানোর ভঙ্গি আর মাথা ঝাঁকানোর বহর দেখে গা ছমছম করে উঠল। সেই সময় তার ঘন চুলগুলো ডানার মত ঝামরে পড়ছিল তার দু'কাঁধে এবং বুকে-পিঠে। ভয়ে তখন শিউরে উঠছিল বুকটা।

হঠাৎ বাজনা থেমে গেল; আর মেয়েটা লাফিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। তাড়াতাড়ি একখানা সোনালি-হল্‌দে চাদর মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে, স্তিওপা তাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে। লোকজন চীৎকার করে হাততালি দিতে লাগল এবং কর্কশ হৈ-হল্লার মধ্যে ঠেলাঠেলি সুরু হয়ে গেল। খানসামা-গুলো ঘর-বার করতে লাগল চঞ্চলভাবে। তাদের দেখাল সাদা-কাপড়-মোড়া মড়ার মত। গেলাসগুলো বেজে উঠল ঠুনঠুন করে; আর গুমোট দিনগুলোতে লোকজন যেভাবে মদ খেত সেইভাবে তারা মদ গিলতে লাগল অসীম তৃষ্ণায়। গোগ্রাসে গিলল তারা—বিশ্রী, বদখত ভঙ্গিতে। টেবিলের ওপর নুয়ে-পড়া তাদের মাথাগুলোকে দেখে মনে হল, যেন একপাল শূয়োর গামলার ওপর ঝুঁকে খাচ্ছে। দেখে, গা যেন ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠল।

এইবার এসে হাজির হল একদল জিপ্‌সি। তাদের নাচ-গানে বিরক্ত হয়ে লোকজন শশা এবং গামছাগুলো ছুঁড়ে মারতে লাগল তাদের দিকে। জিপ্‌সিগুলো পালাল। তার বদলে একঝাঁক হট্টগোলে মেয়ে নিয়ে ঘুরে ঢুকল স্তিওপা। এদেরই মধ্যে একটি মেয়ে ছিল বেঁটেসেটে মোটাসোটা। তার পরণে ছিল লাল পোষাক। পিওত্রের হাঁটুর ওপর বসে পড়ে, সেই মেয়েটি পিওত্রের ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল একগেলাস শ্যাম্‌পেন। তারপর আর্তামোনোভের গেলাসের সংগে ঠং করে নিজের গেলাসটা বাজিয়ে, চীৎকার করে বলল মেয়েটি:

"লালমাথা-মিতিয়ার নামে এই মদ খেলাম!"

মেয়েটা ছিল কাপড়-কাটা পোকার মত হাল্‌কা। তার নাম—পাশুতা। খুব সুন্দরভাবে গীটার বাজিয়ে, মেয়েটা মর্মস্পর্শীভাবে গাইল:

"স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম একটি সকালের—
কাঁচের মত স্বচ্ছ সে-এক নীলিম সকালের।"

তারপর তার পরিষ্কার গলাটি যখন এই ছত্রগুলিতে এসে করুণভাবে ভেঙে পড়ল :

"স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম একটি জীবনের—
অনেকদিনের হারিয়ে-যাওয়া ফুলেল জীবনের—
যেদিন আমি ছিলাম ভীরু, শুচি বালিকা……"

তখন আর্তামোনোভ সহৃদয় পিতার মত মেয়েটার মাথায় হাত চাপ্ড়ে চাপ্ড়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল :

"কেঁদো না। এখনো তোমার বয়েস আছে। ভয় কি ?"

রাত্রে পাশুতাকে জাপটে ধরবার সময় আর্তামোনোভ কষে চোখ বুঁজল,— যাতে পাউলা মেনোত্তিকে স্মরণ করতে পারে।

প্রকৃতিস্থতার বিরল মুহূর্তগুলোয় আর্তামোনোভ হিসেব করে দেখত, পাশুতার জন্য জলের মত তার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল। তখন মনে মনে বলত আর্তামোনোভ :

"খুদে কাপড়-কাটা পোকা যেন !"

ভাবতে অবাক লাগে কেমন কায়দা করে এই মেলার মাগীগুলো লোকজনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করত ; আর, রাতের পর রাত প্রমত্ত লাম্পট্যের মধ্যে দিয়ে উপায়-করা সেই টাকা-পয়সাগুলো কী নির্বোধের মতই না ফুঁকে দিত ! আর্তামোনোভকে কে যেন বলেছিল, সেই কুকুরমুখো পশুলোমব্যবসায়ীটা পাউলা মেনোত্তির জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছিল ; পাউলা যতবার ন্যাংটো হয়ে এসেছিল তার সামনে, তার জন্যে সে পাউলাকে প্রতিবার তিনটি হাজার করে টাকা দিয়েছিল। তারপর সেই বেগ্‌নে কানওলা লোকটা চুরুট ধরাবার জন্যে বাতিতে একশো টাকার নোটগুলো পুড়িয়েছিল এবং তাড়া-তাড়া নোট গুঁজে দিয়েছিল মেয়েদের জামার তলায়।

"নাও গো কুমড়ো নাও, আমার অনেক আছে !"

সব মেয়েকেই সে ডাকত 'কুমড়ো' বলে।

আর্তামোনোভ সম্বন্ধে বলা যায়, সে প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই নিবিড়-কুন্তলা পাউলার নিরংকুশ নির্লজ্জতা দেখতে সুরু করেছিল; অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল যে সব মেয়েই—সে বাচালই হক আর মেনিমুখোই হক, চালাকই হক আর বোকাই হক—তাকে দুষমণের দৃষ্টিতে দেখত। এমন কি, তার স্ত্রীর মধ্যেও যে একটা চাপা দুষমণি ছিল—সেটাও এখন মনে পড়ল পিওত্রের।

সেই রঙবেরঙের সুন্দরী, জোয়ান মেয়েগুলোর কথা সুস্পষ্ট স্মরণ করে মনে মনে বলে পিওত্র :

"যত কাপড়-কাটা পোকামাকড়ের দল।"

আর্তামোনোভ বুঝতে পারে না এর অর্থ কী। এটা কি করে সম্ভব? মানুষ খাটে, দুনিয়াটা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে ব্যবসার সংগে নিজেকে জুতে দেয়, তখন তার একটিমাত্র লক্ষ্য কি করে যতটা সম্ভব বেশি টাকা জমাবে; আর সেই টাকা কি না লোকগুলো পুড়িয়ে দিল, কতকগুলো বেশ্যার পায়ে বেপরোয়া ভাবে উড়িয়ে দিল? তাছাড়া তারা সকলেই ছিল গণ্যমান্য লোক, ভারিক্কে সংসারী—কেউ পিতা, কেউ স্বামী, কেউ বা বড় বড় মিলের মালিক, কেউ বা বড় বড় ফ্যাক্টরির।

পিওত্র শেষ পর্যন্ত চিন্তাটাকে এইভাবে গুটিয়ে আনে :

"বাবা হলেও খুবসম্ভব এই কীর্তি করতেন।"

না, তাতে আর বিশেষ সন্দেহ নেই।

সেই হট্টগোলে, পানোন্মত্ত দিনগুলোর কথা স্মরণ করে পিওত্র্ নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে যে, সে ইচ্ছে করে তাতে যোগ দেয় নি, আকস্মিকভাবে সে গিয়ে পড়েছিল সেখানে—অনিচ্ছুক দর্শকের মত। আর, এই চিন্তাগুলোই তার ঘাড়ে নেশার মত চেপে বসে, মনে হয় সেগুলো যেন মদের চেয়েও মদির, আর মদ ছাড়া এদের কোন ওষুধও নেই।

তাই পিওত্র্ তিনটি সপ্তাহ কাটিয়েছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, বেহেড্ মাতাল-অবস্থায়, যার অবসান ঘটল কেবল আলেক্সেই-এর আগমনে।

পিওত্র্ আর্তামোনোভ মেঝের ওপর পাথরের মত শক্ত একখানা পাৎলা তোষকে শুয়ে ছিল। তার বিছানার পাশে ছিল এক বাল্‌তি বরফ, মদের কয়েকটা বোতল, আর এক-রেকাবি বাঁধাকপি-জুনিপারবেরির নোন্‌তা ঘন্ট। খাটের ওপর শুয়ে ছিল পাশুতা—হাঁ করে, নাতালিয়ার মত ভ্রূজোড়া উঁচিয়ে। তার একখানা পা ঝুলছিল খাটের কিনারায়। পা-টা সাদা, নীলশিরা-বহুল। তার পায়ের নখগুলো চক্‌চক্ করছিল মাছের আঁশের মত। জানলার বাইরে বাজারটায় চীৎকার হচ্ছিল হরদম—যেখানে জড়ো হয়েছিল সারা রাশিয়ার দোকান-পাট। মনে হচ্ছিল যা চেঁচাতে চেঁচাতে লোকজনের অতৃপ্য গলার চোঙ্‌গুলো বুঝি ফেটে যাবে।

মদের তাড়সে পিওত্রের মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছিল; তার বিষাক্ত দেহটা টনটন করছিল দপ্‌দপে ব্যথায়। এই অবস্থায় শুয়ে আর্তামোনোভ বিষণ্ণভাবে ভাবছিল সেই রাত্রির ঘটনা এবং ফূর্তিগুলোর কথা, যে-রাত্রি এই একটু আগেই কাবার হয়ে গেছে। আর, ঠিক এইসময় যেন দেয়াল ফুঁড়ে হাজির হল আলেক্সেই। মেঝের ওপর তার ছড়িটার শব্দ হল খট-খট-খট, বেশ জোরে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে, পিওত্রের দিকে চেয়ে, কপ্‌চাল আলেক্সেই:

"তাল-গড়াগড়ি, কি বল? কাল সারাদিন সারাটা রাত তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। ভোরের দিকে নিজেই সেদিকে বেরিয়ে পড়লাম।"

তারপর একটা খানসামাকে ডেকে আলেক্সেই হুকুম দিল:

"লেমোনেড, ব্র্যাণ্ডি আর বরফ লে আও!"

লাফিয়ে খাটের ধারে গিয়ে, পাশুতার কাঁধে চাপড় মেরে বলল আলেক্সেই:

"উঠে পড় বিদ্যেধরী!"

বিদ্যেধরী চোখ না খুলে গাঁই-গুই করে বলল:

"আঃ, ছাড় আমায়, চুলোয় যাও।"

খোসমেজাজে জবাব দিল আলেক্সেই:

"বুঝলাম। কিন্তু চুলোয় যে যাচ্ছে সে যে তুমিই।"

পাগুতার কাঁধ ধরে আলেক্সেই তাকে তুলে বসাল ; তারপর বেশ করে তাকে ঝাঁকিয়ে দরজা দেখিয়ে বলল :

"কেটে পড় !"

পিওত্র্ বলল : "ওকে ছেড়ে দে।"

হেসে জবাব দিল আলেক্সেই :

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা ডাকলেই ও আবার আসবে।"

মেয়েটা বলল : "আ-মর্ পোড়ার-মিন্‌সেরা।" কিন্তু পোষাকটা পরবার সময় তার বিশেষ তাড়া দেখা গেল না।

রীতিমত ডাক্তারের মত হুকুম দিল আলেক্সেই :

"উঠে পড়, পিওত্র্। শার্টটা খুলে গায়ে বরফ ঘষো।"

তোবড়ানো টুপিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পাগুতা সেটা তার এলোমেলো চুলের ওপর বসিয়ে নিল। তারপর খাটের ওপর আর্শিখানায় চোখ বুলিয়ে বলল :

"কী সুন্দরী—রাজরাণী !"

তারপর ঘুম-জড়ানো হাই তুলে, টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাগুতা।

"আচ্ছা, চলি মিতিয়া! মনে রেখ, আমার ঠিকানা—সিমান্‌স্কির বাড়ি—তেরনম্বর ঘর।"

মেয়েটার জন্য দুঃখ হল পিওত্রের। তোষক থেকে গা না তুলে, ভাইকে বলল সে :

"ওকে কিছু দিয়ে দে।"

"কত ?"

"এই……পঞ্চাশ।"

"বল কি ?"

মেয়েটার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে, আলেক্সেই তাকে বিদায় করে দিল। তারপর, বেশ কষে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

পিওত্র্ রুক্ষগলায় বলল :

"তুই বড় কিপ্টে। একটা টুপির জন্যেই কাল ও এর চেয়ে বেশি খরচা করেছে।"

একখানা হাতলদার চেয়ারে বসল আলেক্সেই। তারপর ছড়ির মাথায় হাতদুটো জড়ো করে, চিবুকটা হাতগুলোর ওপর রেখে, কাঠখোট্টা ওপরওলার গলায় জিজ্ঞাসা করল সে :

"এসব হচ্ছে কি ?"

স্ফূর্তি করে জবাব দিল পিওত্র্ :

"মদ খাওয়া হচ্ছে।"

তারপর উঠে, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গায়ে বরফ ঘষতে সুরু করল সে।

"মদ খাও, খেয়ে মর—তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু মাথাটা ঠিক রেখো! তারপর, এটা কি করেছ ?"

"মানে, কোন্‌টা ?"

কাছে সরে এসে পিওত্রের দিকে এমনভাবে তাকাল আলেক্সেই যেন পিওত্র্ তার অচেনা। তারপর কড়াভাবে কৈফিয়ৎ চাইল :

"ও, তাহলে দেখছি তোমার মনে নেই ? তোমার বিরুদ্ধে নালিশ আছে। একটা উকিলের চোয়ালে তুমি ঘুষি মেরেছ একটা পাহারাওলাকে খালে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, তারপর······'

এইভাবে আলেক্সেই হুড়হুড় করে এতগুলো অপরাধের ফিরিস্তি দিতে লাগল, যে পিওত্র ভাবল :

"মিছে কথা বলছে। আমাকে ঘাবড়ে দেবার মতলব।"

তারপর জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ :

"কোন্ উকিল ? বাজে বকিস্ নি।"

"আমি বাজে বকছি না। সেই রঙময়লা লোকটা,—কি যেন তার নাম, ভুলে গেছি।"

থিতিয়ে আসতে আসতে বলল পিওত্র্ :

"আমাদের ভেতরে কিছুটা হাতাহাতি হয়েছিল ঠিকই।"

কিন্তু আলেক্সেই আরও কঠোরভাবে বলতে লাগল :

"তাছাড়া, তুমি গণ্যমান্য লোকদের খিস্তি খেউর করেছ কেন? নিজের পরিবারটাকেও ছাড়ো নি!"

"আমি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি! নিজের বউটার কেচ্ছা করেছ, আমার এবং তিখোনের কেচ্ছা করেছ; তাছাড়া কোন্ একটা ছোঁড়ার জন্যে ভেউ ভেউ করে কেঁদেওছিলে; তারপর চেঁচাতে চেঁচাতে বলেছিলে : 'আব্রাহাম্, ইসাক্—ছুটো ভেড়া!' এসবের মানে কি?"

ভয়ে তখন পিওত্রের মাথা ঘুরছে। ধপ্ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বলল পিওত্র্ :

"আমি জানি না। মদে চুর হয়ে ছিলাম।"

খোঁড়া ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার মত চেয়ারে ওঠ-ব'স করতে করতে, প্রায় চীৎকার করে জবাব দিল আলেক্সেই :

"সে কথা বললে তো আর চলবে না! এর পেছনে আরও কিছু আছে। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ যা ভাবে, মাতাল অবস্থায় সেটাই উগরে দেয়। আসল কারণটা হল এই! হাট বাজারে মানুষ ঘরের কেচ্ছা করে না। তারপর এসব কি—আব্রাহাম্, বলিদান—যত গুচ্ছের ছাইপাঁশ? তুমি কি বোঝ না যে এইভাবে কারবারটাকে ডোবাতে বসেছ, আর সেই সংগে আমার মুখেও চুণকালি দিতে আরম্ভ করেছ? তুমি কি ভেবেছ যে গরম জলের গামলায় শুয়ে নাইছ, তাই সরাসরি সব খুলে ধরবে? ভাগ্যিস্ সেখানে আমার বন্ধু লোকৃতেভ্ ছিল, তাই তোমাকে আরও মদ গিলিয়ে চুপ করায়, আর সেই সংগে আমাকে একটা তারও করে দেয় যেন আমি চলে আসি। লোকৃতেভের কাছ থেকেই আমি সব কথা শুনলাম। ও বলল : লোকজন প্রথমটায় তোমার

কথা শুনে হেসে ওঠে, কিন্তু তারপরই মন দিয়ে শুনতে আরম্ভ করে : 'লোকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে কী' ?"

হতাশভাবে বিড়বিড়িয়ে বলল পিওত্র্ :

"তারা সবাই চেঁচিয়েছিল।"

ভায়ের কথায় ওর নেশাটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে।

এবার আলেক্সেই-এর গলাটা প্রায় ফিস্‌ফিসানিতে নেমে এল। বলতে লাগল সে :

"তারা একটা ব্যাপার নিয়ে চেঁচিয়েছিল, কিন্তু তুমি যে সব ব্যাপার নিয়েই চেঁচিয়েছিলে! তোমার অনেক ভাগ্যি যে লোকৃতেভ্ সকলকেই মদ খাইয়ে বেহুঁস করে দিয়েছিল। হয়তো তারা এ-ব্যাপারটা ভুলে যাবে। কিন্তু তুমি ভাল করেই জান, ব্যবসাটা হল গিয়ে রাজনীতির মত। আজ লোকৃতেভ্ বন্ধু, কিন্তু কালই হয়তো সে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।"

দেয়ালে সজোরে মাথাটা চেপে বসেছিল পিওত্র্। কোন কথাই বলল না সে। রাস্তাঘাটের প্রচণ্ড হট্টগোলে দেয়ালটা কাঁপছিল; আর সেই সংগে পিওত্রের মনে হল, বাইরের হট্টগোলের এই স্পন্দন তার মনের হট্টগোলকে নিশ্চয়ই পিষে ঠাণ্ডা করে দেবে, তার ভয়টাকে নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবে। আলেক্সেই একটু আগে যে-অপরাধগুলোর ফিরিস্তি দিল, তার কিছুই মনে পড়ল না পিওত্রের। তাছাড়া এটা ওর অসহ্য ঠেকল যে আলেক্সেই তার সংগে বিচারকের মেজাজে কথা তো বললই, অভিভাবকের মত তাকে ধমকালও। ভাইটি আরও কি বলে সেই আশংকায় বিব্রত হল পিওত্র্।

চেয়ারে সেই একইভাবে ওঠ-ব'স করতে করতে আলেক্সেই বলল :

"তোমার হয়েছে কী? তুমি না বলেছিলে নিকিতাকে দেখতে যাচ্ছ?"

"সে তো গিয়েছিলাম।"

"আর, আমিও গিয়েছিলাম! তার করবার পর যখন ওরা জানাল যে তুমি সেখানে নেই, তখন অবিশ্যি হন্তদন্ত হয়ে আমি সেখানে গেলাম। সকলেই

দুর্ভাবনায় পড়েছিল। হাজার হক, পৃথিবীটা তো আর খুব নিরাপদ জায়গা নয়। কেউ কোথাও তোমায় মেরে ফেললেও তো ফেলতে পারত।"

অত্যন্ত মৃদু গলায়, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে স্বীকার করল পিওত্র :

"বুকটা কিসে যেন টন্‌টন্‌ করছিল তখন।"

"আর সেইজন্যে হাটে হাঁড়ি ভাঙলে। তুমি কি বোঝ না যে কারবারটা এই করে ডোবাচ্ছ? কোন্‌ বলিদানের কথা কপ্‌চাচ্ছিলে তখন? আর তুমি কি একটা ইরানী, যে ছোঁড়াদের পেছনে ঘুরে বেড়াবে? ছোঁড়াটা কে?"

চুল-দাড়ি সাজিয়ে নেবার মত করে হাতদুখানা মুখ বরাবর তুলে, আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে জবাব দিল পিওত্র্‌ :

"ইলিয়া।......গোটা ব্যাপারটার জন্যে সে-ই দায়ী।"

তারপর ধীরে ধীরে, অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানোর মত হোঁচট খেতে খেতে, পিওত্র্‌ ভাইকে বলতে সুরু করল—ছেলের সংগে তার ঝগড়ার কথাটা। বেশিক্ষণ আর বলতে হল না তাকে। সজোরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল আলেক্সেই :

"এই ব্যাপার! তবে শোন, সব ঠিক আছে! লোক্‌তেভ্‌ ভেবেছিল কোন কেচ্ছা-টেচ্ছা হবে বুঝি। তাহলে, ব্যাপারটা ইলিয়াকে নিয়ে? শোন ভাই, আমার ওপর রাগ কর না, কিন্তু আমি বলব, তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম। ব্যবসাদারদের সবকিছু শেখা দরকার, জীবনের হরেক ক্ষেত্রেই তাদের প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার। আর, তার বদলে তুমি কি না.....”

আলেক্সেই হুড়হুড় করে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। তার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: ব্যবসাদারের ছেলেপুলেদের হওয়া উচিত ইঞ্জিনীয়ার, পদস্থ রাজকর্মচারী এবং বড় বড় ফৌজী অফিসার।

কান-ফাটানো হট্টগোল ঢুকতে লাগল জানলার মধ্যে দিয়ে: থিয়েটারের দিকে যেতে যেতে গাড়িগুলোর ঘড়ঘড় শব্দ, আইস-ক্রীম এবং বরফজল ফেরিওলাদের প্রাণপণ আত্ম-নির্ঘোষ, এবং সব কিছু ছাপিয়ে, থালটার জলের

ওপর তক্তাবসানো লোহায়-কাঁচে-তৈরি ব্রাজিলিয়ান তাঁবুটার ভিতর থেকে ভেসে-আসা গানবাজনার অসহ্য হৈ-হল্লা। ঢাকের ঢপ্‌ঢপাঢপ্‌ বাদ্যিটা শুনে পাউলা মেনোত্তির কথা মনে পড়ল।

কান চুলকোতে চুলকোতে পিওত্র্‌ আবার বলল :

"বুকটা কিসে যেন টনটন করছিল তখন।"

বলেই পিওত্র্‌ তার লেমোনেডের গেলাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালতে গেল। ভায়ের হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে, আলেক্সেই শাসাল ভাইকে :

"সাবধান, নইলে আবার বেসামাল হয়ে পড়বে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম,...... মিরণের কথা ধর। সে ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়। আমি তাতে খুব খুশি। সে বিদেশ ঘুরে আসতে চায়। আমি তাতেও খুশি। এটা যে স্রেফ আস্ত একটা লাভ, লোকসান নয়—এটা তুমি বুঝতে পার না? আমাদের সুনামটাই যে আসল শক্তি......"

বোঝবার কোন ইচ্ছাই ছিল না পিওত্রের। ভায়ের চটপটে কথাবার্তাগুলো এক-কানে শুনতে শুনতে পিওত্র্‌ ভাবছিল :

"সামনের এই লোকটা যে-ভাবেই হক, এমন সব লোকের কাছ থেকে বন্ধুত্ব, সম্মান লাভ করেছে যারা ওর চেয়ে মালদার, আর হয়তো, ওর চেয়ে তাদের জ্ঞানবুদ্ধিও বেশি,—আর, যারা সারা রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের কলকাঠি টিপছে; তারপর, তার আর একটা ভাই মঠে গা-ঢাকা দিয়ে, সাধু-সন্ন্যেসী বলে নামডাকও কিনেছে; আর সে—এই পিওত্র্‌ কি না, আজ দৈবের নিষ্ঠুর খপ্পরে পড়ে নাস্তনাবুদ হচ্ছে! কিন্তু কেন? কোন্‌ পাপে?"

এইবার, বুঝিয়ে বলার মত মোলায়েম স্বরে বলে চলল আলেক্সেই :

"আর তাছাড়া, লাম্পট্যের জন্যে গণ্যমান্য লোকদের গালাগাল দেবারও কোন হক্‌ ছিল না তোমার। এটা লাম্পট্য নয়; এটা হল বাড়তি জীবনী-শক্তির পরিচয়। ওই উকিলটা একটা নচ্ছার হতে পারে, কিন্তু কাজকর্ম ঠিকই করে দেয়। ওর মাথা আছে। অবিশ্যি তারা বয়স্ক লোক,—তাদের

মধ্যে কয়েকজন বুড়োও হয়ে গেছে—তারা ছোঁড়াদের মত হৈ-হল্লাও বাধায়। তবে ছোঁড়ারা যখন ক্ষেপে যায়, তখন বুঝতে হবে তাদের বয়েস বাড়ছে, আর তাদের জীবনীশক্তিও খুব বেশি। তাছাড়া, তোমায় এটাও গায়ে মেখে নিতেই হবে যে আমাদের মেয়েছেলেগুলো আলুনী। তাদের মধ্যে না আছে নুন, না আছে ঝাল। জীবনটাকে তারা ডোবা বানিয়ে দেয়। তবে আমি ওল্‌গার কথা বলছি না কিন্তু। ও সকলের থেকে আলাদা! কতকগুলো বোকা মেয়েছেলে আছে যারা ভাবতেই পারে না যে মন্দ বলে কোন জিনিষ আছে এ-পৃথিবীতে। ওল্‌গা এদেরই একজন। যতই চেষ্টা কর না কেন, ওকে তুমি আঘাত দিতে পারবে না। ও খারাপ কিছু দেখেও না, আর খারাপ কিছু বিশ্বাসও করে না। নাতালিয়ার বেলায় তুমি এ-কথা বলতে পার না। তুমি সেদিন সবায়ের সামনে যে-নামে ওর পরিচয় দিয়েছিলে সেটা ঠিক। ও সত্যিই একটা 'গেরস্থালী যন্ত্র'!"

মনমরা হয়ে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্:

"সত্যিই ওটা বলেছিলাম?"

"আমার মনে হয় না যে লোকৃতেভ্ ওটা বানিয়ে বলেছে।"

আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল পিওত্রের। কিন্তু ও ভাবল তাতে হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে, হয়তো এমন সব নতুন নতুন কথা বা নতুন নতুন বিষয় আলেক্সেই-এর মনে পড়ে যাবে, যা সে ইতোমধ্যেই ভুলে গিয়েছিল। ভায়ের প্রতি পিওত্রের মনে একটা শত্রুতা এবং ঈর্ষ্যার ভাব জেগে উঠতে লাগল।

"দিনদিন চালাক-চতুর হচ্ছে শয়তানটা।"

আলেক্সেই রীতিমত লাফালাফি করছিল। শেয়ালের মত একটা ক্ষিপ্র চঞ্চলতা দেখা গেল তার মধ্যে। মাঝে মাঝে সে চেয়ার থেকে এমনভাবে তিড়বিড়িয়ে উঠছিল যেন চলে যায়-যায়। আলেক্সেই-এর বাজপাখির-মত চোখদুটো, কুঞ্চিত ওপর-ঠোঁটের আড়ালে তার সোনার দাঁতটা, মিলিটারী-

কায়দায় পাকানো তার পাকা গোঁফটা এবং পাখির নখের মত আঙুলগুলো দিয়ে সাপ্‌টানো তার চঞ্চল খুদে দাড়িটা দেখে পিওত্র্ চটে গেল। বিশেষ করে আলেক্সেই-এর ডানহাতের তর্জনীটা দেখে ও আরও বিরক্ত হল। সেটা দিয়ে আলেক্সেই অনবরত হাওয়ায় নকশা কাটছিল। তার ওপর ভায়ের আঁটসাট, খাটো, ছাইরঙা জামাটার দিকে চেয়ে পিওত্র্ ভাবল :

"দেখাচ্ছে যেন একটা নচ্ছার উকিলের মত।"

হঠাৎ পিওত্রের মনে হল আলেক্সেই চলে গেলে যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। চোখদুটো আধাআধি বুঁজিয়ে বলল পিওত্র্ :

"আমার একটু ঘুমনো দরকার।"

সায় দিয়ে বলল আলেক্সেই :

"হ্যাঁ, এ একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বটে। আজ তোমার কোথাও না বেরুনোই ভাল।"

আলেক্সেই চলে যেতেই ক্ষুণ্নমনে ভাবল পিওত্র্ :

"উপদেশ দিয়ে গেল আমাকে! আমি যেন একটা কচি খোকা!"

এককোণে কলতলার দিকে এগুতেই, একজন লোককে দেখে পিওত্র্ থমকে দাঁড়াল। লোকটার চেহারা ঠিক ওরই মত এবং সে ওরই সংগে সংগে নিঃশব্দে চলাফেরা করছিল। লোকটার কেশ-বেশ এলোমেলো, মুখখানা ফুলো-তোবড়ানো, চোখদুটো ভয়ে উদ্‌গত। লাল হাতখানা দিয়ে লোকটা তার ভিজে দাড়ি আর লোমশ বুকটায় হাত বুলোচ্ছিল। পিওত্র্ প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে পারল না যে খাটের ওপর আর্শিখানায় এটা ওরই চেহারার প্রতিফলন। তারপর একটু ক্ষীণ মুচকি হেসে পিওত্র্ বরফ দিয়ে আবার ওর ঘাড়, মুখ, বুক ঘষতে লাগল। মনে মনে ও ঠিক করে ফেলল :

"একটা গাড়ি নিয়ে সহরে চলে যাব।" এবং সেইজন্যে ও পোষাকগুলোও তুলে নিল; কিন্তু সবে একটা হাত কোটটায় গলিয়েছে—এমন সময় সেটাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘন্টির হাড়ের বোতামটা সজোরে টিপে দিল সে।

খানসামা আসতেই তাকে বলল পিওত্র্ :

"চা। বেশ কড়া করে বানাবে। আর, নোন্‌তা কিছু; সেই সঙ্গে খানিকটা ফরাসী ব্র্যাণ্ডি।"

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল পিওত্র্। দোকানপাটের চওড়া দরজাগুলো ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুমোট অন্ধকারে গোল-গোল পাথর-বসানো রাস্তাটায় লোকজন আনাগোনা করছিল লতিয়ে লতিয়ে। থিয়েটারের প্রবেশপথে একটা বাতি জ্বলছিল। আলোটা বালি-বালি; হিস্‌হিস্ শব্দ বেরুচ্ছিল সেটা থেকে। আর কাছাকাছি কোথাও গান গাইছিল মেয়েরা।

"কাপড়-কাটা পোকা যত।"

পিওত্রের পিছনে কে একজন বলে উঠল :

"সাফ করে নিতে পারি ?"

আর তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফেরাতেই পিওত্র্ দেখল, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একচোখো একটা বুড়ি—হাতে একটা ঝাঁটা এবং একমুঠো ন্যাকড়া নিয়ে। একটি কথাও না বলে পিওত্র্ বারান্দায় চলে এল। সেখানে একটা লোকের সংগে ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল ওর। লোকটার চোখে কালো চশমা, মাথায় কালো টুপি। একটা আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে লোকটা বলছিল :

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর কিছু নয়, ওইই!"

পিওত্র্ ভাবল : সবকিছুই যেন বিকল হয়ে গেছে। ভাবতে গেলেই বুকে টান পড়ে। সবকথার মধ্যেই যেন একটা প্রচ্ছন্ন অর্থ খুঁজে বার করতে ইচ্ছে হয়।

তারপর আর্তামোনোভ গোল টেবিলটার সামনে এসে বসল। টেবিলের ওপর গুন্‌গুন্ করছিল একটা ছোট কেৎলি। মাথার ওপর ঝুলছিল লণ্ঠনের চোঙটা। তাতে টিংটিং করে মৃদুশব্দ হচ্ছিল। মনে হল কোন অদৃশ্য হাতের আল্‌তো ছোঁয়া লেগেছে তাতে। পিওত্রের স্মৃতিপটে ঝল্‌সে উঠল : বেপরোয়া

হাঁটতে হাঁটতে মাছিটা তার রগ পর্যন্ত এগুলো, তারপর তার কপালের ওপর দিয়ে এসে একটা ভ্রূর ওপর দাঁড়িয়ে, তার চোখের মধ্যে উঁকি মারল।

আর্তামোনোভ বলল ওর দুষমণকে :

"তবে রে শয়তান!"

কিন্তু দুষমণটি নড়লও না, চড়লও না, উত্তরও দিল না। শুধু তার ঠোঁটদুখানা কিছুক্ষণের জন্য কেঁপে উঠল।

উল্লাসে চীৎকার করে উঠল পিওত্র্ আর্তামোনোভ :

"কান্না হচ্ছে? নোংরা কুত্তা কোথাকার, আমাকে ফ্যাসাদে ফেলে, এখন কান্না হচ্ছে! দুক্ষু হচ্ছে এখন নিজের জন্যে, না? নিকুচি করেছে তোর.......!"

টেবিল থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে আর্তামোনোভ ওর দুষমণের টাক লক্ষ্য করে প্রাণপণ জোরে ছুঁড়ে মারল। টাকটা সবে পড়তে আরম্ভ করেছিল।

ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে গেল আর্শিখানা। রেকাবিগুলো খন্‌খন্ করে উঠল। কেৎলিটা ছিটকে পড়ে গেল বিপর্যস্ত টেবিল থেকে। শব্দ শুনে লোকজন ছুটে এল। সংখ্যায় বেশি নয়; কিন্তু মনে হল, লোকগুলো প্রত্যেকে দু'টুকরো হয়ে ফেঁপে উঠল, বাড়তে লাগল। একচোখো বুড়িটা নিচু হয়ে তুলতে গেল কেৎলিটা। নিচু হলেও, মনে হল, সেইসংগে সে যেন খাড়া হয়েও দাঁড়িয়ে ছিল।

মেঝের ওপর বসে আর্তামোনোভ শুনতে পেল, কতকগুলো গলা নালিশ জানাচ্ছে :

"......রাতদুপুর। গোটা বাড়িটা ঘুমোচ্ছে।"

"আর্শিখানা ভাঙলে তো!"

"এমনটা করা উচিত নয়।"

সাঁতার কাটার মত এদিকে-ওদিকে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে, বিলাপ করতে থাকে আর্তামোনোভ :

"মাছি, মাছিটা......।"

পরদিন সন্ধ্যার দিকে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির হল আলেক্সেই; এসেই ভায়ের দিকে সে এমনভাবে দেখতে লাগল যেন কোন ডাক্তার তার রোগীকে পরীক্ষা করছে কিংবা কোন কোচোয়ান তার ঘোড়াকে। গোঁফের ওপর একটা অদ্ভুত ছোট্ট চিরুনি চালিয়ে আলেক্সেই ভাইকে বলল:

"ফুলে যে ঢোল হয়ে গেছ একেবারে। তোমার লজ্জাশরমও নেই। এই চেহারা নিয়ে বাড়ি যাবে কি করে? তাছাড়া তোমাকে দিয়ে এখানে আমার একটা কাজও হতে পারে। দাড়িটা তোমার ফিট্‌ফাট্ করে নিতে হবে পিওত্র্। আর, আলাদা একজোড়া জুতোও কেনা দরকার তোমার। এ-জুতোজোড়া দেখাচ্ছে যেন গাড়োয়ানের মত।"

দাঁতে দাঁত চেপে পিওত্র্ ভায়ের পিছনে পিছনে লক্ষ্মীছেলের মত নাপিতের দোকানে গেল। দাঁড়িয়ে থেকে আলেক্সেই নিজের মনের মত করে দাদার চুলদাড়ি ছাঁটাল। তারপর সেখান থেকে জুতোর দোকানে। এখানেও আলেক্সেইএর পছন্দমত জুতো কেনা হল। আর্শির দিকে চেয়ে পিওত্রের নিজেকে মনে হল একটা পাদ্রিগোছের কিছু। নতুন জুতোজোড়া কামড়াচ্ছিল। কিন্তু মুখ বুঁজে রইল পিওত্র্; মেনেই নিল ওর ভাই যা করছিল ঠিকই করছিল। চুলছাঁটা, জুতো-বদলানো—এগুলোর দরকার ছিল সত্যিই। মোটকথা ও বুঝল, মাতাল অবস্থার যন্ত্রণাদায়ক নোংরামি থেকে এখন ওর মুক্তি পাওয়া একান্ত আবশ্যক। সুরামত্ততার গুরুভারে ও যেন ঝুঁকে পড়েছিল!

মাথাটা ভারি হয়ে উঠেছিল পিওত্রের। বিষাক্ত দেহটা অবসাদে ঝিমঝিম করছিল। দেহমনের এই অবস্থা নিয়ে ভায়ের দিকে চাইতেই, ওর মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল: খানিকটা ঈর্ষ্যা, খানিকটা শ্রদ্ধা, খানিকটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক এবং খানিকটা গোপন শত্রুতা। রোগা চট্‌পটে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভাইটি কেবলই তার হাতের ছড়িখানা ঘোরাচ্ছিল; কখনো ঝিলিক দিয়ে উঠছিল আগুনের ফুল্‌কির মত, কখনো বা আগুনের সংগে ধোঁয়াও ছড়াচ্ছিল। আর, তার এই অতৃপ্ত নেশার মূলে ছিল ব্যবসার জুয়া।

পিওত্র্ অনেকবারই ভায়ের সংগে মেলার শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলোয় গেছে এবং সেখানকার খাসকামরাগুলোয় বসে নামকরা ব্যবসাদারদের সংগে খানা-পিনা করেছে। আর প্রতিবারই ও একটা ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারেনি। সেটা হচ্ছে এই: ধনী ব্যবসাদারদের সন্তুষ্টিবিধান করবার জন্যে আলেক্সেই প্রায় পেশাদার ভাঁড়ের মত আচরণ করত। দেখে মনে হত ব্যবসাদাররা আলেক্সেইএর ভাঁড়ামির দিকে বিশেষ নজর দিত না। কারণ, স্পষ্ট বোঝা যেত আলেক্সেইকে তারা পছন্দ তো করতই, উপরন্তু তাকে শ্রদ্ধাও করত এবং তার হট্টগোলে কথাবার্তাগুলোও মন দিয়ে শুনত।

কাপড়ের ম্যানুফ্যাকচারার বিশালবপু কোমোলোভ তার গাজর রঙের একটা আঙুল আলেক্সেই-এর মুখের সামনে এমনভাবে নাড়ল যে মনে হল, কোমোলোভ চটে গেছে। কিন্তু কথা বলবার সময় বলল স্নেহের সুরে—তার বলদের মত চোখদুটো ঘুরিয়ে এবং ঘনদাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে প্রতি দুটো-একটা শব্দ উচ্চারণ করার পর পর সশব্দে চুমকুড়ি দিতে দিতে।

"বড় ঘোড়েল তুমি আলিওশা! যেমন চালাক, তেমনি ধূর্ত্তুর! টেক্কা দিয়েছ আমাকে!"

আনন্দে চীৎকার করে উঠল আলেক্সেই:

"প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইএরমোলাই ইভানোভিচ্, প্রতিদ্বন্দ্বিতা! বলুন, ঠিক বললাম কি না?"

"ঠিক বলেছ! চোখদুটো খুলে রেখো, আর তুরুপের টেক্কাখানা ঠিকমত ঠুকে দিও!"

"সবে শিখছি, ইএরমোলাই ইভানোভিচ্!"

কোমোলোভ মাথা নেড়ে বলল:

"শিখতে হবে বৈকি।"

আলেক্সেই তখনো আনন্দে অধীর হয়ে বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বলতে লাগল:

"আমার ছেলে মিরণ—বেশ তোখোড় ছেলে সে, ইঞ্জিনীয়ার হবে আজ বাদে কাল—বলে আমায়: এককালে সাইরাকিউজে কোন এক ডাকসাইটে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর রাজাকে বলেন: 'আমাকে একটু দাঁড়াবার জায়গা দিন, তারপর আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্‌টে দেব আপনার জন্যে'।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন: 'উল্‌টে দেব!'—ভদ্রমহোদয়গণ! দাঁড়াতে হলে আমাদেরও কিছু চাই।—যা চাই, তা হল টাকা! আমাদের কপাল ফেরাবার জন্যে পণ্ডিত-টণ্ডিতের দরকার হবে না। আমাদের নিজেদের যেটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তা-ই যথেষ্ট। যা আমাদের না হলেই নয়, তা হল: সরকারী কর্মচারীদের পরিবর্তন!—ভদ্রমহোদয়গণ! বাবুদের দিন হয়ে এসেছে। তারা আমাদের পথে আর বাগড়া দিতে পারবে না। কিন্তু সমস্ত দপ্তরে আমাদের নিজেদের লোক চাই; যারা কলকাঠি টিপবে তারা হবে আমাদেরই লোক—এমন সব লোক, যারা এসেছে ব্যবসায়ী ঘরাণা থেকে, যারা আমাদের কারবার বোঝে। হ্যাঁ, আমাদের যা দরকার, তা হল এই!"

পক্ককেশ, টাকধারী মালদার লোকগুলো খুশি হয়ে সায় দিল:

"ঠিক বলেছেন!"

আর তাদেরই মধ্যে একজন,—বাটা-দালাল বৃদ্ধ লোসেভ্‌, মুখটিপে একটু হেসে নম্রভাবে বলল:

"আলেক্সেই ইলিইচের মনটি আল্‌কাতরার মত। সবকিছু লেপ্‌টে যায় তাতে। আর, যেটুকু উনি জানেন, তা কাজে লাগান! আসুন, ওঁর স্বাস্থ্য পান করি।"

লোসেভ রোগা এবং বেঁটে; তার নাকটি ছুঁচলো এবং সে একচোখে কাণা।

গেলাসগুলো বেজে উঠলো ঠুনঠুন করে। প্রত্যেকের গেলাসের সংগে আলেক্সেই নিজের গেলাসটা বাড়িয়ে নিল। কোমোলোভের বৃষস্কন্ধে চাপড় মারবার জন্যে ছোট্ট হাতখানি বাড়িয়ে, বলল লোসেভ্‌:

"চৌকস্‌ লোকজনের আমদানি হচ্ছে আমাদের মধ্যে।"

গর্বিতভাবে জবাব দিল কোমোলোভ :

"কবে না ছিলেন তাঁরা? আমার বাবা যখন প্রথম কাজে নামেন, তাঁর ব্যবস্থা ছিল জাহাজ বোঝাই করা আর খালাস করা। কিন্তু ভেবে দেখুন, তিনি কতটা উন্নতি করেছিলেন।"

একটু হেসে বলল লোসেভ :

"শোনা যায়, আপনার বাবার বরাত খোলে একজন মালদার আরমেনিয়ানের গলা কাটার পর!"

কথাটা শুনেই কোমোলোভ হো হো করে হেসে উঠল। তারপর জবাব দিল :

"লোকজন মিথ্যে রটায়! তারা বেকুব, তাই বলে: 'কারো দু'পয়সা হয়েছে দেখলেই বুঝতে হবে, এটা তার পাপের পয়সা।' কুজ্‌মা আপনার নামেও কিছু কিছু কেচ্ছা শোনা যাচ্ছে এদিকে-ওদিকে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল লোসেভ্ :

"তা যাচ্চে! গুজব-কেচ্ছার ডানা আছে যে!"

পিওত্র আর্তামোনোভ তাদের কথাবার্তা শুনছিল, আর গলা খাঁকারি দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। ও খাবার খেল অনেক, কিন্তু মদ খেল কম। তাদের মধ্যে বসে, হতাশ হয়ে, ও ভাবছিল, ও যেন ভিন্-জাতের একটা জানোয়ার। ও জানত, তাদের সকলেই একদিন না একদিন ছিল চাষা। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা ডাকসাইটে দস্যুপনা ছিল, যেটা ওর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত;—এমন একটা কিছু যা মনে করিয়ে দিত ওর বাবার কথা। বাবা নিশ্চয়ই এদের সংগে কারবারও করতেন, আর ফূর্তিও লুটতেন; তারপর হয়তো মদ-মাগীর পেছনে টাকাও পোড়াতেন কাঠের কুচির মত।...হ্যাঁ, এইসব লোকের কাছে টাকা-পয়সা কাঠের কুচি না তো কী! পৃথিবীতে যা-কিছু এরা দেখত, এ ওর কাছ থেকে যা কিছু পেত, চাষাদের কাছ থেকে যা কিছু আসত,—সেগুলোকে চাঁচা-ছোলাই ছিল তাদের কাজ, তাদের সাধনা।

কিন্তু আলেক্সেই যেন এদের মত নয়। তাকে অপছন্দ করলেও পিওত্রের অনেক সময় মনে হত, ওর ভাইটি এই লোকগুলোর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি চতুর, এমন কি অনেক বেশি বিপজ্জনকও।

চীৎকার করে উত্তেজিতভাবে বলল আলেক্সেই:

"ভদ্রমহোদয়গণ! লক্ষ লক্ষ চাষা আছে আমাদের দেশে। তারা খাটেও বটে, আবার তারা খদ্দেরও বটে। এত চাষা আর কোথায় আছে বলুন? কোথাও নেই। বিদেশী-ফিদেশীদের দরকার নেই আমাদের। আমাদের বন্দোবস্ত আমরাই করে নিতে পারব!"

আধ্-মাতাল ব্যবসাদারগুলো চেঁচিয়ে সায় দিল:

"ঠিক বলেছেন!"

আলেক্সেই বলল: বিদেশী আমদানির ওপর একটা মোটা ট্যাক্সো বসানো উচিত, জমিদারদের কাছ থেকে জায়গাজমিগুলো কিনে নেওয়া দরকার। তাছাড়া, আলেক্সেই বোঝাল, বনেদী লোকজনের জন্যে যে আলাদা ব্যাংক-গুলো কাজ করছে, সেগুলো স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। শুনে মনে হত, আলেক্সেই সবকিছু জানত। আর, পিওত্র্ অবাক হয়ে লক্ষ্য করত যে এই লোকগুলো ওর ভায়ের সব কথাতেই সানন্দে সায় দিত। ভায়ের প্রতি ঈর্ষ্যা হত পিওত্রের, আর ভাবত:

"নিকিতা ঠিকই বলেছে। আলেক্সেই ভালই থাকে, কি করে বাঁচতে হয় ও জানে।"

আলেক্সেই-এর স্বাস্থ্য খারাপ ছিল সত্যি, কিন্তু সেও লাম্পট্য করতে ছাড়ত না। বহুদিন থেকেই স্থায়ীভাবে ওর একটা রক্ষিতা ছিল। স্ত্রীলোকটি মস্কোর; একদল মেয়ে নিয়ে সে মেলায় গাওনা করত। তার দেহটি ছিল বিপুল, চোখদুটো জল্‌জ্বলে এবং তার গলার আওয়াজটা ছিল মধুর মত মিষ্টি। লোকে বলত তার বয়স চল্লিশ, কিন্তু তার রাঙা-রাঙা গাল এবং দুধের সরের মত গায়ের চামড়াটা দেখে মনে হত তিরিশও হয় নি।

শেয়ালের মত ধারালো দাঁতগুলো বের করে বলত স্ত্রীলোকটি :

"আলিওশা, আমার বাজপাখি আলিওশা।"

স্ত্রীলোকটির বিশাল দেহ আলেক্সেইকে এমনভাবে ঢেকে ফেলত যে মনে হত যেন মায়ের আড়ালে ছা।

আলেক্সেই-এর রক্ষিতাটি জানত যে আলেক্সেই তার দলের মেয়েগুলোকে অপছন্দ করত না ; তাসত্ত্বেও আলেক্সেই-এর সংগে তার দহরম-মহরমটা অটুটই ছিল। পিওত্র্ লক্ষ্য করত, আলেক্সেই হরদম তার রক্ষিতাটির কাছে লোকজন বা বিষয়কর্ম সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চাইত। ব্যাপারটা দেখেশুনে অবাক হত পিওত্র্, আর ওর মনে পড়ে যেত ওর বাবা আর উলিয়ানা বাইমাকোভার কথা। ভায়ের জীবনের দিকে চেয়ে ভাবত সে :

"শয়তান কোথাকার!"

এমন কি আলেক্সেই-এর বদমায়শী বুদ্ধিটাও ছিল মৌলিক এবং অ-সাধারণ। মেইএর নামে একজন বিশালবপু জার্মাণ একটা শেখানো শূয়োরকে এনেছিল সার্কাসে। শূয়োরটির গায়ে লম্বা ফ্রককোট, মাথায় লম্বা রেশমের টুপি, পায়ে চকচকে চামড়ার জুতো। শূয়োরটা হাঁটছিল পিছনের পাদুটোতে ভর দিয়ে ; তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক একজন ব্যবসাদারের মত। দর্শকরা তো তাকে দেখে হেসেই খুন, এমন কি ব্যবসাদাররা পর্যন্ত ; কিন্তু মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল আলেক্সেই-এর। হাসা ত দূরের কথা, বন্ধুবান্ধবদের সে শিখিয়ে দিল শূয়োরটাকে গাপ করতে। আস্তাবলের চাকরটাকে ঘুষ দিয়ে শূয়োরটাকে চুরি করাল আলেক্সেই ; তারপর, বার্বাতেন্‌কোর ওস্তাদ রাঁধুনীকে দিয়ে তার মাংসটা রাঁধানো হল। আর, সেই মাংসের রকমারি রান্না ব্যবসাদাররা খেল পেট পূরে। পিওত্র্ পরে গুজব শুনেছিল, জার্মাণটা না কি দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। মেলায় আলেক্সেই-এর নতুন নতুন গুণের পরিচয় পেয়ে পিওত্রের মনে নানা আশংকা দেখা দিল।

"বড় ঘোড়েল লোক ও। বিবেক বলে ওর কিছু নেই। ও আমায় একদিন বেমালুম পথে বসাবে। টাকার লোভে নয়, স্রেফ মজা লোটবার জন্যে।"

মনে এই ভয় ঢুকতেই পিওত্র্ চাংগা হয়ে উঠল। আলেক্সেই মস্কোয় চলে যাওয়ায়, সে একাই ফিরে চলল বাড়ির দিকে। ত্রিওমোভের কাছাকাছি আসতে আসতে সেপ্টেম্বর হয়ে গেল।—আবহাওয়াটা ভিজে এবং বাতাস ছুটছিল শনশন করে। দুধারে পাইন গাছ, মধ্যে একফালি ভিজে মাটির রাস্তা। পাইন বনের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়বার সময় ঘোড়াগুলোর গলার ঘণ্টা বাজছিল টিং টিং করে এবং ওদের ক্ষুরের আওয়াজ হচ্ছিল সশব্দ চুম্বনের মত। সমস্ত আকাশটা ধূসর মেঘে ভর্তি—আর্তামোনোভের মনের অন্দরমহলের মতই বিষণ্ণ ও ধূসর। ওর মনে হচ্ছিল, অতি নিকট কোন প্রিয়জনকে ও যেন কবর দিয়ে ফিরে আসছে—প্রিয়জন কিন্তু যাকে নিয়ে ও ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল ভীষণ দুঃখ হল সেই প্রিয়জনের জন্যে, কিন্তু খুশিও হল তার সংগে ওর আর দেখা হবে না বলে, আর সে পিওত্র্ আর্তামোনোভকে জাহান্নমে ঠেলে দিতে পারবে না বলে।

মনে মনে বলল পিওত্র্: "আমার কাজ হল ব্যবসা, আর কিছু নয়। কাজই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, হ্যাঁ কাজই।"

তাই পিওত্র্ মনপ্রাণ সঁপে দিল কাজে। দেখতে দেখতে শরতের শেষদিন-গুলো কেটে গেল, আর মিশে গেল বিষণ্ণ চাঁদনী রাতগুলোতে।

শরতের আবছা-অন্ধকার ভোরগুলোয় ঘুম থেকে উঠেই পিওত্র্ শুনতে পায় কারখানার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। আধঘণ্টা পরেই সুরু হয় যন্ত্রের এলোমেলো হিসহিস আর ঘস্ঘস্ শব্দ।—একঘেয়ে ভোঁতা কোলাহলে পিওত্রের কানদুটো গম্‌গম্ করতে থাকে। সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত তিসির বোঝা খালি করার সময় মালগুদামগুলোতে চীৎকার করে কৃষাণ-কৃষাণীরা। ভাতারাকশার তীরে মোরোজোভদের পান্থনিবাস থেকে ভেসে আসে সুরামত্ত গান এবং সংগীতের তীক্ষ্ণ একতান। হাঁদার মত বাড়ির উঠানে ঘোরাফেরা করে স্পষ্টবক্তা তিখোন ভিয়ালোভ, ঝাঁটা কুড়ুল আর কোদাল নিয়ে;—কাজ করে চলে যন্ত্রের মত। ফিকে নীল পোষাক পরা ফিটফাট সেরাফিম আসে আর যায়। নাতালিয়াও

যন্ত্রের মত গৃহস্থালির কাজ করে চলে। মেলা থেকে পিওত্র্ যে মূল্যবান উপহারগুলো এনেছিল ওর জন্যে, সেগুলো পেয়ে খুব খুশি হয়েছে ও এবং আরও বেশি খুশি হয়েছে পিওত্রের নীরবতায় এবং অবিক্ষুব্ধ প্রশান্তিতে। কোথাও কোন ঠোক্কর নেই—কাজ হয়ে চলে অব্যাহতরূপে। কারখানা, কারখানার শ্রমিকমজুর এমন কি ঘোড়াগুলো পর্যন্ত দিনের পর দিন একই ভাবে খেটে চলে—কোন আলোড়ন নেই, কোন বিক্ষোভ নেই। আর এমনি করে বায়ুতাড়িত মেঘের মত দ্রুতবেগে ভেসে চলে মাসগুলো একের পর এক; বছর আসে, বছর যায়, আবার আসে আবার যায়।

ঘুরে ঘুরে কারখানার কাজকর্ম দেখাশুনা করবার সময় পিওত্রের মাথাটি বাঁকানো থাকে ষাঁড়ের মত। গ্রামের পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই ভয় পায় এবং যেখানেই যাক না কেন, পিওত্র্ একটি বিষয়ে সচেতন থাকে যে এই বিরাট কারবারে তার অস্তিত্বটা যে-কোন দর্শকের মতই প্রয়োজনাতিরিক্ত। তবু ইয়াকোভকে দেখে শান্তি পায় পিওত্র্। ইয়াকোভ ব্যবসা ত বোঝেই, তার ওপর ব্যবসার দিকে ওর ঝোঁকও আছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে পিওত্র্ যেন ইলিয়ার কথাটাও ভুলতে পারে। বড়ছেলের প্রতি ওর রাগটাও কমে আসে।

মনে মনে বলে: "পড়বি পড়্। তোকে না হলেও আমার চলবে, দিগগজ! কী বিদ্যের গরম দেখাস!"

ইয়াকোভ বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছে, গালদুটি গোলাপি, চোখদুটি সুন্দর। হাসবার সময় ওর চোখে সাবানের বুদ্বুদের মত হরেক রকমের রঙ ধরে। কাছ থেকে ওকে দেখায় অদ্ভুত একটা পায়রার মত; কিন্তু দূর থেকে দেখলে ওকে মনে হয় একজন জবরদস্তরকমের বিষয়ী লোক। কারখানার মেয়েগুলো ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে, একটু দাঁড়িয়ে ও যখন তাদের সংগে ফিসফিস করে, ওর চোখদুটি কামনাতুর দৃষ্টিতে মিটমিট করে ওঠে এবং গুনগুন করতে করতে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাবার সময় ওর যৌবন যেন ডেকে ওঠে

কোকিলের মত। পিওত্র্ মুচকি হাসে আর কান খুঁটতে খুঁটতে বলে মনে মনে :

"হতভাগা যদি একবার পাউলাকে দেখত!"

কাকার বাড়ি গেলেও ইয়াকোভ মিরণ ও মিরণের দোস্ত চঞ্চল, ঝোব্বাঝাব্বা গোরিৎস্‌ভেতোভের অশ্রান্ত তর্কে যোগ দিত না। এতে পিওত্র্ খুশি হত। মিরণকে দেখে মনেই হত না যে সে একজন কারবারীর ছেলে।—ছিমছাম গঠন, লম্বা নাকে চশমা। কাঁধের ওপর কী একটা মনোগ্রাম করা পিল্‌টির বোতাম-দেওয়া জামাটায় ওকে দেখাত একজন শান্তিরক্ষক ম্যাজিস্ট্রেটের মত। বসেই থাকুক আর চলেই বেড়াক, সবসময়ই ওর শিরদাঁড়াটা সৈনিকের মত খাড়া হয়ে থাকত। কথা বলত উদ্ধতভাবে, দাম্ভিকতা ওর হাড়ে হাড়ে। কথাগুলো ও বলত বুদ্ধিমানের মতই, কিন্তু তাসত্ত্বেও পিওত্র্ ওকে দেখতে পারত না।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কনুইদুটো তেবৃছা করে দাঁড়াত মিরণ। তারপর বিজ্ঞের মত বলত :

"ওসব কাব্যি রাখ, বন্ধু। যা বলছি শোন, বোকামি করার সময় নেই। ও ধরণের চিন্তা আসে দুর্বলতা থেকে, কি করে কি কাজ করতে হয়, তা না জানলে।"

আর্তামোনোভের মতে গোরিৎস্‌ভেতোভ পর্যন্ত বুদ্ধিমানের মত কথা বলত। গোরিৎস্‌ভেতোভ মানুষটি ছোটখাট। ওর কালোশার্টের ওপর পুরণো কোটটায় বোতাম তো দেওয়া থাকতই না, বরং ছিঁড়েখুঁড়ে নোংরাই হয়ে থাকত। ওর চোখদুটো দেখে মনে হত যেন কত রাত্তির ও ঘুমোয়নি। ওর মুখখানা ছুঁচলো এবং ব্রণতে ভর্তি। হাওয়ায় হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চীৎকার করে কথা বলা ছিল ওর অভ্যাস। কারোর কথায় কান না দিয়ে, মিরণকে ও ছোবল মারত :

"একদিন তোমার কারখানার বাঁশির হুকুমে হয়তো সূর্যও আকাশে উঠবে। তোমার যন্ত্রের হুকুমে অন্ধকার খালবিল আর বনবাদাড় থেকে ধোঁয়াটে দিনটাও

হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসবে। কিন্তু তারপর? মানুষকে নিয়ে তুমি করবে কী? মানুষগুলো যাবে কোথায়?”

ভ্রূজোড়া তুলে চশমাটাকে নাকের ওপর সিধে করে বসিয়ে বলত মিরণ:

“তোমাকে খুব কম করেও বিশবার বলেছি যে ওসব বোকামি, মানে ‘কাব্যি’। কথার মারপ্যাঁচে দুনিয়া চলে না বন্ধু, চলে কাজের মারপ্যাঁচে। জীবনটা কবিতা নয়, যুদ্ধক্ষেত্র।—কী যে আজেবাজে বক গোরিৎস্‌ভেতোভ, যার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই!”

তাদের কথাবার্তাগুলো শুনতে শুনতে পিওত্রের মনে হত, তাদের কথাগুলো যেন অন্ধকারের মধ্যে সাদা পায়রা। ভাবত আর্তামোনোভ:

“এই ভাবেই জীবন এগিয়ে চলে: নতুন পাখি, নতুন গান!”

পিওত্র্‌ শুধু আবছা ভাবে বুঝতে পারত তাদের তর্কের আসল বিষয়টি কী, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু বোঝা ওর সামর্থ্যের বাইরে ছিল। ইয়াকোভের দিকে চেয়ে ও খুশি হত, কারণ ছেলেটা সেই সময় তার ওপর-ঠোঁটের হাল্‌কা গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে ঠাট্টার হাসিটা চাপবার চেষ্টা করত।

ভাবত পিওত্র্‌: “ইলিয়া হলে কী বলত কে জানে।”

চীৎকার করে বলে যেত গোরিৎস্‌ভেতোভ:

“তোমরা যদি মানুষকে, জনসাধারণকে লোহার শেকলে বাঁধো, মানুষকে করে তোল যন্ত্রের গোলাম······”

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিত মিরণ:

“কী তুমি কেবল মানুষ মানুষ করছ? যাদের তুমি মানুষ বল, তারা হল কুঁড়ের বাদশা। তাদের বাঁচবার কোন আশা নেই যদি না তারা আজও বুঝতে পেরে থাকে যে শিল্পের প্রসারেই তাদের মরণ-বাঁচন।”

আর্তামোনোভ ভাবত: “এদের মধ্যে কে ঠিক, কার কথাটা ভাল?”

পিওত্র্‌ দুজনকেই দেখতে পারত না। ওর কাছে যেমন ওর ভাইপো তেমনি গোরিৎস্‌ভেতোভ। গোরিৎস্‌ভেতোভ্‌ কেমন যেন দুর্বল—ভীরু ত নিশ্চয়ই,

তাই অমন তর্জন গর্জন করত। খাবার সময় টেবিলের সর্বাগ্র আসনে ওর বসা চাইই। কাঁটাচামচগুলো এধার-ওধার করতে করতে ও অসম্ভব তাড়াতাড়ি খেত এবং মুখ পুড়ে গেলে কাশতে থাকত সমানে। আলেক্সেইএর মত ও ছিল স্ফূর্তিবাজ, এবং হিংসুটে। ওর লাল লাল চোখদুটোর কালো তারাদুটিতে ছিল অন্ধের দৃষ্টি। পিওত্রের সংগে দেখা হলে ও একটি কথাও বলত না। কেবল ওর কর্কশ হাতখানা উদ্ধতভাবে বাড়িয়ে দিয়েই ঝট্ করে টেনে নিত। সবশুদ্ধ মিলিয়ে ও ছিল একটা অপদার্থ এবং ও যে কী করে মিরণের বন্ধু হয়েছিল তা বোঝা এক কঠিন ব্যাপার ছিল।

খেতে খেতে ওল্‌গা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলত ওকে :

"খাও, স্তিওপা খাও, কথা বল না অত।"

মুরুব্বিয়ানার সুরে জবাব দিত গোরিৎস্‌ভেতোভ :

"খাব কি করে, যখন চোখের সামনে দেখছি, যতরাজ্যের অমত-কুমত ছড়ানো হচ্ছে ?"

আলেক্সেইকে চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে এদের তর্ক শুনতে দেখে পিওত্র্ খানিকটা অবাক হয়ে যেত। কখন কখন আলেক্সেই ওর নিজের ছেলের হয়ে দু'একটা কথা বলত :

"ঠিক মিরণ ঠিক। জোর যার মুল্লুক তার। আর জোর আছে শিল্পপতিদের মধ্যেই...... "

খাওয়াদাওয়ার সময় ওল্‌গা কোন কথা না বলে জানলার ধারে বসে একমনে অবিরাম সেলাই করে যেত, ফুল বুনত—হরেকরঙের উজ্জ্বল পুঁতি বসিয়ে বসিয়ে। আজকাল ওর চোখের আশেপাশে রেখা পড়ে গিয়েছিল এবং ভারি চশমার বোঝায় একটা লাল দাগ হয়ে গিয়েছিল ওর নাকের ওপর। নিজের বাড়ির চেয়ে পিওত্র্ ভায়ের বাড়িতেই বেশি আরাম পেত। কেমন যেন ভাল লাগত, তাছাড়া বেশ সরেস মদও পাওয়া যেত এখানে।

বাড়ি যেতে যেতে পিওত্র্ জিজ্ঞাসা করত ইয়াকোভকে :

"হ্যাঁরে, ওদের বাক-বিতণ্ডার কিছু বুঝলি ?"

"হ্যাঁ"—ইয়াকোভ সংক্ষেপে জবাব দিত।

নিজের অজ্ঞতাটাকে ঢাকবার জন্যে পিওত্র্ আবার জিজ্ঞাসা করত ছেলেকে :

"বল দিকিন্, কী নিয়ে ?"

সবসময়ই ইয়াকোভের জবাবটা হত অনিচ্ছু এবং সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু বোঝা যেত। বলত ইয়াকোভ :

"মিরণের মত হল রাশিয়া ইউরোপের সংগে সমান তালে পা ফেলে চলবে। ওখানে যেমন যন্তরপাতির উন্নতি হয়েছে, রাশিয়ায়ও তাই হওয়া উচিত। কিন্তু গোরিৎস্‌ভেতোভের মতটা হল উল্‌টো। ও বলে : 'না, রাশিয়া তার নিজের পথেই চলবে'।"

এই সময় পিওত্র্ ছেলের কাছে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার লোভ সংবরণ করতে পারত না :

"বিদেশীরা যদি সত্যিসত্যিই আমাদের চেয়ে বেশি উন্নতি করে থাকত, তাহলে তারা আমাদের দেশে ঢুঁ মারতে আসত না।"

কিন্তু এটাও আলেক্সেইএর কথা। নিজের কোন কথা কিছুতেই আসত না পিওত্রের মুখে। তাই ও ভ্রূকুটি করত হতাশ হয়ে। ওর বিরক্তি আরও বেড়ে যেত ইয়াকোভের এই কথাগুলো শুনে :

"এসব তর্কাতর্কি খেয়োখেয়ি কিংবা বুদ্ধির বড়াই না করেও আমরা ভাল-ভাবে বাঁচতে পারতাম !"

বিড়বিড় করে বলত আর্তামোনোভ : "হয়তো তা পারতাম।"

ছোটখাটো তিরস্কার, অবজ্ঞা এবং বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে পিওত্র্, ওকে কেন ক্রমেই একপাশে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে ও সবকিছুই দেখবে দর্শকের মত, সবকিছুই ভাববে দর্শকের মত। পিওত্র্ অনুভব

করে ওর চারপাশে পৃথিবীটা দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, নতুন একটা অশান্তি সর্বদিকে ছটফট করছে কথায় এবং কাজে; বুঝতে পারে না পিওত্র, এ-পরিবর্তন, এ-চঞ্চলতা কেন!

একদিন ওল্‌গা চা খেতে খেতে বলল:

"যখন বুঝবেন আপনি তৃপ্ত, আর কিছুই চাইবার নেই, তখনই বুঝবেন সত্যকে পেয়েছেন।"

পিওত্র্ সায় দিল: "ঠিক বলেছ!"

কিন্তু মিরণের চশমার কাঁচদুখানা মায়ের মুখের ওপর ঝল্‌সে উঠল। বলল সে:

"না, তা সত্যি নয়। এটা মৃত্যু। সত্যকে খুঁজে পাবে কাজে।"

একতাড়া কাগজ নিয়ে বেরিয়ে গেল মিরণ। বেরিয়ে যেতেই পিওত্র্ বলল ওল্‌গাকে:

"তোমার ছেলে বাপু তোমার সংগে ভাল ব্যাভার করে না।"

"মোটেই তা নয়।"

"চোখের ওপর দেখছি, তবু বলবে ন?"

"না, তা নয়। ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান; তাছাড়া আমি তো লেখাপড়া শিখিনি ভাল করে। বোকার মত এটা-ওটা বলে ফেলি যখন তখন! আমাদের ছেলেপুলেরা আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।"

আর্তামোনোভ একথা বিশ্বাস করল না। বলল মুচকি হেসে:

"তা ঠিক, বোকার মত কথা বলা তোমার স্বভাব। তবে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানতেন শুনতেন। তাঁরা বলতেন, ছেলেরা বাপমাকে যদি একটা দুঃখু দেয়, মেয়েরা দেয় দুটো—বুঝলে?"

ছেলেমেয়েরা বাপমায়ের চেয়ে কী করে যে বেশি বুদ্ধিমান হবে তা বুঝতে পারল না পিওত্র্। তাই ওল্‌গার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হল সে। অবশ্য ওল্‌গা হয়ত ঠেস দিয়ে ইলিয়ার কথাটাই বলতে চেয়েছিল। পিওত্র্ জানত

যে আলেক্সেই ইলিয়াকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করত, এবং মিরণ ওকে চিঠিপত্র দিত ; কিন্তু ও নিজে কখনও ছেলে কোথায় আছে বা কেমন আছে তার কোন খোঁজ নেয় নি। পিওত্র্ তেমন দুর্বল বাপই নয়! ওল্‌গা বুঝত একথা ; তাই কথায় কথায় কৌশলে পিওত্রকে ইলিয়ার দুএকটা খবর দিত। ওল্‌গার কাছ থেকেই পিওত্র্ জানতে পেরেছিল যে ইলিয়া কোন কারণে আর্চ্যাঞ্জেলে বাস করছিল এবং তারপর দেশের বাইরে।

পিওত্র্ বলত মনে মনে: "থাকো, যেখানে খুশি থাকো। সময় হলেই বুঝবে'খন কত বড় বোকামি করেছ।"

কিন্তু মাঝে মাঝে ও ইলিয়ার গোঁয়ারতমির কথা চিন্তা করে অবাক না হয়ে পারত না। সবাই কেমন নিজের নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু ও হতভাগা করছে কী?

আলেক্সেইএর বাড়িতে ভেরা পোপোভা এবং তার মেয়ের সংগে পিওত্রের প্রায়ই সাক্ষাৎ হত। ভেরা আগে যেমন সুন্দরী ছিল এখনো তেমনি। সেই বিষণ্ণ প্রশান্তি, সেই চিরদিনের নির্লিপ্তভাব! পিওত্রের সংগে ভেরা বিশেষ কথা বলত না। বললেও সেইসব কথা বলত, যা পিওত্র্ শোনাত নিজের ছেলে ইলিয়াকে, যখন বুঝত যে ছেলেকে কোনরকমে আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে। পোপোভার সামনে পিওত্র্ কেমন যেন জড়সড়ো হয়ে যেত লজ্জায়। নিশ্চিন্ত মুহূর্তগুলোয়, যখন ভেরার চেহারাটি ভেসে উঠত ওর কল্পনায়, ও শুধু অনুভব করত একটি বিস্ময়—আর কিছু নয়। ভাবত: এই একটা মানুষ, যাকে ও ভালবাসত, যার চিন্তায় ভরে থাকত ওর মন, তবু বুঝতে পারত না কেন ও তাকে চাইত; আর, তার সংগে কথা বলা মানেই তো ছিল একটা পাষাণ-মূর্তির সংগে কথা বলা!—

পরিবর্তনের মহাচক্র ঘুরে চলেছিল বেশ জোরেই। এমন কি শ্রমিকরা পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল খেয়ালী, খিটখিটে এবং রুগ্ন। ওদের বউঝিগুলো পর্যন্ত দিনদিন হয়ে উঠছিল কুঁদুলী। বস্তিটায় এখন ঝগড়া, অশান্তি লেগেই

থাকত ; বিশেষ করে সন্ধ্যায় এবং রাত্রে মনে হত, সমস্ত জায়গাটা জুড়ে যেন নেকড়ের গর্জন সুরু হয়েছে, যেন রাস্তাটার বালি পর্যন্ত ক্রোধে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

শ্রমিকদের মধ্যে একটা নতুন চাঞ্চল্য, একটা ক্রমবর্ধমান ভবঘুরেমি দেখা যেতে লাগল। কথা নেই বার্তা নেই ছোকরা-শ্রমিকগুলো এসে বলে বসত :

"মাইনেটা মিটিয়ে দিন, চলে যাই।"

"কোথায় চল্‌লি ?" জিজ্ঞাসা করত পিওত্র্‌।

"এই, অন্য জায়গায় কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে।"

পিওত্র্‌ বারেবার জিজ্ঞাসা করত আলেক্সেইকে : "হল কি ? এরা ক্ষেপে গেল না কি ?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শেয়ালের মত হেসে বলত আলেক্সেই : সর্বত্রই শ্রমিকদের মধ্যে এই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে।

"এখানে তবু তো কম ; কিন্তু যদি সেণ্ট পীটার্সবুর্গের কথা ধর……। আমাদের যা দরকার তা হল সরকারী কর্মচারীদের পরিবর্তন। আলাদা কর্মচারী, আলাদা মন্ত্রী।" বলেই আলেক্সেই এমন অবিবেচকের মত হাস্যকর কথাবার্তা আরম্ভ করত যে পিওত্র্‌ ভাইকে না ধমকেই পারত না :

"এসব বাজে কথা ! বাবুরাই চায় জারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে। এতে তাদেরই লাভ, কারণ তারা দিনকের দিন গরীব হয়ে যাচ্ছে। আমরা ক্ষমতা চাই না। ক্ষমতার রশি আমাদের হাতে না থাকলেও যে আমরা দু'পয়সা করছি, এটা ঠিক ত ? উচ্ছব-মচ্ছবের দিনেও বাবা আলকাতরা-মাখা জুতো পরে ঘুরতেন, কিন্তু তুই তো চক্‌চকে বিদেশী জুতো পায়ে দিয়ে মচ মচ্‌ করে ঘুরছিস, রেশমী টাই ঝুলিয়ে এখানে ওখানে যাচ্ছিস্‌।…… শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ না করে আমাদের যা করা উচিত, তা হল জারের জন্যে ভালভাবে কাজ করা। জার হলেন কল্পতরু। সোনা-দানা যা আসছে তা তো তাঁরই দৌলতে।"

মুচকি হাসতে হাসতে কথাগুলো শুনত আলেক্সেই। ভাইকে হাসতে দেখে পিওত্র্ রেগে টং হয়ে যেত। ভাবত: হাসিটা যেন আজকালকার ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু, বৃদ্ধ ছুতোর সেরাফিমের মত কে-ই বা অমন করে হাসতে পারত, কে-ই বা অমন করে হাসাতে পারত?

আমুদে সেরাফিমের বড়রকমের দোস্ত হয়ে উঠেছিল আর্তামোনোভ। মাঝে মাঝে উৎকট ক্লান্তিতে যখন ওর দেহ-মন ভেঙে পড়ত, তখন আর্তামোনোভের প্রচণ্ড ইচ্ছা হত মদ খেতে। ভায়ের বাড়িতে মাতাল হতে লজ্জা করত তার। সবসময়ই অচেনা লোকজন যাওয়া আসা করত আলেক্সেইএর বাড়িতে। বিশেষ করে সে চাইত না ভেরা পোপোভার সামনে সে মাতলামি করে ফেলুক। বাড়িতে মাতাল হলে নাতালিয়া কিছুই বলত না তাকে; শুধু বিষণ্ণভাবে মাথাটি নুইয়ে থাকত। এই নীরব অবজ্ঞা সহ্য করতে পারত না পিওত্র। ও চাইত নাতালিয়া তাকে তিরস্কার করুক, যাতে সেও স্ত্রীকে পাল্টা তিরস্কার করতে পারে। নাতালিয়াকে দেখে ওর রাগ হত না, করুণা হত। আর, পিওত্র্ সোজাসুজি এসে হাজির হত সেরাফিমের কাছে।

"মদ চাই, সেরাফিম। হবে একটু-আধটু?"

"হবে বৈ কি!"—আমুদে ছুতোরটি জবাব দিত। তারপর বলত:

"এতো স্বাভাবিক—গরমকালের রোদ্দুরের মত! খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছেন, একটু চাঙ্গা হয়ে নিন। আপনার কারবার তো আর এতটুকু নয়? বলতে গেলে, এক পেল্লাই ব্যাপার।"

মনিবের জন্যে সেরাফিম অদ্ভুত অদ্ভুত মদ তৈরি রাখে। সেটা তৈরি করবার সময় ও ঘরের ঘোপ-ঘাপ থেকে রঙবেরঙের বোতল বার করে এনে গর্ব করে বলে:

"এ-মদ কে বের করেছে জানেন?—আমি। আর, একটা পুরুতের বিধবা আমায় তৈরি করে দেয় এই মাল। বড় জবর মেয়েমানুষ এই বিধবাটি। চেখে দেখুন মদটা। তাজা বার্চের কুঁড়ির খসবু পাবেন এতে। কেমন, ভাল?"

টেবিলের ধারে বসে ওর নিজের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলে চলে সেরাফিম :

"হ্যাঁ, পুরুতের বউ, সে পুরুতের বউই বটে। হতভাগীর কপাল বড় খারাপ! যে-নাগরই সে পাকড়াক, শেষটায় দেখা যায় সে চোর। আর, নাগর বিনে সে বাঁচতেই পারে না, এত গরম তার রক্ত।"

কী যেন স্মরণ করতে করতে বলে আর্তামোনোভ : "ওইরকম একটা মেয়েমানুষ দেখেছিলাম মেলায়।"

ঝট্‌ করে সায় দেয় সেরাফিম :

"ওখানে দেখবেন না তো দেখবেন কোথায়? দুনিয়ার যত সেরা চীজ জমা হয় ওখানেই। আমি কি আর না জানি!"

সেরাফিম জানে না এমন কিছু নেই পৃথিবীতে। কারখানার কর্মচারী, শ্রমিক-মজুরদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে ও মজার মজার গল্প শোনায়। কিন্তু সবায়ের জন্যেই ওর সমান দরদ। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে বলে :

"রাক্ষুসীটা সংসারী হয়েছে। ঘর করছে তালার মিস্তিরি সেদোভের সংগে। আছে ভালই! বুঝলেন, যতই উড়ে বেড়ান না কেন, থিতু হবার জন্যে একটা আস্তানা চাইই চাই।"

সেরাফিমের ছোট্ট পরিষ্কার ঘরখানা বেশ সুন্দর। কাঠের কুচির গন্ধটা বেশ মিষ্টি। গোটা ঘরখানা ভর্তি আবছা উষ্ণ অন্ধকারে। দেয়ালে-আটকানো একটা টিনের লণ্ঠনে সে অন্ধকারের আমেজ নষ্ট হয় নি।

মদ খেলেই আর্তামোনোভ মানুষ এবং মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে থাকে; কিন্তু সেরাফিম ওকে সান্ত্বনা দেয় :

"ও কিছু না, মন খারাপ করবেন না। যা হচ্ছে, ভালর জন্যেই! মানুষ এগিয়ে চলেছে, ব্যাপারটা হল এই! এতদিন শুয়ে-বসে ছিল, বসে বসে জাবর কাটছিল; এখন জেগে উঠেছে, তাই দৌড়ভুতে পেয়েছে! আর পাবেই না

না কেন? ঘাবড়াবেন না। মানুষের ওপর বিশ্বাসটা বহাল রাখুন। আপনি নিজেকে বিশ্বাস করেন, করেন না কি?"

পিওত্র্ ভাবতে থাকে, ও নিজেকে বিশ্বাস করে কি না। আর সেরাফিম সেইসময় সান্ত্বনার সুরে বলে চলে:

"কে ভাল কে মন্দ এসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না। করে লাভ কি? কাল যা ভাল ছিল, আজ তাই মন্দ হয়ে যেতে পারে। ভালমন্দ আমি সবই দেখেছি পিওত্র্ ইলিইচ্। দেখেছি অনেক! মাঝে মাঝে বলতাম: 'এই যে, এইটা ভাল!' কিন্তু তারপর সেই ভাল-র আর পাত্তা পেতাম না। আমি যেখানে, ঠিক সেখানেই, কিন্তু তার পাত্তা নেই। উড়ে গেছে। ঝড়ে ধূলোর মত। কিন্তু আমি যেখানে, ঠিক সেখানেই। তবে আমি আর কতটুকু বলুন? একটা মশা বৈ তো নয়! এত ছোট যে, ভিড়ে আমায় দেখাই যাবে না। কিন্তু আপনি……"

অর্থপূর্ণ ভাবে একটি আঙুল তুলে সেরাফিম নীরব হয়ে যায়।

সেরাফিমের কথা শুনে আর্তামোনোভ সান্ত্বনাও পায়, আমোদও পায়। কিন্তু সংগে সংগে এটাও বুঝতে পারে যে সেরাফিম কোন একটা খেলা খেলছে এবং মিথ্যাকথাও বলছে প্রচুর; কারণ ও যা বলছে তা ও নিজেই বিশ্বাস করে না; নেহাৎ সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে পেশাদার সান্ত্বনাদাতার মত। মনে মনে বলে পিওত্র্: "বুড়োর হাড়ে হাড়ে ভেল্‌কি! নিকিতা কিন্তু এ-খেলা খেলতে পারত না।"

সংগে সংগে ও ভাবতে চেষ্টা করে কত লোক ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে: মেলার নির্লজ্জা বেশ্যাগুলো, যাদুকর, গাইয়ে, নাচিয়ে, সার্কাসের ভাঁড় এবং সেই 'মানুষের বন্ধু' কালো কোট-পরা স্তিওপা। আলেক্সেইএর সংগেও এদের কিছু কিছু মিল আছে কিন্তু তিখোন ভিয়ালোভ বা পাউলা মেনোত্তি যেন আলাদা মানুষ!

আধ-মাতাল অবস্থায় পিওত্র্ বলল সেরাফিমকে:

"স্রেফ মিছেকথা বলছ, বুড়ো!"

কিন্তু সেরাফিম নিজের হাড়-বের-করা হাঁটুগুলোতে চাপড় দিয়ে বলল গম্ভীরভাবে :

"আলবৎ না। সত্যি কী তা-ই যদি না জানি, তাহলে মিছেকথা বলব কি করে? এই খোলাখুলি বলছি আপনাকে, সত্যি কী তা আমি জানি না। তবে বলুন মিছেকথা আমি কি করে বলতে পারি?"

"তাহলে চুপ কর।"

"কিন্তু আমি কি বোবা-কালা?"

সেরাফিমের ছোট্ট গোলাপি মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে :

"দেখতে দেখতে তো জীবনটাকে খতম করে আনলাম। সত্যি কথাটা না জানলেও আমার চলে যাবে। এসব কাজ ছোকরাদের। ওরাই খুঁজে বের করবে সত্যি কী। সেইজন্যেই চোখে ওদের চশ্‌মা। দেখেন না, মিরণ আলেক্সেইএভিচ্ কেমন চশ্‌মা পরে ঘুরঘুর করে! দেখে মনে হয়, তার আর জানতে কিছু বাকি নেই—লোকজন থেকে আরম্ভ করে দুনিয়ার সব বেত্তান্ত!"

সেরাফিম যে মিরণকে পছন্দ করে না—এ কথাটা শুনে আর্তামোনোভ খুশি হল। তারপর যখন, মিরণ সম্বন্ধে ও একটা গান ধরল তারের যন্ত্রটায় সুর দিয়ে, আর্তামোনোভ তখন হেসে রীতিমত গড়াগড়ি দিতে লাগল :

"ঠক্‌ঠকিয়ে কাঠ ঠোক্‌রা তাঁতঘরেতে ঘোরে
শিঙের মত নাকের ওপর চশ্‌মাখানা ধরে;
ভাবখানা তার সবাই যেন ছোট্ট খোকা-খুকু—
কারখানাতে সে-ই কেবল একটি সেয়ান-ঘুঘু।"

আর্তামোনোভ চেঁচিয়ে বলল : "ঠিক, ঠিক, আলবৎ ঠিক!"

মাতাল ছুতোরটা বাজনার সংগে পা ঠুকে ঠুকে তাল দিতে দিতে গাইল আবার :

"ঠুকুস্ ঠুকুস্ ঠুক্‌রিয়ে যায় পক্ষীশাবক যে—
বাজপাখি নয় বাজপাখি নয়, চিলপাখি নয় সে;

তবে, তবে কে ?

পরম প্রভুর প্রীত্-পেয়ারের আলেক্সেই, সে।"

আর্তামোনোভ এতেও খুশি হল। তারপর সেরাফিম ইয়াকোভ সম্বন্ধে একটা নির্লজ্জ গান ধরল :

"এত কষে ইয়াশা চেপে ধরে ছুঁড়ীদের—
নাক ছাড়া আর কিছু দেখে না সে বাইরের।"

এইভাবে তারা ফূর্তি চালাত সারারাত। মাঝে মাঝে ভোরও হয়ে যেত। তখন তিখোন ভিয়ালোভ দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিত তার মনিবকে এবং বলত নির্লিপ্তস্বরে :

"বাড়ি যাবার সময় হল যে! এখুনি কারখানার বাঁশি বাজবে। মজুরগুলো যদি আপনাকে এই অবস্থায় দেখে, তাহলে খুব ভাল হবে কি ?"

গর্জন করে উঠত আর্তামোনোভ : "কিসের কি ভাল হবে? এখানকার মনিব কে ?—আমি।"

যাই হক তিখোনের কথা না শুনে পারত না আর্তামোনোভ। বাড়ির দিকে রওয়ানা হত টলতে টলতে। কখনকখন ঘুমোত সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর আবার রাত্তিরে আসত সেরাফিমের কাছে।

কিন্তু একদিন আমুদে সেরাফিম মারা গেল কাজ করতে করতে। সেখানে যে-ডাক্তারটি লোকজনের চিকিৎসা করত, তার একজন একচোখো সহকারী ছিল। সেই সহকারীর ছেলেটি জলে ডুবে যাওয়ায়, সেরাফিম বানাচ্ছিল তার শবাধার। এমন সময় সে মেঝেতে পড়ল আর মারা গেল। আর্তামোনোভ ঠিক করল, সেরাফিমের কফিনের সংগে সংগে গোরস্থান পর্যন্ত যাবে। গিয়ে দেখল কারখানার শ্রমিকে ভর্তি হয়ে গেছে গির্জেটা। লালচুলওয়ালা পাদ্রি আলেক্সাণ্ডার্ সেদিনের প্রার্থনা পরিচালনা করল গম্ভীরভাবে। গ্লেবের জায়গায় এসেছিল ও। গ্লেব হঠাৎ সহর ছেড়ে কোথায় যে চলে গিয়েছিল তা কেউ জানত না। গ্রেকোভের পরিচালনায় শোকসংগীত গাওয়া হল

সুন্দরভাবে। গ্রেকোভ পড়াত কারখানার ইস্কুলে। তার চেহারাটা ছিল মোটাসোটা হুলো বেড়ালের মত। ভিড়ের মধ্যে ছেলেছোকরা ছিল অনেক।

গির্জে-ভর্তি লোকজন দেখে মনে মনে বলল পিওত্র্‌:

"আজ রবিবার, তাই এত ভিড়…।"

হাল্‌কা শবাধারটিকে বয়ে নিয়ে চলল তারাই, তাঁতীদের মধ্যে যারা ছিল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী। শ্রমিকদের মধ্যে যারা একটু রাশভারি, তারা চলল পিছনে পিছনে। শবাধারের ঠিক পিছনে ছিল জিনাইদা—চোখে জল নেই কিন্তু মুখখানি ভ্রূকুটিতে কাঁদোকাঁদো। গায়ে ওর জমকালো একটা রঙীন ব্লাউজ যা আজকের মত শোকের দিনে শোভা পায় না। তার ঠিক পাশেই চলেছিল তালার মিস্ত্রি সেদোভ—পরিষ্কার পোষাক পরে। সেদোভের কাঁধদুখানা বেশ চওড়া। তিখোন ভিয়ালোভ চলেছিল পিছনে পিছনে, বালির ওপর ভারী পাদুটো ঠুকতে ঠুকতে। প্রাণখোলা রোদ্দুরে গায়করাও প্রাণ খুলে গান গাইছিল—সুরে সুরে তালে তালে। সবচেয়ে মজার কথা এই যে সেদিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শোকের চিহ্ন ছিল অত্যন্ত কম।

কপালের ঘাম মুছে বলল আর্তামোনোভ: "লোকজন হয়েছে বেশ।"

চুপচাপ নিজের পায়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তিখোন। একটু ভেবে বলল:

"লোকটা সবাইকে মাতিয়ে রাখত, সুড়সুড়ি দিত গানের পালক দিয়ে। ব্যারেল অর্গ্যানের হাতল ঘোরালেই যেমন সুর বেরোয়, সেরাফিমও তেমনি গান গাইত।" এই বলে, হাতল ঘোরাবার মত করে হাতখানা একবার ঘুরিয়ে নিল তিখোন।

'ওইরকম একটা বাজনা হাতে নিয়ে একজন বুড়োলোক ঘুরে বেড়াত, আর তার বাজনার সংগে সংগে একটা বাচ্চা মেয়ে গান গাইত। শান্তি দেনে-ওয়ালা!"

মনিবের দিকে তাচ্ছিল্যভরে চেয়ে বলল তিখোন :

"সেরাফিম লোকজনের মাথা ঘুরিয়ে দিত। কারু মনে আঘাত দিত না সে, তবে ঠিকভাবে সে জীবনও কাটায় নি।"

ভেংচি কেটে উঠল আর্তামোনোভ :

"ঠিক, ভুল! তোর মুখে এ ছাড়া কি আর কোন কথা নেই? তুলুন্ যেমন তার খুঁটিতে বাঁধা থাকত, তুইও তেমনি বাঁধা আছিস তোর কতকগুলো মতের খুঁটিতে। দেখিস, তুইও যেন শেষটায় তুলুনের মত পাগ্‌লা না বনে যাস!"

বলেই পিওত্র্ তাড়াতাড়ি তিখোনের দিকে পিছন ফিরে, পা চালাল বাড়ির দিকে।

বেলা তখনও এমন কিছু বেশি হয় নি, দুপুরও গড়ায় নি, কিন্তু পথের বালি এবং আকাশবাতাস ক্রমেই গরম হয়ে উঠছিল। সন্ধ্যার দিকে সাদা সাদা মেঘের পাহাড়গুলো ভেসে চলল পূর্ব-দিগন্তের ওপর দিয়ে, গরমটা হল আরও অসহ্য। বাগানে একটু পায়চারি করে আর্তামোনোভ উঠানের দরজার কাছাকাছি গিয়ে দেখল, দরজার কব্জাগুলোয় আল্‌কাতরা মাখাচ্ছে তিখোন। বৃষ্টিবাদলাতে কব্জাগুলোয় মরচে পড়ে গিয়েছিল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দের আর সীমা ছিল না। বেঞ্চিতে বসে পড়ে অলসভাবে জিজ্ঞাসা করল আর্তামোনোভ :

"রবিবারে আবার কাজ কেন?"

এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিখোন মনিবের দিকে চাইল আড়চোখে। তারপর বলল গম্ভীরভাবে :

"সেরাফিম লোকটা খারাপ ছিল।"

"খারাপের কি দেখলি তার মধ্যে?"

তিখোন উত্তর দিল। শুনে পিওত্রের মনে হল, ওর কথাগুলো যেন গুবরে পোকার মত হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে :

"সেরাফিম ভুলতে পারত না কিছুই। মনে রাখবার ক্ষ্যামতাটাও ছিল ওর খুব। যা দেখত তাই ওর নজরে আটকে যেত। কিন্তু দেখবার কী

আছে—যত নোংরামি, কুঁড়েমি আর মানুষের দেমাক্ তো! এই সব কথাই সে বলে বেড়াত সকলকে। আর তাইতেই লোকজনের মধ্যে যত খুঁৎখুঁতুনি, চনমনে-ভাবটা দেখা যেতে সুরু করল।"

বুরুশটাকে তখনও কব্জাগুলোয় চালাতে চালাতে তিখোন বলতে লাগল খিটখিটে মেজাজে :

"লোকজনের মাথা থেকে স্মৃতিটা উপড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। যত নষ্টের গোড়া হল এই স্মৃতি। ব্যাপারটা হওয়া উচিত এই রকম : একপুরুষ বাঁচল, মরল। তারই সংগে খতম হয়ে যাক সে-পুরুষের যত বোকামি আর নোংরামি। আর এক পুরুষ আসুক। গত পুরুষের মন্দটা সে আর কেন মনে রাখবে? রাখা উচিত নয়। সে মনে রাখবে শুধু ভাল-টা। আমার কথা ধরুন,—আমিও আমার স্মৃতিগুলো নিয়ে ছটফট করি। বুড়ো হয়েছি। শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি পাব কোথায়? শান্তি আছে ভুলে-যাওয়ার মধ্যে।"

তিখোন এর আগে একসংগে এতকথা বোধ হয় আর কখনও বলে নি কিংবা এর আগে এত অস্থির হয়ে পড়তেও ওকে কেউ দেখেনি। ওর আজকের কথাগুলোয় ঝাঁঝ যেমন বেশি, কথাগুলো তেঁতোও ঠিক তেমনি। ওর জটপাকানো দাড়ি, কুঞ্চিত পাথুরে কপাল এবং বুদ্ধি-দীপ্ত গলা-গলা চোখগুলোর দিকে চেয়ে আর্তামোনোভ ভাবল, দিনের পর দিন তিখোনের চেহারাটা যেন ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠছে। ওর সারা মুখে পড়েছে বলি-রেখা, মাটির ওপর লাঙলের ফালার মত। গালের উঁচুউঁচু হাড়ওয়ালা মুখখানা হয়ে গেছে পিউমিস্-পাথরের মতই ধূসর, চামড়া গেছে শুকিয়ে এবং নাকটা হয়ে গেছে স্পঞ্জের মত।

খুশি হয়ে আর্তামোনোভ মনে মনে বলল :

"হতভাগাটা বুড়িয়ে গেছে একেবারে। ভীমরতি ধরেছে তার ওপর। ওকে দিয়ে আর কাজ করানো চলবে না। এবার ওকে বক্‌শিস দিয়ে বিদেয় করব।"

এক হাতে বুরুশ এবং অন্য হাতে আলকাতরার বালতি নিয়ে তিখোন সরে এল আর্তামোনোভের কাছে। এসে, কাঁচা গোমাংসের মত দগ্‌দগে লাল কারখানা-বাড়িগুলোর দিকে বুরুশটা উঁচিয়ে, বলল বিড়বিড় করে:

"আপনার কারবার সম্বন্ধে ওখানকার লোকজন কী বলে জানেন?—ওই ফুলবাবু সেদোভ, একচোখো মোরোজোভ, তারপর তার ওই ভাইটা জাখার, এমন কি জিনাইদাও খোলাখুলি বলে যে, যে-কারবার দাঁড়িয়েছে অপরের খাটুনিতে—সে-কারবার খারাপ, সে-কারবারকে গোল্লায় দেওয়া উচিত…।"

ঠাট্টার স্বরে বলল আর্তামোনোভ: "শোনাচ্ছে তোরই কথার মত।"

অস্বীকৃতিতে মাথাটা নেড়ে জবাব দিল তিখোন:

"আমার? না, আমার কথার মতন নয়। এসব উড়োভাবনার মধ্যে আমি নেই। আমি বলি কি,—যে যার কাজ করে যাও, তাতে কোন ক্ষেতিও হবে না, গণ্ডগোলও বাধবে না। কিন্তু ওরা বলে: 'যা করেছি সব আমরাই, তাই মনিবও আমরা!' তবে একটু ভেবে দেখুন পিওত্র্ ইলিইচ্, ওদের কথাটা মিথ্যে নয়। সবই ত হয়েছে ওদের খাটুনিতে; আপনাকে জুতে দেওয়া হয়েছিল কারবারের সংগে, আর আপনি সেটাকে গর্ত থেকে টেনে তুলে বড়রাস্তায় এনেছেন। আর এখন…."

রাশভারি লোকের মত গলা খাঁকারি দিল আর্তামোনোভ। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে হাতদুটো গুঁজে দিল ট্রাউজারের পকেটে। মাঝে মাঝে কথা হাতড়াতে হলেও, দৃঢ়সংকল্পের স্বরে বলল আর্তামোনোভ তিখোনের মাথার ওপর মেঘগুলোর দিকে চেয়ে:

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই, বুঝলাম।…আমার এখানে তোর অনেকগুলো বছরই তো কাটল। কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে পড়েছিস, তাই…তোর কষ্ট হয় …."

কিন্তু মনিবের কথায় তিখোনের কান ছিল না এতটুকু। সে বলল আপন মনে: "আর সেরাফিমও এইসব কথায় উৎসাহ দিত।"

"থাম্! এবার তোর জিরেন নেবার সময় হয়েছে।"

"খালি আমার কেন? সবায়েরই তো জিরেন নেবার সময় হয়েছে। হয়েছেই তো।"

"বাজে বকিস নি! তোর সংগে পাল্লা দেওয়া যেন দায়......"

আর্তামোনোভ জবাব দিল তিখোনকে; কিন্তু তিখোন এতটুকুও অবাক হল না। বলল শান্তভাবে বিড়বিড় করে:

"আচ্ছা তাহলে......"

"অবিশ্যি আমি তোকে ভাল বকৃশিস দেব একটা", তিখোনের নির্বিকার ভাবটায় অবাক হয়ে কথা দিল আর্তামোনোভ। তিখোন নীরব। ও একমনে ওর ছাতাধরা জুতোয় আলকাতরা মাখাচ্ছিল।

তারপর আর্তামোনোভ বলল দৃঢ়স্বরে: "তাহলে এই শেষ!"

সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিল তিখোন: "আচ্ছা।"

তিখোনের অসহ্য নীরবতায় বিরক্ত হয়ে উঠেছিল আর্তামোনোভ। চলে এল নদীর পাড়ে। ভাবল এখানটা হয়ত ঠাণ্ডা হবে একটু। পাইনগাছগুলোর নিচে, যেখানে সে ঝগড়া করেছিল ইলিয়ার সংগে—সেখানে সেরাফিম তার জন্যে বানিয়ে দিয়েছিল সাদা বার্চের একটা আসন।

সেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যেত পুরো কারখানাটা, তার বাড়ি এবং উঠান, মজুরদের বস্তি, গির্জে এবং গোরস্থান—সবই। কারখানা-সংলগ্ন হাসপাতাল এবং ইস্কুলবাড়ির বড় বড় জানলাগুলো চকচক করছিল বরফের চাঁই-এর মত; মানুষের খুদে মূর্তিগুলো মাটির ওপর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল কারবারের অন্তহীন জাল বুনে; আর তার চেয়েও ছোট মূর্তিগুলো ছুটোছুটি করছিল বস্তির বেলে রাস্তাটায়। বেড়া-দেওয়া গির্জেটা দেখা গেল। বেড়ার কাছাকাছি ধূসর এ্যালডার গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চরে বেড়াচ্ছিল পুতুলের মত একপাল ছাগল। ছাগলগুলো পুষেছিল বৃদ্ধ তাঁতী বোরিস মোরোজোভের নাতি—ডাক্তারের সেই একচোখো সহকারীটি, কারণ কারখানার মজুরনিদের

অনেকেই ছেলেমেয়েদের জন্যে ছাগলদুধ কিনত। হাসপাতালটার ধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা ন্যাড়া জমিটায় আর একপাল মূর্তি চরে বেড়াচ্ছিল—মানুষের মূর্তি, হাসপাতালের হলদে জামা আর সাদা টুপি পরে। ওদের দেখাচ্ছিল পাগলের মত। কারখানার আশেপাশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল অনেক পাখি—অনেক রকমের : চড়ুই, কাক এবং দাঁড়কাকই তাদের মধ্যে বেশি। হট্টগোলে দোয়েলগুলো ফুড়ুক ফুড়ুক করে উড়ে বেড়াচ্ছিল এদিকে-ওদিকে। রোদ্দুরে সাটিনের মত চিকচিক করছিল তাদের বুকের সাদা অংশগুলো। মাটির ওপর হেলেদুলে বেড়াচ্ছিল নীল-ধূসর একঝাঁক পায়রা। ভাতারাক্শার তীরে সরাইখানাটার আশেপাশে যেখানে চাষারা তিসি বয়ে আনবার সময় জিরিয়ে নিত, বিশেষ করে সেখানেই পাখির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

যাই হক, কিছুদিন যাবৎ, এমন বিরাট বিষয়-সম্পত্তিতেও কোন আনন্দ বা গর্ব অনুভব করছিল না আর্তামোনোভ। কারবারটা যেন মর্মপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। পিওত্র্ ভাবত : দুনিয়াশুদ্ধ লোক—ওর ভাই, ভাইপো এবং তাদের সাকরেদগুলো, সবাই মিলে মেলার জিপসিদের মত চীৎকার করছে, হাত-পা ছুঁড়ছে, তর্ক করছে ; তবু তাদের খেয়াল নেই যে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আর্তামোনোভ—এই কারবারের সবচেয়ে প্রবীণ লোক যে। এমন কি তারা যখন কারখানা সম্বন্ধেও কোন কথা বলত, ফিরেও চাইত না আর্তামোনোভের দিকে। জোরজার করলে, তারা চুপচাপ শুনে যেত ওর বক্তব্য, যেন ওর সব কথাতেই তারা সায় দিতে চায় ; কিন্তু পরে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতই কাজ করত। এতে ব্যথা পেত আর্তামোনোভ সবচেয়ে বেশি।—এইসব ব্যাপার আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগেই। ওর ইচ্ছে ছিল না যে কারখানায় একটা ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউস বসান হক, কিন্তু তারা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বসিয়ে দিল সেই পাওয়ার-হাউস। পরে অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই ও বুঝতে পেরেছিল যে পাওয়ার-হাউসটা হয়ে অনেক সুবিধেই হয়েছে, ভয়েরও কিছু নেই ; কিন্তু তাহলে হবে কি, সেই অপমানটা ও আজও ভুলতে পারে নি। এইভাবে

ছোটবড় নানা অপমান স্তূপের মত জমতেই থাকল ওর ওপর এবং আর্তামোনোভের কাছে সেগুলো ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগল অসহ্য।

বিশেষ করে ওর ভাইপোর ঔদ্ধত্যে ও জ্বলেপুড়ে যেত। মিরণের পড়াশুনো শেষ হয়ে গিয়েছিল। মিরণ কথা বলত কটকটিয়ে কামড় দিয়ে। একটা বিদেশী চামড়ার কোট থাকত তার গায়ে এবং সোনার চশমা থেকে আরম্ভ করে তার পায়ের দামী হলদে জুতোজোড়া পর্যন্ত সবসময়ই ঝকঝক চকচক করত।

চোখ রাঙিয়ে, ভ্রূ কুঁচকে বলত মিরণ :

"ওসব একেবারে সেকেলে, জ্যাঠা। সময় বদলে গেছে।"

মনে হত, মিরণ কালের হাওয়াকে ততটাই ভয় করত, যতটা ভয় করত কোন ভৃত্য তার মনিবকে। একমাত্র কালের হাওয়াকেই ভয় খেত সে; তাছাড়া আর সবকিছুকেই সে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। এমন কি একবার সে সত্যিসত্যিই বলে বসল :

"শোন জ্যাঠা, তোমার হাতে কিংবা তোমার মত মনিবদের হাতে হাল ছেড়ে বসে থাকলে রাশিয়া এগুবে না।"

মিরণের কথায় আর্তামোনোভ এতই অবাক হয়ে গেল যে 'কেন?'—এই প্রশ্নটুকুও করতে পারল না। তার বদলে রাগে ফুলতে ফুলতে ভাইপোর সামনে থেকে চলে গেল সে; তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে আলেক্সেইএর বাড়ি তো সে গেলই না, কারখানাতে মিরণের সংগে দেখা হলেও কথা বলল না একটিও।

ভেরা পোপোভার মেয়ে এলিজাভেতাকে বিয়ে করবার জন্যে মিরণ মতলব ভাঁজছিল। মায়ের মতই এলিজাভেতা হয়ে উঠেছিল দীর্ঘাঙ্গী ও তন্বী। এতদিনে ভেরার চুল পেকে গিয়েছিল, তবে তার সেই কঠিন ঔদাসীন্যটুকু আজও বজায় ছিল। সবায়ের মত এলিজাভেতারও সেই অপ্রীতিকর স্বভাব ছিল মুখ টিপে হাসা। গভীর আগ্রহের সংগে এলিজাভেতা এটা-ওটা দেখত।

দেখবার সময় তার বড় বড় চোখদুটো নির্লজ্জভাবে বিস্ফারিত হয়ে থাকত; আর সেইসময় সে সমানে মাথা নাড়ত। কোনকিছুতে সে যে বিশ্বাস করে —এটা তার চোখদুটো দেখে বোঝা যেত না। মনে হত শূন্যদৃষ্টি। দাঁতে দাঁত চেপে মাছির মত গুন্‌গুন্ করতে করতে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত বসে বসে ছবি আঁকত সে। বলা চলে, ভাল ক্যানভাসগুলো সে ডব্‌ডবে রঙ মাখিয়ে নষ্টই করত। খড়ের টুপিটা সে যে কখন মাথায় দিত কে জানে! টুপিটা তো সবসময়ই ফিতে-বাঁধা অবস্থায় ঝুলত তার গলা থেকে। আর সেইসময় তার মাথার চুলগুলো বেরিয়ে থাকত রোদ্দুরে। তার চুলের রঙটা ছিল খড়ের মত। পোষাক-পরিচ্ছদ পরার ব্যাপারে এলিজাভেতার অযত্নটা ছিল স্পষ্ট এবং ফ্রকের নীচে তার পাদুটো বেরিয়ে থাকত প্রায় হাঁটু পর্যন্ত।

সেই অপদার্থ গোরিৎস্‌ভেতোভ্‌টাকে দেখলে গা জ্বলে যেত। তার চলন-বলন ছিল চড়ুই পাখির মত: এই আসে এই যায়, হঠাৎ হাজির হঠাৎ উধাও। লোকজনের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ত ছোট্ট পাজী কুকুরের মত, আর সবসময়ই চীৎকার করে বলত তার একই কথা:

"তোমরা রাশিয়ার আত্মার ঐশ্বর্যটাকে আমেরিকান আত্মাহীনতায় পরিণত করতে চাও। মানুষ ধরবার জন্যে তোমরা ইঁদুর-কল বানাচ্ছ ..."

মাঝে মাঝে আর্তামোনোভ গোরিৎস্‌ভেতোভের চীৎকারে কিছু কিছু সত্যের ইসারা পেত। তবে বেশির ভাগ সময়েই ওর মনে হত, তার কথাবার্তায় যেন তিখোনের বেকুবির গন্ধ রয়েছে। তবে আর্তামোনোভ এটাও ভাল করে জানত যে তিড়বিড়ে গোরিৎস্‌ভেতোভের সংগে ভাবুক, উদাসীন তিখোনের কোনই মিল ছিল না। এলিজাভেতা পোপোভার দিকে লাফিয়ে গিয়ে গোরিৎস্‌ভেতোভ্ চীৎকার করে বলত:

"কি গো আত্মাবাজ, চুপ করে কেন?"

এলিজাভেতা মুচকি হাসত। কেবল চিকচিক করে উঠত তার ধূসর চোখদুটি, কিন্তু হাবভাবে তার সেই দেমাকী আভিজাত্যটুকু পুরোপুরি বজায়

থাকত। এইসময় আরও নতুন নতুন কথার আমদানি হত—এমন সব কথা, যা আর্তামোনোভ আগে কখনো শোনেও নি, আর যা ও বুঝতেও পারত না।

এক টুক্‌রো শ্যাময়-চামড়া দিয়ে চশমার কাঁচদুখানা গভীর মনোযোগের সংগে মুছতে মুছতে বলত মিরণ :

"উদ্ভট কল্পনার নাভিশ্বাস।"

আলেক্সেই কেবলই মস্কোয় যাওয়া-আসা করছিল। ইয়াকোভ হয়ে উঠেছিল আগের চেয়েও গোবর-গণেশ। তাতারদের মত সে চৌকো, জমজমাট লাল্‌চে-দাড়ি তৈরি করেছিল, যে-দাড়ির দৌলতে তার ব্যংগ করার স্বভাবটাও যাচ্ছিল বেড়ে। ইয়াকোভ দূরে দূরে থাকত—ভারিক্কে মেজাজে। কথা বলত কম; কিন্তু সেদিন সে নিশ্চয়ই বেশ বাগিয়ে কথা বলেছিল, কারণ মিরণ আর গোরিৎস্‌ভেতোভ্‌ দুজনেই তার কথা শুনে সমান বানচাল হয়ে গিয়েছিল।

তিড়বিড়ে লোকগুলোকে ইয়াকোভ যখন আমীরী মেজাজে বলল :

"তোমরা যদি এ-ভাবে লম্ফঝম্ফ করতে থাক, তাহলে কোন না কোনদিন নিশ্চয়ই ঘাড় মটকে পড়বে। আর-একটু সহজভাবে তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর না কেন?"—তখন আর্তামোনোভ খুশি হল।

এদিকে হল কি, এলিজাভেতা হঠাৎ মস্কোয় চলে গিয়ে বিয়ে করে বসল গোরিৎস্‌ভেতোভ্‌কে। এতে আর্তামোনোভ নিজে তো খুব খুশি হলই, তারওপর চেয়ে দেখল ইয়াকোভও খুশি হয়েছে। মিরণ রাগে ফুলতে লাগল। সে-রাগটুকু ঢাকা রইল না। ছুঁচলো দাড়িটা মুচড়ে বলল মিরণ :

"স্তেপান গোরিৎস্‌ভেতোভের মত লোকজন এমন একটা জাতের মানুষ, যে-জাতটার অস্তিত্বই লুপ্ত হতে চলেছে। সারা দুনিয়া খুঁজলেও এমন অপদার্থ মানুষ আর দুটি দেখতে পাবে না।"

ওর কথাগুলো যে স্রেফ ভণ্ডামি তা বুঝতে কারু কষ্ট হল না। এমনিতে মিরণকে ব্যবসাদার বলে মনেই হত না। তারওপর দাড়িটায় মোচড় দিতে সেটা আরও স্পষ্ট হল।

কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিয়ে বলল ইয়াকোভ :

"তবু, সেই জাতেরই একটা মানুষ তো তোমার নাকের ওপর দিয়ে তোমার তৈরি-খানাটা নিয়ে গেল!"

কাঁধ বেঁকিয়ে জবাব দিল মিরণ :

"আমি উদ্ভট কল্পনাবিলাসী নই।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল :

"সেটা আবার কী? কী ন'স তুই?"

বিচারক যেমন দণ্ডাদেশ ঘোষণা করবার সময় প্রত্যেকটি শব্দ গোটা গোটা উচ্চারণ করে, ঠিক সেইভাবে বলল মিরণ :

"এইসব উদ্ভট কল্পনাবাগীশরা যে কী, কারু সাধ্য নেই তা বোঝে। তুমিও বুঝবে না, জ্যাঠা। তারা সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে,—যেন টাকের ওপর পরচুলা, কিংবা যেন জুয়াড়ীর মেকি-দাড়ির ছদ্মবেশ।"

আর্তামোনোভ ভাবল :

"বাছাধনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে!"

এইরকম ছোটখাট আনন্দেও খানিকটা সান্ত্বনা পায় পিওত্র্। অপমানে অবজ্ঞায় জীবন যখন দুঃসহ, চোখের ওপর যখন দেখতে পায় যে কতকগুলো ছটফটে লোক কারবারটা বাগিয়ে নিচ্ছে, আর ওকে ক্রমেই হটিয়ে দিচ্ছে দূরে—বিষণ্ণ একাকিত্বে, তখন এইসব ছোটখাট আনন্দই বা মন্দ কি? পিওত্র্ বলে : "এগুলো যেন অন্ধকারে জোনাকি।" আবার এই একাকিত্বের মধ্যেই পিওত্র্ খুঁজে পায়, আবিষ্কার করে একটা বিষণ্ণ আনন্দকে। এই একাকিত্ব ওর সংগে পরিচয় করিয়ে দেয় কোন নতুন, আবছা-পরিচিত, খানিকটা আলাদা ধরণের এক পিওত্র্ আর্তামোনোভের সংগে।

পিওত্র্ ভাবে : লোকটা সে তো ভাল, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তাকে আঘাত দেওয়া হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে। জীবনটা তার সংগে বিমাতার

মত ব্যবহার করেছে। এই জীবন সে আরম্ভ করেছিল বাবার গোলাম হয়ে। বাবার মুখের ওপর সে কথা বলে নি একটিও। কিন্তু তার বদলে সে কী পেল বাবার কাছ থেকে? বাবা তাকে জড়িয়ে দিয়ে গেছেন একটা হাঁদা, বিস্বাদ বউএর সংগে, আর তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন এই প্রকাণ্ড, কঠিন ব্যবসার বোঝাটা। স্ত্রী তাকে ভালবেসেছে সত্যি, এবং বিবাহের প্রথম বছরটা নাতালিয়ার সংগে তার মন্দও কাটে নি! কিন্তু আজ মনে হয়, ওই চরিত্রহীনা জিনাইদা পর্যন্ত ভালবাসায় আরও বেশি নেশা, আরও বেশি স্বাদের জোগান দিতে পারে। মেলার ওস্তাদ মাগীগুলোর কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, তাদের কথা মনে না করাই ভাল। সারাজীবনটা নাতালিয়া ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছে;—প্রথমপ্রথম ও ভয় করত আলেক্সেই আর কেরোসিন-বাতিগুলোকে। পরে ভয় করতে লাগল বিজলীবাতির বাল্‌বগুলোকে। সেগুলো জ্বলে উঠলেই নাতালিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকত ভগবানকে। এমন কি মেলায় গ্রামোফোনের দোকানে গিয়েও পিওত্র কে সে কম জ্বালায় নি। মিনতি করে বলেছিল:

"না, না, ওটা কিনো না। কে জানে ওটার মধ্যে হয়তো কোন বেম্মদত্যি আছে। হয়তো এতে অমঙ্গল হবে।"

আজকাল নাতালিয়া ভয় করে মিরণ, ডাক্তার ইয়াকোভ্‌লেভ্‌ এবং তার নিজের মেয়ে তাতিয়ানাকে। কুচ্ছিত মোটা হয়েছে নাতালিয়া। সারাদিন ধরে শুধু খায়, খাওয়ার বিরাম নেই তার। অথচ তার জন্যেই নিকিতা একদিন গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল! ছেলেমেয়েরা তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না এবং যখনই সে ইয়াকোভকে বিয়ে করতে বলে, ইয়াকোভ ঠাট্টা করে জবাব দেয়:

"তার চেয়ে তুমি বরং কিছু খাও মা।"

নাতালিয়ার জবাব থেকে 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বোঝা যায় না:

"না, না, আর কি খাব? না, না, আর না……" বলেই নাতালিয়া আবার খেতে সুরু করে।

আর্তামোনোভ একদিন বলল ইয়াকোভকে :

"মাকে অমন তুচ্ছুতাচ্ছিল্য করিস কেন ? এখন যদি বিয়ে না করিস তো করবি কবে ?"

ঝটপট জবাব দিল ইয়াকোভ :

"যা দিন-কাল পড়েছে, এখন বিয়ে করে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না।"

ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল পিতা আর্তামোনোভ :

"দিন-কাল দিন-কাল করে তোরা সবাই এত ভয় খাস কেন ?"

কিন্তু পুত্র জবাব দিল না, কেবল কাঁধদুটো নাড়ল চাড়ল।

ইয়াকোভও প্রায়ই বলত :

"তুমি কিছু বোঝ না বাবা।"

বলত অবশ্য নম্রভাবে। কিন্তু বাবা ছেলের চেয়ে কম বুঝবে—এটা কখনোই হতে পারে না। লোকজন ভবিষ্যতের দিকে দেখবে কেন ? দেখবে অতীতের দিকে। এইভাবেই সকলে জীবন কাটিয়ে এসেছে।

বড়ছেলে ইলিয়া, যাকে আর্তামোনোভ সবচেয়ে বেশি ভালবাসত, সে চলে গেল, উধাও হয়ে গেল। আর তাকেই ভালবাসত বলে, সে একদিন এমন কিছু করেছিল যা সে মনে করতে চাইত না।

পিওত্রের বড়মেয়ে প্রশস্ত-বদনা গুরুনিতম্বিনী এলেনা মাতাল স্বামী আর প্রচুর ঐশ্বর্যের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গিয়েছিল। আর্তামোনোভের কাছে তার অস্তিত্বটা ছিল আগন্তুকের মত। মা-বাবার কাছে খুব কমই আসত এলেনা। এলেই তার ঐশ্বর্যের দেমাক করত। মহামূল্যবান জমকালো পোষাক থাকত তার অঙ্গে, এক গাদা আংটি আঁটা থাকত তার আঙুলগুলোয়। সোনার হার আর অলংকারগুলো ঝমঝমিয়ে সোনার ফ্রেমে-আঁটা তার চশমার হাতলটা সুখশ্রান্ত চোখদুটোর সামনে সে তুলে ধরত, আর এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলত :

"ম্যাগো, কি গন্ধ এখানে ! গোটা বাড়িটা যেন পচে গলে যাচ্ছে। একখানা

নতুন বাড়ি বানাচ্ছ না কেন? আর তাছাড়া, একেবারে কারখানার পাশে থাকাটাও যেন কেমন-কেমন লাগে।"

আর্তামোনোভ হঠাৎ একদিন শুনতে পেল এলেনা ওর মাকে বলছে:

"দেখলাম বাবা বদলায় নি। তোমার দিনগুলো নিশ্চয়ই খুব আরামে কাটছে না বাবাকে নিয়ে। আমার ডাকাতটি মাতালই হক আর লম্পটই হক, তবু অন্তত তার মধ্যে খানিকটা ফূর্তি আছে।"

এলেনা সর্বদা খুঁৎখুঁৎ করত। ভাবখানা যেন জঞ্জালের স্তূপে বসে আছে—এই রকম। বলতে কি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাটা ওর কাছে যেন শুচিবাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চেয়ারে বসবার আগে এলেনা রুমাল দিয়ে ধূলো ঝেড়ে নিত, ধূলো থাক বা না থাক। তারপর গায়ে এত আতর মাখত যে, লোকের হাঁচি পেত। মেয়ের এই অহেতুক উন্নাসিকতা দেখে আর্তামোনোভ চটে যেত এবং মাঝে মাঝে ভাবত মেয়েকে বেশ কড়া করে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবে। এলেনা যখন এখানে থাকত, আর্তামোনোভ তার ঢিলে গাউনে বেল্ট না এঁটেই, অন্তর্বাসটা জাহির করে, খালিপায়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াত; এমন কি উঠানেও। খাওয়ার সময় মস্‌মস্ করে খাবারদাবার চিবতো এবং ঢেকুর তুলত বাশ্‌কিরের মত। বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠত এলেনা:

"বাবা তোমার কি হয়েছে বল তো?"

আর্তামোনোভ জবাব দিত:

"মাপ কর গুণবতী। জানই তো আমি একটা মুখ্যু চাষা।" আর এই বলে আর্তামোনোভ আরও জোরে চিবোতে সুরু করত এবং ঢেকুরও তুলতে থাকত প্রচণ্ডতরভাবে।

এলেনা বিদেশ-বিভুঁই ঘুরে এসেছিল। কোন কোন সন্ধ্যায় বসে, জড়িয়ে জড়িয়ে, চটচটে গলায় সে তার মাকে হরেকরকমের আজগুবি গল্প শোনাত:

"জান মা, একটা সহরে গেছলাম, সেখানকার মেয়েছেলেরা বাড়ির বাইরেটা সাবান আর বুরুশ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। আর একটা সহরে দেখলাম,

সেখানে, কি শীত কি গ্রীষ্ম, সবসময়ই কুয়াশা ;—তাই রাস্তার আলোগুলো দিনভোর জ্বালা থাকে ; কিন্তু জ্বললে হবে কি, কিছুই দেখা যায় না। তারপর জান মা, পারীতে দোকানগুলো তৈরি-জামাকাপড় বেচে, আর সেখানে একটা এত উঁচু টাওয়ার আছে যে তার মাথায় চড়ে সমুদ্দুরের ওপারের সহরগুলো পর্যন্ত দেখা যায়।"

ছোটবোন তাতিয়ানার সংগে এলেনা সর্বদা তর্ক করত, এমন কি তুমুল কলহও জুড়ে দিত। এতদিনে তাতিয়ানাও বড় হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু সে রোগা, তার গায়ের রঙটা ময়লা। তার মনে একটা ক্ষোভ ছিল, কারণ সে দেখতে ছিল খারাপ। তার চেহারায় এমন কিছু ছিল যার জন্যে তাকে দেখাত গির্জের কোন অধস্তন কর্মচারীর মত : হয়তো তার ছোট্ট বেণীটার জন্যে কিংবা হয়তো তার সমতল বুক আর নীল্‌চে নাকটার জন্যে। সহরে বোনের সংগে থাকত তাতিয়ানা। যে কোন কারণেই হক সে স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা পাস করতে পারে নি। ইঁদুরগুলোকে ভয় করত তাতিয়ানা। জারের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া উচিত—এবিষয়ে সে একমত ছিল মিরণের সংগে। সম্প্রতি সে সিগারেট ফুঁকতেও আরম্ভ করেছিল। গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে তাতিয়ানা তার মাকে ধমকাত, যেন মা একটা চাকরাণী ; বাবার সংগে কচিৎ-কদাচিৎ দু-একটা কথা বলত,—তাও যেন কৃপা করে। সারাদিন পড়ত তাতিয়ানা এবং সন্ধ্যা হলেই সহরে চলে যেত কাকার বাড়ি। বাড়ি ফিরত ডাক্তার ইয়াকোভ্‌লেভের সংগে। ডাক্তারটির কয়েকটা দাঁত ছিল সোনার। অনেক রাত্তির পর্যন্ত জেগে শুয়ে থাকত তাতিয়ানা, শুয়ে শুয়ে ভাবত তার কাঁচা মেয়েলি ভাবনাগুলো, আর পায়ের চটি দিয়ে দেয়ালে মশা মারত। চটি-পেটার শব্দ হত পিস্তলের আওয়াজের মত।

আর্তামোনোভের জীবনে সবকিছুই যেন ক্রমে ক্রমে কোলাহলময়, অচেনা এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে থাকে। সবকিছুতেই ও যেন একটা পর্বতপ্রমাণ

আহাম্মকি দেখতে পায়: মিরণের উদ্ধত বুকনি থেকে আরম্ভ করে চুল্লী-জোগানদার ভাস্‌কার প্রণয়পীড়িত গানগুলোয় পর্যন্ত।

ভাস্‌কা খোঁড়া। তার একটা উরু বাঁকা। মাথার চুলগুলো এলোমেলো পাটের ঝাড়ুর মত। ভাস্‌কা প্রেম করত রাঁধুনীটার সংগে। রবিবার এবং ছুটির দিন হলেই সে রান্নাঘরের জানলার আশেপাশে ঘুরঘুর করত, এবং তার এ্যাকর্ডিয়নটা থাবড়াতে থাবড়াতে চোখ বুঁজে তারস্বরে গান ধরত:

"স্বভাবদোষে বলি প্রিয়ে: 'তুমি আমার, তুমি আমার'।
করব বল কি ?
মদ না পেলে যেমন নাচার, তেমনি নাচার আমি,
দেখতে যদি না পাই তোমার চন্দ্রবদনটি।"

অনেকদিন হল, ওল্‌গা পিওত্রকে ইলিয়ার আর কোন খোঁজখবর দেয় নি। নতুন পিওত্র্‌ আর্তামোনোভ, যে-আর্তামোনোভ ছিল অভিমানী—প্রায়ই ভাবত তার বড়ছেলের কথা। খুবসম্ভব ইলিয়া এতদিনে তার গোঁয়ারতমির প্রতিফল পেয়েছে। এমন ধারণা করবার কারণ ছিল আর্তামোনোভের। ও লক্ষ্য করত, ইলিয়ার ব্যাপারে, আলেক্সেইএর বাড়ির লোকজনের হাবভাবে একটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল।

এক সন্ধ্যায়, হলঘরে কোট আর টুপি খুলতে খুলতে আর্তামোনোভ শুনতে পেল, মস্কো থেকে সদ্য-প্রত্যাগত মিরণ বলছে:

"ইলিয়া তাদেরই একজন যারা তাদের পুঁথির মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে দেখে, যারা গরু ঘোড়ার তফাৎটা পর্যন্ত জানে না।"

আর্তামোনোভ বলল মনে মনে: "এটা মিছে কথা।" সেই সংগে, ভাইপোর বিরূপ মনোভাবে একরকম আরামও পেল।

জিজ্ঞাসা করে উঠল আলেক্সেই :

"ও কি গোরিৎস্ভেভোভের মত একই দলের লোক নাকি ?"

"তার চেয়েও খারাপ" : মিরণ জবাব দিল।

এই সময় বৈঠকখানায় ঢুকে পিওত্র্ আর্তামোনোভ ভাই, ভাইপোকে মনে মনে শাসাল :

"সবুর কর, ও ফিরে আসুক, তারপর ও তোমাদের মজাটি টের পাইয়ে দেবে'খন।"

মিরণ তৎক্ষণাৎ মস্কো সম্বন্ধে নানা কথা সুরু করে দিল এবং সরকারের বেকুবির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধভাবে নালিশ জানাতে লাগল। একটু পরে এসে হাজির হল নাতালিয়া আর ইয়াকোভ। তখন মিরণ কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে কাগজের কারখানা নিয়ে পড়ল। ওর ইচ্ছে ছিল একটা কাগজের কারখানা খুলবে। এই নিয়ে কিছুদিন যাবৎ মিরণ ওদের সকলকেই জ্বালিয়ে মারছিল।

মিরণ বলল পিওত্র্কে :

"আমাদের অনেক টাকাই তো মিছিমিছি পড়ে রয়েছে জ্যাঠা।"

কথাটা শুনেই নাতালিয়ার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। চিলের মত চেঁচিয়ে কৈফিয়ৎ চাইল সে :

"কোথায় পড়ে আছে ? কার টাকা পড়ে আছে ?"

সংগে সংগে আর্তামোনোভের মন বিরক্তিকর অবসাদে ভরে আসে। মনে হয়, ওর সামনে এমন একটি ঘরের দরজা খুলে গেল, যে-ঘরের সব কিছুই ওর পরিচিত—এত পরিচিত যে পুরো ঘরখানাকেই মনে হয় ফাঁকা। কুয়াশার মতই এই বিরক্তিকর ক্লান্তি হঠাৎ ওর কানদুটোকে যেন শ্রবণশক্তিহীন করে দেয়, অন্ধ করে দেয় ওর চোখদুটোকে ; অবসাদে ওর সারা দেহ যেন ভিজে তুলোর মত ভারি হয়ে ওঠে, আর মনে হয়, জরা এবং মৃত্যু যেন ওর দিকে তেড়ে আসছে।

আর্তামোনোভ বলল :

"জালিয়ে পুড়িয়ে মারলে আমায়! একটু কি রেহাই দেবে না আমাকে?"

খুঁৎখুঁৎ করে বলল ইয়াকোভ :

"যা আছে, তাই নিয়েই তো আমরা হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছি।"

সেইসূত্রে নাতালিয়াও হৈ-হল্লা করে বলে উঠল :

"এমনিতেই তো মজুরমিন্‌সেদের জন্যে বউঝিরা বাড়ির বাইরে যেতে পারে না। চারিদিকে মাতলামো, নষ্টামি······"

জানলার ধারে উঠে গেল আর্তামোনোভ। ফলবাগানে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে তিখোন ভিয়ালোভ একটা আপেলগাছ চিনিয়ে দিচ্ছিল একটি বাচ্চা মেয়েকে।

আর্তামোনোভ ভাবল : "আদমের নয়া সংস্করণ!"

ওর অবসাদটা কেটে গেল। এই ধরণের উটকো চিন্তা প্রায়ই ওর মাথায় ছুটোছুটি করত—চঞ্চল নেংটিইঁদুরের মত। তবে এই আকস্মিক চিন্তাগুলোয় খুশি হত আর্তামোনোভ। খুশি হত কারণ এগুলো ওকে বিপর্যস্ত করত না, আসত যেত এই পর্যন্ত।

তারপর তিখোনের ব্যাপারটাও ভাববার মত। দারোয়ানটা বছরখানেক ডুব দিয়েছিল। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে জানাল, মঠ ছেড়ে নিকিতা যে কোথায় চলে গেছে তা কেউ জানে না। আর্তামোনোভের কিন্তু স্থির ধারণা, তিখোন জানে নিকিতা কোথায় গেছে, কেবল ভয় দেখাবার জন্যেই ও সেটা চেপে যেতে চাইছে। তারওপর আলেক্সেই দারোয়ানটাকে আবার কাজে বহাল করেছে। অপমানে মরে যায় আর্তামোনোভ। এই নিয়ে ভায়ের সংগে একটা গুরুতর ঝগড়াও হয়ে যায় ওর।

আলেক্সেইএর বক্তব্যটা বেশ জোরালো ছিল :

"একটু মাথা ঘামিয়ে দেখ, যে-মানুষটা জীবনভোর আমাদের ফাইফরমাস খাটল, তাকে কিনা এখন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব? এটা করা কি ঠিক হবে?"

পিওত্র্ জানত ঠিক হবে না ; কিন্তু তিখোন যে কাছাকাছি ঘুরঘুর্ করবে— এটাই বা সে সহ্য করবে কি করে ?

নাতালিয়াও আলেক্সেইকে সমর্থন করে বলেছিল :

"এটা ঠিক নয়, পিওত্র্ ইলিইচ্। তোমার যা খুশি বল, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু তবু বলব এটা ঠিক নয়।"

খুবসম্ভব সেই প্রথমবার নাতালিয়া আলেক্সেই-এর হয়ে কথা বলেছিল এবং সেদিন তার বলবার ধরণটাও শুনিয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে দৃঢ়।

শেষে ওল্গার মধ্যস্থতায় ওকে তারা রাজি করায়। কিন্তু ওর ভিতরের আহত, অভিমানী ব্যক্তিত্বটি সেদিন কিন্তু জয়লাভ করে।

"কেমন ! দেখলে তো, তোমার মতামতের কেউ পরোয়া করে না !"

আর্তামোনোভ দিনদিন সচেতন হয়ে উঠছিল ওর ভিতরকার আহত, অভিমানী পুরুষটি সম্বন্ধে। ওর বিশাল বপুটিকে টেনেহিঁচড়ে তুলত পাহাড়ের ওপর, তারপর সেখানে পাইনগাছটার নিচে ওর হাতলদার চেয়ারে বসে এই নূতন পুরুষটির কথা চিন্তা করত সে, করুণা করত তাকে মনেপ্রাণে। ভিতরের এই পুরুষটি ছিল হতভাগ্য। তাকে কেউ বুঝতও না, তার দামও দিত না কেউই, তবু তার গুণেরও অভাব ছিল না। তার কথা ভাবলে ওর আনন্দও হত, দুঃখও হত। এই অভিমানী পুরুষটি ওর মনে আসত অক্লেশে, যেন শূন্য থেকে—ঠিক যেভাবে কোন রৌদ্রময় দিনে খালবিলের ওপর নীলশূন্যে সাদা মেঘগুলো জড়ো হয়।

কারখানা এবং সেটাকে কেন্দ্র করে চারপাশে যা কিছু গড়ে উঠেছিল— সেগুলোর দিকে চেয়ে অভিমানী পুরুষটি বলত :

"তুমি তো অন্যভাবেও বাঁচতে পারতে, এই সব ঝুটঝামেলার মধ্যে মাথা না গলিয়েও !"

ম্যানুফ্যাকচারার আর্তামোনোভ আপত্তি জানাত :

"এ তো তিখোনের বোলচাল।"

"পাদ্রি গ্লেব এই কথাই বলত। শুধু গ্লেব কেন, গোরিৎস্ভেতোভ এবং আরও অনেকে। সত্যি, মানুষ যেন মাকড়সার জালে মাছির মতই যুঝছে।"

ম্যানুফ্যাকচারার আর্তামোনোভ আবার জবাব দিত:

"মিনিমাগ্নায় কিছুই পাওয়া যায় না।"

এইভাবে একটি মানুষের মধ্যে দুটি পুরুষের নীরব তর্ক চলত। মাঝে মাঝে এই তর্ক খপ্ করে গরম হয়ে উঠত; আর তখন ভিতরের আহত পুরুষটি নির্মমভাবে বলে বসত:

"মনে রেখো, মেলায় যখন মাতাল হয়ে পড়েছিলে, তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলে, তুমি তোমার ছেলেকে বলি দিয়েছ যেমন আব্রাহাম দিয়েছিল ইসাক্‌কে, আর ভেড়ার বদলে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাভেল নিকোনোভকে। মনে পড়ে? কথাটা সত্যি। হাজারবার সত্যি! আর সেইজন্যেই তুমি আমাকে একটা বোতল ছুঁড়ে মেরেছিলে। কি বলব, সেদিন থেঁতো করে দিয়েছিলে আমাকে। হত্যা করেছিলে আমাকে। আমাকেও বলি দিয়েছিলে। কিন্তু বলতে পার, কার কাছে? নিকিতা সেই যে শিংওলা ভগবানের কথা বলেছিল, তার কাছে? বল, তার কাছে কি? উঃ, কী বেকুব তুমি!"

আর এই সময় ম্যানুফ্যাকচারার আর্তামোনোভ কষে চোখ বুঁজে লজ্জা ও ক্রোধের অশ্রুকে চাপতে চেষ্টা করত; কিন্তু পারত না। অশ্রু গড়িয়ে পড়ত ওর গালদুটো আর দাড়ি বেয়ে। হাতের চেটো দিয়ে অশ্রুবিন্দুগুলো মুছে নিত আর্তামোনোভ, চেটোদুখানা ঘষত যতক্ষণ না শুকিয়ে যায়, আর বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকত ওর ফুলো-ফুলো লাল হাতদুখানার দিকে; তারপর বোতলটাই ঠোঁটে দিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে মদ ঢেলে দিত গলায়।

অভিমানী পুরুষটি পিওত্র্‌কে কাঁদিয়ে ছাড়ত সত্যি, কিন্তু তাহলেও ও ভালবাসত তাকে, তাকে না হলে যেন চলতও না ওর। সে যেন ছিল স্নানঘরের ভৃত্য, যে নরম ঈষদুষ্ণ সাবানের ফেনাভর্তি ছোবড়াটা এনে

লোকজনের পিঠের ঠিক সেই জায়গাটাই মাখিয়ে দেয় যেখানে কারু হাত পৌঁছয় না।

……হঠাৎ অনেক দূরে সাইবেরিয়া ছাড়িয়ে কোথাও, একখানি বজ্রমুষ্টি সরাসরি রাশিয়াকে আঘাত করে বসল।

খবরের কাগজখানা তুলে ধরে নাড়তে নাড়তে, অস্থিরভাবে চেয়ারে ওঠ-বস করতে করতে, চীৎকার করে বলতে থাকে আলেক্সেই :

"বোম্বেটেগিরি! দিনেদুপুরে ডাকাতি!"

তারপর তার পাখির-থাবার মত হাতখানা তুলে, আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত কুঁচকে, হিংস্রভাবে, অনুচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে আলেক্সেই :

"আমরা ওদের থেঁতো করে দেব! মজা দেখাচ্ছি ওদের!"

অগ্নিকুণ্ডের ঈষদুষ্ণ টালিগুলোর ওপর ভর দিয়ে সোনার দাঁতওলা ডাক্তারটি পকেটে হাত গুঁজে বলল :

"ওরাও তো আমাদের মজা দেখিয়ে দিতে পারে।"

প্রকাণ্ড, তামাটে-লাল ডাক্তারটি অবশ্য ব্যংগ করল। যে-কথাই হক না কেন, ব্যংগ করা ছিল তার স্বভাব। এমন কি ব্যাধি বা মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করবার সময়ও সে এইভাবে ঠোঁট কুঁচকে ব্যংগের হাসি হাসত। আর্তামোনোভের মতে, তার হাসিটি অপ্রস্তুতের হাসি—যেমন করে কোন বিদেশীলোক হাসে তার চারপাশে অচেনা মানুষদের দেখে। আর্তামোনোভ ডাক্তারটাকে পছন্দও করত না, বিশ্বাসও করত না এবং ডাক্তারের দরকার পড়লে গিয়ে হাজির হত সহরে, ক্রোন্ নামে একজন বিষণ্ণ জার্মাণ ডাক্তারের কাছে।

বকের মত ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত পায়চারি করতে থাকে মিরণ। আনমনে দাড়িটা কুঁচকে, ভ্রূকুটি করতে থাকে সে, যেন মাথা ব্যথা করছে ; আর মুরুব্বী গলায় বলতে থাকে সবাইকে :

"ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ব্রিটিশের সংগে সলা-পরামর্শ করে আরম্ভ হয়েছে।"

একাধিকবার জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্ :

"কোন্ ব্যাপার ?"

কিন্তু ভাই কিংবা ভাইপো কেউই তাকে ঠিকমত বোঝাতে পারল না এই আকস্মিক যুদ্ধটা কি জন্যে। তবে এই দেখে মজা লাগল যে এতগুলো আত্মপ্রত্যয়ী, সর্বজ্ঞ লোক একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আলেক্সেইকে দেখে হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠল। তার এই কিম্ভূত আচরণ দেখে লোকে ভাবতে পারত যে, এই আকস্মিক যুদ্ধে সে-ই যেন সবচেয়ে বেশি ঘায়েল হয়েছে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধটা যেন তার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক ধর্মশোভাযাত্রার আয়োজন করা হল। ভক্তিগদগদচিত্তে, সাড়ম্বরে দাড়িওলা ব্যবসাদাররা সৌম্যমূর্তি, সোনালীপোষাক-পরিহিত পাদ্রিদের পিছনে পিছনে একদল ভেড়ার মত হেঁটে চলল ভস্‌ভস্ করে পুরু তুষার মাড়িয়ে। বিগ্রহ এবং নিশানগুলো ভাসতে লাগল মাথার ওপর এবং সারা সহরে যতগুলো গির্জে ছিল প্রত্যেকটি গির্জের গাইয়েরা একজোট হয়ে প্রাণের দায়ে গাইতে লাগল :

"তোমার জনগণকে রক্ষা কর প্রভু !"

প্রার্থনার শব্দগুলো মিনতির মত না শুনিয়ে শোনাল দাবির মত। গোলাকৃতি মুখবিবরগুলো থেকে শব্দগুলো ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছিল সাদা ভাপের মত, আর সেই ভাপ দানা বাঁধছিল গায়কদের ভ্রূ ও গোঁফগুলোর ওপর এবং ব্যবসাদারদের দাড়িতে। পেশাদার গায়কদের সংগে ব্যবসাদারগুলোও গান গাইছিল ; কিন্তু তাদের না ছিল সুরের বালাই, না ছিল তালের। সবাইকে

ঝৌঁকা দিচ্ছিল নরীনির্মাতার পুত্র মেয়র ভোরোপোনোভ। সে গাইছিল অসুরের মত। ভোরোপোনোভ ছিল লম্বা, তার গালদুটি ছিল লাল এবং তার চোখদুটির রঙ ছিল মুক্তাভ বোতামের মত। পৈতৃক সম্পত্তির সংগে ভোরোপোনোভ আর একটি জিনিষ পেয়েছিল। সেটি হল, আর্তামোনোভদের প্রতি এক কায়েমী শত্রুতা।

সাতজন আর্তামোনোভ হেঁটে চলেছিল একসংগে। সামনে সামনে যাচ্ছিল আলেক্সেই স্ত্রীকে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে; তাদের পিছনে ছিল ইয়াকোভ তার মা আর তাতিয়ানার সংগে; এবং সবার পিছনে আসছিল পিওত্র্ আর্তামোনোভ নরমজুতো-পায়ে।

ধীরভাবে বলল মিরণ:

"একটা জাতি!"

জবাব দিল ডাক্তার:

"যেন শক্তির প্যারেড।"

চশমাটা খুলে নিয়ে মিরণ রুমালে ঘষতে থাকে। আবার বলল ডাক্তার:

"সবুর করুন, ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"ম্-মানে, কাঁচামাল। এঁটে বসবে না।"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ বলল ভাইপোকে:

"থির হ।"

জ্যাঠার দিকে আড়চোখে দেখল মিরণ, তারপর তার লম্বা নাকের ওপর আঙুল বুলিয়ে যথাস্থানে আটকে দিল চশমাটা।

চীৎকার করে, শব্দগুলোয় জোর দিয়ে দাবী জানায় ভোরোপোনোভ:

"তোমার জনগণকে রক্ষা কর প্রভু!"

'জনগণ'-শব্দটা উচ্চারণ করবার সময় তার গলার আওয়াজটা চিলের মত শোনাল। আড়ষ্ট ঘাড়টা ফিরিয়ে পিছনে চাইল ভোরোপোনোভ এবং কোনকারণে সহরবাসীদের দিকে আস্ফালিত করল তার বীভর-টুপিটা।

পোমিয়ালোভের মেয়েটা গলা ছেড়ে গান গাইছিল। গাইছিল ভালই। তার বয়স চল্লিশ, তবে বেশ তাজা। দেহখানি সুডোল, তুঙ্গস্তনী সে। তিনবার বিধবা হয়েছে এই পোমিয়ালোভ-নন্দিনী, এবং সহরের কুলটাদের মধ্যে সে ছিল অগ্রগণ্যা।

পিওত্র্ শুনল, পোমিয়ালোভের মেয়েটা ফিসফিস করে নাতালিয়াকে বলছে :

"তোমার ভাতারকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও না কেন? যা ছিরি, দেখলেই শত্তুর পালাবে।"

ইয়াকোভকে সে বলল :

"পেথম-তোলা কাত্তিকটির মত ঘুরে বেড়াচ্ছ, বিয়ে-থা কর না কেন বাছা?"

পিওত্র্ বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। কথাগুলো মাছির মত ভোঁ ভোঁ করছিল ওর কানে—যার দরুণ দরকারী চিন্তাগুলোয় সে মন বসাতে পারছিল না। দল ছেড়ে রাস্তার একপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল পিওত্র্! মানুষের স্রোত বয়ে যেতে লাগল তার পাশ দিয়ে। লোকগুলোর হাঁটার যেন আর বিরাম ছিল না। টাট্‌কা, নির্ভেজাল তুষারের পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন থেকে আরম্ভ করে দিনটা পর্যন্ত ভীষণ কালো দেখাল।

স্কুলের মেয়েদের নিয়ে ভেরা পোপোভাকে যেতে দেখা গেল। তার মুখখানা পাথুরে, মাথাটা অনাবৃত। নরম পাকাচুলে চিকচিক করছিল তুষারকণাগুলো। পিওত্র্‌কে অভিবাদন জানাবার সময় তার তুষারমণ্ডিত চোখের পাতাদুখানা কেঁপে উঠল। পোপোভার জন্য করুণা হল পিওত্রের।

"হাঁদা মেয়েমানুষ একটা! শেষে কি না হাঁস চরিয়ে বেড়াচ্ছে!"

সহরের স্কুলছুটোর একদঙ্গল ছেলে লম্বা একটা ঢেউএর মত হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকের মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। তারপর যন্ত্রচালিতের মত চলে গেল স্বনামধন্য, নির্বিকার লেফটেন্যাণ্ট মাভ্‌রিনের নেতৃত্বে

কতকগুলো অপরিচ্ছন্ন সেপাই। মাভ্‌রিনকে নিয়ে গোটা সহরে কথা হত। তার কারণ ছুটো: কি শীত কি গ্রীষ্ম প্রতিদিনই সে ওকায় নাইত, আর সকলেই জানত যে মাভ্‌রিন পোমিয়ালোভার পয়সায় খায়-দায় এবং তার সংগে থাকেও।

তারপর দেখা গেল চীনে-গোঁফওয়ালা পুলিশ-অফিসর নেস্‌তেরেংকোকে। নেস্‌তেরেংকোর চেহারাটা মোটাসোটা রাজহাঁসের মত। তার রোগা বউটা আসছিল তার শালা ঝিতেইকিনের হাত ধরে। ঝিতেইকিন্ হল সেই স্বর্গগত মেয়রের ছেলে এবং তার চামড়ার কারখানার উত্তরাধিকারী। শোনা যেত, মঠের মেয়েদের নিয়ে নষ্টামি করে বেড়ালেও ঝিতেইকিন্ সাতশ' বই পড়েছিল এবং সে না কি ছিল একজন ওস্তাদ ঢাকী। এমন কি, এও শোনা যেত যে সেপাইদের সে গোপনে ঢাক-বাজনার কলাকৌশলগুলো শেখাচ্ছিল।

তারপর চলে গেল মেদসর্বস্ব স্তেপান বারস্কি ওর শ্লেজ হাঁকিয়ে। ওর সংগে ছিল ওর ট্যারা মেয়েটা এবং ওর মাতাল জামাই। তারপর এল সহরের যত অসংখ্য নগণ্য অধিবাসী: নিম্নমধ্যবিত্ত, চামড়ার কারখানার মজুর, তাঁতী এবং ছুতোরমিস্ত্রিরা। একেবারে পিছনে আসছিল ভিখিরিরা এবং কতকগুলো ফালতু বুড়ি। তুষার পড়ছিল ঝিরঝির করে খোলা মাথাগুলোয় এবং দূর থেকে ভেসে আসছিল ভোরোপোনোভের অবিশ্রান্ত চীৎকার:

"তোমার জনগণকে রক্ষা কর প্রভু!"

আর্তামোনোভ ভাবল:

"এদের নিয়ে প্রভু করবে কী? আচ্ছা ফ্যাসাদ দেখছি।"

সহরে লোকগুলোকে ঘৃণা করত আর্তামোনোভ। তাদের সংগে ওর প্রায় কোন সম্পর্কই ছিল না, এক ব্যবসার সম্পর্ক ছাড়া। সহরের লোকগুলোও ঘৃণা করত ওকে। তাদের ধারণা ছিল, আর্তামোনোভ যেমন রগচটা তেমনি উদ্ধত। কিন্তু আলেক্সেইকে তারা খাতির করত খুবই। কারণ আলেক্সেই

সহরের বড়রাস্তাটা বাঁধিয়ে দিয়েছিল, পার্কটায় লাগিয়ে দিয়েছিল লেবুগাছ এবং ওকার তীরে তৈরি করে দিয়েছিল একটা বীথিকা। মিরণ এবং ইয়াকোভকে সহরবাসীরা ভয় করত। তাদের ধারণা ছিল এরা অসম্ভব লোভী—হাতের কাছে যা পায় তা-ই সাপ্‌টে নেয়।

মন্থরগতি, গম্ভীর শোভাযাত্রাটাকে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয় পিওত্র্‌। একে তো অনেকগুলো অচেনা মুখ ওর চোখে পড়ল, তারওপর ঝাঁকেঝাঁক নানারঙের চোখ নিবদ্ধ ছিল ওরই দিকে আর সব চাহনিই ছিল সমান শত্রুতাপূর্ণ।

আলেক্সেই-এর বাড়ির সদরদরজায় আসতেই তিখোন ওকে অভিবাদন জানাল।

আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল:

"কি বুড়ো, তাহলে আমরা লড়ছি, কি বলিস্?"

চিরাচরিত পদ্ধতিতে তিখোন চুপচাপ তার ভারি হাতখানা দিয়ে গালটা ঘষে নিল। তিখোনের সংগে আর্তামোনোভ বছরের পর বছর ধরে কাছাকাছি কাটিয়ে এলেও, একবারও তাকে বিশ্বাস করে কোন কথা বলেনি বা জিজ্ঞাসাও করেনি! আজ এই প্রথম খানিকটা বিশ্বাসের সুরে আর্তামোনোভ জিজ্ঞাসা করল তিখোনকে:

"ব্যাপারটা তোর কেমন ঠেকছে?"

ঝট্ করে জবাব দিল তিখোন:

"ছেলেখেলা।"

মনে হল সে যেন আগেই জানত আর্তামোনোভ তাকে ওই প্রশ্নটা করবে।

অস্পষ্টভাবে বলল আর্তামোনোভ:

"তোর কাছে তো সবই ছেলেখেলা।"

"নিশ্চয়ই। আমরা কি—কুত্তা? বুনো জানোয়ার নই আমরা।"

শুকনো, হাল্‌কা তুষারের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল আর্তামোনোভ। ক্রমে ক্রমে তুষার পড়তে স্থরু করল আরও ঘন হয়ে এবং দূরের শোভাযাত্রাটা তুষারমণ্ডিত গাছ-বাড়ির সাদা-সাদা স্তূপের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমুদে সেরাফিম মারা যাবার পর থেকে আর্তামোনোভ সান্ত্বনার আশায় যেত সেই পাদ্রির বিধবা-বউ তাইসিয়া পারাক্লিতোভার কাছে। তাইসিয়া রোগা, তার বয়স কত বলা কঠিন ছিল। দেখাত কিশোরী, তবে কয়েকটা কারণে তাকে কালো ছাগীও বলা যেত। তাইসিয়া ছিল শান্তশিষ্ট এবং আর্তামোনোভ যখন যা বলত তাতেই সে সায় দিত :

"সে তো ঠিকই লক্ষ্মীটি, সে তো ঠিকই—একশবার ঠিক।"

আর্তামোনোভ বেপরোয়া মদ খেত কিন্তু মাতাল হতে দেরি লাগত। এতে নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত সে। কোথায় যন্ত্রণাদায়ক, বিষণ্ণ চিন্তাগুলো তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবে, ডুবে যাবে তাইসিয়ার স্থস্বাদু কড়া মদে,—তা না গিয়ে নেশাটা যেন গরুর গাড়ির চালে ধিকিয়ে ধিকিয়ে আসে। নেশার প্রথম ঝোঁকটা অপ্রীতিকর ঠেকত আর্তামোনোভের কাছে। নিজের এবং অন্য লোকজন সম্বন্ধে বিশ্রী কটু চিন্তাগুলো ভিড় করে আসত ওর মনে। সবকিছু ঘুরত ওর সামনে, মাথাটা ঝিমঝিম করত, পচা পাঁকের মধ্যে যেন হাবুডুবু খেত; আর মনে হত কেউ ওকে নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওপর থেকে কোন গভীর গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন দাঁতে দাঁত ঘষে, চোখদুটো ঠেলে বার করে পাদ্রির বিধবা-বউটাকে ধমকাত আর্তামোনোভ :

"চুপ করে কেন? নতুন কিছু বলার নেই?"

তৎক্ষণাৎ ছাগলের মত লাফ দিয়ে তাইসিয়া ওর হাঁটুদুটোর ওপর এসে বসত। আশ্চর্য হাল্‌কা এবং গরম ছিল স্ত্রীলোকটা। কোন অদৃশ্য গ্রন্থের পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে পড়ত তাইসিয়া :

"পোমিয়ালোভা লেফ্‌টেন্যান্ট মাভ্‌রিন্‌কে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। তাসের জুয়োতে মাভ্‌রিন্‌ আবার তিনশ'কুড়ি টাকা খুইয়েছে। পোমিয়ালোভা

মাস্ত্রিনের কাছে অনেক টাকা পায়, তাই বলেছে নালিশ করবে ওর নামে। আর উদিকে ওই পুলিশ-অফিসারটা নিজের বউটাকে যে সহরে রাখে না, তার কারণ এই নয় যে বউটা রুগ্ণো। আসল কারণটা হল, এখানে ওর একটা মাগী আছে।"

আর্তামোনোভ বলত :

"যত গুচ্ছেরখানেক নোংরা কেচ্ছা।"

"নোংরা, তা সত্যি লক্ষ্মীটি, তবে লাগল কেমন!"

তাইসিয়ার আজেবাজে খবরগুলো ঘুলিয়ে দিত আর্তামোনোভের চিন্তাগুলোকে, সেগুলোকে ঘুরিয়ে দিত অন্য পথে; কিন্তু একদিক দিয়ে লাভই হত, অর্থাৎ এসব শুনে শুনে সহরের লোকগুলোর প্রতি ওর ঘৃণাটা আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠত। পুরোণো চিন্তাগুলোর জায়গায় ওর মনে ভেসে উঠত মেলার সেই উন্মত্ত, উল্লসিত ছবিগুলো, আর সেগুলো আবর্তিত হতে থাকত মনে মনে :— বেসামাল লোকজন পাগলের মত এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে, তাদের সুরামত্ত চোখগুলো অতৃপ্য লোভে ও কামনায় ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, বেপরোয়াভাবে দামী দামী নোটগুলো তারা পোড়াচ্ছে, দেহের তীব্র প্রচণ্ড ক্ষুধা মেটাবার জন্যে কোনকিছুতেই বাধা মানছে না, আর পিয়ানোর কালো ডালার ওপর সেই চোখ-ঝলসানো সাদা নির্লজ্জা ন্যাংটো মেয়েমানুষটার মোহে মুগ্ধ হয়ে আকুলিবিকুলি করছে……।—এই ছবিগুলো আবর্তিত হতে থাকত পিওত্রের মনে।

পিওত্র্ আর্তামোনোভ চুপচাপ বসে নানারঙের মদ গিলত আর চিবতো হড়হড়ে ব্যাঙাচির মোরোব্বা। আর সেই সংগে বেহেড মাতাল-অবস্থায় হাড়ে হাড়ে সে অনুভব করত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দান—যে-দান সত্যে ও শক্তিতে ভয়াবহ—ন্যস্ত ছিল মেলার সেই কামুকীর মধ্যে, যে টাকার জন্যে খুলে ধরত তার দেহখানা এবং যার জন্যে ধনী ও মানী লোকেরা উড়িয়ে দিত তাদের ঐশ্বর্য, তাদের লজ্জা, তাদের স্বাস্থ্য। আর সেইসংগে ভাবত পিওত্র্ :

"আমার বরাতে শেষপর্যন্ত জুটলো কিনা এই কালো ছাগীটা!" সংগে সংগে চীৎকার করে তাইসিয়াকে হুকুম দিত আর্তামোনোভ:

"ন্যাংটো হয়ে নাচ!"

জামার বোতামগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে তাইসিয়া জবাব দিত:

"বাজনা না হলে নাচব কি করে? শিকারী নোস্‌কোভ্‌কে এখানে ডাকা উচিত। এ্যাকর্ডিয়নে তার বেশ হাত।"

এইধরণের আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে দিনগুলো বয়ে চলল—অজান্তে। মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে দুএকটা অদ্ভুত ঘটনা-তরঙ্গ উছলে উঠত ঘোলাটে কালস্রোতে, আর হতবাক করে দিত পিওত্র্‌কে। এমনই একটি ঘটনার পরিচয় পাওয়া গেল শীতকালে। শোনা গেল, সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা চেষ্টা করেছিল রাজপ্রাসাদটাকে ধ্বংস করতে এবং সেই সংগে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল জারকে।

বিড়বিড় করে বলল তিখোন:

"এইবার তারা গির্জেগুলো ভাঙবে। না ভেঙে করবে কি? লোকজনের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে!"

গ্রীষ্মকালে শোনা গেল, একখানা রাশিয়ান জাহাজ রাশিয়ান সমুদ্র থেকে তীরবর্তী সহরগুলোর ওপর কামান দাগছে।

শুনে তিখোন বলল:

"দাগবে বৈ কি। লড়ায়ের অভ্যেসটা আছে তো।"

আবার বিগ্রহ কাঁধে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুল। খয়েরী ফ্রক-কোট পরে, জারের একখানা প্রতিকৃতি উঁচিয়ে ধরে চীৎকার করতে লাগল ভোরোপোনোভ:

"তোমার জনগণকে রক্ষা কর প্রভু!"

ভোরোপোনোভ গত-শোভাযাত্রায় যতটা চীৎকার করেছিল, এবার চীৎকার করল তার চেয়েও বেশী। তার ক্রোধের মাত্রাটাও এবার গতবারের সীমা ছাড়িয়ে গেল। তবে তার আর্তনাদটা শোনাল করুণ।

মাতাল ঝিতেইকিন্ চলেছিল শোভাযাত্রার সংগে হাতে একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে। মাথায় টুপি না থাকায় ওর টাক-পড়া টক্‌টকে লাল মাথার চাঁদিটা বেরিয়ে পড়েছিল। নিজের চামড়ার কারখানার মজুরদের আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে চীৎকার করে কুৎসিত ধ্বনি করছিল ঝিতেইকিন্ঃ

"শোন তোমরা! রাশিয়াকে ইহুদি-বাচ্চাদের হাতে তুলে দিও না! রাশিয়া কাদের? আমাদের!"

ঝিতেইকিনের মজুরগুলোও মাতাল হয়ে পড়েছিল। তারাও সায় দিলঃ

"আমাদের!"

তাঁতীদের দেখেই মজুরগুলো ক্ষেপে গেল। তাঁতীরা ছিল তাদের পুরণো শত্রু। ডাক্তার ইয়াকোভ্‌লেভের পিঠে বেশ দু'চার ঘা পড়ল। বুড়ো ওষুধওলা-টাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল ওকার জলে। ওষুধওলার ছেলেটাকে ঝিতেইকিন্ সহরময় তাড়া করে বেড়াল, তাকে গুলিও করল দু'বার। কিন্তু গুলিটা তার গায়ে না লেগে, লাগল দরজি ক্রস্‌কোভের পিঠে।

কারখানার কাজ হল বন্ধ। শার্টের আস্তিন পাকিয়ে ছোকরা-তাঁতীরা ছুটে চলল সহরের দিকে। মিরণের অনুরোধ-উপরোধে তারা কর্ণপাতও করল না, অপরাপর প্রবীণ লোকদের হটিয়ে দিল চেঁচিয়ে এবং গ্রাহ্যও করল না স্ত্রীলোকদের চীৎকার ও কান্নাকে।

কারখানাটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল। বাতাসের ঝাপটায় যেন কুঁকড়ে গেল কারখানাটা। বাতাসও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বাতাসটা কখনো নাকি-কান্না কাঁদছিল, কখনো-বা আর্তনাদ করছিল, কখনো-বা চাব্‌কে দিচ্ছিল কারখানার দেয়ালগুলোকে হিমশীতল বৃষ্টির চাবুকে, আবার কখনো-বা চিমনিটাকে ঢেকে দিচ্ছিল তুষারে, আর তারপরই ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই তুষার চিমনির ওপর থেকে।

জানলার ধারে কাঠের পুতুলের মত বসে পিওত্র্ আর্তামোনোভ দেখছিল নরনারীর কালোকালো মূর্তিগুলো। তারা পিঁপড়ের মত আনাগোনা করছিল

সহরগামী রাস্তাটায়। জানলার সার্সিগুলোর মধ্যে দিয়ে পিওত্র্ শুনতে পেল হল্লা। লোকজনকে যেন উৎফুল্লই দেখাল। ফটকের সামনে একদঙ্গল শ্রমিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চুল্লি-জোগানদার খোঁড়া ভাস্কা ক্রোতোভ্ প্রচণ্ডভাবে এ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে গাইছিল :

"ঘিঞ্জি হয়েছে রাশিয়া কি না, হাত-পা মেলা-ই দায় !
তাই না যুদ্ধে নেমেছি আমরা খুদে-জাপানীর সনে ;
যতবার তারা আমাদের মুখে কিল-চড় মেরে যায়,
ততবার মারি বিগ্রহগুলো ছুঁড়ে তাহাদের পানে।"

হাওয়ায় হাওয়ায় একটা খুঁৎখুঁতে অস্ফুট-ধ্বনি ভেসে আসতে থাকে সহর থেকে। মনে হয়, কোন প্রকাণ্ড কেৎলিতে যেন একটা গোটা হ্রদের জল টগ্‌বগ্ করে ফুটছে।

এমনসময় আলেক্সেই-এর গাড়িখানা ঢুকল বাড়ির উঠানে। কোচোয়ানের আসনে বসে ছিল ডাক্তারের একচোখো সহকারী মোরোজোভ। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ওল্‌গা—শালমুড়ি দিয়ে। ঘাবড়ে গিয়ে আর্তামোনোভ দৌড়ে এল। তার পায়ের ব্যথা রইল পায়ে। ওল্‌গার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আর্তামোনোভ :

"ব্যাপার কি ?"

মুরগীর মত গা-ঝাড়া দিয়ে বলল ওল্‌গা :

"আমাদের জানলাগুলো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে—ওই চামড়ার কারখানার মজুররা।"

ওল্‌গার যাবার জায়গা করে দেবার জন্যে সরে দাঁড়াল আর্তামোনোভ ; তারপর একটু হেসে বিড়বিড়িয়ে বলল :

"এবার ঠেলা সামলাও ! কতদিন বলেছি বোলচাল থামাও, কিন্তু কে কার

কথা শোনে? তেড়ে যেন সব মারতে এসেছিল আমায়! এবার দেখ কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! জার……"

"থামুন! আপনার ওই জার খুব সাধুব্যক্তি নন্!"

ওল্‌গাকে এমনভাবে চেঁচিয়ে কথা বলতে খুব কমই শুনেছে আর্তামোনোভ। অপ্রস্তুত হয়ে বলল সে:

"হ্যাঁ, জার সম্বন্ধে তুমি যেন অনেক কিছুই জান।" বলে, কান খুঁটবার জন্য পিওত্র্ হাতখানা তুলল।

ওল্‌গার ক্রুদ্ধস্বরে অবাক হল আর্তামোনোভ। চশ্‌মাপরা খুদে বৃদ্ধাটির দিকে চেয়ে ভাবল সে:

"ওল্‌গা তো এমন নয়, ও চিরদিনই শান্তশিষ্ট, কাউকে ঘৃণা করা তো ওর স্বভাব নয়!"

বলতে-কি ওল্‌গার ক্রুদ্ধ চীৎকারে আশ্চর্যরকমের একটা সততা ছিল, যদিও সে-চীৎকার অকিঞ্চিৎকর এবং নিষ্ফল। এ যেন ঠিক কোন বলদ একটা নেংটি ইঁদুরের ল্যাজ মাড়িয়ে গেছে; ইঁদুরটাকে সে দেখেও নি কিংবা তাকে আঘাত দেবারও কোন মতলব ছিল না তার; আর তারই প্রতিবাদে যেন কিচিরমিচির করে উঠল ইঁদুরটা। ওল্‌গাকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে আর্তামোনোভের ওই বল্‌দ-ইঁদুরের গল্পটা মনে পড়ে গেল। তার হাতলদার চেয়ারখানায় আবার বসে পড়ে চিন্তায় ডুবে গেল আর্তামোনোভ। ওল্‌গাকে পিওত্র্ অনেকদিন হল দেখেনি। কয়েক সপ্তাহ আগে মিরণের সংগে ঝগড়া হওয়ার পর ও ওল্‌গার বাড়িও যেত না পাছে মিরণের সংগে ওর দেখা হয়ে যায়। সে যখনকার কথা তখন আর্তামোনোভ ফুলো-পা নিয়ে শয্যাশায়ী। সময়টা ছিল গ্রীষ্মের শেষাশেষি। একদিন ঘামে নেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল ভোরোপোনোভ। তার পুরু নীল ঠোঁটদুখানায় চুমকুড়ি দিয়ে বলল আর্তামোনোভকে:

"জারের কাছে এই টেলিগ্রামখানা পাঠানো হচ্ছে। এতে আপনার একটা সই দিন।"

ম থাকেন এবং কোন

টেলিগ্রামখানায় লেখা ছিল জার যেন গ্যাঁট হয়ে ব… পিওত্র পোনোভের শক্তির কাছেই তিনি যেন আত্মসমর্পণ না করেন। মেয়র ভোরে… একদল… দুঃসাহসিক কাজটা দেখে খুব অবাক হয়ে যায় আর্তামোনোভ। লোকটা বলে কি? যাই হক, ও সই করে দেয়। সই করার দুটো উদ্দেশ্য ছিল—এক ঢিলে দুটো পাখি মারার মতলব। ওর স্থির বিশ্বাস হল, এতে একদিকে যেমন আলেক্সেই এবং মিরণকে তাতিয়ে দেওয়া যাবে, অন্যদিকে ভোরোপোনোভও সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে কড়া ধমকানি খাবে।

"ঠোঁটপুরু বেকুবটাকে কে এসব করতে বলেছে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! যেখানে-সেখানে নাক গলানো বেরিয়ে যাবে এবার!"

গলাবন্ধ ফ্রক-কোটের মধ্যে টেলিগ্রামখানা গুঁজে রেখে, বোতামগুলো এঁটে দেয় ভোরোপোনোভ। তারপর সে আলেক্সেই, মিরণ, ডাক্তার ইয়াকোভ্‌লেভ এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে থাকে এই মর্মে যে, তারা ইহুদিদের প্ররোচনায় জারের বিরুদ্ধে কাজকর্ম করছে।

"তাই না? কেউ কেউ অবিশ্যি না জেনে, আবার কেউ বা নিজের মতলব হাসিল করবার জন্যে।"

নালিশগুলো শুনতে শুনতে একরকম খুশিই হয়েছিল আর্তামোনোভ এবং ঘাড় নেড়ে সায়ও দিয়েছিল। কিন্তু ভোরোপোনোভ যখন ভেরা পোপোভার নামে যা-তা বলতে সুরু করল, তখন কড়া জবাব দিল আর্তামোনোভ:

"ভেরা নিকোলাইএভ্‌নার সংগে এর সংগে কোনই সম্পর্ক নেই!"

"কী বলছেন আপনি সম্পর্ক নেই? আমরা নিশ্চয় করে জানি যে……"

"আপনারা কিছুই জানেন না।"

"আপনার বরাতে এখনো অনেক দুঃখু আছে"—এই বলে আর্তামোনোভকে শাসিয়ে, বেরিয়ে গিয়েছিল ভোরোপোনোভ।

আর সেই সন্ধ্যায় আর্তামোনোভের ভাইপো এবং মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

তার ওপর, কুকুরের মত ঘেউঘেউ করে উঠেছিল তার দিকে চেয়ে; প্রবীণ গুরুজন বলে এতটুকুও সমীহ করেনি তাকে।

পাগ্‌লীর মত চোখ পাকিয়ে চীৎকার করে বলেছিল তাতিয়ানা:

"এসব তুমি কি করছ বাবা?"

এভাবে চোখ পাকালেও তাতিয়ানার মুখখানা নিতান্ত সাদাসিধে দেখায়।

ইয়াকোভ দাঁড়িয়েছিল জানলার ধারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সার্সিতে তবলা বাজাচ্ছিল। আর্তামোনোভের মনে হল তার ছোট ছেলেও বুঝি তার বিপক্ষে।

কর্কশ গলায় কৈফিয়ৎ চেয়েছিল মিরণ:

"টেলিগ্রামখানায় কি লেখা ছিল পড়েছিলে?"

জবাব দেয় আর্তামোনোভ:

"না, পড়ি নি। পড়বার দরকার হয় নি। তবে তাতে যা লেখা ছিল তা আমি জানি। লেখা ছিল: কুত্তাকে নাই দেওয়া উচিত নয়!"

মিরণ এবং তাতিয়ানাকে চিড়বিড়িয়ে উঠতে দেখে আমোদই পেয়েছিল আর্তামোনোভ। তবে ইয়াকোভের নীরবতাটুকু তাকে দোমনায় ফেলে দিয়েছিল। ইয়াকোভের ব্যবসাবুদ্ধিতে আস্থা ছিল আর্তামোনোভের, তাই ছেলেকে নীরব থাকতে দেখে সে ভেবেছিল ছেলের স্বার্থবিরুদ্ধ কোন কাজ হয়তো করে ফেলেছে সে। তবে তারও তো একটা আত্মসম্মান আছে, তাই ছেলেকে তর্কের মধ্যে টানতে চায় নি আর্তামোনোভ, জিজ্ঞাসাও করেনি ছেলের কী মত! তার বদলে হাত-পা ছড়িয়ে 'উঃ আঃ' করেছিল, আর মিরণ সেই-সময় তার লম্বা নাকটা নেড়ে একটানা জেরা করে চলেছিল তার জ্যাঠাকে:

"বোঝ না কেন যে জারের চারপাশে রীতিমত একদল শঠ-প্রতারক ঘুরঘুর করছে। তাদের জায়গায় সৎ লোক চাই, তা না হলে......"

আর্তামোনোভ জানত মিরণ সেই সৎ লোকজনের একজন হতে চলেছিল। তাছাড়া সে এটাও জানত যে মস্কোয় গিয়ে আলেক্সেই এমন কাউকে পাকড়াও

করবার চেষ্টা করছিল যে মিরণকে 'ইম্‌পীরিয়ল ডুমা'-র প্রার্থীহিসাবে নিযুক্ত করবে। হাস্যকর ব্যাপার, আর সেইসংগে ভয়াবহও। ভাবলেও হাসি পায় যে বকের মত পা ফেলে ফেলে মিরণ জারের সামনে এগিয়ে যাবে!

হঠাৎ সেইসময় ঝড়ের মত ঘরে ঢোকে আলেক্সেই। তার জামার কলার আল্‌গা, চুল এলোমেলো। এসেই ধমকাতে সুরু করে দাদাকে :

"তুমি একটি আস্ত বেকুব! এসব হচ্ছে কি তোমার? তোমায় কি ভীমরতিতে ধরেছে?"

আলেক্সেই এমনভাবে চেঁচাতে থাকে যেন কোন কেরাণীকে ধমকাচ্ছে। তখন বজ্রের মত ফেটে পড়ে পিওত্র্‌ আর্তামোনোভ :

"চুলোয় যা! কে তোর উপদেশের তোয়াক্কা করে? সবাই মিলে তোরা উচ্ছন্নে যা, আমার কি! বেরিয়ে যা এখান থেকে!"

নিজের আকস্মিক অগ্নি-উদ্‌গীরণে নিজেই অবাক হয়ে যায় আর্তামোনোভ।

আর, আজ ঘরের এককোণে বসে ওল্‌গার মুখ থেকে সহরের গণ্ডগোলের কথা শুনতে থাকে আর্তামোনোভ। ওল্‌গা বলতে থাকে শান্তভাবে। শুনতে শুনতে আর্তামোনোভের মনে পড়ে যায় সেই ঝগড়াটার কথা, আর ও বিচার করতে চেষ্টা করে, সেদিন কে ঠিক ছিল—সে, না ওরা?

সেদিন ওল্‌গা যখন ক্রুদ্ধভাবে ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর্তামোনোভ ক্ষুব্ধ হয়েছিল গভীরভাবে। কিন্তু আজ ওল্‌গার কণ্ঠস্বর শান্ত, এমন কি একটা কোমল সুরও শুনতে পাওয়া গেল তার কথায় :

"ভারি ভালমানুষ আমাদের তাঁতীরা! ভোরোপোনোভের চামড়ার কারখানার মজুরগুলোকে তারা চক্ষের নিমেষে হটিয়ে দিল। এখন তারা বাড়িখানাকে পাহারা দিচ্ছে।"

ঘাবড়ে-ঘুবড়ে একশেষ হয়ে ক্রুদ্ধভাবে ঘ্যানঘ্যান করে ওঠে নাতালিয়া :

"তোমাদের বাড়ি থেকেই যত গণ্ডগোলের সুরু হয়েছে! যত নষ্টের গোড়া তোমরাই।"

মিরণ ঘরে ঢুকল, কাউকে একটা অভিবাদন না জানিয়েই। ঘরময় দাপাদাপি করতে করতে শাসাতে লাগল মিরণ :

"লোকজনকে দাঙ্গার উস্‌কানি দেবার জন্যে দায়ী ওই ভোরোপোনোভ বা ঝিতেইকিন্‌রা। এর জন্যে তাদের পরে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অত সহজে ছাড়ান পাবে না তারা। ইলিয়া পেত্রোভিচ্‌ আর্তামোনোভের বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদ্রোহের অনেক শিক্ষাই পাওয়া গেল ; আর যদি এরাও সেটা আরম্ভ করে……"

আর্তামোনোভ চুপ করে রইল।

ভোরোপোনোভের সেই টেলিগ্রামখানার ব্যাপার নিয়ে মিরণের সংগে ঝগড়া হবার পর থেকে, মিরণের সংগে তার সম্পর্কটা একেবারে তেঁতো হয়ে গিয়েছিল। এর একটা মিটমাট হবারও কোন আশা দেখা যাচ্ছিল না। তবে আর্তামোনোভ জানত, কারখানাটা সম্পূর্ণ তার ভাইপোরই হাতের মুঠোয়। মিরণ কারখানাটা চালাত ভালই এবং বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সংগে। আর, তাকে ভয়ই করুক বা সম্মানই করুক, সহরের মজুরগুলোর চেয়ে এখানকার মজুরগুলো তার সংগে ব্যবহারও করত অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে।

বাতাসটা মরে গিয়ে ভূত হয়ে গেল ঘন তুষারের মধ্যে। বড় বড় আঁশের মত তুষার পড়তে সুরু করল জোরে এবং খাড়াভাবে। ঘরের জানলাটা ঢেকে গেল সাদা তুষারে, উঠানটাও হয়ে গেল অদৃশ্য। আর্তামোনোভের সংগে কথা বলল না কেউই। সে বুঝতে পারল, তার স্ত্রী ছাড়া আর সকলেরই ধারণা যত দোষ নন্দঘোষ এই বুড়ো আর্তামোনোভের। ওরা তার ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দিতে চায় : দাঙ্গার ব্যাপার, খারাপ আবহাওয়া থেকে সুরু করে, জারের আনাড়িপনা পর্যন্ত সবকিছুই।

নাতালিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করে ওঠে:

"ইয়াশা কোথায়? বলি, ইয়াশাকে দেখছি না যে?"

বিরক্তভাবে মুখ বেঁকিয়ে, জ্যাঠাইমার দিকে না চেয়েই বলল মিরণ:

"সহরে গিয়ে তার মুরগীর খোপে গা-ঢাকা দিয়েছে নিশ্চয়ই।"

ভয় পেয়ে অস্ফুটস্বরে বলল নাতালিয়া:

"কি বল্‌লি? কোথায়?"

আর্তামোনোভ ভাবল:

"মনে হচ্ছে হতভাগী জানে না যে ইয়াকোভের একটা রক্ষিতা আছে!"

তারপর হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলে উঠল আর্তামোনোভ:

"যার যা খুশি কর! যে যেভাবে বাঁচতে চাও বাঁচ! আমার কি! আমি কিছু বুঝি না, বলছি তো বুঝি না। বুড়ো হয়েছি। আর......আর শয়তানও ভেল্‌কি স্বরু করেছে। এতটা বয়েস হল, কিন্তু আজও কোনকিছুর তল পেলাম না!"

চতুর্থ অধ্যায়

ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ইয়াকোভ আর্তামোনোভের জীবন কাটল শান্ত এবং সুশৃংখলভাবে : খুচরো প্রেম, টুকরো টুকরো আমোদ-আহ্লাদ এবং নিয়মিত কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। কিছু তার পর থেকেই ওর জীবন গেল পালটে, হয়ে উঠল জটিল; অশান্তি এসে বাসা বাঁধল ওর শান্ত জীবনে। এই নূতন জীবনের সূচনা হল এপ্রিলের এক রাত্রে, বিদ্রোহগুলোর প্রায় তিনবছর পর—যে-বিদ্রোহগুলো কাঁপিয়ে দিয়েছিল লোকজনের সুদীর্ঘ ধৈর্যকে।

একখানি গদি-আঁটা চেয়ারে আরাম করে শুয়ে ধূমপান করছিল ইয়াকোভ। পরম তৃপ্তি ও নিশ্চিন্তির ছাপ ওর সর্ব অবয়বে। এই অনুভূতিটুকু ওর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যেন জীবনের চরম অর্থ লুকানো আছে এরই মধ্যে। মনে এই অনুভূতিটুকুর রঙ লাগলেই ও খুশি, সে কোন নারীকে সম্ভোগ করার পরেই হক কিংবা উৎকৃষ্ট ভোজনের পরেই হক।

ঘরের মাঝখানে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল মাংসল যুবতীটি। টেবিলের ওপর ফুটছিল কফির কেৎলি স্পিরিট-ল্যাম্পের আগুনে। আর চিন্তিতভাবে সেই যুবতী একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সেই আগুনের রক্তবর্ণ ক্রুদ্ধ শিখাটির দিকে। সুডৌল তার দেহের ছাঁদ। আগুনের লাল্‌চে আলো ঝলমল করছিল তার দুখানি নগ্ন বাহুতে এবং ছেলেমানুষের মত মুখখানিতে। এলোমেলো ঘন কালো চুলগুলি ছড়িয়ে ছিল ছবির মত তার গ্রীবায় এবং কাঁধদুখানিতে। সোনালি-হলুদ একটা বুখারা-ঘাগরা ঢাকতে পারে নি তার দেহের নগ্নতাকে। পায়ে তার সবুজ মরক্কো-চামড়ার একজোড়া চটি। দেখলে তাকে আদৌ রাশিয়ান বলে মনে হয় না, এমন একটা ফুরফুরে আমেজ ছিল তার মধ্যে। মুখখানি তার বালকের মত ঢল্‌ঢলে, ঠোঁটদুখানি পুরুষ্টু এবং চেরির মত সুগোল চোখদুটিতে বলিষ্ঠ দীপ্তি। এমন কি তাকে পুরোপুরি ভোগ করার পরও, ইয়াকোভের তাকে ভাল লাগছিল। যুবতীটির নাম পোলিনা। ইয়াকোভের

জানাশোনা তরুণী এবং যুবতীদের মধ্যে পোলিনাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠা, কিন্তু যদি সে আরও একটু কম নির্বোধ হত তাহলে হয়তো হত অতুলনীয়া।

তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ইয়াকোভ। ধোঁয়ার জাল ভেদ করে বলল সে :

"আমার কফির দরকার নেই, রাণী।"

তার দিকে না চেয়েই প্রশ্ন করল পোলিনা : "তারপর, আমার সম্বন্ধে কী ভাবলে ?"

ক্লান্তভাবে হাই তুলে জবাব দিল ইয়াকোভ :

"কী আর ভাবব ? তুমি যে কী চাও তাই ত জানি না।"

"একশ'বার জান তুমি। কেবল আমার সংগে····"। পোলিনার কথাগুলো ঝাপট মারল ইয়াকোভের মুখে। মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পোলিনা উন্মত্তের মত বকতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে ওর ঝাঁজাল কটু কথাগুলো শুনল ইয়াকোভ। তারপর উঠে বসল। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে এবং জুতোজোড়া টেনে নিয়ে আরম্ভ করে দিল পরতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল ইয়াকোভ :

"তুমি এমন মেজাজ খারাপ করে দাও আমার, যে বলার নয়। জান তো হাজারবার, যে বাবা না মরলে আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না।"

এই কথাটা শুনেই পোলিনা জ্বলে গেল একেবারে। তারপর আরম্ভ হল ইয়াকোভের ওপর গালাগাল বৃষ্টি :

"তুমি তোমার মেজাজ নিয়ে থাক গে যাও, উনুনমুখো। খালি মেজাজ আর মেজাজ আর মেজাজ। আমি জানি এই পোড়া মেজাজের জন্যে তুমি আমায় একটা তাতার কাব্‌লিওলার কাছেও বেচে দিতে পার! তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই! খুব ভদ্দরলোক তুমি!"

উনুনমুখো ডাকটায় ইয়াকোভের আপত্তি অসীম। আদর করবার সময় যখন পোলিনা ওকে 'টমেটো' বলে ডাকত, মজা লাগত ইয়াকোভের! বিশেষ করে,

আজ সে ঝগড়া না করলেও পারত, কারণ ঘণ্টাদুয়েক আগেই ও পোলিনাকে দিয়েছিল কড়কড়ে একশটি টাকা।

তাই শাসাল ইয়াকোভ: "চেঁচিয়ে কোনই লাভ হবে না। বুঝলে?" তারপর টুপিটা মাথায় দিয়ে বাড়িয়ে দিল হাতখানা:

"বিদায়।"

"শূয়োর কোথাকার! আবার তুমি ঘরময় পোড়া সিগারেটগুলো ছড়িয়েছ······?"—পোলিনার মুখের লাগাম ছিঁড়ে যায়।

স্যাঁৎসেতে হাওয়া বইছিল রাস্তায় এবং মেঘের খাপছাড়া ছায়া হামাগুড়ি দিচ্ছিল মাটির ওপর। প্রায়ই উঁকিঝুঁকি মারছিল চাঁদ এবং ডোবার জল ঝিকমিক করছিল ব্রোঞ্জের মত। পাৎলা একটা বরফের সর পড়েছিল ডোবাগুলোর ওপর। শীতের গৌয়ারতমির জন্যে সেবছর বসন্তের আসাই প্রায় মুশকিল হয়ে উঠেছিল; এমন কি একদিন আগেও হয়ে গিয়েছিল ভীষণ তুষারপাত।

পকেটে হাত গুঁজে ভারি ছড়িটা বগলে নিয়ে হাঁটতে থাকে ইয়াকোভ। ভাবে: মানুষ জাতটারই যেন রকমসকম আলাদা! সে ঠিকমত বুঝতে পারে না তার আদুরে পোলিনা কী চায়! শান্ত নির্জন জীবন, ভাবনা নেই চিন্তা নেই, প্রায়ই উপহার পাচ্ছে, সেজেগুজে বেড়াচ্ছে খুকির মত, মাসে মাসে খরচ করছে একশটি করে টাকা—এর পরেও পোলিনা কী চায় তার কাছে? ইয়াকোভ জানে পোলিনা তাকে ভালবাসে, ভাল না বাসলেও তার প্রতি একটা টান ত আছেই;—কিন্তু এর চেয়ে বেশি সে কী দিতে পারে পোলিনাকে? কেনই বা সে ইয়াকোভকে বিয়ে করতে চায়? ইঁদুর, ইঁদুর, মোরব্বার ভাঁড়ে ছোট্ট একটি ইঁদুর: আদর করে পোলিনার উদ্দেশে বলে ইয়াকোভ।

জীবন সম্বন্ধে ওর কোন হোমরাচোমরা ধারণা নেই। ওর মতে, জীবন মানুষের কাছে ততটুকুই দাবি করে যতটুকু সে দিতে পারে। মোটের ওপর সব মানুষেরই উদ্দেশ্য একটি—নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। দিনের হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি

নৈশ শান্তির গৌরচন্দ্রিকা না তো আর কী? মানুষ এইজন্তেই বোকামি করে বসে যে সে নিজেকে ভাবে অনেক চতুর, মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করে এত হিজিবিজি যে, সেই হিজিবিজির পাল্লায় পড়ে তার মাথা যায় বিগড়ে। কিন্তু মানুষের এই অন্ধ বোকামি কেন? তার ভয়, মানুষের ভিড়ে যদি সে হারিয়ে যায়! তাই প্রত্যেকটি মানুষ চেষ্টা করছে মানুষের ভিড়ে নিজেকে তুলে ধরতে—যাতে সব মানুষ তাকে চিনতে পারে, বাহবা দিতে পারে।

ইলিয়া বোকামি করেছে অত বই পড়ে। কথার জালে আটকে গেছে তার জীবন; আর এখন সোশ্যালিষ্ট্‌দের দলে ঘুরঘুর করছে! ইয়াকোভ তার কাছে অনেক অপমানই ভোগ করেছে এবং কিছুদিন আগে তাকে টাকাও পাঠিয়েছে সাইবেরিয়ায়। মায়ের বোকামি অসহ্য এবং সময়ে সময়ে হাস্যকরও, কিন্তু তার অসামাজিক বেরসিক মাতাল বাপটির বোকামি এবং নোংরামি কল্পনারও অতীত। তারপর তার ওই কাকাটি তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। তিড়বিড়ে আলেক্সেইএর ইচ্ছা 'স্টেট ডুমা'-য় ঢুকবে, তাই একধার থেকে খবরের কাগজগুলো গিলছে, সহরের প্রত্যেককেই ওর খোসামুদি করা চাই এবং কারখানার শ্রমিকদের সংগে ও এমনভাবে গা ঘেঁষাঘেষি করে যেন সে একটা ধিংগি বুড়ি। কিন্তু লম্বা-নেকো মিরণের বোকামিটা যেন আরও ভয়াবহ। তার ধারণা রাশিয়ায় তার জুড়ি নেই, ভাবখানা তার ভাবী মন্ত্রীর মত এবং দয়া করে তিনি সকলকেই সবসময় উপদেশ দিচ্ছেন—কী করা উচিত কী ভাবা উচিত, এই সম্বন্ধে। সেও শ্রমিকদের সংগে খুব দহরম মহরম আরম্ভ করেছে, প্রায়ই তাদের আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করে দেয়: কখনও ফুটবল-দল তৈরি করা হচ্ছে, কখনও গ্রন্থাগার;—কিন্তু আসলে যা হচ্ছে তা হল এই: নেকড়েকে খাওয়ানো হচ্ছে গাজরের হালুয়া!

শ্রমিকরা কাপড় বোনে খাসা কিন্তু ওদের পরণে ন্যাকড়া-কানি, তাছাড়া ওদের মাতলামি আর নোংরামির শেষ নেই যেন। শ্রেণীহিসেবে ওরাও নির্বোধের চূড়ান্ত—নির্লজ্জ ত বটেই, তাছাড়া এতটুকু আব্রুরও বালাই নেই

যেন। এমনকি একটা চাষার ঘটে যা বুদ্ধি আছে তাও যেন ওদের নেই। ইয়াকোভ আর্তামোনোভ এদের কথাই ভাবে বেশি, ভাবতে বাধ্য হয় বলেই ভাবে,—কারণ প্রতিদিনই সে এদের সংগে টক্কর খায়। ঘৃণায় ভরে ওঠে ওর মন; এমন কি প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে কতবার সে তাঁতি-যুবকদের সংগে হাতাহাতিই করে ফেলেছে। দু'দুবার রাত্তিরে তো তাকে ঢিল ছুঁড়েই মেরেছিল ওরা—তখন তার গোঁফদাড়িই ওঠেনি ভাল করে। আর তার মা টাকা-পয়সা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিল ওদের, যাতে কুৎসা না রটে এবং যাতে স্ত্রীলোকদের অশ্রাব্য গালাগাল না শুনতে হয়। দু'বারই তাকে মৃদু ভৎর্সনা করে বলেছিল নাতালিয়া:

"তোর কি লজ্জাশরম নেই হতভাগা? দাঁড়া, বয়েস হক, বিয়ে কর্, তবে তো? আর নয় দাঁড়া, একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে রয়ে-বসে থাক্, তবে তো? এখন ওই আদেখ্‌লেরা যদি তোর বাপের কাছে নালিশ করে, তাহলে ইলিয়ার মত সে তোকেও কোন চুলোয় পাঠিয়ে দেবে....।"

বিক্ষোভের বছরগুলোতে—যে দু'তিনটে বছর চলেছিল বিক্ষোভ—ইয়াকোভ এমন কোনই বিপদের চিহ্ন দেখেনি যা কারখানার ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু তাহলেও ছিল মিরণের গরম গরম বোলচাল, আলেক্সেইএর বিব্রত দীর্ঘশ্বাস এবং খবরের কাগজগুলো। খবরের কাগজ পড়ত না ইয়াকোভ। কিন্তু একনাগাড়ে ভীতি-প্রদর্শন, শ্রমিক-আন্দোলনের বৃত্তান্ত, 'ডুমা'-য় শ্রমিক-প্রতিনিধিদের বক্তৃতার বিবৃতি—এইসব পড়েশুনে ইয়াকোভের মন কারখানার শ্রমিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় বিষিয়ে উঠত এবং হতাশভাবে অনুভব করত, হয়তো শেষটায় তাকে শ্রমিকদের ওপরই নির্ভর করতে হবে! তবে, আজকাল ইয়াকোভ এসব ঘৃণা হাসি-ঠাট্টার মুখোসের পিছনে লুকিয়ে রাখতে শিখেছে এবং শ্রমিকদের ছোটখাটো দাবিগুলোকেও ধামাচাপা দিতে শিখেছে কায়দা করে। যাই হক, কারখানার মোটামুটি অবস্থাটা ছিল ভালই, যদিও মাঝে-মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে তার মনে হত যে, সে যেন কারখানার মালিক নয়, তারই

শ্রমিক-মজুরগুলোর একটা সাময়িক অতিথি-মাত্র। তাদের নিয়ে কাজ করতে করতে ইয়াকোভ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তারা চেয়ে থাকত ওর মুখের দিকে নীরবে এবং তাদের অসহ নীরব চাহনিটা যেন ব্যংগের সুরে বলতে চাইত :

"সরে পড়ছ না কেন? যাবার তো সময় হল!"

এসব কথা মনে হলেই ইয়াকোভ অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, কারখানায় যেন একটা অদৃশ্য চাপা আগুন গুমরে উঠছে এবং তখন তার মনে হয়, যেন ব্যক্তিগত কোন বিরাট বিপর্যয় ওৎ পেতে আছে তাকে আক্রমণ করবার জন্যে।

ইয়াকোভের নিশ্চিত বিশ্বাস মানুষ অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী, বিপ্লবাত্মক কোন ধ্যানধারণা সে সৃষ্টি করতে পারে না কিংবা পোষণও করতে পারে না। অশান্তির ঝড় মানুষের মধ্যে নেই,—তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষ যখন সেই ঝড়ে মাথা গলায়, তার ক্রিয়াকাণ্ডও হয়ে ওঠে ভয়ানক এবং অস্বাভাবিক। তাই ঝড়ের মধ্যে মাথা না গলানোই ভাল, ক্ষতিকব ধ্যান-ধারণাগুলোকে না বাড়তে দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু আশ্চর্য, লোকজন এইসব অশান্তির হাত এড়িয়ে তো চলেই না ববং পিঁপড়ের মত একটু-একটু করে জড়িয়ে যায় মাকড়সার জালে, জীবনের ছোট ছোট আনন্দ, সোজা সোজা কথাগুলোও পাকিয়ে যায় এমনভাবে যে সে-গিঁঠ খোলা ইয়াকোভের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

যতগুলি লোককে সে জানে, তার মধ্যে ইয়াকোভের সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে মনে হয় বুড়ো তিখোন ভিয়ালোভকে। এমন কি তিখোনের ঘুমোবার ভংগিটিও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বালিশে কিংবা মাটিতে কানটা চেপে দিয়ে ঘুমনো তার অভ্যাস, যেন কোন শব্দ শুনছে মনোযোগ দিয়ে। একদিন সে জিজ্ঞাসা করেছিল তিখোনকে :

"স্বপ্ন দেখ তিখোন?"

"স্বপ্ন দেখব কেন? আমি কি মেয়েমানুষ?" তিখোনের কথাগুলো যেন বজ্রের মত দৃঢ়!

তাই আলেক্সেইএর বাড়িতে সে যখনই বাক-বিতণ্ডা শোনে, বলে মনে মনে: "যত মেয়েলি স্বপ্ন!" কথাগুলো মনে মনে আওড়ে নিজের মনেই হাসে সে।

চিন্তা করতে গেলে কষ্ট হয় ইয়াকোভের, চিন্তা করাটা তার ধাতে সয় না, বরং যখনই কোন চিন্তা সুড়সুড়ি দেয় তার মগজে, তখনই তার হাঁটার গতি হয়ে যায় মন্থর—মাথাটা যায় ঝুঁকে, চোখদুটো নিবদ্ধ থাকে পায়ের ওপর—যেন বিরাট কোন বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে সে।

পোলিনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ রাত্তিরে সে ঠিক এইভাবে হেঁটে চলেছিল—মাথা ঝুঁকিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে। তাই দেখতে পায় নি, একটি বেঁটেসেটে ধূসর মনুষ্যমূর্তির কখন আবির্ভাব ঘটেছিল, যতক্ষণ না সেই মূর্তি তার মাথার উপরে একখানা হাত আস্ফালিত করল। ঝাঁ করে হাঁটু গেড়ে বসে ইয়াকোভ ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করল এবং সেই মূর্তিটির পায়ে নলটি লাগিয়ে টিপকলটা দিল টিপে। ভোঁতা আলতো আওয়াজ হল একটা। কিন্তু লোকটি লাফিয়ে উঠল, তার কাঁধটা ধাক্কা খেল কতকগুলো খুঁটির সংগে, এবং গোঁ গোঁ করতে করতে লোকটি পড়ে গেল মাটিতে বেড়ার ধার ঘেঁষে। ভয়ে চীৎকার করে উঠতে চায় ইয়াকোভ কিন্তু পারে না। হাতদুখানা তার কাঁপতে থাকে রিভলভার-শুদ্ধ এবং উঠে দাঁড়াবার সার্মথ্যটুকুও সে হারিয়ে ফেলে।

তার থেকে দু'গজ দূরে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল একজন লোক যার মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো তার চুল।—সেও চেষ্টা করছিল দাঁড়াতে।

চীৎকার করে বলল ইয়াকোভ: "গুলি করব তোকে জানোয়ার।" বোধ হয় সে আবার গুলি করত যদি না লোকটি তার চওড়া মুখখানা ফেরাত ইয়াকোভের দিকে। বিড়বিড় করে বলল সে:

"গুলি তো করেইছেন!"

লোকটিকে চিনতে পারল ইয়াকোভ এবং অবাক হয়ে বলল অস্ফুটস্বরে: "নোসকোভ? শয়তান কোথাকার! তুই এখানে কেন?"

সংগে সংগে ইয়াকোভের ভয় পরিণত হল আনন্দে।—আক্রমণ থেকে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করেছে বলে তো বটেই, তাছাড়া এইজন্যেও যে আহত লোকটা কারখানার কোন শ্রমিক নয়! নোসকোভ একজন শিকারী এবং নিজে অবিবাহিত হলেও বাজনা বাজাত বিয়ের উৎসবে। থাকত সেই পাদ্রির বিধবা বউ তাইসিয়া পারাক্লিতোভার সংগে এবং অন্ততপক্ষে সেই রাত পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে একটি কথাও শোনা যায় নি।

দাঁড়িয়ে উঠে চারিদিকে চাইল ইয়াকোভ। বলল তারপর:

"তোর মতলব কী?"

জায়গাটা নির্জন। শুধু বেড়ার ওপরে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছিল শর্‌শর্‌ শর্‌শর্‌।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল নোসকোভ:

"আমার মতলব?—ভেবেছিলুম আপনার সংগে একটু ঠাট্টা করব, আপনাকে একটু ভয় দেখাব। বাস্‌, আর কিছু নয়। কিন্তু দেখা নেই শোনা নেই আপনি অমনি চালিয়ে দিলেন গুড়ুমগুড়ুম! এর জন্যে দেখুন আপনাকে আবার কোন হুজ্জুতে না পড়তে হয়! আমি নিজেই ভড়কে গিয়েছিলুম।"

বিজেতার হাসি হেসে বলল ইয়াকোভ: "কুছ পরোয়া নেই, উঠে পড়্‌, চল্‌ থানায় যাই।"

"যাব কি করে? এদিকে যে খোঁড়া বানিয়ে দিয়েছেন!"

বলেই নোসকোভ টুপিটা তুলে নিল এবং টুপির ভিতরটা দেখে নিয়ে আবার বলল:

"ভাববেন না যেন যে আমি থানা-পুলিশকে ভয় খাই!"

"সে ওখানে গেলেই টের পাব'খন। ওঠ, উঠে পড়্‌!"

আবার বলল নোসকোভ:

"সত্যিই আমি পুলিশকে ডরাই না! যাই হক, আপনি পুলিশকে বোঝাবেন কি করে যে আমিই আপনাকে আক্রমণ করেছিলুম? এমনও তো হতে পারে যে

ভয় পেয়ে আপনিই আমায় আক্রমণ করেছিলেন? একথাটা ভেবে দেখুন একবার।"

মুচকি হেসে জবাব দিল ইয়াকোভ: "হুঁ, তারপর?" কিন্তু নোসকোভের ঠাণ্ডা মেজাজে অবাক না হয়ে পারল না সে।

"তারপর আর কি? আমি আপনার কাজে লাগতে পারি।"

"গাঁজাখুরি রূপকথা!"

তারপর হঠাৎ রিভলভারটাকে নোসকোভের মুখের সামনে ধরে ক্রুদ্ধভাবে বলল ইয়াকোভ: "জানিস, আমি তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি?"

চোখ তুলল নোসকোভ এবং আর একবার টুপিটার মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে বলল ধীরে ধীরে:

"হুজ্জুত করবেন না মিছিমিছি। বড়লোক হন আর যাই হন, আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না। আবার বলছি, আপনার সংগে একটু ঠাট্টা করতে চেয়েছিলুম, বাস্, আর কিছু নয়। আপনার বাবাকে আমি চিনি এবং কতবার তাঁকে বাজনা বাজিয়েও শুনিয়েছি।"

ঝট করে টুপিটা মাথায় দিয়েই ঝুঁকে পড়ল সে এবং 'উঃ আঃ' করতে করতে ট্রাউজারটা সরাতে লাগল পায়ের ওপর থেকে। তারপর পকেট থেকে বার করল একখানা রুমাল এবং আহত স্থানটি বাঁধতে লাগল তাই দিয়ে। হাঁটুর ওপরটা জখম হয়েছিল। নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগল নোসকোভ, কিন্তু তার কথায় কান দিল না ইয়াকোভ, যদিও নোসকোভের কাণ্ডকারখানায় সে কম অবাক হয় নি!

এইফাঁকে ইয়াকোভ ভাবতে থাকে কী করা যায়। নোসকোভকে বেড়ার ধারে ফেলে রেখে সে রাত-চৌকিদারকে অবশ্য ডেকে আনতে পারে। তারপর তার জিম্মায় নোসকোভকে রেখে, যেতে পারে থানায় এবং সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে পারে। কিন্তু তার ফলে হবে কি, নোসকোভও তার বাবার সংগে বিধবা পারাক্লিতোভার সমস্ত ঘটনাটি সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

তাছাড়া বলা যায় না, ওর গুণ্ডা বন্ধুও থাকতে পারে অনেক এবং তাদের হাতে সে মারও খেতে পারে। কিন্তু, তাহলেও নোসকোভটাকে তার একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

রাত্রি ক্রমেই ঠাণ্ডায় কনকনে হয়ে উঠছিল। চিনচিন করছিল হাতখানা। থানা এখান থেকে অনেক দূরে; তারপর ওখানে হয়ত সবাই এতক্ষণ ভোঁসভাঁস ঘুমোচ্ছে। ক্রুদ্ধভাবে দুএকবার নাকের কসরৎ করল ইয়াকোভ, কিন্তু ভেবে পেল না কী করবে। অকস্মাৎ শুনল নোসকোভ বলছে:

"বলা আমার উচিত নয় তবুও খোলাখুলিভাবে বলছি যে, আমি এখানে এসেছি আপনার কাজে লাগবার জন্যে, আপনার মজুরগুলোর ওপর নজর রাখবার জন্যে। তখন আমি এমনি বলেছিলুম যে আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছি। আসলে আমি একটা লোককে ধরতে এসেছিলুম এখানে, কিন্তু ভুল করে……।"—তখনও নোসকোভ পায়ের আহতস্থানটিতে হাত বুলোচ্ছিল।

ইয়াকোভ জিজ্ঞাসা করল: "কী জ্বালা! কী বলতে চাস তুই?"

"যা বলছি, তাই বলতে চাই। আপনি জানেন না, কিন্তু পাদ্রির বউটার ওই চালাঘরখানায় সোশ্যালিষ্টরা সবসময় জটলা করে। তারা আবার বিদ্রোহের কথাবার্তা সুরু করেছে, নানারকমের বইপত্তরও পড়ে তারা।"

নোসকোভের কথাগুলোকে বিশ্বাস করলেও ইয়াকোভ ধীরভাবে বলল:

"মিথ্যে কথা। কে, কারা জটলা পাকায় ওখানে?'

"তা বলতে পারব না। তারা ধরা পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

বলে বেড়ায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল নোসকোভ। বলল মিনতি করে:

"আপনার লাঠিটা দিন, নইলে হাঁটতে পারব না।"

মাটি থেকে লাঠিটা তুলে তার হাতে দিল ইয়াকোভ। তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল:

"তাহলে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লি কেন?"

"ইচ্ছে করে পড়ি নি। বললুম তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। খুঁজছিলুম অন্য

একটা লোককে, আপনাকে নয়। যাই হক, ব্যাপারটাকে এইখানেই চেপে যান। খুব শিগগীরই জানতে পারবেন সত্যিকথা বলছি কি না। হ্যাঁ, আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে আপনার, পায়ের তো বারটা বাজিয়ে দিলেন, সারাতে হবে তো?—স্রেফ এই জন্যে।"

এই বলে নোসকোভ একহাতে বেড়া এবং অন্য হাতে লাঠিটা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সহরের উপকণ্ঠে অন্ধকার খুদে বাড়িগুলোর দিকে। ওর হাঁটার সংগে মেঘের ঠাণ্ডা ছায়াগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল যেন। খানিকটা দূর গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকল নোসকোভ:

"ইয়াকোভ পেত্রোভিচ!"

সংগে সংগে ইয়াকোভ গেল তার কাছে। যেতেই বলল নোসকোভ:

"সাবধান, এ-ব্যাপারটা যেন এতটুকুও জানাজানি না হয়! কারণ…সে তো আপনি নিজেই জানেন।"

ইয়াকোভকে বিভ্রান্ত অবস্থায় ফেলে রেখে নোসকোভ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল।

ইয়াকোভ ঠিকমত বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ভাবে: ওকে এই ভাবে ছেড়ে দিয়ে ভুল করল না তো? তবে সোশ্যালিস্টদের ওপর নজর রাখাই যদি ওর কাজ হয় তাহলে ওকে তার অবশ্য প্রয়োজন, এমন কি ও অপরিহার্যও বটে। কিন্তু তা না হয়ে, এমনও তো হতে পারে—হতভাগাটা তাকে ভাঁওতা দিয়ে চলে গেল, পরে এর শোধ নেবে ব'লে! ভুল করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া বা তাকে ভয় দেখানো—এসব একেবারে ধাপ্পা। ইয়াকোভ এ-কথা বিশ্বাসই করেনি। কিন্তু এটা সত্যি নয় তো যে শ্রমিকরা ওকে ঘুষ দিয়ে তাকেই খুন করাতে চেয়েছিল? কারখানার তাঁতিদের মধ্যে অবশ্য একটা বড় দল আছে যারা চোয়াড় এবং হট্টগোলে; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ সোশ্যালিস্ট আছে বলে ত মনে হয় না! বিশেষ করে সেদোভ, ক্রিকুনোভ, মাস্লোভের মত শ্রমিকরাও সম্প্রতি দাবি জানিয়েছে যে শ্রমিকদের মধ্যে একজন কেবলই

হট্টগোল করে বেড়াচ্ছে এবং তাকে যেন জবাব দেওয়া হয়। তাই ভাবে ইয়াকোভ : নোসকোভ হয়ত তাকে ভাঁওতাই দিয়ে গেছে। কিন্তু একথাটা সে মিরণকে বলবে না কি ?

ইয়াকোভ কল্পনা করতে পারে না এই ব্যাপারটা শুনে মিরণ কী বলবে। হয়তো তাকে একগাদা প্রশ্ন করে বসবে, জানতে চাইবে নোসকোভের বিরুদ্ধে তার অভিযোগটা কী এবং শেষে হয়তো তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসাই করে বসবে! তবে নোসকোভ যদি একটা গুপ্তচর হয়, সেকথা কি আর মিরণ জানবে না?—কিন্তু এদিকে দেখ, নোসকোভের কথা শুনে বোঝা দায়, কে ভুল করেছিল :—সে, না নোসকোভ? ও বলেছিল :

"খুব শিগ্‌গীরই জানতে পারবেন আমি সত্যিকথা বলছি কি না।"

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে ইয়াকোভ চেয়ে থাকে হাঁটন্ত শিকারীটার দিকে, যতক্ষণ না রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তার মূর্তিটা। ইয়াকোভ শেষে ঠিক করে অত ভাবনার কিছু নেই। নোসকোভ চুরি করবার মতলবে তাকে আক্রমণ করেছিল এবং সেও আত্মরক্ষার জন্যে ওকে গুলি করেছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেন দুঃস্বপ্নের মত। নোসকোভের বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটা, ওর পিছনে পিছনে ছায়াটার হামাগুড়ি দিয়ে চলা—এগুলো এমন কিছু গবেষণার বিষয় না হলেও, ইয়াকোভের কাছে সেগুলো ভয়াবহ ঠেকে, বিশেষ করে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ছায়াটাকে দেখে ইয়াকোভ কেমন যেন একটু ভয়ই পায়। এমন বিদকুটে ছায়া সারাজীবনেও সে দেখেনি!

চিন্তা করতে করতে ইয়াকোভ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষে স্থির করে কাউকেই কিছু বলে দরকার নেই, অপেক্ষা করাই ভাল।

কিন্তু নোসকোভের চিন্তা সে না করেই পারে না। অশান্তিতে তার মাথাটা বোঁ বোঁ করতে থাকে, কারখানায় ঘোরবার সময় তার ভ্রূ যায় কুঁচকে; এবং টিফিনের সময় শ্রমিকরা যখন কারখানার বাইরে চলে যায়, ইয়াকোভ অফিসঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চিনতে চেষ্টা করে ওদের মধ্যে সেই সোশ্যালিস্টটি কে!

ঘোঁড়া ভাস্‌কা নয় তো, সেরাফিমের কাছ থেকে যে টকমিষ্টি গান বাঁধতে শিখেছিল ?

কয়েকদিন পরে ইয়াকোভ একটা একগুঁয়ে ঘোড়াকে নিয়ে কসরৎ করছিল ; এমন সময় দেখল বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ-অফিসার নেস্‌তেরেংকো : চামড়ার জামা গায়ে, পায়ে উঁচু জুতো, হাতে একটা বন্দুক এবং তার কাঁধে ঝুলছিল নানা পাখিতে ঠাসা একটা ঝোলা। রাস্তার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েছিল সে বনের দিকে চেয়ে ; মাথা ঝুঁকিয়ে ধরাচ্ছিল একটা সিগারেট। সূর্যের আলোয় জামার লাল চামড়াটা দেখাচ্ছিল লোহার মত। তাকে দেখেই ইয়াকোভ ভাবল : "ওর কাছে যাওয়া যাক।" এই ভেবে ইয়াকোভ নেস্‌তেরেংকোর কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি অভিবাদন জানাল :

"আপনি এখানে কবে এলেন ?"

"এই দিন তিনেক হল এসেছি। আমার স্ত্রীর অবস্থা আবার খারাপ হয়েছে।"

সংবাদটা দুঃখের হলেও, নেস্‌তেরেংকোর গলাটা শোনাল খুবই জোরালো। তারপর ঝোলাটার পিঠে চাপড় মেরে বলল সে :

"কেমন দেখছেন ? বেশ ভর্তি হয়েছে, না ?"

ইয়াকোভ তখন অন্য কথা ভাবছিল।

চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল ইয়াকোভ : "শিকারী নোসকোভকে আপনি চেনেন না কি ?"

পুলিশ-অফিসারটির লালচে ভ্রূজোড়া বিস্ময়ে খাড়া হয়ে গেল এবং তার ঝোলা-গোঁফটা একটু তুড়িলাফ দিল এদিকে-ওদিকে। গোঁফের একটা প্রান্ত ধরে সে চোখ পিটপিট করতে লাগল আকাশের দিকে চেয়ে। ইয়াকোভের সন্দেহ হল অফিসারটি নিশ্চয়ই মিথ্যা উত্তর দেবে।

"আমি তাকে চিনব কী করে ? নোসকোভ ? কে সে ?"

"একটা শিকারী। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, পাদুটো বাঁকা……"

"তাই না কি? এইরকম একটা লোককে যেন বনে দেখলাম! তার বন্দুকটা কী রকম বলুন তো? একেবারে চরচরে, না? কী ব্যাপার বলুন তো?"

অফিসারের সন্ধানী দৃষ্টিটা এইবার ঘুরে বেড়াতে লাগল ইয়াকোভের মুখের ওপর। চোখদুটোয় খেলে গেল কৌতূহলের বিদ্যুৎ। ইয়াকোভ ঝটপট তাকে বলে ফেলল নোসকোভ-সংক্রান্ত ঘটনাটা। মাটির দিকে চেয়ে সব কথা শুনল সে। বন্দুকের কুঁদোটা দুএকবার ঠুকে, চোখ না তুলেই বলল নেস্‌তেরেংকো: "পুলিশে খবর দেন নি কেন? দেওয়া উচিত ছিল! এটা তো তাদেরই দেখবার কথা......।"

"কিন্তু ওই যে বললাম, আমার মনে হচ্ছে মজুরদের ওপর ও গোয়েন্দাগিরি করছে, আর সেটা তো আপনারই দেখবার কথা......।"

বন্দুকের নলটাতে ঘষে সিগারেটটা নিভিয়ে, বলল নেস্‌তেরেংকো: "হুঁ, তা বটে।" বলে আর একবার সে ইয়াকোভের মুখের দিকে চাইল চোখদুটো কুঁচকে। তারপর বিড়বিড় করে সে যা বলল তা বোঝা গেল না বিশেষ। তবে যেটুকু বোঝা গেল তার সারাংশ এই: পুলিশকে ঘটনাটা না জানিয়ে ইয়াকোভ আইনভঙ্গ করেছে এবং এসম্বন্ধে এখন আর কিছুই করবার নেই।

"তখন যদি ওকে থানায় নিয়ে যেতেন, তাহলে ব্যাপারটা চুকেই যেত—অবশ্য ব্যাপারটা খুব সোজা নয়। কিন্তু এখন আপনি কী করে প্রমাণ করবেন যে সে-ই আপনাকে আক্রমণ করেছিল? তারপর আপনি বলছেন, তাকে আপনি জখম করেছেন! হতে পারে তাকে আপনি ভয়ে গুলি করেছেন কিংবা অসাবধান হয়ে কিংবা......"

ইয়াকোভ বুঝতে পারল নেস্‌তেরেংকো ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলছে, হয়তো তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্তেই—যাতে এই ঘটনাটিকে নিয়ে সে আর আলোচনা না করতে পারে। বিশেষ করে অফিসারটি যখন বলল যে ভয়ে

মানুষ গুলি করতেও পারে, তখন তার এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। বলল মনে মনে :

"লোকটা মিছে কথা বলছে।"

"যাই হক মশাই, গোয়েন্দা বলে নিজেকে জাহির করবার জন্যে বাছাধন শেষটায় নিশ্চয়ই একচোট নাকানি-চোবানি খাবে। আমরা যতদূর পারি চেষ্টা করব ওর কাছ থেকে কথা আদায় করতে।"

তারপর ইয়াকোভের কাঁধে হাত রেখে বলল নেস্‌তেরেংকো :

"কিন্তু সাবধান, একথা আপনি-আমি ছাড়া আর কেউ যেন না জানতে পারে। বুঝতেই পারছেন গরজটা আপনার।—এ-সম্বন্ধে আপনি আমায় কথা দিচ্ছেন তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"আপনার কাকা কিংবা মিরণ আলেক্সেইএভিচ্‌কেও এসব কথা বলবেন না, বুঝলেন?—অবশ্য যদি এরই মধ্যে না বলে থাকেন। যদি বলে থাকেন তাদের খুশিমত তারা যা হক একটা ভেবে নিক। কিন্তু হ্যাঁ, একটি মশামাছিও যেন না জানতে পারে একথা, বুঝলেন? ব্যাপারটা স্রেফ এই : নোসকোভ নিজেই নিজের পায়ে গুলি মেরেছে। বাস্‌ আপনার সংগে এর কোন সম্বন্ধ নেই। বুঝলেন······?"

মুচকি হাসল ইয়াকোভ। এ যেন সেই আগের পুলিশ-অফিসারটি নয়, অন্য কেউ, যে আমুদে এবং সহৃদয়।

বিদায় জানাল নেস্‌তেরেংকো : "আচ্ছা চলি। মনে রাখবেন আপনি আমায় কথা দিয়েছেন যে······।"

কিছুটা নির্ভাবনা হয়েই ইয়াকোভ ফিরে এল বাড়িতে। সেই সন্ধ্যায় তার কাকা তাকে সহরে যেতে বলতেই প্রস্তাবটাকে সে লুফে নিল এবং সহরে দিন আষ্টেক কাটিয়ে আবার ফিরে এল বাড়িতে।

কিন্তু যাবে কোথায়, অশান্তি আবার তাকে চেপে ধরল। খেতে খেতে বলল মিরণ:

"নেস্‌তেরেংকোকে আমি যতটা কুঁড়ে ভেবেছিলাম ততটা কুঁড়ে সে নয়, একটা বাস্তু ঘুঘু। সহরেও ও তিনজনকে ধরেছে—ইস্কুলমাষ্টার মোদেস্তোভ এবং আরও তুজনকে!"

"আমাদের লোকজনের মধ্যে ধরল না কি কাউকে?"—প্রশ্ন করল ইয়াকোভ।

"হ্যাঁ। সেদোভ, ক্রিকুনোভ, আব্রামোভ এবং আরও পাঁচজন ছোকরাকে। এদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল অবশ্য সহরের পুলিশরা কিন্তু সবই নেস্‌তেরেংকোর কারসাজি। ওর স্ত্রীর অসুখ হয়ে আমাদেরই ভাল হল দেখছি। না, লোকটা কোনক্রমেই বোকা নয়! নিজের প্রাণটুকু না যায় সেদিকে সে হুসিয়ার।"

মন্তব্য করল আলেক্সেই: "আজকাল ওরা আর খুন-টুন করে না।"

মিরণ জবাব দিল: "সে কথা থাক! হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলা, সহরে আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, একজন শিকারীকে। কি যেন তার নাম?"

ভীত, চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করল ইয়াকোভ: "নোসকোভ না কি?"

"তা বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে এই লোকটাই পাদ্রির বিধবা বউটার সংগে থাকত এবং এই বউটারই একটা চালাঘরে বিপ্লবীদের সভা বসত। তোমার বাবাও ওই বিধবাটার বাড়ি যেতেন। সে তো তুমি জান। সেদিন ও-ঘরে সভা বসেছিল, আর বৈঠকখানায় তোমার বাবা বিধবাটার সংগে ফুর্তি করছিলেন। যোগাযোগটা খুব প্রীতিকর নয়।"

টাকমাথা ঝাঁকিয়ে বলল আলেক্সেই: "সে তো নয়ই, কিন্তু কী করা যায় তাকে নিয়ে?"

সমস্ত আলো নিভে যায় ইয়াকোভের চোখের সামনে থেকে ; আলেক্সেই বা মিরণের আর কোন কথাই শোনবার মত মেজাজ থাকে না তার। তাহলে নোসকোভ গ্রেপ্তার হয়েছে ? তাহলে ও ডাকাত নয়, একটা সোশ্যালিষ্ট ? আর শ্রমিকদের হুকুমেই ও তাহলে তাকে খুন করতে এসেছিল কিংবা মেরে অজ্ঞান করে দিতে। আশ্চর্য, যে শ্রমিকদের সে ভেবেছিল কত শান্ত আর কত বিশ্বাসী, তারাই কি না! ওই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেদোভ, ভদ্র মিস্ত্রি ক্রিকুনোভ, তারপর ওই নিপুণ শ্রমিক সুগায়ক আমুদে আব্রামোভ—এরাও কিনা শেষ পর্যন্ত তার শত্রু ? ইয়াকোভ অবাক হয়ে যায়।

সেইসংগে ভাবে, ওর কাকার বাড়িটা আগের চেয়ে যেন আরও কোলাহলময় এবং আরও চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; ডাক্তার ইয়াকোভলেভও যেন হয়ে উঠেছে আরও উল্লেখযোগ্য। ইয়াকোভলেভের মুখে যদি কোনদিন একটা ভাল কথা শোনা গেছে! সর্বদাই উন্নাসিক এবং পৃথিবীকে সবসময়ই হেসে ঠাট্টা করে তার উড়িয়ে দেবার মতলব! তাছাড়া খবরের কাগজগুলো নিয়ে সে এমনভাবে চটকায় যে বলার নয়!

চকচকে সোনার দাঁতগুলো বিকশিত করে বলে ইয়াকোভলেভ :

"হ্যাঁ, আমরা ক্রমেই জেগে উঠছি, মেতে উঠছি। জনসাধারণের দশা হয়ে যাচ্ছে একপাল কুঁড়ে চাকরে মত : মনিব আসবার সময় হলেই, পাছে চাকরি যায় এই ভয়ে, তাড়াতাড়ি তারা ঘরদোর ঝাঁট দেয়, ধোয় মোছে ; বাড়িখানাকে সাজায় গোছায়।"

ভ্রূকুটি করে মন্তব্য করে মিরণ :

"আপনার প্রত্যেক কথার দুটো করে মানে হয়, ডাক্তারবাবু। সোজা করে কথা বলতে পারেন না আপনি। ওইখানেই আপনার যত গণ্ডগোল আর উদ্ভট অবিশ্বাস।"

কিন্তু ডাক্তারের বক্তৃতা তাতে না থেমে, বরং বেড়েই যায়। তার কথাগুলোয় ভয় পায় ইয়াকোভ।

ভাবে : প্রত্যেকেই যেন কোন বিপদের আশংকা করছে, নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে এ ওর ভুল দেখিয়ে ; কিন্তু শেষটায় বোধ হয় যে যার নিজের কাজ, কথা এবং ধ্যানধারণায় নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। এ সবের জন্য দায়ী হল মানুষের নিজের বোকামি যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভাবে ইয়াকোভ : ভয়ভাবনার খাসমহলেই সে বাস করছে, কল্পনায় নয় ; এবং অনুভব করে তার গলার চারিধারে দড়ির ফাঁস ত লাগিয়েই দেওয়া হয়েছে ! দেখা না গেলেও সেই ফাঁস ক্রমেই তার গলায় চেপে বসছে, আরও চেপে এবং তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনিবার্য বিরাট ধ্বংসের দিকে।

মাসদুয়েকের মধ্যে তার ভয় আরও বেড়ে গেল। নোসকোভকে আবার দেখা গেল সহরে এবং রোগা রক্তহীন আব্রামোভ আবার ফিরে এল কারখানায়। এসেই বলল আব্রামোভ একটু মুচকি হেসে : "ফিরে এলাম। ফিরে নেবেন না কি বুড়োটাকে ?"

তাকে ফিরিয়ে দিতে সাহস করল না ইয়াকোভ। বরং জিজ্ঞাসা করল :

"জেলে খুব কষ্ট, না ?"

তখনও হাসতে হাসতে জবাব দিল আব্রামোভ :

"বেজায় ভীড় জেলে। ভাগ্যিস টাইফাস সুরু হল তাই রক্ষে। নইলে বড়কর্তারা যাদের ধরে আনছেন, তাদের কোথায় যে আশ্রয় দিতেন কে জানে !"

আব্রামোভ চলে যেতে ইয়াকোভ মনে মনে বলল তার উদ্দেশে :

"মুখে তো খুব হাসিখুশি, কিন্তু তোমার পেটের কথাও আমি জানি !"

সেই সন্ধ্যায় আব্রামোভকে নিয়ে মিরণ একটা কাণ্ড করে বসল। আর একটু হলে ইয়াকোভকে সে মারই দিত বোধ হয়। রাগে লাল হয়ে উঠেছিল তার নাক। চাকর ধমকানোর মত ইয়াকোভকে ধমকাল মিরণ :

"তুমি পাগল না কী ? ওকে কালই জবাব দেবে."

এর কিছু দিন পরে। সকালবেলা ওকায় স্নান করছিল ইয়াকোভ। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাভ্‌রিন এবং নেস্‌তেরেংকো-র সংগে।

নৌকায় করে মাছধরা ছিপ-টিপ নিয়ে তারা এসে হাজির। মাভ্রিন কোন-রকমে ঢুঁ মেরে ইয়াকোভকে একটা অভিবাদন জানিয়েই চলে গেল মাঝ-নদীতে, কিন্তু নেস্তেরেংকো ইয়াকোভের কাছে থেকে গেল। পোষাক খুলতে খুলতে সে ধীরে ধীরে বলল ইয়াকোভকে :

"আব্রামোভকে তাড়িয়ে দিলেন কেন? অবশ্য যথাসময়ে আপনাকে আমারই একথাটা বলা উচিত ছিল।"

অস্ফুটস্বরে জবাব দিল ইয়াকোভ : "এসব মিরণের কারসাজি, আমার নয়।"

"তাই না কি? এতে আপনার কোন হাত ছিল না?"—জিজ্ঞাসা করল নেস্তেরেংকো। তার মুখে মদের গন্ধ।

"না।"

"বড়ই দুঃখের কথা। নইলে ওই লোকটাকে টোপ ফেলে অনেক রুই কাৎলা ধরা যেত!"

এতক্ষণে নেস্তেরেংকো উলংগ হয়ে গিয়েছিল। সূর্যের আলো পড়ায় ওর গায়ের চামড়াটা চকচক করছিল কার্প-মাছের আঁশের মত। ইয়াকোভের দিকে চেয়ে আবার বলল সে :

"তারপর আপনার সেই দোস্ত শিকারীটির খবর কি? তার সংগে দেখা হয়েছে?"

একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল নেস্তেরেংকো। তারপর বলে চলল :

"ও আপনার জন্যে কেন ওৎ পেতে বসে ছিল জানেন? ওর সাধ ছিল একটা দোনলা বন্দুক কেনার। সাধ, সাধ আর সাধ—মানুষকে জীইয়ে রেখেছে এই সাধই, না?—যাই হক, লোকটাকে দিয়ে এখন অনেক কাজ হবে। বাছাধনের গলাটি এমন চেপে ধরেছি যে টুঁ শব্দটি করারও জো নেই; ভাগ্যিস সে ভুল করে আপনাকেই ধরেছিল!"

"কিসের ভুল ? এই যে একটু আগে বললেন ।" ঘোড়ার মত জল ছিটতে ছিটতে বলল নেস্তেরেংকো : "ভুল মশাই স্রেফ ভুল।" বলেই ভোঁদড়ের মত সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিষণ্ণভাবে ইয়াকোভ বলল মনে মনে : "যমের বাড়ি যাও গে সব !"

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। যেন দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল একটা দরজা। চঞ্চল জীবনের মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসল একটা মৃত্যু।

মাঝরাত্তিরে নাতালিয়া ঘুম ভাঙিয়ে দিল ইয়াকোভের। বলল ফোঁপাতে ফোঁপাতে :

'শিগ্গীর উঠে পড়্। তিখোন এইমাত্তর খবর নিয়ে এসেছে, তোর আলেক্সেইকাকা মারা গেছেন !"

লাফিয়ে উঠল ইয়াকোভ। বলল অস্ফুটস্বরে :

"হতেই পারে না! অসুখবিসুখও হয় নি, এমনি-এমনি মারা গেল ?"

টলতে টলতে ঘরে ঢুকল পিওত্র্। অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে :

"ওই তিখোন,—হ্যাঁ, যেখানে তিখোন থাকবে সেখানে ভাল খবরের আশা করিস নি ! বুঝলি ইয়াকোভ ? হঠাৎ এমনি করে…।"

নৈশ-পোষাকের ওপর একটা ঢিলে জামা পরে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল পিওত্র্। কান খুঁটছিল স্বভাবমত ; আর, এমনভাবে দেখছিল চারিদিকে যেন কোন অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে সে।

মৃদুস্বরে বিলাপ করতে লাগল পিওত্র্ : "উঃ"।

বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসা করল ইয়াকোভ :

"কিন্তু, এটা হবে কি করে ?"

"তারপর কি না পাপের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে...." বলল ওর মা। নাতালিয়াকে দেখাচ্ছিল একটা বিরাট ময়দার বস্তার মত।

গাড়ি ছুটল। ইয়াকোভ বসেছিল সহিসের জায়গায়। দেখল, ওর সামনে তিখোন একটা ঘোড়ার ওপর বসে লাফাতে লাফাতে চলেছে। তিখোনের ছায়াটাও নাচছিল রাস্তাময়।

বাড়ির উঠানে ওদের সংগে দেখা হল ওল্‌গার। শোবার পোষাকের ওপর একটা সাদা ফ্রক পরে ওল্‌গা ঘোরাঘুরি করছিল উঠানময়। চাঁদের আলোয় ওকে দেখাল নীল এবং স্বচ্ছ। খোয়া-বাঁধানো উঠানে ওর কালো ছায়াটাকে দেখাল অদ্ভুত। শান্তভাবে বলল ওল্‌গা:

"আমার জীবনও শেষ হল।"

কুচুম নামে তাদের কালো কুকুরটাও ঘুরছিল ওর সংগে সংগে।

রান্নাঘরের জানলার নিচে একখানা বেঞ্চিতে জবুথবু হয়ে বসেছিল মিরণ। ওর একহাতে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট এবং অন্যহাতে ও দোলাচ্ছিল ওর চশমাটা। চশমার কাঁচতুখানা এবং সোনার সুতোর মত ফ্রেমটা চিকচিক করছিল চাঁদের আলোয়। চশমাহীন ওর নাকটাকে দেখাল যেন আরও লম্বা। ওর পাশে নীরবে বসে পড়ল ইয়াকোভ; কিন্তু পিওত্র্‌ দাঁড়িয়ে রইল উঠানের মাঝখানে। চেয়ে রইল একটা খোলা জানালার দিকে ভিক্ষাপ্রার্থী ভিখারির মত। এদিকে ওল্‌গা চেয়ে ছিল আকাশের দিকে এবং বলছিল নাতালিয়াকে:

"ঠিক কখন বলতে পারব না...হঠাৎ ওর কাঁধটা হিমের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর ওর মুখখানাও গেল খুলে। মাণিক আমার যাবার সময় শেষ কথাটাও বলে যেতে পারল না আমায়। কাল অবশ্য ও বলছিল বুকটা যেন ব্যথাব্যথা করছে, দপদপ করছে—।"

ওল্‌গা ওর করুণ কাহিনী শোনাল শান্তভাবে। ওর কথাগুলো যেন ছায়াচ্ছন্ন ওকার মত।

মিরণের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মিরণ ইয়াকোভের কাঁধে মাথাটা চেপে দিল। বলল ভাঙা গলায়:

"তুমি জান না ইয়াকোভ, বাবা কি সুন্দর মানুষ ছিলেন!"

ইয়াকোভ জবাব দিল: "কী আর করবে বল?" তা ছাড়া আর কোন কথাই খুঁজে পেল না ও। কাকীমাকেও কিছু বলে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিল ওর, কিন্তু ভেবে পেল না কী বলবে। তাই হাঁ করে চেয়ে রইল উঠানের দিকে, আর নীরবে মাটিটা খুঁটতে লাগল পা দিয়ে।

তারপর বাবার সংগে চুপিচুপি ঢুকল বাড়ির মধ্যে সাবধানে। আলেক্সেইএর দেহ ঢাকা ছিল সাদা চাদরে। মাথার সংগে ওর চোয়ালটা বাঁধা ছিল একখানা রুমালে। গিঁঠবাঁধা রুমালখানা উঁচিয়ে ছিল এমনভাবে যেন আলেক্সেইএর মাথা থেকে সাদা সাদা দুটো শিং বেরিয়েছে। আঁটসাট চাদরের মধ্যে থেকে ওর পায়ের বড় বড় আঙুলগুলো যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছিল। জানলার দিকে চেয়ে ঝলমল করছিল তোবড়ানো চাঁদ এবং রেশমী পর্দাগুলো মৃদু মৃদু কাঁপছিল হাওয়ায়। উঠান থেকে ভেসে এল কুচুমের ঘেউঘেউ ডাক। পিওত্র্ আর্তামোনোভ বলে উঠল বেখাপ্পা ভাবে চেঁচিয়ে:

"জীবনে কোনদিন কষ্ট পায় নি, মরলও বিনাকষ্টে!"

জানলা দিয়ে ইয়াকোভ দেখল, সন্ন্যাসিনীর মত কালো পোষাক পরে ভেরা পোপোভা তার কাকিমার পাশাপাশি হাঁটছে; এবং শুনল ওল্‌গা বলছে তাকে:

"ঘুমোচ্ছিল ও, আর ঘুমের মধ্যেই মারা গেল......"

সংগে সংগে তিখোনের গলাও পাওয়া গেল: "থির হয়ে দাঁড়া!" একমুঠো খড় নিয়ে তিখোন ডলে দিচ্ছিল ঘোড়ার গলাটা এবং মাঝে মাঝে ঝাঁকাচ্ছিল ওর মাথাটা, যাতে ঘোড়াটা ওর কানদুটো চেপে না ধরতে পারে ঠোঁট দিয়ে। আর্তামোনোভও ছেলের পাশে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল এবং বলল বিড়বিড় করে:

"হাঁদাটা চেঁচাচ্ছে দেখ। খটে যদি ওর এতটুকু বুদ্ধি থাকে!"

কথা কইতে ভাল লাগল না ইয়াকোভের। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে, নিচে। দেখল দুটি নারী-মূর্তির ছায়া হাঁটছে পাশাপাশি—একটি ছায়া কালো, অন্যটি সাদা। হাঁটার সংগে সংগে তাদের পোষাকের প্রান্তগুলো ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছিল উঠানটিকে। উঠানের পাথরগুলো হয়ে উঠছিল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর। ওর মা কথা কইছিল তিখোনের সংগে ফিসফিস করে এবং তিখোন মাথা নাড়ছিল সম্মতিজ্ঞাপনের ভংগিতে। মাথা নাড়ছিল ঘোড়াটাও, আর ওর চোখের তামাটে দাগটা চকচক করছিল আলোয়। আর্তামোনোভ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই নাতালিয়া বলল তাকে:

"নিকিতা ইলিইচকে একটা তার পাঠাও। তিখোন ওর ঠিকানা জানে।"

"জানে বুঝি?' ক্রুদ্ধভাবে বলল আর্তামোনোভ, "মিরণ, একটা তার করে দে।"

উঠে, যেতে গিয়ে মিরণের কাঁধটা ঠুকে গেল দরজার খুঁটির সংগে।

আর্তামোনোভ ওকে ডেকে বলল পিছন থেকে:

"অমনি ইলিয়াকেও একটা তার করে দিস্।"

দেয়ালের একটা অন্ধকার ফুটোর মধ্যে দিয়ে জবাব দিল মিরণ:

"ইলিয়া আসতে পারবে না।"

এদিকে ওল্‌গা নিজের কথাতেই নিজে অবাক হয়ে বলছিল:

"তিরিশটা বছর ওর সংগে ঘর করেছি, জান! বিয়ের আগেও চার বছর ধরে জানাশোনা ছিল আমাদের। এখন আমার কী হবে?"

ইয়াকোভের কাছে সরে এসে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্:

"ইলিয়া কোথায়?"

"জানি না।"

"মিছে কথা।"

"ইলিয়ার কথা ভাববার সময় নয় এটা, বাবা।"

হন্তদন্ত হয়ে উঠানে ঢুকল ডাক্তার ইয়াকোভলেভ। জিজ্ঞাসা করল:
"শোবার ঘরে ?"

ডাক্তারের উদ্দেশে মনে মনে বলল ইয়াকোভ: "আহাম্মক! মরা-মানুষকে কি আর বাঁচানো যায়!"

এই বিষণ্নতা ও শোকের অরণ্য থেকে পালিয়ে যেতে চায় ইয়াকোভ, কিন্তু কোন উপায় নেই। যেদিকে দেখে সেদিকেই বিষাদের বিজ্ঞাপন। শোকের বোঝায় হাঁফিয়ে ওঠে সে। লোকজন, তাদের কথাবার্তা, ওই কালো কুকুরটা, এমনকি চাঁদের আলোয় ব্রোঞ্জের মত পালিশ-করা ঘোড়াটাও যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি। ওদিকে তার ওল্‌গা-কাকী ঢাক পেটাচ্ছে সজোরে—কত সুখেরই না ছিল তার দাম্পত্যজীবন! উঠানের এককোণে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে ওর মা হাপুসহুপুস করে। ওর বাবার চোখদুটো পাথরের মত নিশ্চল এবং মুখখানা নির্বিকার। ইয়াকোভ ভাবে: যতটা বিষাদময় হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়েও যেন বেশি বিষাদময় করে তোলা হয়েছে অবস্থাটাকে!

আলেক্সেইএর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন নিকিতা যখন এসে পৌঁছল, শবধার তখন সমাহিত হয়ে গেছে গহ্বরে এবং মুঠো মুঠো হলদে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার ওপর। একটা বার্চগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিকিতা। বহু বছর আগে সে ই লাগিয়েছিল এই গাছটা। তার কোণাকুণি চেহারাটার ওপর চোখ বুলিয়ে মনে মনে বলল ইয়াকোভ: "বাপস্!"

চোখের জল মুছতে মুছতে আর্তামোনোভ গেল তার ভায়ের কাছে। গিয়ে বলল: "বড্ড দেরি করে ফেলেছিস তুই।"

কচ্ছপের মত কুঁজের নিচে মাথাটি টেনে নিল নিকিতা। ভিখারির মত চেহারা তার। রোদে রোদে আলখাল্লার রঙ গেছে চটে। মাথার টুপিটির রঙ হয়েছে পুরোণো টিনের বালতির মত এবং জুতোজোড়া গোড়ালির কাছে গেছে ভেঙে! ধূলি-ধূসরিত ফুলোফুলো মুখ তার। কবরটিকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে চাইল নিকিতা দুটি ঝাপ্‌সা চোখ তুলে।

আর্তামোনোভকে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে। তার ছোট পাকা দাড়িটি কেঁপে উঠল। ইয়াকোভ চারিদিকে চেয়ে দেখল, ঝাঁকেঝাঁক [illegible] চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সন্ন্যাসী নিকিতাকে; খুবসম্ভব এইজন্যে যে সবাই জানত নিকিতা ধনী পিওত্র্ ও আলেক্সেইএর কুঁজো ভাই এবং ইয়াকোভ ও মিরণের খুড়ো। তাই ওকে নিয়ে একটা মুখরোচক চাটনির সৃষ্টি হবে—বোধ হয় এই ছিল জনতার বাসনা এবং তারই জন্যে ওরা বোধ হয় প্রতীক্ষাও করছিল। ইয়াকোভ জানত, সারা সহরের ধারণা হল আর্তামোনোভরা নাকি নিকিতাকে মঠে লুকিয়ে রেখে তার সম্পত্তিটা বাগিয়ে নিয়েছিল।

মোটাসোটা গোবেচারী পাদ্রি নিকোলাই বলছিল ওল্‌গাকে: "সবই সেই মংগলময়ের ইচ্ছা। কান্নাকাটি করলে তাঁকে ব্যথা দেওয়া হয়……।"

ওল্‌গা জোরগলায় জবাব দিল: "কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি কাঁদিওনি আর নালিশও জানাইনি কারু কাছে!"

হাতদুখানা কাঁপছিল ওল্‌গার এবং ও কেবলই ফ্রকের পকেটটা হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। রুমালখানা হয়ে গিয়েছিল একটা ছোট্ট ভিজে বলের মত।

তিখোন এবং গোরস্থানের জিম্মেদারে মিলে কবরটাকে সুন্দরভাবে ভরিয়ে তুলল। মিরণ দাঁড়িয়েছিল পাষাণের মত; কুঁজো নিকিতা বিষণ্ণস্বরে বলছিল নাতালিয়াকে:

"কী ভীষণ বদলে গেছ তুমি! তোমায় যেন চেনাই যায় না।" তারপর আঙুল দিয়ে বুকের ওপর কুঁজটাতে খোঁচা মেরে বলল আবার:

"আমাকে তুমি না চিনেই পার নি, না? এইটি তোমার ইয়াকোভ বুঝি? আর এই লম্বা ছোকরাটি কে?—আলিওশার মিরণ, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! আচ্ছা চল এবার যাওয়া যাক……"

ইয়াকোভ রয়ে গেল গোরস্থানে। একটু আগেই সে নোসকোভকে দেখতে পেয়েছিল শ্রমিকদের ভিড়ের মধ্যে। খোঁড়া ভাসকার সংগে যেতে যেতে নোসকোভ ইয়াকোভের দিকে যে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়েছিল তা অপ্রীতিকর। লোকটার মনে কী ছিল? খুবসম্ভব কোন সাধু উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ যে-লোকটা তাকে গুলি করেছে এবং যে তাকে মেরেও ফেলতে পারত, তার প্রতি কারু সাধু উদ্দেশ্য থাকাটাই যেন কেমন অস্বাভাবিক! তাই নয় কি?—ভাবল ইয়াকোভ।

ওভারকোট থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে এসে হাজির হল তিখোন। বলল ইয়াকোভকে:

"একবার ভেবে দেখ, আলেক্সেই ইলিইচ কী চেষ্টাই না করেছিলেন বাঁচবার জন্যে—আর ঠিক সেইভাবেই···। তারপর, নিকিতা ইলিইচও তো ভুগছেন।"

ইয়াকোভ হঠাৎ বলে বসল: "একটা কথা আছে······।" কিন্তু কথাটা শেষ না করে হঠাৎ চুপ করে গেল।

"কী কথা?"

"না, বলছিলাম—মজুরগুলো দুঃখিত হয়েছে কাকার জন্যে।"

"নিশ্চয়ই।"

ইয়াকোভ আর একবার বলতে চেষ্টা করল:

"নোসকোভ নামে এখানে একটা শিকারী আছে।····· তার সম্বন্ধে অনেক কথা তোমায় বলতে পারতাম······"

চিন্তিতভাবে বলছিল তিখোন:

"একটা ঘোড়া মরলেও মানুষ দুঃখ পায়, আর এ তো···। দেখ, আলেক্সেই ইলিইচ সারাজীবনটাই থুড়িলাফ খেয়ে কাটিয়ে গেলেন—মরলেনও পট্ করে। মরবার আগের দিনেও তিনি আমায় বলেছিলেন······"

ইয়াকোভ চুপ করে গেল। বুঝতে পারল, ওর কথাগুলো তিখোনের কানে যায় নি। নোসকোভ-সম্পর্কিত কথাগুলো ওকে বলাই স্থির করেছিল ইয়াকোভ,

কারণ অন্তত পক্ষে কাউকে না বলতে পারলে ওর দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। একদিন আগেও ওর সংগে দেখা হয়েছিল নোসকোভের—সহরের এককোণে। মাথা থেকে টুপিটা খুলে, টুপির মধ্যেটা দেখতে দেখতে বলেছিল সে :

"আপনার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে ইয়াকোভ পেত্রোভিচ। আপনি কথা দিয়েছিলেন আমার পা সারাবার জন্যে কিছু দেবেন। না হয় মনে করুন, আপনার কাকার আত্মার সদ্গতির জন্যেই কিছু দান করছেন। আর, তাহলে আমিও একটা খুব সুন্দোর বাজনা কিনতে পারি,……আর আপনার বাবাকেও শুনিয়ে খুশি করতে পারি……"

ইয়াকোভ অবাক হয়ে দেখেছিল ওর দিকে, কিন্তু বলে নি কিছুই। তারপর নোসকোভ নম্রভাবে বলেছিল আবার : "আর তাছাড়া আমি যখন আপনার উগ গার করছি, মানে……রাশিয়ার শত্তুরদের বিরুদ্ধে…"

জিজ্ঞাসা করেছিল ইয়াকোভ : "কত চাস ?"

"পঁইতিরিশটি টাকা।" জবাব দিয়েছিল নোসকোভ একটু ভেবে।

ইয়াকোভ টাকা ক'টা ওকে দিয়েই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিয়েছিল সেখান থেকে। বিভ্রান্ত এবং ভীত হয়ে পড়েছিল সে। ভেবেছিল মনে মনে : "হতভাগার বিশ্বাস আমি একটা আহাম্মক ; ভেবেছে, আমি ওকে ভয় করে চলি। মজা দেখাচ্ছি জানোয়ারটার। দাঁড়াও……'

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ইয়াকোভ গোরস্থান থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলল। ওর এখন একটিমাত্র চিন্তা—নোসকোভের হাত থেকে ওর নিস্তার পাওয়া চাইই, নইলে নোসকোভ নিঃশব্দে খাঁড়া বসিয়ে দেবে ওর গলায়।

শ্রাদ্ধের ভোজনপর্ব চলল যেন জন্মকাল ধরে। হৈ-হল্লার হল চূড়ান্ত। পাদ্রি কাৎসেভকে দিয়ে গান গাইয়ে লোকজন খুব একচোট মজা লুটল। অনন্ত বিশ্রামের গান। ঝিতেইকিন মদ খেয়েছিল এত যে

কাঁটাচামচ নাড়তে নাড়তে সে-ও গান ধরল বেখাপ্পা-গলায় এবং মানসম্ভ্রমের মাথা খেয়ে :

"কোথায় গেল দমদমাদম রণদামামা
কোথায় গেল রণমহিমা !
কোথায় গেল রণভূমি, রক্তে লালে লাল—
লড়ল যেথা, জানও কবুল, লড়ল সেপাইপাল !—
সেই কথা আজ স্মরণ করে লড়নেওলার দল—
স্মরণ করে : এই তো ছিল, গেল কোথায় বল !"

গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে স্তেপান বারস্কি উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করল আর্তামোনোভের। ওর বালিশের মত নরম বিপুল দেহটা তুবড়ে গেল গাড়ির

"আপনার ভাইকে আপনি সত্যিই ভালবাসতেন পিওত্র্ ইলিইচ ! এমন খাওয়া ভুলতে বেশ কিছুদিন লাগবে !"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ মাতাল হয়ে পড়েছিল। ইয়াকোভ শুনল ব্যাংগের স্বরে জবাব দিল তার বাবা :

"ভয় নেই, খুব তাড়াতাড়িই ভুলে যাবেন।—যা ফুলেছেন, দেখবেন যেন ফেটে না যান।"

ঝিতেইকিন, বারস্কি, ভোরোপোনোভ এবং সহরের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোককে নিমন্ত্রণ করেছিল আর্তামোনোভ মিরণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাই ওরা আসতেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল মিরণ এবং আধঘণ্টা পরেই উঠে চলে গিয়েছিল খাওয়ার টেবিল থেকে। ওর একটু পরেই উঠে গিয়েছিল ওল্গা এবং তার পরেই সন্ন্যাসী নিকিতা। আধ-মাতাল লোকগুলো মঠের জীবন সম্বন্ধে এমন আজেবাজে প্রশ্ন করছিল তাকে যে শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। এদিকে আর্তামোনোভও সকলের সংগে এমন ব্যবহার করছিল

যে ইয়াকোভের কেবলই ভয় হচ্ছিল পাছে লোকজনের সংগে ওর বাবার ঝগড়া লেগে যায়।

ভেরা পোপোভা কেবলই ঘুরছিল ওল্গার সংগে। তাতে ব্যথা পেল নাতালিয়া এবং ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল নিজের বাড়ি। কিন্তু আর্তামোনোভ কোনরকমে রাত্তিরটা থেকে গেল আলেক্সেইএর পড়ার ঘরে। অবাক না হয়ে পারল না ইয়াকোভ। ঘণ্টাদুয়েক ধরে ঘুমোবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন ওর ঘুম এল না, তখন ও বেরিয়ে গেল বাড়ির উঠানে এবং দেখল রান্নাঘরের জানলার নিচে বেঞ্চিখানায় তিখোনের পাশাপাশি বসে আছে নিকিতা। সেখান থেকে সন্ন্যাসী নিকিতার কালো মূর্তিটাকে দেখে মনে হল যেন একটা ভাঙাচুরো যন্ত্র। তার মাথায় টুপি না থাকার দরুণ নিকিতাকে দেখাল আরও বেঁটে এবং আরও চওড়া। তার ছাতাধরা মুখখানাকে দেখাল শিশুর মত। নিকিতার হাতে ছিল একটা গেলাস এবং তার পাশেই টেবিলের ওপর বসানো ছিল একটা মদের বোতল।

মৃদুস্বরে সাড়া নিল নিকিতা: "কে ওখানে?" এবং পরমুহূর্তেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল নিজেই: "ও, ইয়াশা বুঝি? আয়, আয়, বুড়ো মানুষদের কাছে একটু বস।"

চাঁদ লুকিয়ে পড়েছিল ঘণ্টাঘরের পিছনে। ঘণ্টাঘরের চূড়াটা ভিজে উঠেছিল আবছা রূপালি আলোয়। রাত্রির অন্ধকারে সেটাকে দেখাচ্ছিল আলোর পাহাড়ের মত। নিকিতা গেলাসটাকে তুলে ধরল সামনে এবং চেয়ে রইল মেঘলা মদটুকুর দিকে। ঘণ্টাঘরের ওপরে ভাসছিল খণ্ড খণ্ড মেঘ—আকাশের নীল ভেলভেটের ওপর কতকগুলো নোংরা দাগ যেন। আলেক্সেইএর প্রিয় কুকুর লম্বা-নেকো কুচুম চিন্তিতভাবে ঘোরাফেরা করছিল উঠানময় এবং কেবলই শুঁকছিল মাটিটা। শুঁকতে শুঁকতে এক একবার হঠাৎ মাথাটা তুলছিল আকাশের দিকে এবং ডেকে উঠছিল চাপা গলায়—ঘিউ ঘিউ ঘিউ…।

মৃদুস্বরে বলল তিখোন: "থাম্ কুচুম।"

কুকুরটা এল তিখোনের কাছে। তিখোনের হাঁটুদুটোর মধ্যে তার প্রকাণ্ড মাথাটা গুঁজে দিয়ে ককিয়ে উঠল।

মন্তব্য করল ইয়াকোভ: "ও-ও বোঝে···।"

কেউ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু প্রচুর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল ইয়াকোভের, যাতে চিন্তার হাত থেকে সে মুক্তি পায়। তাই ইয়াকোভ আবার বলল:

"কুকুর হলে কী হবে, ও-ও বোঝে সব।"

তিখোন জবাব দিল আস্তে করে: "নিশ্চয়ই।"

"সুজদাল-এ মঠের কুকুরটা গন্ধ শুঁকে চোর ধরত।" সুজদালের কথা মনে করে বলল নিকিতা।

মদটুকু খেয়ে নিয়ে নিকিতা জামার আস্তিনে মুখটা মুছে নিল এবং বিড়বিড় করল কিছুক্ষণ।

"কী বকছ অমন করে?" জিজ্ঞাসা করল ইয়াকোভ।

নিকিতার কথাগুলো ঝরে পড়ল ঝুরঝুর করে:

"তিখোনের ধারণা, এখানকার লোকেরা না কি আবার বিদ্রোহ বাধাতে চায়। দেখে তাই মনে হচ্ছে অবিশ্যি! সকলেরই মুখ যেন তোলো-হাঁড়ি।"

কুকুরটার কান নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল তিখোন:

"কাজ করে করে এঁলে গেছে তারা।"

"আঃ, কুকুরটাকে তাড়িয়ে দাও। পোকার উৎপাতে গেলাম।" বিরক্তভাবে বলল ইয়াকোভ।

হাঁটুর ওপর থেকে কুচুমের থাবাগুলো সরিয়ে দিয়ে, পা দিয়ে তাকে একটা ঠেলা দিল তিখোন। কুচুম কিন্তু গেল না। পায়ের মধ্যে ল্যাজটা গুটিয়ে বসে রইল সেখানে এবং বিষণ্ণভাবে ডাকল দুবার। তিনজন মানুষই চেয়েছিল কুকুরটার দিকে। তাদের মধ্যে একজনের হঠাৎ মনে হল যে তিখোন এবং

সন্ন্যাসী নিকিতা অনাথ কুকুরটার জন্যে যতটা দুঃখিত হয়েছে, ততটা দুঃখিত হয় নি তার সমাহিত মনিবের জন্যে।

উঠানের অন্ধকার কোণগুলোর দিকে উঁকি মেরে বলল ইয়াকোভ:

"বিদ্রোহ আবার একটা হবে। সেদোভ এবং ওর বন্ধুবান্ধবদের গ্রেপ্তারের কথা মনে আছে, তিখোন?"

"নিশ্চয়ই।"

জামার পকেট থেকে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো বার করে তা থেকে একটিপ নস্য তুলে নিয়ে, নিকিতা জানাল ভাইপোকে:

"নস্যি নি, চোখ খারাপ বলে। দুএক টিপ নিলে চোখে দেখতে পাই ভালই। নইলে চোখে আর তেমন দেখতে পাই না।"

নস্য নিয়ে একবার হেঁচে আবার বলল নিকিতা:

"এমন কি গ্রামেও লোকজন গ্রেপ্তার হচ্ছে।"

ইয়াকোভ বলল: "চারিদিকে গোয়েন্দা। তাদের নজর প্রত্যেকের ওপর।"

বিড়বিড় করে বলল তিখোন: "নজর না রাখলে দেখবে কি করে?"

ইয়াকোভ মুখের মধ্যে জিভটাকে ঘোরাচ্ছিল এবং কাঁপছিল থেকে থেকে। ওর কাঁপুনির কারণটা বোঝা দায়—ভয়েও হতে পারে আবার রাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায়ও হতে পারে। ফিসফিস করে বলল ইয়াকোভ:

"এমন কি আমাদের মধ্যেই গোয়েন্দা আছে। শিকারী নোসকোভ সম্বন্ধে অনেক খারাপ গুজব শোনা যায়। বলা যায় না, ও-ই হয়তো সেদোভ এবং সহরের লোক ক'টাকে ধরিয়ে দিয়েছিল!"

"আহাম্মকটার এত বাড়?" বলল তিখোন। ইয়াকোভ ভাবল, তিখোন কথাগুলোকে এমনি কথার পিঠেই বলেছে, কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে বলেনি; তবুও সে কোনকারণে সাবধান করে দিল তিখোনকে:

"নোসকোভ সম্বন্ধে বিশেষ কথা-টথা বল না।"

"কেনই বা বলব ? আমার খেয়েদেয়ে কি কাজ নেই ? আর, যদিও বা বলি, কে-ই বা আমায় বিশ্বাস করছে ?"

নিকিতা বলল : "তা সত্যি, কেউই কিছু বিশ্বাস করে না। লড়ায়ের পর কতকগুলো আহত সেপাইএর সংগে কথা বলেছিলাম। বলে, কী বুঝলাম জান ? সেপাইরা পর্যন্ত লড়ায়ে বিশ্বাস করে না ! এটা লৌহযুগ, ইয়াশা। খালি লোহা আর যন্তর, যন্তর আর লোহা। যন্তর কাজ করছে, গান গাইছে আবার যন্তর কথাও বলছে। তারপর লোহার জগতে মানুষরাও হবে লৌহ-মানব। তাই না ?" বলে একটু হেসে আবার সুরু করল নিকিতা :

"অনেক লোক আছে যারা যন্তর চায়। এইরকম কতকগুলো লোকের সংগে কথাও বলেছি আমি। তারা কী বলে জান ? বলে—ফুলের ঘায়ে যারা মূর্চ্ছা যাও, তাদের এবার টেঁকা দায়।—অপরে অবিশ্যি তাতে রাগ করে। মানুষের হুকুম তামিল করতে তারা রাজি আছে, কিন্তু লোহা, লোহার হুকুম তারা মানতে রাজি নয়। তাতে তাদের অপমান ! হাতুড়ি, কুড়ুল, কোদাল,, —এসব নিয়ে তাদের কারবার ; কিন্তু বড় বড় ভারি ভারি যন্তরগুলো যেন ঘাড়ে চেপে বসছে। যন্তর, তবু তা জ্যান্ত।"

তিখোন একবার গলা খাঁকারি দিল, তারপর হাসল একটু। ইয়াকোভ এই প্রথম তিখোনকে হাসতে দেখল।

তিখোন বলল : "ঘোড়ার সামনে জুতবে গাড়িকে ! হতভাগাদের কী যে কাণ্ড সব !"

ধীরে ধীরে বলে চলল সন্ন্যাসী নিকিতা :

"আর অনেকে তিতিবিরক্তও হয়ে উঠেছে। তিনটে বছর ধরে আমি কোথায় না ঘুরেছি। যেখানেই গেছি দেখেছি কী ভীষণ তেতে আছে তারা। এ ওকে দোষ দেয় কিন্তু দোষ আসলে সক্কলের।—সে বুদ্ধির জন্যেই হক, আর বোকামির জন্যেই হক। এই কথা আমায় বলেছিলেন পাদ্রি গ্রেব। ঠিকই বলেছিলেন !"

"য়েব এখনও বেঁচে আছেন ?" জিজ্ঞাসা করল তিখোন।

"হ্যাঁ, তবে এখন পাদ্রিগিরি ছেড়ে দিয়েছেন। আজকাল গ্রামের মেলায় মেলায় বই বেচেন।"

তিখোন বলল : "পাদ্রি হিসেবে ভালই ছিলেন তিনি। তবে গরীব ছিলেন বলেই পাদ্রি হয়েছিলেন ; আসলে তিনি ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। আমার তো তা-ই মনে হত ওঁকে দেখে।"

"তিনি বিশ্বাস করতেন যীশুখ্রীষ্টকে। তবে এক একজন এক একভাবে বিশ্বাস করে, এই যা তফাৎ!"

অপ্রীতিকর হাসি হেসে দৃঢ়স্বরে বলল তিখোন :

"সেইজন্যেই তো যত গণ্ডগোল! বেশি ভাবনা-চিন্তা করলে এইরকমই হয়—।"

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল পিওত্র্ আর্তামোনোভ। খালি তার পা, পরণে নৈশ-পোষাক। চেয়ে দেখল পাণ্ডুর আকাশের দিকে। তারপর বলল ওদের :

"কুকুরটার ঘেউ-ঘেউনির জন্যে ঘুম আসছে না আমার। তারপর তোরাও এখানে ঘ্যানঘ্যান করছিস।"

উঠানের মাঝখানে বসেছিল কুকুরটা কানদুটো খাড়া করে। মাঝে মাঝে কেঁউ কেঁউ করছিল আর তাকাচ্ছিল খোলা জানলার কালো গহ্বরটার দিকে। যেন প্রতীক্ষা করছিল কখন তার মনিব তাকে ডাকবে।

আর্তামোনোভ বলল :

"তিখোন, তুই এখনো তোর সেই পুরণো জাবর কাটছিস? বুঝলি ইয়াকোভ, লোকটার মাথায় একদিন সেই যে পোকা ঢুকল, তাই নিয়েই চিরটা দিন ব্যতিব্যস্ত। ওর অবস্থাটা হল ফাঁদে-পড়া নেকড়েবাঘের মত। তোর দাদার অবস্থাও তা-ই। আশা করি, তুই ইলিয়ার খবর জানিস নিকিতা।"

"শুনেছি।"

"হ্যাঁ, আমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ঢঙ করে চলে তো গেল; কিন্তু কোথায়? অবিশ্যি, এমন লোক বেশি নেই যারা ওর মত হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে, দারিদ্র্যকে বরণ করে।"

শান্তভাবে বলল নিকিতা: "ধর্মভীরু সেণ্ট-আলেক্সেইও তাই করেছিলেন।"

কোন কথা না বলে আর্তামোনোভ রগদুটো চেপে ধরল। তারপর এগুল ফল-বাগানের দিকে। যাবার সময় বলল ইয়াকোভকে: "একখানা কম্বল আর কয়েকটা বালিশ নিয়ে আয় গ্রীষ্মাবাসে। দেখি সেখানে একটু ঘুম হয় কি না।"

আর্তামোনোভকে দেখাচ্ছিল ভীষণ: ধবধবে সাদা পোষাকে-মোড়া ওই প্রকাণ্ড দেহ, এলোমেলো চুল, ওই ফুলো-ফুলো, বিবর্ণ মুখ…!

যেতে যেতে উঠানের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে বলল আর্তামোনোভ:

"যন্তর সম্বন্ধে যা বলছিলি নিকিতা, তা একেবারে বাজে। যন্তরের খবর তোর জানার কথা নয়। তোর কারবার ভগবানের সংগে। আর, আশা করি যন্তর তোর সে-কারবারে নিশ্চয়ই বাগড়া দেয় না…"

আর্তামোনোভের কথায় কাঁচি চালিয়ে বলল তিখোন:

"সত্যিই ত! হট্টগোল আর লুঠ ছাড়া যন্তরের কাজ কী?"

তিখোনের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে আর্তামোনোভ বাগানে চলে গেল। তার সামনে সামনে চলল ইয়াকোভ বালিশ হাতে নিয়ে। ইয়াকোভের মনে উৎপাত করছিল কতকগুলো ক্রুদ্ধ, বিষণ্ণ চিন্তা। ভাবছিল ও: "কার কাছেই বা যাব? বাবা, কাকা সব সমান।"

আর্তামোনোভ নিকিতাকে নিজের বাড়িতে থাকতে বলল না বলে, নিকিতা থেকে গেল ওল্গার বাড়ির চিলেকোঠায়।

নিকিতা বলল ওল্গাকে: "এই সামান্য কিছুদিনের জন্যে থাকব। চলে যাব শিগ্গীরই।"

নিকিতাকে প্রায় দেখাই যেত না। নিচেও নামত না সে না ডাকলে। বাগানে পায়চারি করত, কাটত গাছের শুকনো ডালপালা এবং আগাছাগুলো টেনে টেনে তুলবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে চলত কচ্ছপের মত। ওর দেহটা গুটিয়ে-গুটিয়ে হয়ে গিয়েছিল যেন শুকনো চামড়া। লোকজনের সংগে ও কথা বলত চাপা গলায়, যেন কেন গুপ্তধনের সন্ধান দিচ্ছে তাদের। দুর্বল স্বাস্থ্যের অজুহাতে নিকিতা গির্জায় যেত না ; বাড়িতেই প্রার্থনা করত একটু আধটু ; ভগবান সম্বন্ধে কথা প্রায় বলতই না এবং ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে যতটা পারত থাকত দূরে দূরে।

ইয়াকোভ লক্ষ্য করল, ওল্‌গা এবং ভেরা পোপোভার সংগে নিকিতার বেশ ভাব হয়ে গেছে। বিশেষ করে ভেরা তাকে রীতিমত ভক্তিই করে। এমন কি মিরণ পর্যন্ত ভ্রূ না কুঁচকে সন্ন্যাসী নিকিতার ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনত, গল্প শুনত নানা লোকের, যাদের সংগে নিকিতার সাক্ষাৎ হয়েছিল পথে প্রান্তরে। নিকিতার প্রতি মিরণের এই সুব্যবহারে অবাক না হয়ে পারত না ইয়াকোভ, কারণ বাবা মারা যাবার পর থেকে মিরণ আরও উদ্ধত হয়ে উঠেছিল, কারখানায় হুকুম চালাত অগ্রজের মত, এমন কি ইয়াকোভকেই সে যখন তখন তিরস্কার করত চাকরের মত।

নাতালিয়ার চওড়া লাল মুখখানার দিকে নিকিতা সেই একই স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত, যে-দৃষ্টিতে ও দেখত সবাইকে এবং সবকিছুকে। কিন্তু নাতালিয়ার সংগে ও কথা বলত কম। আর নাতালিয়াও কথা কওয়ার পাট প্রায় তুলে দিয়েছিল ; কথা কওয়ার বদলে কেবল রকমারি নিঃশ্বাস ফেলত ছোট বড়। চোখদুটো ক্রমেই অনুজ্জ্বল হয়ে আসছিল নাতালিয়ার, তবে দৃষ্টিটা ছিল স্থির, এবং কালেভদ্রে—হয়তো স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উৎকণ্ঠায় কিংবা মিরণের ভয়ে কিংবা গোবরগণেশ ইয়াকোভের প্রতি ভালবাসায়—তার ঝাপসা চোখদুটিতে আলো আবার লাফিয়ে উঠত ব্যাঙের মত। তিখোনের সংগে নিকিতার এমন কিছু বিশেষ বনত না। ঝগড়া না করলেও দুজনে গজগজ

করত এ ওর দিকে চেয়ে এবং এ ওর পাশ দিয়ে এমন ভাবে চলে যেত যেন দুজনেই অন্ধ।

কুঁজো নিকিতার কোণাকুণি কালো মূর্তিটা ইয়াকোভের জীবনে আর একটি গভীর ছায়া বিস্তার করল। ওকে দেখলেই ইয়াকোভের মনে ভিড় করে আসত ঝাঁকেঝাঁক বিষণ্ণ সম্ভাবনা এবং ওর শীর্ণ ভাঙাচোরা মুখখানার দিকে চোখ পড়লেই তার মনে হত দূর থেকে মৃত্যুর ঘণ্টা ভেসে আসছে। ঘরেবাইরে যখন ওর এতটুকুও স্বস্তি ছিল না, সেইসময় প্রেমের জহুরী ইয়াকোভ বুঝতে পারল পোলিনাও তার প্রতি ক্রমেই উদাসীন হয়ে উঠছে। তার এই সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নয় তা প্রকাশ পেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাভরিনের ব্যবহারে। আজকাল তার সংগে দেখা হলে মাভরিন টুপিটা ছুঁয়ে কোনরকমে একটা অভিবাদন জানাত তাকে এবং মাথাটা উঁচু করে এমনভাবে চোখ পাকাত যেন দূরের কোন ছোট জিনিষ দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এর আগে সে ছিল অমায়িক ও নম্র, এবং তাসের জুয়ার জন্যে ইয়াকোভের কাছ থেকে টাকা ধার নেবার সময় কিংবা ঋণ শোধ করতে দেরি হবে বলে সময়-ভিক্ষা চাইবার কালে, মাভরিন কয়েকবারই বলেছিল সপ্রশংসভাবে :

"গোলন্দাজ-সেপাইএর মতই চেহারা আপনার, আর্তামোনোভ।" কিংবা কোন মজার মন্তব্য করেছিল হাসতে হাসতে।

চোয়াড় হলেও মাভরিনের প্রাণখোলা মেজাজে মুগ্ধ হয়েছিল ইয়াকোভ। তাছাড়া বুদ্ধিতে শক্তিতে সাহসে সারা সহরকে সে দিয়েছিল অবাক করে। গোল গোল পাথুরে চোখগুলো লোকজনের মুখের ওপর তুলে ধরত সে এবং ফাটা কাঁসির মত গলায় বলত আমীরী মেজাজে :

"আমি একটা কাঠখোট্টা মানুষ। বাড়াবাড়িটা আমার আবার সহ্য হয় না।"

ডাকঘরের কর্তা ভ্রোনোভের সংগে একবার ঝগড়া করেছিল মাভরিন তাস খেলার সময়। ভ্রোনোভ রুগ্ন এবং বুড়ো হওয়া সত্ত্বেও সহরের সকলেই তাকে ভয়

করত। তার কারণ, সে ছিল যেমন রগচটা তেমনি বদখেয়ালী। ঝগড়া করে মাভরিন বলেছিল দ্রোনোভকে :

"বাড়াবাড়ি করতে চাই না আমি, কিন্তু তুমি একটি বুড়ো-হারামজাদা।"

ইয়াকোভ ভাবল : সেই মাভরিন এখন বদলে গেছে, এবং তার সংগেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে তাচ্ছিল্যভরে। সে যাই হক, তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে সন্দেহ হলেও, ইয়াকোভ মাভরিনের সংগে ঝগড়া করার কোন চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিল না। কিন্তু পোলিনাকে সে ছাড়বে কী করে? পোলিনা যেন তার কাছে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। নানাকথা ভেবেচিন্তে সে ইতোমধ্যেই বারকয়েক সাবধান করে দিয়েছিল পোলিনাকে :

"সাবধান! মাভরিন এবং তোমার মধ্যে যদি এতটুকুও ঢলাঢলি দেখি, তাহলে তোমার পথ তুমি দেখবে, আর আমার পথ আমি।"

এছাড়া তার জীবনে অশান্তির আর একটি কারণ হল শিকারী নোসকোভ। তাকে নিয়ে ইয়াকোভের উৎকণ্ঠা, আশংকা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। সহরের উপকণ্ঠে ভাতারাকৃশার ছোট্ট পুলটির কাছাকাছি কোন জায়গায় শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করত সে ইয়াকোভের জন্যে এবং হঠাৎ মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটার ভিতরে চোখ রেখে, বারবার সেই একই দাবি জানাত—টাকা দাও আর টাকা দাও—যেন ইয়াকোভের পাওনাদার সে।

তাছাড়া আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে নোসকোভ প্রতিবার আসত একই জায়গায়। আলকুসী ও ভাঁটুইএর ঝোপ থেকে, নোয়ানো ত্বটো উইলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘন আগাছার বন থেকে বেরিয়ে আসত সে। ত্ববছর আগে, পানফিল নামে একজন মালীর বাড়ি ছিল এখানে। কিন্তু একদিন খুন হয়ে গেল মালীটা, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল তার বাড়িটায়, উইলোগাছগুলো গেল পুড়ে—খাঁ খাঁ করতে লাগল জায়গাটা। ভস্মাবশেষের মধ্যে ছিল ইটে-তৈরি একটা চিমনি। ধবধবে রাত্তিরে তার ওপর দেখা যেত একটা সবজে তারা। তারাটা মিটমিট করত সারারাত। তারপর মিলিয়ে যেত আকাশের ধূসরতার মধ্যে। এই

চিমনির পিছন দিয়ে আলকুসী গাছগুলোর মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসত নোসকোভ। খসখস শব্দ হত তার আসার সংগে সংগে। মাথার টুপিটা খুলে অস্ফুটস্বরে বলত সে :

"অবিশ্যি আমিও আপনার উগ্‌গার করব। আবার একঝাঁক পাখি... বুঝলেন কি না...কারখানায় জটলা পাকাচ্ছে ।"

ইয়াকোভ জবাব দিত : "ওসব ঝাঁকটাঁকের সংগে আমার কোন কারবার নেই।"

নোসকোভের ধৃষ্ট জবাবে অবাক হয়ে যেত সে : "আহা এসব দল যে আপনি পাকান না, সেকথা সবাই জানে।...কিন্তু তাহলেও, এ এমন একটা ব্যাপার যার দিকে আপনি নজর না দিয়েই পারেন না·· ।"

ইয়াকোভ ধিক্কার দিত নিজেকে : "শয়তানটাকে সেদিন সেখানেই গুলি করে মারিনি কেন ?"

তারপর গোয়েন্দাটাকে কিছু টাকা দিয়ে বলত : "আর একটু ভাল করে নজর রাখবি, বুঝলি ?"

"সেকথা আর আমায় বলে দিতে হবে না !"

"সাবধান, আমাকে যেন কোন গণ্ডগোলে জড়াস নি।"

"কী যে বলেন ! আপনি স্রেফ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন পায়ের ওপর পা দিয়ে।"

মনে মনে বলত ইয়াকোভ : "হতভাগাটা আমায় অবশ্য আহাম্মক ভাবে..."

নোসকোভের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে ভাবত ইয়াকোভ—বাঁকা পা আর চওড়ামুখওলা এই নোসকোভ গুলি করার জন্যে তার ওপর যে-ভাবেই হক প্রতিশোধ নিতে চায় ! একদিন হয়তো নোসকোভ নিজেই তাকে হতভম্ব করে দেবে, আর নয়তো তারই টাকায় শ্রমিকদের ঘুষ দিয়ে তাকে খুন করাবে। ইতোমধ্যেই, চারিদিক দেখেশুনে মনে হত ইয়াকোভের যে তার প্রতি শ্রমিকদের অভিসন্ধিটা যেন খুব ভাল নয়।

এদিকে মিরণ প্রায়ই বলছিল :

"শ্রমিকরা যে বিদ্রোহ করে, তার কারণ এই নয় যে ওরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চায়। কোথা থেকে একটা বিদকুটে অর্থহীন ধারণা ঢুকেছে ওদের মাথায় যে সমস্ত কারখানা, ব্যাংক ওদের দখল করা চাই।—একেবারে দেশের গোটা অর্থ নৈতিক যন্ত্রটাই।"

কথাগুলো বলবার সময় মিরণ একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়াত; লম্বা লম্বা পায়ে ঘুরে বেড়াত ঘরের এ-মোড় থেকে সে-মোড়; এবং প্রায়ই জামার কলারের পিছনে আঙুল দিয়ে গলাটা মোচড়াত এদিকে ওদিকে, যদিও ওর গলাটা ছিল সরু এবং কলারটা তার তুলনায় ছিল অনেক বড়।

"এই মতবাদ এমন কি সোশ্যালিজ্‌মকেও ছাড়িয়ে যায়! এর যে কী নাম তা একমাত্র শয়তানই জানেন! আর এই সব মতবাদ যারা ছড়াচ্ছে, তাদের একজন হল তোমার ভাই! আমাদের মন্ত্রীগুষ্টির ওই বুড়ো বেকুবগুলো…"

ইয়াকোভের বুঝতে দেরি হত না যে মিরণ নিজেকে এবং যারা ওর কথা শুনত তাদের, বিশ্বাস করাতে চাইত যে 'স্টেট ডুমা'-য় তার মত লোকেরই দরকার সবচেয়ে বেশি। যাই হক, মিরণের ক্রুদ্ধ বুকনির শেষে ইয়াকোভ নিজেকে আবিষ্কার করত অকূল সাগরে, ভয় পেত এই ভেবে যে শত শত শ্রমিকের মধ্যে সে একা এবং অসহায়। ভয়টা দাঁড়াল রোগে। এমন কি একদিন ও সত্যিসত্যিই ভয় পেয়ে গেল। হঠাৎ এক সকালে ওর ঘুম ভেঙে গেল কারখানার হৈ-হল্লা শুনে। বালিশ থেকে মাথা তুলে ইয়াকোভ দেখল গুদামঘরের মসৃণ সাদা দেয়ালের ওপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার ছায়াগুলো দৌড়ে চলেছে। ছায়াগুলো হাত ছুঁড়ছিল, লাফালাফি করছিল এবং মনে হচ্ছিল গোটা বাড়িখানাই যেন দৌড়ে চলেছে মাটির ওপর দিয়ে। হঠাৎ ইয়াকোভ ঘেমে নেয়ে গেল। ওর ইচ্ছে হল চীৎকার করে। ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়ে ইয়াকোভ বলল মনে মনে :

"বিদ্রোহ!"

ভয়াবহ ছায়াগুলো অন্তর্হিত হল তাড়াতাড়িই এবং ইয়াকোভ বুঝতে পারল, ও আর কিছুই নয়, প্রতি সোমবার সকালে যা হয়ে থাকে তাই—অর্থাৎ ঝগড়া মারামারি। তাহলেও, ওই কালো কালো ছায়াগুলোর ভয়াবহ ছুটোছুটি, হল্লা এবং আর্তনাদ গভীর দাগ রেখে গেল ওর মনে। জীবন ক্রমেই হয়ে উঠছিল আশংকাময়, আসন্ন বিপদের সংকেত যেন আকাশে বাতাসে। এ শুধু ওর ব্যক্তিগত জীবনের ছবিই নয়, সাধারণের জীবনের ছবিই এই। খবরের কাগজ পড়তে ভাল লাগত না ইয়াকোভের, পাছে খবরগুলোর মধ্যে থেকে ঘোরতর কোন দুঃসংবাদ সাপের ফণার মত নেচে ওঠে। কোথাও শান্তি নেই, নির্জনতা নেই; অপ্রীতিকর একটা ভীষণ ছায়া ঢেকে দিচ্ছিল দেশ ও দশের জীবনের দিক্‌দিগন্তকে, বিরাট একটা ঈগলের ডানার মত।

ভোরগোরোদ থেকে ওর বোন তাতিয়ানা হঠাৎ একটি স্বামী জোগাড় করে নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হল। লোকটি ছোটখাট, রোগা, রোগা মাথায় লাল চুল এবং তার ওপর একটা ইঞ্জিনীয়ারের টুপি। তাতিয়ানার চেয়ে দুবছরের ছোট বলে বাড়িশুদ্ধ সবাই তাতিয়ানার মতই তাকে ডাকতে আরম্ভ করল 'মিতিয়া' বলে। মিতিয়া বেশ চটপটে এবং অত্যন্ত আমুদে। চলে বেড়াত বললে ভুল হবে; ভেসে বেড়াত সে, পাদুটো এতই হালকা; গান গাইত গীটার বাজিয়ে—বিশেষ করে একটি গান, যা শুনে নাতালিয়া তো চমকে উঠতই, এমন কি ইয়াকোভ পর্যন্ত ভাবত যে সে-গানটায় ওর বোনের অপমান হয়। গানটি এই:

> বউটি আমার ঘুমিয়ে আছে কবর-মাঝারে—
> ও ভগবান, ঠাঁই একটু দিও তাহারে
> স্বর্গভূমির বিজন কোণে। আহা, আহা রে!
> দোহাই প্রভু, বাঁচাও তোমার গরীব বাছারে!

তাতিয়ানা কিন্তু রাগ করত না, বরং সবায়ের মতই খুশি হত মিতিয়ার আমুদেপনায়; এমন কি নাতালিয়াও প্রায়ই বলত মিতিয়াকে আদরের সুরে:

"বাড়িতে যেন কোকিল ডাকছে গো। নাও, মুখে কিছু দাও।"

মিতিয়া খেতেও পারত অবিশ্রাম, পায়রার মত। পিওত্র্ ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত অবাক হয়ে স্বপ্নালস দৃষ্টিতে এবং জিজ্ঞাসা করত চোখ পিটপিট করতে করতে: "তোমার খাওয়ার বহর দেখে মনে হয় টানতেও পার খুব। পার না কি হে?"

জবাব দিত তার জামাই: "পারি বৈ কি" এবং রাত্তিরে খাওয়ার সময় প্রমাণ করে দিত যে মদ টানতেও সে কম ওস্তাদ নয়। মিতিয়া ঘুরেছে বহু জায়গায়—ভল্‌গার ধারে ধারে, উরালে, ক্রিমিয়ায় এবং ককেসাস-এ; জানেও অনেক কিছু: মজার মজার প্রবাদ, গল্প এবং টকমিষ্টি উপকথা। ওকে দেখে মনে হত, ও যেন কোন আমুদে ভবঘুরের দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। মিতিয়া বলত: "জীবনটা হল সুন্দরী আতুরীর মত।"

কিছুদিনের মধ্যেই সে কারবারের চির-আবর্তের মধ্যে ছেড়ে দিল নিজেকে এবং শ্রমিকরাও তাকে পছন্দ করে ফেলল; বিশেষ করে অল্পবয়স্ক শ্রমিকরা তাকে নিয়ে তো হেসেই খুন। বৃদ্ধ তাঁতীরা তাকে দেখতে লাগল স্নেহের দৃষ্টিতে; এমন কি মিরণ পর্যন্ত তার মজার মজার কথা শুনে হাসি লুকত পাশ ফিরে।

দেখা যেত উঠানের মধ্যে দিয়ে চটপটে মিতিয়া মিরণের পাশাপাশি চলেছে কারখানার পাঁচ নম্বর বাড়ির দিকে। কারখানাটাকে যদি লাল ইটের একটা বিরাট থাবা মনে করা যায়, তাহলে এই বাড়িখানা সেই থাবারই পাঁচ নম্বর আঙুল। বাড়িখানা এখনও পুরো তৈরি হয় নি, বাঁশের ভারার মধ্যে যৌবনের স্বপ্ন দেখছে। মাটির ওপর উঁচু বেদীটাতে কাজ করছে ছুতোররা, কুড়ুলগুলো ঝলসে উঠছে রূপোর মত এবং মিরণের সোনার চশমাটাতেও আলো ঝিলিক মেরে উঠছে থেকে থেকে। সেনাপতির মত হাতটা ছুঁড়ে মিরণ এখানকার

কাজকর্ম বুঝিয়ে দেয় মিতিয়াকে এবং মিতিয়াও মাথাটা নাড়তে নাড়তে হাতগুলো ছুঁড়তে থাকে এমনভাবে, যেন কিছু ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে।

অফিসঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ইয়াকোভ দেখে ওদের দিকে। মিতিয়াকে তারও ভাল লাগে। সদাপ্রফুল্ল মিতিয়ার হাসি-তামাসায় তার দুঃখের বোঝাও যেন হালকা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এই চটপটে হাসিখুশি মানুষটিকে ঈর্ষাও না করে পারে না সে; কিন্তু মিতয়াকে ইয়াকোভ বিশেষ বিশ্বাস করে না। ভাবে: মিতিয়া হয়তো এখানে বেশিদিন থাকবে না, আজ বাদে কাল হয়তো পাড়ি জমাবে অন্য কোথাও খেয়াল হলে—যেমন ধূমকেতুর মত এসেছে, চলেও যাবে তেমনি ধূমকেতুর মত। মিতিয়ার আর একটি গুণ, সে অর্থগৃধ্ণু নয়। অবশ্য ওপর থেকে তা-ই মনে হত। তাতিয়ানার যৌতুক নিয়েও কখনও মাথা ঘামায় নি, তবে এটা তাতিয়ানার একটা গোপন ফন্দিও হতে পারে, কলকাঠি সে টিপে রেখে দিয়েছে। এতগুণ সত্ত্বেও পিওত্র্ খুঁৎ খুঁৎ করে:

"নাঃ, এত যে খেটে মরলাম, সে কি এই চিমড়েপোড়া জামাইটার জন্যে?"

অবশেষে মিরণও বিয়ে করে বসল।

মস্কো থেকে ফিরে আসবার সময় সংগে করে নিয়ে এল ওর স্ত্রীকে। পরিচয় করিয়ে দিল সবার সংগে: "আমার বউ আনা।"

আনার চেহারাটা মোটাসোটা, নীলচক্ষু পুতুলের মত; একমাথা কোঁকড়ানো চুল এবং মাথাটা কাঁৎ করা একপাশে। ওকে দেখে ইয়াকোভের মনে হল, আনা যেন সত্যিকার জীবন্ত কোন নারী নয়—ছোটখাট খেলনার ছাঁচে ঢালা একটা পুতুলই,—আলেক্সেই খুড়োর প্রিয় ঘড়িটার ওপর ওই চিনেমাটির মেয়েটার মত। চিনেমাটির মূর্তিটার মাথাও ভেঙে গিয়ে লেগে ছিল একপাশে। ঘড়িটা বসানো থাকত দেয়ালে-লাগানো একখানা টেবিলের ওপর এবং চিনেমাটির মেয়েটি ঘরের দরজার দিকে পিছন ফিরে চেয়ে থাকত আয়নার দিকে। মিরণ বলল আনার বয়স আঠার বছর; কিন্তু ও যে আনাকে ঘরে আনবার সংগে

আড়াই লক্ষ টাকাও ঘরে এনেছে এবং আনা যে একজন কাগজব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা—এসব কথা মিরণ জানাল না কাউকেই।

গজগজ করতে লাগল আর্তামোনোভ। লাল চোখদুটো পাকিয়ে ইয়াকোভের দিকে চেয়ে বলল সে :

"এক একটাকে ধরে আনছে দেখ, বিয়ের কী যে ছিরি! আর ভগবান জানেন তোরও কী মতলব! কে জানে কার সংগে ফষ্টিনষ্টি করছিস্! এদিকে ইলিয়াটাকে তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলুম বাড়ি থেকে।"

আজকাল আর্তামোনোভের হাঁটতে কষ্ট হয় এবং ওর শিথিল ভাঙাচোরা দেহটা টলতে থাকে সংগে সংগে। ইয়াকোভ ভাবে, ওর বাবা খিটখিটে হয়েছে এই দৈহিক দুর্বলতার জন্যেই এবং হয়তো ইচ্ছে করেই ওর বাবা জাহির করে তার বার্ধক্যজনিত অসহ্য কুশ্রীতাটা।

আর্তামোনোভ বেশ জাঁকের মাথায় ঘুরে বেড়ায় ফুলোফুলো বুকটা বের করে। পরণে থাকে কটিবন্ধহীন একটা আলখাল্লা, খোলা পায়ে থাকে একজোড়া পটপটে চটি!—এককথায় এলেনাকে রাগাবার জন্যে ও যে পোষাক পরত সেই পোষাকই আজকাল ওর অংগের ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে আর্তামোনোভ অফিসঘরে আসে, থাকে অনেকক্ষণ এবং ইয়াকোভের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করে নালিশের সুরে যে তার সারাজীবনটাই কারখানা অশান্তি কারবার আর ছেলেদের নিয়ে কাটল, কোন আনন্দই পেল না সে; পেল শুধু আর উৎকণ্ঠার অভিশাপ; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার জীবনের সব রঙ গেছে চটে।

ইয়াকোভ বাবার কথাগুলো শুনত। তার কারণ ও জানত নালিশ করে আর্তামোনোভ সান্ত্বনা পায়, অপরের ক্ষুদ্রতার মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় খুব বড় করে। মনে হত গর্বে ফুলতে ফুলতে আর্তামোনোভ ওই ঘণ্টাঘরটার মতই বিশাল হয়ে উঠছে—যে ঘণ্টাঘরের ওপরে সূর্যের প্রথম আলো পড়ত ভোরবেলায় এবং শেষ আলো সন্ধ্যায়। যাই হক, বাবার নালিশ ও গজগজানি

থেকে ইয়াকোভ একটি সত্য উপলব্ধি না করেই পারত না যে, বাবার মত বেঁচে থাকা মানে নোংরা ডোবায় সাঁতার কাটা।

ইয়াকোভ লক্ষ্য করত নালিশ করা শেষ হলেই ওর বাবা দুনিয়াশুদ্ধ লোককে গালাগাল দিত এবং এমনভাবে বিকৃত করত মুখখানা যে পারলে তাদের চিবিয়েই খেয়ে ফেলত বোধ হয়।

নাতালিয়া হয়তো কোন সময় বাগানের দিকে চেয়ে বসে আছে জানালায়, ওর অথর্ব হাতদুখানিকে কোলে নিয়ে হয়তো দেখছে একটা বার্চ গাছের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে,—হঠাৎ সেইসময় এসে হাজির হত আর্তামোনোভ এবং বুড়ি স্ত্রীর পাশে বসে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারত ব্যংগবিদ্রূপে :

"কী ভাবছ অত? পিপের মত মোটা তো হয়েছ, কিন্তু তোমায় দেখে কে? ছেলেপুলেরা তোমার দিকে তো ফিরেও দেখে না; তাতিয়ানা রাঁধুনীটার সংগেও ভাল করে কথা কয়, কিন্তু তোমার সংগে? আর এলেনা তো তোমায় ভুলেই গেছে, তাই তোমার চৌকাঠও মাড়ায় না। বেটি হয়তো আবার একটা মনের-মানুষ পাকড়েছে। আর ইলিয়া?—সে-ছেলেটা কোথায় গেল!"

কিন্তু স্ত্রীকে বিরক্ত করে বিশেষ আনন্দ পেত না আর্তামোনোভ। কারণ একটু পরেই নাতালিয়ার টকটকে লাল মুখখানা ভেসে যেত চোখের জলে। মনে হত একটা বিক্ষুব্ধ ঝরণা যেন বেরিয়ে আসছে মুখের লালচে মাটি ফুঁড়ে!

বৃদ্ধ আর্তামোনোর্ভ বিড়বিড় করে বলত ব্যংগের সুরে :

"চোখদুটো বোধ হয় ফুটো হয়ে গেছে গো, তাই সব জল বেরিয়ে আসছে।" তারপর ধোঁয়া তাড়াবার ভংগিতে নাতালিয়ার দিকে একখানা হাত নেড়ে বেরিয়ে যেত টলতে টলতে। বলত মনে মনেঃ "পিপে বটে, কিন্তু মদটুকু আর নেই!"

ইয়াকোভকে খোঁচাত না আর্তামোনোভ। কিন্তু ওর দিকে চাইলেই ইয়াকোভ ভাবত, বাবা ওকে করুণা করছে গোবেচারী ভেবে। মরমে মরে যেত ইয়াকোভ।

কিন্তু মিরণ ছিল সমস্ত ব্যংগবিদ্রূপের উর্ধ্বে। ভয়ে আর্তামোনোভ ছায়া মাড়াত না তার। সে-কথা বুঝত ইয়াকোভও। মিরণকে ভয় করত সকলেই—কারখানার লোক থেকে বাড়ির লোক সবাই—ওর মা থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী আনা, এমন কি চাকর গ্রিশ্‌কা পর্যন্ত।

মিতিযাকে ঠাট্টা-তামাসা করে তৃপ্তি পেত না আর্তামোনোভঃ কারণ নিজেকে নিজেই কী করে ঠাট্টা করতে হয় জানত মিতিয়া। আর তাই সে বসেও থাকত না কারু ঠাট্টার অপেক্ষায়; বরং নিজেই ঠাট্টা করে হাসিকাশিতে ঘর জমজমাট করে তুলত! গর্ভবতী তাতিয়ানা ঠোঁট ফোলাত অভিমানে এবং দুপুরেব খাওয়াদাওয়ার পর ঢলে পড়ত বিছানায়। শুয়ে শুয়ে চেষ্টা করত একই সংগে তিনখানা বই পড়বার। তারপর একটু বেলা পড়লে বেড়াতে যেত এবং মিতিয়াও ওর পাশে পাশে ছুটত ছোট্ট কুকুরের মত।

সহরে গিয়ে আর্তামোনোভ নিকিতা এবং তিখোনকেও বিরক্ত করতে ছাড়ত না। ইয়াকোভ বহুবার শুনেছে কী করে ওর বাবা বিরক্ত করত তাদের।

আর্তামোনোভ চিমটি কেটে বলত নিকিতাকেঃ

"কি গো সন্ন্যেসী, ভগবানের ভূত নামল ঘাড় থেকে?"

কুঁজটায় একটু নাড়া দিত নিকিতা; হাত বুলত নিজের ধারালো হাঁটুদুটোর ওপর। তারপর জবাব দিত ধীরে ধীরে বিষণ্ণস্বরেঃ

"এভাবে তোমার কথা বলা উচিত নয়।"

"উচিত নয় কেন? তোর পোষাক থেকে টুপিটা পর্যন্ত কোন্‌টা সন্ন্যেসীর মত বলতে পারিস?"

"সে আমি বুঝব!"

"আরে ছ্যা ছ্যা, তারপর তুই কি না নস্যি টানিস! জীবনটাকে গোল্লায় দিয়েছিস, নিকিতা, একেবারে গোল্লায় দিয়েছিস। বড্ড ভুল করেছিস তুই, বুঝলি? অনেক আগেই তোর উচিত ছিল একটা গরীব মা-বাপ-মরা মেয়েকে

বিয়ে করা। তার পেটে তোর ছেলেপুলে হত……, খুশি হত তোর বউটা, খুশি হতিস তুইও। আর আজ আমারই মত একটা দাদামশাই হয়ে দিব্যি আরামে……বুঝলি কি না?…কিন্তু তুই তা না করে করলি কি না…… মনে আছে ত?"

ধীরে ধীরে সরে যেত নিকিতা বিরাট একটা কচ্ছপের মত হামাগুড়ি দিতে দিতে; আর পিওত্র্ আর্তামোনোভ এসে হাজির হত ওল্‌গার কাছে। এসেই তাকে শোনাতে আরম্ভ করত:

"দিনটা আজ ম্যাজমেজে না?…যা দিনকাল পড়েছে!…লোকজনকে দুটো মনের কথা খুলে বলাও দায়।…এই ধর না আলেক্সেইএর কথাই।… আলিওশা করে নি কী…মদ থেকে আরম্ভ করে মেয়েমানুষ পর্যন্ত…তারপর সেই সেবার মেলায়…আরে ছ্যা ছ্যা…। তবে হ্যাঁ আলেক্সেই কাজের ছেলেও ছিল…গুণ ছিল অনেক…যদিও…"

কিন্তু এখানেও জমত না আর্তামোনোভের।

স্বামী মরে যাবার পর থেকে ওল্‌গা একেবারে বুড়ি তো হয়ে গেছেই তার ওপর অস্থিরও হয়ে উঠেছে অত্যন্ত। সবসময়ই এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আসবাবপত্রগুলো সরায় ঘরময়, একটা জিনিষ এখানে রেখে পরমুহূর্তেই আবার সেটাকে নিয়ে যায় অন্য এক স্থানে, কখন উঁকি মারে জানলায়, কখন চেয়ে থাকে উঠানের দিকে—বিশ্রাম নেই, একটা না একটা কিছু করা চাইই-চাই। হাঁটবার সময় ওল্‌গা মাথাটা নড়াত না একটুও এবং চোখে চশমা থাকা সত্ত্বেও পথ হাতড়ে বেড়াত মেঝের ওপর ছড়ি ঠুকে ঠুকে, ডান হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে।

আলেক্সেই সম্বন্ধে আর্তামোনোভ যখন জঘন্য গল্পগুলো বলত, ওল্‌গা জবাব দিত একটু হেসে:

"যা খুশি আপনার বলতে পারেন। কিন্তু আমার আলিওশার গায়ে হাজার কাদা ছিটোলেও সে-কাদা লেগে থাকবে না; আর তার গুণ গেয়েই

বা লাভ কি?—আমার আলিওশাকে আমি যতটা বুঝতাম, তার চেয়েও কি আপনি বেশি বুঝতেন তাকে?"

"দেখছি, তোমার সম্বন্ধে ও যা বলত তা ঠিকই। তুমি একেবারে একচোখো।"

"একটা চোখ কেন, দুটোচোখই গেছে। এই কালই তো চিনেমাটির পেয়ালাটা ধুতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছি। পেয়ালাটা আলিওশার বড্ড প্রিয় ছিল। পোড়া চোখে কি আর দৃষ্টি আছে?"

সেখান থেকে আর্তামোনোভ চলে আসত তিখোনের কাছে। প্রাণপণ চেষ্টা করত তাকেও বিরক্ত করতে। কিন্তু তিখোনকে বিরক্ত করা সোজা ব্যাপার নয়। তিখোন রাগত না। আড়চোখে চাইত এপাশে ওপাশে, একটু গলা খাঁকারি দিত, তারপর তার উত্তরটা হত সংক্ষিপ্ত এবং নির্বিকার।

আর্তামোনোভ যখন বলত: "অনেকদিন বাঁচলি তুই তিখোন!" তখন তিখোন ধীরভাবে জবাব দিত: "অনেকে এর চেয়েও বেশি দিন বাঁচে।"

"কিন্তু বলতে পারিস কেন এতদিন বাঁচলি?"

"বাঁচতে হয় বলে, তাই।'

"তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে সবাই উঠোন ঝাঁট দিয়েই সারা জীবনটা কাটায় না?"

তিখোন জবাব দিত: "মানুষ জন্মায়, বাঁচে, বাঁচতে হয় বলেই বাঁচে, যতক্ষণ না মৃত্যু এসে বলে: 'চল্'।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর্তামোনোভ বলে চলত:

"এখানে সারাজীবনটাই তুই ঝাঁটা হাতে নিয়ে কাটালি। বউও নেই ছেলেপুলেও নেই। ভাবনাচিন্তাও ছিল না কোনদিন। কিন্তু কেন বলতে পারিস? বাবা তোকে তো কতবার অন্য চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, তুই নিস নি। প্রতিবারই মাথা নেড়েছিলি; কিন্তু তোর এই একগুঁয়েপনার কারণটা কী বলতে পারিস?"

আড়চোখে চেয়ে জবাব দিত তিখোন :

"এখন আর ওসব জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই, পিওত্র্ ইলিইচ !"

আর্তামোনোভ রেগে উঠত এই কথায় এবং আরও বিরক্ত করতে চেষ্টা করত তিখোনকে :

"দেখ, এমন কি তোর চোখের সুমুখেই কত মানুষ বড়লোক হয়ে গেল ! সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে একটু আরাম করে থাকতে পারে, ভালমন্দ একটু আধটু পেটে দিতে পারে। তার জন্যে তারা টাকাও জমাচ্ছে।"

তিখোন জবাব দিত বেশ একটু ব্যংগের সুরেই :

"হ্যাঁ, কেবল টাকা জমান আর শয়তানের পেট ভরান।"

ইয়াকোভ ভাবত ওর বাবা হয়তো রেগে গিয়ে তিখোনের সংগে একটা যাচ্ছেতাই ঝগড়া বাধিয়ে তুলবে; কিন্তু না, বুড়ো পিওত্র্ একটি কথাও বলত না; অস্পষ্টভাবে খানিকটা বিড়বিড় করে চলে যেত তিখোনের কাছ থেকে। তিখোনের গায়ের রঙ চটে যাচ্ছিল, মাথায় চুলও কমে আসছিল তার, কিন্তু বার্ধক্যের কাছে সে হার মানে নি, তার দৈহিক শক্তি ছিল অটুট। তার কথাবার্তায়ও আগের চেয়ে যেন একটু বেশি জৌলুস এসেছিল এবং ইয়াকোভের মনে হত কী কথাবার্তায় কী ব্যবহারে ওর চেয়ে তিখোনকেই মালিক হিসাবে মানাত বেশি।

আর নিজের কথা ভাবলে ইয়াকোভ স্পষ্টই বুঝতে পারত যে বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সে ছিল প্রয়োজনাতিরিক্ত, এমন কি অপ্রয়োজনীয়ও। একটি-মাত্র সুন্দর মানুষ ছিল গোটা বাড়িতে—সে হল মিতিয়া লংগিনোভ, যদিও সে একজন বাইরের লোক। মিতিয়াকে বোকা বলেও মনে হত না, বুদ্ধিমান বলেও মনে হত না। কিন্তু সে ছিল সবায়ের থেকে আলাদা—তার তুলনা সে-ই। তার ব্যক্তিত্বটা যে হেসে উড়িয়ে দেবার মত জিনিষ নয়, মিতিয়ার প্রতি মিরণের ব্যবহারেই তা প্রমাণিত হত। সকলের সংগে উদ্ধত ব্যবহার করলেও মিরণ মিতিয়ার সংগে বনিয়ে চলত; তর্কাতর্কি হত প্রায়ই দুজনের মধ্যে,

কিন্তু মিতিয়ার সংগে সে ঝগড়া করত না কখনও, এমন কি তর্ক করবার সময়ও করত সাবধানে। গোটা বাড়িটায় একটিমাত্র নামই শোনা যেত দিন-রাত্তির—শুধু মিতিয়া, মিতিয়া আর মিতিয়া।

তাতিয়ানা ডাকত : "মিতিয়া ?"

খোঁজ করত নাতালিয়াও : "মিতিয়া কোথায় গেল ?"

এমন কি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে আর্তামোনোভও ডাকত : "খাবার সময় হল, মিতিয়া !"

ক্ষিপ্রগতি শেয়ালের মত মিতিয়া ঘুরে বেড়াত কারখানাটায়। মিরণের দুর্ব্যবহারে শ্রমিকদের মুখে যে বিকৃতির ছোপ ধরেছিল, মিতিয়ার হাসি-মস্করায় সে-ছোপ গেল ধুয়ে ! শ্রমিকদের বন্ধু বলে ডাকত মিতিয়া।

তোলোহাঁড়ি দাড়িওলা ছুতোরের তত্ত্বাবধায়ককে বলত সে : "না দোস্ত, এতো ঠিক হল না।" বলেই সে তার পকেট থেকে টেনে নিত লাল চামড়া-বাঁধানো খাতা এবং পেন্‌সিলটা কিংবা একখানা কাঠের তক্তায় কিছু এঁকে বোঝাতে আরম্ভ করে দিত :

"হুঁ, বুঝতে পারছ ? হ্যাঁ, এই রকম, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। ঠিক হ্যায়, চালিয়ে যাও, দোস্ত, চালিয়ে যাও—ফূর্তিসে, কেমন ? বুঝতে পেরেছ ?"

"পেরেছি। কিন্তু আমরা সেই পুরণো ঢঙে পোক্ত কি না, তাই—।"

"না দাদা, এখন থেকে তোমায় নতুন ঢঙটাই রপ্ত করতে হবে। এতে কাজও ভাল হয়, লাভও বেশি। সুবিধে তোমারও, সুবিধে আমারও। কী বল ? – বলি 'গিন্নীর খবর কি' ?"

বলেই সে হাসত একটু মিষ্টি করে। আর ছুতোরের তত্ত্বাবধায়কও খুশি হয়ে কাজে বসত।

মিতিয়ার সংগে আলেক্সেইএর মিল ছিল কারবার পরিচালনার নিপুণতায় কিন্তু আলেক্সেইএর অর্থগৃধ্নুতা এতটুকুও ছিল না মিতিয়ার মধ্যে। মিতিয়ার হাসিমস্করা ঠাট্টাতামাসা মনে করিয়ে দিত ছুতোর সেরাফিমকে ! এমন কি

আর্তামোনোভও স্বীকার করত সে কথা। একদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার সময়, আর্তামোনোভের ক্রুদ্ধ মেজাজ যখন গলে জল হয়ে গেল মিতিয়ার কোন একটা মজার মন্তব্যে, তখন হাসতে হাসতে বলল আর্তামোনোভ মিতিয়ার দিকে চেয়ে :

"একটা খুদে সেরাফিম!"

আর একদিন। আর্তামোনোভের সংগে ঝগড়া হয়েছিল মিরণের। ইয়াকোভ শুনল মিতিয়া বলছে মিরণকে :

"ওরে-ব্বাবা, তোমার মাথা থেকে যে ভাপ উঠছে মিরণ? বৃষ্টি ডাকব না কি? ইয়াকোভ, বলতে পার এখানে বৃষ্টি কোথায় থাকে?"

না হেসে পারে না মিরণ।

আর একদিন এক ছুটির সন্ধ্যায়।

বাগানে চা খেতে খেতে বলল আর্তামোনোভ :

"জীবনে আমি একদিনের তরেও ছুটি পাই নি।"

কথাটা শুনেই তুবড়ির মত হেসে উঠল মিতিয়া এবং ওর কথাগুলো ঝরে পড়ল রঙবেরঙের ফুলের মত :

"সেটা আপনারই দোষ, আর কারু নয়। মানুষকে ছুটি করে নিতে হয়। জীবন সুন্দরী মেয়ের মত। তার মান ভাঙাবার জন্যে উপহার দিতে হবে, তার সংগে একটু খেলাও করতে হবে; মুখ গোঁজ করে বসে থাকলে কি আর কিছু হয়? বাঁচতে যদি হয় তো ফ‍ূর্তি করেই বাঁচব। কে বলল জীবনে ফ‍ূর্তি নেই?"

এইভাবে মিতিয়া আরও খানিকক্ষণ কথা বলল। চুপচাপ হয়ে শুনল সকলে যেন কোন ওস্তাদের বাঁশি শুনছে। সত্যি করে বলতে কি মিতিয়ার কথা বলার ধরণই ওই। মনে হত লোকজনকে যেন ও ঘুম পাড়িয়ে দেবে। মিতিয়ার কথাগুলো ভাল লাগত ইয়াকোভের এবং অনুভব করত কথাগুলো খাঁটি সোনা। কিন্তু যে-প্রশ্নটি ও বারেবার করতে চাইত মিতিয়াকে, সেটি হল এই :

"এমন একটা বদখত হাঁদা মেয়েকে হঠাৎ বিয়ে করে বসলে কেন ?"

ইয়াকোভ লক্ষ্য করত স্ত্রীর প্রতি মিতিয়ার ব্যবহারটা কেমন যেন কৃত্রিম—একটু যেন বেশি অমায়িক, বেশি গায়ে-পড়া। ইয়াকোভের ধারণা, ওর বোনও অনুভব করত সে-কৃত্রিমতা; সেইজন্যেই তাতিয়ানা থাকত বিষণ্ণ হয়ে, কথা বলত কম. একটুতেই যেত তেতে এবং কোমর বেঁধে মিরণের সংগে সে যতটা রাজনীতি আলোচনা করত ততটা তার আমুদে স্বামীর সংগে নয়। কথার মধ্যে কথা ছিল তাতিয়ানার, ওই এক রাজনীতি। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ের দিকে ঘেঁষতও না সে।

মাঝে মাঝে ইয়াকোভ ভাবতো, মিতিয় হয়তো আসলে কোন আমুদে ভবঘুরের দেশ থেকে আসে নি; এসেছে হয়তো কোন বিষণ্ণ গহ্বর থেকে এবং ঘুরে বেড়িয়েছে সেইসব লোকের সন্ধানে যারা তখনও তার অচেনা অজানা; আর অবশেষে তাদের খোঁজ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচেছে তাদের সামনে, হাসিয়েছে তাদের, বলতে চেয়েছে সে কত খুশি তাদের দেখে এবং হয়তো একটু বিস্মিতও হয়েছে তাদের সংখ্যার দিকে চেয়ে। ইয়াকোভের মনে হত মিতিয়ার এই বিস্ময়বোধ, খেল্‌নার দোকানে কোন ছোটছেলের বিস্ময়-বোধের মত।—ছোটছেলের, তবে কোন বুদ্ধিমান ছোটছেলের, যে ভাল খেলনাগুলোকে বেছে বার করতে পারে খেল্‌নার স্তূপ থেকে।

কি কারখানায় কি বাড়িতে সকলেই ভালবাসত মিতিয়াকে, কেবল দুটি লোক ছাড়া। নিকিতা এবং তিখোন ভিয়ালোভ নিঃসন্দেহে ঘৃণা করত তাকে।

ইয়াকোভ একদিন জিজ্ঞাসা করল তিখোনকে: "মিতিয়াকে কেমন লাগে তোমার ?"

ধীরস্থিরভাবে জবাব দিল তিখোন: "ওকে বিশ্বাস করা যায় না।"

"কেন ?"

"ও একটা মাছি, সব জঞ্জালেই ওর বসা চাই।"

ইয়াকোভ তাকে আরও অনেক প্রশ্ন করল আরও কথা আদায় করবার জন্যে ; কিন্তু তিখোন খোলাখুলিভাবে বলল না কোন কথাই। শুধু জবাব দিল :

"একটু নজর দিলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে ইয়াকোভ পেত্রোভিচ, যে সবই ওর লোক-দেখানো।"

নিকিতাও প্রায় একই কথা বলল মিতিয়া সম্বন্ধে :

"লোকের চোখে ধুলো দেওয়া ওর স্বভাব। অনেক বাচালকেই আমি দেখেছি। কথা দিয়ে ওরা বাজি মাৎ করতে চায়, কিন্তু শেষে কথাই হয় ওদের কাল।"

রাগলে নিকিতাকে কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখায়। ওর আজকের এই কথাগুলো শুনে ইয়াকোভের তা ই মনে হল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চযের বিষয় এই যে তিখোন এবং নিকিতা—দুজনেই তাতিয়ানার স্বামী সম্বন্ধে একমত। আশ্চর্যের বিষয় এই জন্যে যে, তিখোন এবং নিকিতা প্রকাশ্যে ঝগড়া শত্রুতা না করলেও মনে মনে দুজনেই দুজনকে দেখতে পারত না, এমন কি কথাও বলত না প্রায়। দেখে শুনে ইয়াকোভের মনে হল, হাজার বোকামির মধ্যে মানুষের এও একটা বোকামি, স্বল্পবুদ্ধি মানুষের একটা বিকার মাত্র। ইয়াকোভ ভাবত, মানুষের সংগে মানুষের মতের অমিল হবার কী কারণ থাকতে পারে যখন আজ বাদে কালই তারা আশ্রয় নেবে কবরে, মিশিয়ে যাবে মাটিতে ?

ধীরে ধীরে মরছিল নিকিতা।

তাছাড়া ইয়াকোভ লক্ষ্য করল, ওর বাবা যেন সে-মৃত্যুকে আরও দ্রুত করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। নিকিতার সংগে দেখা হলেই আর্তামোনোভ তাকে গঞ্জনায় তিরস্কারে বিহ্বল করে তুলত :

"মানুষের ভিড়ে সারা জীবনটা আমি কাটিয়েছি ষাঁড়ের মত, কিন্তু তুই জীবনটাকে কাটালি একটা হুলো-বেড়ালের মত। সবায়ের দরদ তোর জন্যে উথলে উঠেছে : কোথাও একটু গরম জল দাও, কোথাও একটা বালিশ দাও; ···কিন্তু তারা এমন কি ফিরেও দেখে না যে তুই একটা বিটকেল কুঁজো।

আমাকে সবাই বলে রগচটা কিন্তু আমার মেজাজ কী করে যে খারাপ হয় সে-খবর রাখে কোন্ বাপের বেটা-বেটী ? সারাজীবনটা ধরে আমি কাটালাম···।"

কুঁজের নিচে নিকিতা মাথাটাকে টেনে নিত, আর বলত একটু কেশে : "রাগ কর না ভাই।"

বাইরে থেকে ভেসে আসত পাইনগাছের মর্মর।

ইয়াকোভের আর এক জ্বালা, বাবাকে দেখলেই ওর গা ঘিন-ঘিন করে উঠত। পিওত্রের নরম সাবানের মত অনাবৃত বুকখানায় ছাতাধরা পাকাচুলের চাষ দেখে বিরক্ত হত ইয়াকোভ। চেষ্টা করত মনটাকে সামলে নিতে :

"হাজার হক উনি আমার বাপ, আমায় জন্ম দিয়েছেন উনি।"

কিন্তু হলে হবে কি, এতে তো আর পিওত্রের চেহারার কোন অদলবদল হত না! তাই বিরক্তিটাও থেকে যেত সবসময়।

প্রায় প্রত্যেকদিনই আর্তামোনোভ সহরে যেত নিকিতা কেমন করে মরছে হয়তো তা-ই দেখতে। কষ্ট সহ্য করেও সে হাঁফাতে হাফাতে উঠে যেত চিলেকোঠায় এবং সন্ন্যাসী নিকিতার বিছানার পাশে বসে চেয়ে থাকত তার দিকে ফুলোফুলো লাল চোখে! নিকিতা কোন কথাই বলত না, থেকে থেকে শুধু কাশত আর নিষ্প্রভ চোখদুটো তুলে ধরত কড়িকাঠের দিকে। ওর হাত-দুখানা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং ও কেবলই ওর আলখাল্লাটা থেকে অদৃশ্য ধুলোর কণাগুলোকে খুঁটে খুঁটে বার করবার চেষ্টা করত। কাশতে কাশতে দম আটকে এলে উঠে বসত মাঝে মাঝে।

জিজ্ঞাসা করত আর্তামোনোভ : "দম আটকে যাচ্ছে, না?"

হামাগুড়ি দিয়ে নিকিতা এগুত জানলার দিকে, দাদার কাঁধ, চেয়ার এবং খাটের পিঠ ধরে। আলখাল্লাটা ঝুলত ওর গায়ে, মাস্তুলে পালের মত। জানলার ধারে বসে হাঁ করে ও চেয়ে থাকত বাগানের দিকে। দূরের কালো কালো অরণ্য যেন হাতছানি দিত ওকে।

জানলার ধারে ওকে বসিয়ে দিয়ে বলত আর্তামোনোভ :

"একটু জিরিয়ে নে।"

তারপর নিচে নেমে গিয়ে জানাত ওল্‌গাকে :

"ওর দম আটকে আসছে। হয়ত খুব শিগ্‌গীরই……"

পাদ্রি মারদারি নামে একজন স্থূলকায় সন্ন্যাসী এসে ওদের সকলকে অনুরোধ করল নিকিতাকে মঠে পাঠিয়ে দেবার জন্যে; কারণ এক আইন অনুসারে নিকিতার সেখানেই মরা উচিত এবং উচিত সেখানেই সমাহিত হওয়া। কিন্তু কুঁজো নিকিতা মিনতি জানাল ওল্‌গার কাছে :

"ওখানে আমায় পরে নিয়ে যেও, আগে মরে যাই, তারপর।"

তারপর তিনবার সে একই করুণ আবেদন জানাল :

"শবাধারের ডালাটা একটু উঁচু কর, নইলে আমি গুঁড়িয়ে যাব। ভুল না, বুঝলে ?"

যুদ্ধ আরম্ভ হবার চারদিন আগে মারা গেল নিকিতা। মরবার আগে সন্ধ্যার সময় ও জানাল, মঠে একটা খবর পাঠান হক। বলল :

"এবার ওরা আসুক; ওরা আসতে আসতেই আমি মরে যাব।"

যেদিন নিকিতা মারা গেল সেদিন সকালে ইয়াকোভের হাত ধরে আর্তামোনোভ উঠে এল চিলেকোঠায়; বুকে হাত দিয়ে প্রার্থনা করল একটু এবং তারপর চেয়ে রইল মুমূর্ষু নিকিতার ছাইরঙা মুখখানার দিকে। নিকিতার চোখদুটি আধো-বোঁজা এবং মুখখানা যেন একেবারে খোঁদল হয়ে গিয়েছিল। অস্বাভাবিক জোর গলায় বলল নিকিতা : "আমায় মাপ কর।"

বিড়বিড় করে জবাব দিল আর্তামোনোভ :

"কেন, কী দোষ করেছিস তুই যে তোকে মাপ করব ?"

"চড়া গলায় কথা বলেছি বলে……"

"বরং আমাকেই তুই মাপ করিস। মাঝে মাঝে তোকে নিয়ে তামাসা করেছি……"

ফিসফিস করে বলল নিকিতা: "ভগবান কখনও হাসি-তামাসাকে ঘেন্না করেন না।"

একটু চুপচাপ। তারপর জিজ্ঞাসা করল আর্তামোনোভ:

"আমার ওপর তোর এত দয়া?"

ভাইকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল নিকিতা:

"হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম একটা কথা।—ইয়াশা, তিখোনকে বলিস, গ্রীষ্মাবাসের কাছে ওই ম্যাপ্‌ল গাছটাকে কেটে দিতে। ও-গাছটার আর বেড়ে দরকার নেই, না, আর বেড়ে দরকার নেই……"

নিকিতার দগ্‌দগে স্পষ্ট কথাগুলো সইতে পারছিল না ইয়াকোভ, চেয়ে দেখতে পারছিল না ওর বুকের হাড় ক'খানার দিকে। হাড়গুলো অমানুষিক-ভাবে খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল—বাক্সের কোণার মত। সত্যি করে বলতে কি, কালো পোষাকে-মোড়া নিশ্চল হাড়গুলোর স্তূপের মধ্যে মানুষীভাব ছিল না একটুও; এমন কি ওর হাতদুখানিকেও দেখাল অমানুষিক। বিদেশী একটা পিতলের ক্রুশ ধরা ছিল ওর হাতদু'খানায়। তার জন্য দুঃখ হল ইয়াকোভের, কিন্তু মৃত্যুর বীভৎস রূপ দেখে ক্ষোভে ও ঘৃণায় ওর সারা বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

অপেক্ষা করল আর্তামোনোভ, নিকিতা যদি আরও কিছু বলে; কিন্তু নিকিতা চুপচাপ, কোন সাড়াশব্দ নেই। ইয়াকোভের হাত ধরে আর্তামোনোভ নিচে নেমে এল এবং বলল সকলকে:

"ও মরছে।"

"সত্যি?" জিজ্ঞাসা করল মিরণ। টেবিলের ধারে খবরের কাগজের বিরাট একখানা পাতার আড়ালে বসে ছিল সে। কাগজ থেকে চোখ না তুলেই ও-প্রশ্নটা করেছিল মিরণ; কিন্তু পরমুহূর্তেই কাগজখানাকে ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর এবং এককোণে বলল তার স্ত্রীকে:

"যা বলেছিলাম তা-ই ঠিক। পড়ে দেখ।"

আনা এল টেবিলের ধারে। জানলার কাছে বসেছিল ওল্‌গা। জিজ্ঞাসা করল ভয়ার্তস্বরে :

"যুদ্ধ-টুদ্ধ নয় ত, মিরণ ?"

চীৎকার করে পিওত্র্‌ স্মরণ করিয়ে দিল ওদের :

"না। এবার দ্বিতীয় আর্তামোনোভের পালা।"

"অবশ্য মিছে কথা" : বলল মিরণ, কিন্তু বোঝা গেল না কাকে বলল : আনাকে, না ইয়াকোভকে। কাগজখানার ওপর ঝুঁকে পড়ে ইয়াকোভও পড়ছিল অশান্তিময় খবরগুলো এবং ভাবছিল সেই সংগে বিপদ আসতে পারে কোন্‌ পথ দিয়ে! বিরক্ত হয়ে আর্তামোনোভ চলে গেল বাড়ির উঠানে। রোদ্দুরে খোয়াগুলো তেতে উঠেছিল। নরম চটিজুতো ভেদ করে সে-উত্তাপ লাগল আর্তামোনোভের পায়ের তলায়ও। জানলার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল মিরণের বক্তৃতার দু-এক টুকরো। খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে ইয়াকোভ দাঁড়িয়ে ছিল জানলার ধারে। দেখল ঘুষি পাকিয়ে ওর বাবা শাসাচ্ছে, কে জানে কাকে।

তিনদিন পর ভোরবেলা সন্ন্যাসীরা এসে হাজির হল। সংখ্যায় ওরা সাতজন, লম্বায় চওড়ায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রত্যেকের থেকে ; কিন্তু ইয়াকোভের মনে হল ওরা প্রত্যেকেই যেন এক একটি সদ্যোজাত শিশু। ওদের মধ্যে কেবল একজন ছিল যাকে মনে হল বাকি ক'জনা থেকে আলাদা। লোকটি ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে রোগা। তার গলার স্বর জোরাল এবং প্রফুল্ল ; তার দাড়িটা এতই ঘন যে ও-রকম দাড়ি সন্ন্যাসীর মুখে শোভা পায় না ; তাছাড়া এই শোকাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে তা একেবারে বেমানান। প্রকাণ্ড একটা কালো ক্রুশ নিয়ে সে হাঁটছিল সবার আগে। তার গোটা মাথায় টাক, নাকটি গড়িয়ে পড়েছে গালের দুধারে। মুখের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শুধু কালো গর্তের মত দুটি চোখ—দাড়ি আর টাক-কপালের মাঝামাঝি। হাঁটবার

সময় সে পা ফেলছিল যেমনভাবে অল্পলোকেরা পা ফেলে এবং গাইছিল তিনটি বিভিন্ন সুরে :

"হে পবিত্র ঈশ্বর !"—চাপাগলায়।

"হে পবিত্র এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর !"—আর একটু জোরে।

তারপর, "হে চিরপবিত্র মৃত্যুহীন ঈশ্বর দয়া কর আমাদের !"

একথাগুলো সে বলল এমন চীৎকার করে, যে ছোট ছোট ছেলেরা দৌড়ে এসে অবাক হয়ে দেখতে লাগল তার দাড়িটা এবং আঙুল দিয়ে দেখাতেও লাগল অপরকে।

নিকিতার মৃতদেহ নিয়ে ওরা যখন পার্কটায় এল দেখা গেল সেখানে একটা প্রকাণ্ড ভিড় জমে গেছে। ভিড়ের মধ্যে ছিল সহরের লোক, লেফ্‌টেন্যান্ট মাভরিনের লোকজন, সহরের কয়েকজন হর্তাকর্তা এবং যাজক-সম্প্রদায়। সৈন্যদলের সামনে দাঁড়িয়েছিল মাভরিন স্তম্ভের মত; সূর্যের আলো পড়েছিল ওর দেহে। মোচাকৃতি পুরোহিত এবং পাদ্রিদের দেখাচ্ছিল পাষাণমূর্তির মত। রোদ্দুরে তারা গলে যাচ্ছিল যেন। সোনালি আলোয় ঝকঝক করছিল তাদের গলার চাদর এবং সেই ঝকঝকানি প্রতিফলিত হচ্ছিল মাভরিনের গায়েও। বক্তৃতামঞ্চের সামনে লাফাতে লাফাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একজন স্থূলকায় অফিসার টুপিটা নাড়তে নাড়তে। তার মাথাটাকে দেখাচ্ছিল টিনের তৈরি হাঁড়ির মত।

তিনসুরো ঘনদাড়িওলা সন্ন্যাসীটি থামল জনতার সামনে এবং কালো ক্রুশটিতে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলল মোটা গলায় :

"রাস্তা দাও !"

রাস্তা দিল জনতা। কিন্তু তাকে নয়, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী এক্কের চরচরে বাদামি ঘোড়াটাকে। সন্ন্যাসীটির কাছ বরাবর এল এক্কে। তারপর ঘোড়াটাকে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে, পার্কটির মুখ রুখে, বলল তিরস্কারের ভংগিতে :

"কোথায় চলেছ হে? চোখে দেখ না, নাকি? ফিরে যাও!"

ক্রুশটা তুলে ধরে সন্ন্যাসীটি সুর করে বলল:

"হে পবিত্র ঈশ্বর……!"

বক্তৃতামঞ্চের সামনে যে-অফিসারটি ঘুরছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল: "হুর্‌রে…"

সেই সঙ্গে পার্কের সমস্ত লোক গর্জন করে উঠল: "হুর্‌রে…!"

আর ঘোড়ার রেকাবে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এক্কে এবং বলল চীৎকার করে:

"দয়া করে পাশের রাস্তাটায় বেঁকে যান, পিওত্র্‌ ইলিইচ! হাতজোড় করে আপনাকেও বলছি মিরণ আলেক্সেইএভিচ্‌। এদিকে এত উৎসাহ, আর আপনারা এলেন কিনা সংগে নিয়ে একটা…। বোঝেন না কেন আপনারা?"

পিওত্র্‌ আর্তামোনোভ দাঁড়িয়ে ছিল শবাধারের সামনে, নাতালিয়া এবং ইয়াকোভের কাঁধে ভর দিয়ে। এক্কে-র কেঠো মুখখানার দিকে চেয়ে গম্ভীর-ভাবে আর্তামোনোভ বলল সন্ন্যাসীদের, যারা শবাধারটিকে বয়ে নিয়ে চলেছিল:

"পেছন ফিরুন আপনারা।" তারপর ফুঁপিয়ে উঠে বলল আবার: "সারাজীবনের মত হুকুম করা হয়তো আজ আমার এই শেষ।"

ইয়াকোভের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ঠেকল বেমানান, এমন কি হাস্য-করও। যাই হক্‌, ওরা বেঁকে গেল পাশের রাস্তাটায়। এই পাড়াতেই থাকত পোলিনা। ইয়াকোভ দেখল তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে আসছে পোলিনা এই দিকেই। ওর পরণে সাদা পোষাক, মাথায় একটা গোলাপি ছাতা। আঁটসাট সুডৌল বুকের ওপর ব্যস্তভাবে ক্রুশ আঁকতে আঁকতে এগিয়ে আসছিল পোলিনা।

সংগে সংগে ভাবল ইয়াকোভ:

"ও নিশ্চয়ই মাভরিনকে দেখতে এসেছে।" ধুলোয়, রাগে ওর দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল। সন্ন্যাসীরা পা চালিয়ে দিল আরো জোরে। কালো-দাড়িওলা সন্ন্যাসীটি গান ধরল আরও কোমল সুরে এবং আরও

স্বপ্নাবিষ্টভাবে। আর যারা গান গাইছিল থেমে গেল একেবারে। শহরের বাইরে একটা কসাইখানার সামনে দাঁড়িয়েছিল একখানা অদ্ভুত গাড়ি। গাড়িখানা কালো কাপড়ে ঢাকা, বাঁধা একজোড়া ফুটফুট-দাগবিশিষ্ট ঘোড়ার সংগে। শবাধারটিকে রাখা হল সেই গাড়ির ওপর। আত্মার কল্যাণ কামনা করে গান আরম্ভ হবে-হবে, এমন সময় বড়রাস্তা থেকে ওদের দিকে এল বিরাট কোলাহল—জয়নির্ঘোষের মত—পিতলের করতালের মত ঝন্‌ঝন্‌ করতে করতে। শোনা গেল বাজনা বাজছে: "ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন।"

ঘণ্টা বাজছিল তিনটি গির্জায়: ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ঢঙ্‌, ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ ঢঙ্‌······

ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে এল গর্জন:

"হুর্‌রে!"

এমন কি ইয়াকোভের মনে হল লেফটেন্যান্ট মাভরিন যেন আদেশ করল: "প্র—স্‌—তু—ত!"

নিকিতার আত্মার কল্যাণ কামনা করে স্তোত্রপাঠ করার পর ইয়াকোভকে ফিরে আসতেই হল ওল্‌গার বাড়ি সবায়ের সংগে। খেতে খেতে শুনল ওর বাবার ক্রুদ্ধ বিড়বিড়ুনি:

"কোন্‌ জানোয়ার হুকুম দিয়েছিল কসাইখানার সামনে ঘোড়াদুটোকে রাখবার?"

হাসতে হাসতে বলল মিতিয়া:

"পুলিশ, আবার কে? কিন্তু অসুবিধেটাও বুঝুন একবার······। একদিকে জাতীয় শোভাযাত্রা, আর একদিকে শবযাত্রা। ···দুটোয় কি মেলে কখনও?"

একটু হাসল মিরণ। তারপর ঠোঁট থেকে হাসিটা চেপে নিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করে দিল ডাক্তার ইয়াকোভলেভের সংগে। ডাক্তারটির এক বিশেষ স্বভাব ছিল, অপ্রীতিকর এবং বিষণ্ণ দিনক্ষণে নিজেকে জাহির করা। মিরণ বলল:

"যাই হক, তবে যদি আমরা সেই 'রুপোর রাজকুমার'-এর মিত্‌কার মত

সবাই একসংগে এতে কাঁধ দি·· ····। যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত সংখ্যারই জিত।"

ডাক্তার জবাব দিল :

"সংখ্যা নয়, যন্ত্র।"

"যন্ত্র ? হ্যাঁ, তা সত্যি। তবে · ···"

ইয়াকোভ ছটফট করছিল। কথার কচকচিতে ঘৃণা ধরে গিয়েছিল তার।

রাত ন'টা বেজে গেল। "আর নয়" ভাবল ইয়াকোভ এবং উঠে পড়ল সংগে সংগে। কোনরকমে সেখান থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েই উড়ে চলল পোলিনার কাছে। কিন্তু অজানা একটা দুর্ভাবনায় কেঁপে উঠল ওর মন। সন্দেহ ও শংকায় দুলতে দুলতে ছিটকে এসে পড়ল সে পোলিনার বাড়ি।

বাড়ির উঠান পার হয়ে রান্নাঘরে ঢুকতেই বলল পোলিনার পাচিকা : "ওঃ, আপনি ?" বলেই সে অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি একখানা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল ধপ্ করে।

জবাব দিল ইয়াকোভ : "চুপ কর্ হতভাগী, কুটনী কোথাকার !"

তারপর বসবার ঘরের দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনল পরিপাটী মিলিটারি কেতায় পা ঘষার শব্দ। বক্তার গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না ওর। শুনল মাভরিন বলছে :

"তাহলেই বুঝুন, আপনাকে একটু মাথা ঘামাতে হবে। বলুন, আমার কথা ঠিক কি না ? মাথাটা একটু ঘামান !"

মনে মনে বলল ইয়াকোভ :

"যাক্, পোলিনাকে ও 'আপনি' বলছে, 'তুমি' নয়। হয়তো এখনও বিশেষ কিছু হয় নি ওদের মধ্যে।"

কিন্তু দরজাটা খুলে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াতেই, ইয়াকোভ বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে, যা হবার হয়ে গিয়েছিল ইতোমধ্যেই। লেফটেন্যাণ্ট মাভরিন দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে পকেটে হাত দিয়ে। তার মুখে কঠিন ভ্রূকুটি, জামার বোতামগুলো খোলা। ভিতরের ব্রেসগুলোও তাই দেখা গেল। ইয়াকোভ

লক্ষ্য করল মাভরিনের ট্রাউজারের বোতামটা থেকে একটা ব্রেস খোলা। বাঁ-পায়ের ওপর ডান-পা-টা তুলে দিয়ে একখানা খাটে বসেছিল পোলিনা। একধারে ঝুলছিল ওর পায়ের একটা মোজা কুণ্ডলী পাকিয়ে। অস্বাভাবিক বড় দেখাল ওর প্রগল্‌ভ চোখদুটিকে এবং ওর গোলাপি মুখখানা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত রাঙা।

মাভরিন জিজ্ঞাসা করল : "কী খবর?"

মাভরিনের প্রশ্নটা শুনেই বুঝতে পারল ইয়াকোভ যে ওর সন্দেহ মৃত্যুর মতই সত্য। এগিয়ে এল সে। চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে দিল টুপিটা। তারপর বলল ইতস্তত করে :

"গোর দিয়ে এলাম ; তারপর এই খাওয়াদাওয়া সেরে……।"

"তাই না কি?" মুরুব্বিয়ানার সুরে জিজ্ঞাসা করল মাভরিন।

এদিকে সিগারেট টানছিল পোলিনা। প্রচণ্ড জোরে একবার টেনে, ছেড়ে দিল একমুখ ধোঁয়া। তারপর বলল ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে, নির্বিকার এবং নির্দোষ মেজাজে :

"ইপ্পোলিৎ সেরগেইএভিচ্‌ আমাকে বারেবার বলছেন নার্স হতে।"

মুচকি হেসে বলল ইয়াকোভ : "নার্স? হুঁ।" বলে আর একবার হাসল সে। ওর হাসি দেখে এগিয়ে এল মাভরিন এবং বলল চিবিয়ে চিবিয়ে :

"অমন করে হাসলেন যে বড়? আশা করি ভোলেন নি যে আমি বাড়াবাড়ি ভালবাসি না! এটা আমার অসহ্য।"

ইয়াকোভের শিরা-উপশিরায় বয়ে গেল ক্রোধ ও অবমাননার একটা জ্বলন্ত বন্যা। একটু পরে অবশ্য সে-বন্যা অপসৃত হয়ে গেল কিন্তু পিছনে ফেলে গেল যে মর্মান্তিক অনুভূতি তা হল এই : পোলিনা অপরিহার্য, ওর দেহের অংগপ্রত্যংগের মতই অপরিহার্য ; পোলিনাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া মানে ওকেও বিকলাংগ করা। তাই ভাবল ইয়াকোভ : পোলিনাকে ও কোনক্রমেই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দেবে না অন্য কাউকে। এই কথা মনে হতেই

ইয়াকোভ রাগে জ্বলে উঠল আর একবার ; সংকল্পের পাথুরে ছাপ পড়ল ওর সর্বদেহে। সট করে পকেটে হাত দিয়ে ও সাবধান করে দিল মাভরিনকে :

"এক পা-ও এগোবেন না আমার দিকে !"

কিন্তু মাভরিন এগিয়ে এল আরও এক পা।

পাগল হয়ে উঠল ইয়াকোভ। "খুন করব তোকে" বলেই সে হাতখানা বার করতে গেল পকেট থেকে ।

কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট মাভরিন ইতোমধ্যেই ইয়াকোভের কনুইটা চেপে ধরেছিল বজ্রমুষ্টিতে। রিভলভারটা মৃদু আর্তনাদ করে উঠল ইয়াকোভের পকেটেই। পকেট থেকে কনুইটা বার করতেই ইয়াকোভ অনুভব করল একটা তীব্র যন্ত্রণা—যেন কনুইটা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। মাভরিন ওর হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে ফেলে দিল একখানা চেয়ারে। তারপর বলল দাঁতে দাঁত ঘষে :

"এইবার তোর মজা দেখাচ্ছি আমি, দাঁড়া।"

ভীতস্বরে বলে উঠল পোলিনা :

"ইয়াশা, ইয়াশা ! ইপ্পোলিৎ সেরগেইএভিচ্ ! তোমরা……আপনারা করছেন কি ? পাগল হয়ে উঠলেন না কি আপনারা ? কী হয়েছে যে তার জন্যে এমন……? ছি ছি, কী লজ্জার কথা, আপনারা ভদ্রলোক হয়ে·· ···।"

"বেশ, তাহলে," চীৎকার করে বলল মাভরিন এবং ইয়াকোভের দাড়িতে টান দিয়ে নুইয়ে ধরল ওর মাথাটা নিজের সামনে।—

"নে আহাম্মক, এইবার আমার কাছে মাপ চা !"

চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল মাভরিন এবং এক একটি শব্দ উচ্চারণ করার সংগে সংগে এক একবার টান দিল ওর দাড়িতে। তারপর ওর চিবুকে একটা ঠোনা দিতেই মুখ তুলতে বাধ্য হল ইয়াকোভ।

মাভরিনের কনুইটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল পোলিনা :

"ছি ছি, কি লজ্জার কথা, ছি ছি……"

ডানহাতখানা নাড়তে পারছিল না ইয়াকোভ; কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বাঁহাতখানা দিয়ে চেষ্টা করছিল মাভরিনকে ঠেলে দিতে। ওর দুখানি গাল ভেসে যাচ্ছিল অবমাননার অশ্রুতে।

গর্জন করে উঠল মাভরিন: "তোর এতবড় সাহস, তুই আমার গায়ে হাত দিস?" বলেই সে ইয়াকোভকে এমন ধাক্কা দিল যে ইয়াকোভ ছিটকে পড়ল চেয়ারখানায়—রিভলভারটার ওপর।

চোখের জল লুকোবার জন্যে দু'হাতে মুখ ঢাকল ইয়াকোভ। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর বন্‌বন্ করে এবং অর্ধ-অচেতন হয়ে যাওয়ায়, প্রায় শুনতেই পেল না পোলিনার কথাগুলো:

"কী লজ্জার কথা, ছি ছি। আর আপনি—আপনিই কি না করলেন এসব? কী কেচ্ছাটাই না হবে এখন! কেন করতে গেলেন এসব?"

লোহার মত কঠিন স্বরে জবাব দিল মাভরিন:

"থাক্, থাক, খুব হয়েছে, সতীপনা করতে হবে না অত। এই নাও, ধর টাকাটা—আনন্দ দিয়ে কেতাথ করেছ আমায়। খুব—খুব হয়েছে!...... বাড়াবাড়ি করতে চাই না, কিন্তু......তুমি একটা বাজারু......।"

তারপর ঘরের মেঝেটা কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল মাভরিন। যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল দড়াম করে। মৃদুভাবে বেজে উঠল ঘরের ঝুলন্ত বাতির কাঁচটা, আর ফুঁপিয়ে উঠল পোলিনা।

টলন্ত পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ইয়াকোভ। কাঁপছিল হি হি করে। দেখল ঘরের মাঝখানে বাতিটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে পোলিনা। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ঘোড়ার মত, আর একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ময়লা নোটখানার দিকে।

ইয়াকোভ বলল:

"জানোয়ার কোথাকার! লজ্জা করল না একটুও......? এইভাবে...... ছি ছি......আর তুমিই বলেছিলে কি না! নাঃ, খুন করা উচিত তোমায়...।"

ওর দিকে চাইল পোলিনা এবং নোটখানাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বলল মাভরিনের উদ্দেশে :

"বদ-মাশ, শয়তান একটা......।" তারপর ডুবে গেল চেয়ারখানায়। কান্নায় ফুলে উঠল ওর দেহটা। মাথাটাকে চেপে ধরল পোলিনা দু'হাতে।

চীৎকার করে বলল ইয়াকোভ : "থাম। রিভলভারটা দাও আমায়।"

কিন্তু পোলিনা নড়ল না একটুও, বরং বলল ইয়াকোভকে :

"বল তুমি আমায় ভালবাস, বল......"

"ভালবাসি ? তোমায় ঘৃণা করি আমি।"

"মিছে কথা। এই তো তুমি আমায় ভালবাসছ।" বলেই পোলিনা এত দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াকোভের ওপর যে তাকে সরিয়ে দেবার মত সময়ই পেল না ইয়াকোভ। দৃঢ়ভাবে ইয়াকোভের গলাটা জড়িয়ে ধরে পোলিনা ওর মুখে অসংখ্য চুমু খেতে লাগল এবং বলতে লাগল অস্ফুটস্বরে :

"মিছে কথা! তুমি আমায় ভালবাস, আমায় ভাল না বেসেই পার না তুমি.....। আর আমিও তোমায় ভালবাসি ইয়াশা। আমার লক্ষ্মী মাণিক, আমার হুলোবেড়াল ইয়াশা, আমার নরম ছোট্ট টমেটো ইয়াশা।" পোলিনার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল ইয়াকোভের চোখে, মুখে, গালে।

নিবিড়তম আদরের মুহূর্তগুলোয় পোলিনা ওকে ডাকত 'ছোট্ট নরম টমেটো' বলে; আর সেই সময় যেন মাতাল হয়ে যেত ইয়াকোভ। তখন সে পোলিনাকে উন্মত্ত এবং নিষ্ঠুর সোহাগে পিষে দিত। আজও ঘটল তাই। পোলিনাকে জাপটে ধরে, অজস্র চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে তাকে খামচে, চিমটে, নিষ্পেষিত করতে করতে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলতে লাগল ইয়াকোভ :

"কুলটা, বেশ্যা কোথাকার! যখন তুমি জান যে......"

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল ইয়াকোভ বসে আছে খাটের ওপর, এবং পোলিনাকে কোলে নিয়ে আদরে দোলাচ্ছে।

অবাক হয়ে ভাবল ইয়াকোভ :

"কি তাড়াতাড়ি ঝড়টা শান্ত হল !"

পোলিনা বলল ক্লান্তস্বরে :

"ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম তোমার ওপর। ভেবেছিলাম সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেব তোমার সংগে। তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনদের নিয়েই সব সময় ব্যস্ত! আজ শ্রাদ্ধ, কাল পিণ্ডি, আজ এটা, কাল ওটা। আর, এদিকে আমি একেবারে একা! তাছাড়া আমি ঠিকমত জানতামই না যে তুমি আমায় সত্যিই ভালবাস কি না। এখন তুমি আমায় ভালবাসবে, আগের চেয়েও বেশি ভালবাসবে, কারণ ঈর্ষ্যা ঢুকেছে তোমার মধ্যে, তাই। আর যখন ঈর্ষ্যা ঢোকে······"

শ্রান্তভাবে বলল ইয়াকোভ : "এখান থেকে দু'জনে চলে গেলে কেমন হয় ?"

"সেই ভাল। চল না পারীতে ? আমি ফরাসী জানি।"

আলো নিবনো ছিল বলে, ঘরখানা হয়ে ছিল অন্ধকার। রাস্তা থেকে ভেসে আসছিল সেপাই আর মেয়েমানুষদের হল্লা, যদিও রাত বারটা বেজে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগে।

ইয়াকোভ মনে করিয়ে দিল পোলিনাকে :

"এখন বিদেশ যাওয়া অসম্ভব। যুদ্ধ হচ্ছে, সে-কথা ভুলে গেলে ? আঃ, এই এক যুদ্ধ হয়েছে—জাহান্নমে যাক যুদ্ধ······!"

পোলিনা আপন মনে বলতে লাগল :

"ঈর্ষ্যা ছাড়া ভালবাসা হয় না, হয়তো এক কুকুরের ভালবাসা ছাড়া। বিয়োগান্ত নাটকগুলোর দিকে দেখ—সব নাটকের মূলেই রয়েছে ঈর্ষ্যা।"

মুচকি হাসল ইয়াকোভ, চমকেও উঠল একটু। তারপর বলল ধীরে ধীরে :

"পকেটে রিভলভারটার কেমন আওয়াজ হয়েছিল বলতো ? একটু এদিক-ওদিক হলে গুলিটা আমার পায়েও ঢুকে যেতে পারত! কিন্তু বরাত ভাল, ট্রাউজারের পকেটটা যা একটু ছেঁদা হয়ে গেছে। দেখ হাত দিয়ে······!"

ফুটোটায় একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে পোলিনা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল ক্রুদ্ধস্বরে :

"ওটাকে গুলি করতে পারলে না?—ফুটো করে দিতে পারলে না ওর ফানুসের মত ভুঁড়িটাকে?"

পোলিনাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল ইয়াকোভ :

"থাম!"

কিন্তু পোলিনা দাঁতে দাঁত ঘষে বলতে লাগল হিংস্রভাবে :

"ও একটা শয়তান! কী অপমানটাই না করে গেল আমায়। বেটা-ছেলে জাতটাই ওই রকম। তোমরা কী মনে কর মেয়েমানুষদের? ...আর তুমি......তুমি তো মেয়েমানুষদের বোঝ কাঁচকলা.......।"

ফুলোফুলো ঠোঁটদুখানাকে ফাঁক করে, শেয়াল-দাঁত বার করে পোলিনা বলল আবার :

"ধর যদি কোন মেয়ে তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়, তাই বলে তার মানে এই হয় না যে সে তোমায় ভালবাসে না!"

"বলছি না, চুপ কর?" বলেই ইয়াকোভ এমন প্রচণ্ডভাবে জাপটে ধরল পোলিনাকে যে পোলিনা মৃদু আর্তনাদ না করে পারল না। বলল :

"হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছি, তুমি আমায় ভালবাস! ইয়াশা, আমার নরম টমেটো ইয়াশা...... !"

ভোরবেলা ইয়াকোভ বিদায় নিল পোলিনার কাছ থেকে। মনটা বেশ হালকা হয়ে গিয়েছিল ওর। নিজেকে মনে হচ্ছিল এমন একজন বীর, যে বিপজ্জনক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে লাভ করেছে কোন দামী পুরস্কার। বিদায় নেবার সময় ইয়াকোভ রিভলভারটি ফিরে চাইল পোলিনার কাছ থেকে, কিন্তু সেটা ফিরিয়ে দিতে রাজি হল না পোলিনা। এতে রাগ না করে ইয়াকোভ খুশিই হল বরং; কারণ একদিকে ও যেমন পোলিনাকে জানাতে পারল যে বিনা

রিভলভারে বাইরে যেতে ওর ভয় করছে, তেমনি আর একদিকে তাকে খুলে বলতে পারল নোসকোভ-সংক্রান্ত ব্যাপারটা।

শুনেই ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল পোলিনা। ইয়াকোভ খুশি হল আরও, কারণ পোলিনার উৎকণ্ঠা দেখে ও বিশ্বাস করতে বাধ্য হল যে পোলিনা ওকে ভালবাসে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বলল পোলিনা:

"একথা আমায় আগে বল নি কেন?"

তারপর উৎকণ্ঠিতভাবে ব্যাপারটাকে মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল পোলিনা:

"ভারি গণ্ডগোলে ব্যাপার তো? অবিশ্যি, সত্যিকারের গোয়েন্দা ভারি মজার লোক! ধর, শার্লক হোমস্—পড়েছ এঁর কোন বই? আমার মনে হয়, কেবল আমাদের এখানেই গোয়েন্দাগুলো পর্যন্ত বদমাশ!"

রিভলভারটা ওকে ফিরিয়ে দেবার সময় বলল পোলিনা:

"দাঁড়াও, আগে দেখি তোমার কত টিপ্। উনুনের চিমনিটায় গুলি কর দেখি?"

মেঝের ওপর বুকে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল ইয়াকোভ। তার পাশে শুল পোলিনাও। তারপর ইয়াকোভ ঝেড়ে দিল একটা গুলি উনুনটার খোলা মুখের মধ্যে। লক্লক্ করে উঠল আগুনের জিভগুলো, মনে হল এখুনি ছুটে আসবে ওদের দিকে। গোটাকতক ছাইমাখা ফুল্কি দৌড়ে পোলিনার মুখের কাছে আসতেই পোলিনা গড়িয়ে গেল একধারে। তারপর আঙুল তুলে বলল ইয়াকোভকে:

"ওখানটা দেখ?"

রঙকরা কাঠের মেঝেতে একটা সরু বাঁকা গর্ত হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল পোলিনা: "ভেবে দেখ, মৃত্যু ওই ফুটোটার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে!" বলে ওর সুন্দর বাঁকা ভ্রূজোড়া কুঞ্চিত করল।

পোলিনাকে ইয়াকোভের এর আগে আর কখনও এত মিষ্টি লাগে নি। নোসকোভ-সংক্রান্ত ব্যাপারটা শোনবার সময় পোলিনার চোখদুটো ছেলেমানুষী বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। রাগের কোন চিহ্নই আর দেখা গেল না তার মুখে। পোলিনার মুখখানা ছিল ছোট্ট এবং তীক্ষ্ণ—প্রায় বালকের মত।

ইয়াকোভ অবাক হয়ে ভাবল: "অপরাধীর কোন ছাপই নেই ওর মুখে।" ভাবতে ভালও লাগল।

বিদায় দেবার সময় পোলিনা ইয়াকোভের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল: "ইয়াশা, ইয়াশা! ব্যাপারটা তাহলে এই! গুরুতর? হায় ভগবান্!······ কিন্তু ওই শূয়োরটা!"

তারপর হাতদুখানা আপেলের মত মুঠো করে নাড়তে নাড়তে, ক্রুদ্ধভাবে নালিশ জানাতে থাকল পোলিনা:

"ঈশ্বর গো, কত শূয়োরই যে আছে!"

কিন্তু হঠাৎ ইয়াকোভের হাত চেপে ধরে, চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঁচকে, আস্তে আস্তে বলল পোলিনা:

"দাঁড়াও! ভেবে দেখি! এই সহরে একটা মেয়ে আছে···হ্যাঁ, আছে বৈকি!"

মুখখানি আলোয় আলো হয়ে উঠল পোলিনার। তারপর ইয়াকোভের কল্যাণ কামনা করে, বলল ধীরে ধীরে:

"যাও, লক্ষ্মী টর্মেন্টোটি।"

ঠাণ্ডা সকাল। শিশিরে ভিজে আছে রাস্তাঘাট। ফলের বাগানগুলোয় হাওয়া বইছিল ধীরে ধীরে। মুক্তাভ সবুজ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল আপেলের গন্ধ।

হাঁটতে হাঁটতে উদারভাবে ভাবল ইয়াকোভ:

"রাগ করে হয়তো ও একটা ভুল করে ফেলেছে! যাই হক···বাবা মারা গেলেই ওকে বিয়ে করতে হবে।" কিন্তু সেই সংগে ওর মনে পড়ল হাসিখুশি সেরাফিমের একটা মজার উক্তি:

"ছুঁড়িমাত্রেই ডুবন্ত মানুষের মত। এককালি খড় পেলেই আঁকড়ে ধরে। আমি বলি কি—নিজেই সেই খড়, আর ছুঁড়িটাকে চেপে ধর!"

…কিন্তু মাভরিনের কথা মনে করতেই ইয়াকোভ অনুভব করল যে মাভরিন খড় নয়; বরং সে এমন রেগে আছে, হয়তো একদিন ওর ক্ষতিই করে বসবে! তবে, তাকে যুদ্ধে পাঠানো হবে নিশ্চয়ই। এইটুকুই ওর সান্ত্বনা।—এমন কি, নোসকোভ সম্বন্ধেও ইয়াকোভ ধীরেসুস্থে চিন্তা করতে লাগল পকেটের মধ্যে রিভলভারের টিপকলটা চেপে ধরে। কারণ, ঠিক এইরকম সময়েই নোসকোভ তাকে হঠাৎ পথে পাকড়াও করত। চারিদিক ভাল করে দেখেশুনে হাঁটতে লাগল ইয়াকোভ। দু-একবার ওর জুতো হড়কে গেল শিশিরে।

কিন্তু সপ্তাহ দুয়েক পর নোসকোভের চিন্তা আবার ওর ঘাড়ে চাপল দুরারোগ্য ব্যাধির মত। সেদিন রবিবার। ইয়াকোভ একটা অরণ্য পরিদর্শন করছিল। কাঠের জন্যে ভোরোপোনোভের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল এই অরণ্যটা। পরিদর্শন করতে করতে ইয়াকোভ হঠাৎ দেখতে পেল ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছে নোসকোভ। তার পিঠে একটা ঝুলি এবং তার কোমরবন্ধে বাঁধা ঝুলন্ত কতকগুলো ফাঁদ।

ইয়াকোভের কাছে এসে টুপিটা খুলে বলল নোসকোভ:

"আমার সংগে দেখা হয়ে আপনার ভালই হল!"

অবাক না হয়ে পারল না ইয়াকোভ।

মিলিটারি কায়দায় টুপিটা পরেছিল নোসকোভ, টুপির চূড়াটা ডানদিকের ভ্রূর ওপর চেপে দিয়ে। খোলবার সময় টুপির চূড়াটা ধরল না, ধরল সামনেটা।

তার অদ্ভুত অভিবাদনের কোন উত্তর দিল না ইয়াকোভ। ওর মনে হল তাতে একটা প্রচ্ছন্ন শাসানি রয়েছে! তাই দাঁতে দাঁত চেপে, পকেটের মধ্যে রিভলভারের টিপকলটাকে কষে ধরে রইল ইয়াকোভ।

নোসকোভও চুপচাপ। টুপির ভিতরের আস্তরটা খুঁটতে খুঁটতে সে চেয়ে ছিল অন্য দিকে।

ইয়াকোভ জিজ্ঞাসা করল: "কী খবর?"

কুকুরের-মত-চোখদুটো তুলল নোসকোভ এবং হাত বুলতে লাগল তার মাথার খোঁচা খোঁচা চুলগুলোয়। তারপর বলল সংক্ষিপ্তভাবে:

"আপনার প্রিয়া, মানে, পোলিনা আন্দ্রেইএভনা পাদ্রি স্লাদকোপেভৎসেভ-এর মেয়েটার সংগে একটু দহরম মহরম আরম্ভ করেছেন। তাঁকে বারণ করে দেবেন এসব করতে।"

"কেন?"

"কেন আর কী!"

সহরের ঘণ্টাগুলো বাজছিল ঢঙঢঙ করে। সে-শব্দ শুনে আবার বলল নোসকোভ:

"আপনার ভাল চাই বলেই আপনাকে এসব কথা বলা, নইলে আর কী!" তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বলল আবার: "কিছু হবে না কি? এই ধরুন পঁইতিরিশটা টাকা?"

নোটগুলো গুনতে গুনতে ভাবল ইয়াকোভ: "কুত্তাটাকে আমার গুলি করা উচিত।"

ইয়াকোভের হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে ঝোপের দিকে এগুল নোসকোভ। টিংটিং করে উঠল তার লোহার ফাঁদগুলো। লোকটার দিকে চেয়ে ইয়াকোভ অনুভব করল, সে যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে ডাকল: "নোসকোভ!"

নোসকোভ থমকে দাঁড়াল ফারগাছের কতকগুলো ডালপালার আড়ালে।

ইয়াকোভ বলল তাকে: "এ-কাজটা ছেড়ে দিচ্ছিস না কেন?"

মাথাটাকে সামনে ঠেলে বার করে জিজ্ঞাসা করল নোসকোভ:

"কেন?"

ইয়াকোভের মনে হল নোসকোভের চোখে হামাগুড়ি দিচ্ছে ভয় কিংবা হিংসার একটা দীপ্তি। বলল তাকে :

"এ-কাজ ভয়ংকর !"

নোসকোভ জবাব দিল : "কায়দাটা জানলে আর ভয় কি? আনাড়ির কাছে সবই যম।" ওর চোখের দীপ্তি উবে গিয়েছিল।

"তবে তোর যা খুশি কর।"

"কিন্তু আপনি যা বলছেন, তাতে আপনারই যে ক্ষতি হবে।"

"শত্রুতা করে লাভ কি ?" বিড়বিড় করে বলল ইয়াকোভ।

নোসকোভ জবাব দিল :

"শত্রুতা না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের শত্রু আছে, লাভালাভও আছে। আচ্ছা চলি!" বলেই সে ঢুকে গেল ফার-জংগলের মধ্যে।

ইয়াকোভ খানিকক্ষণ ধরে শুনল শুকনো ডালপালা মাড়ানোর মট-মট শব্দ এবং খাপছাড়া খসখস আওয়াজ। তারপর তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়িটা চালিয়ে সহরে চলে এল পোলিনার কাছে।

এসেই সে পোলিনাকে বলল পাদ্রির মেয়েটার কথা। শুনে অবাক হয়ে, আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল পোলিনা :

"আচ্ছা শূয়োর তো! এরই মধ্যে ও জানল কি করে যে মেয়েটা আমার কাছে আসে? তোমার কি মনে হয়?"

ক্রুদ্ধ তিরস্কারের সুরে বলল ইয়াকোভ : "কিন্তু এসব লোকের সংগে বন্ধুত্ব পাতানো কেন?"

পোলিনাও রেগে গেল এবং বুকের পাৎলা হলদে ওড়নাটা পাকাতে পাকাতে বলল :

"তার কারণ আছে। প্রথম কারণ—তোমারই ভালর জন্যে। দ্বিতীয় কারণ—তুমি কি ভেবেছ, কুকুর বেড়াল আর ওই মাভরিনদের মত

লোকদের নিয়ে আমি বসে থাকব? একা থেকে থেকে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার, যেন গারদে আটকে আছি! কারু সংগে যে একটু বাইরে যাব, তারও উপায় নেই! তবু ওই মেয়েটা আসে বলে দুএকখানা বইপত্তর পাই; তাছাড়া ও দেশের হালচাল নিয়ে কত কথা বলে। দুদণ্ড শুনলেও তবু মুখ বদলানো হয়। ওর সংগে আমি পোপোভার ইস্কুলে যেতাম; পরে ঝগড়া হয়ে যায়।"

তারপর ইয়াকোভের কাঁধে আঙুল দিয়ে একটা গোঁজা মেরে বলতে লাগল পোলিনা আরও ক্রুদ্ধভাবে:

"তুমি কি ভেবেছ এমনি করে লুকিয়ে চুরিয়ে রক্ষিতা হয়ে থাকা সোজা? স্নাদকোপেভৎসেভা বলে, রক্ ষিতা হল রবারের জুতোর মত। দরকার শুধু বিষ্টি-কাদায়। ওই তো তোমার ওই ডাক্তারের সংগে ও প্রেম করছে, তাই বলে কি ওরা ঢাকঢাকগুড়গুড় করে আছে? কিন্তু তুমি আমাকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছ যেন আমি খোস-পাঁচড়া। আমি কি কানা না কুঁজো যে আমাকে নিয়ে তোমার রাস্তায় বেরুতে মাথা কাটা যায়? চেয়ে দেখ না আমার দিকে, বল না আমি কানা না কুঁজো?

ইয়াকোভ বলল:

"বলছি একটু ধৈর্য ধরে থাক, তোমায় আমি বিয়ে করব। বিশ্বাস কর আমায়। কথা যখন দিচ্ছি, তোমার মত একটা শূয়োরকেও বিয়ে করব আমি।"

চীৎকার করে বলল পোলিনা: "তোমার আমার মধ্যে কে কত বড় শূয়োর তা পরে দেখা যাবে!" বলেই সে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল। তারপর হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বলতে লাগল বারবার:

"কুঁদুলী, কুঁদুলী…শূয়োর, শূয়োর! বাব্বা, সব পাঁচমিশুলি ব্যাপার! আমার লক্ষ্মীমাণিক! আমার মিষ্টি টমেটো! এতটুকুও লোভ নেই তোমার!… অন্ত কেউ হলে চুপচাপ থাকত। হাজার হক গোয়েন্দাটাকে তোমার দরকার।"

নিয়মমত খুশি হয়ে চলে গেল ইয়াকোভ। কিন্তু একসপ্তাহ পরে ভোরবেলা বক্রনাসিকা সময়রক্ষক এলাগিনের কাছে একটা অদ্ভুত সংবাদ শুনল সে।—ভোরে তাঁতিরা যখন জাল ফেলে মাছ ধরছিল, সেইসময় মোর্দভিনোভ নামে একজন তাঁতি নাকি নোসকোভের নিমজ্জমান দেহটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই ডুবতে বসেছিল এবং এখন সে না কি হাসপাতালে। পাদুটো ছড়িয়ে বসে ইয়াকোভ খবরটা শুনল এবং হাতদুখানা লুকিয়ে রাখল পকেটে, পাছে হাতদুখানার কাঁপুনি কেউ দেখে ফেলে।

ভাবল : "ওরাই নোসকোভকে ডুবিয়ে মেরেছে।" কিন্তু মোর্দভিনোভের কোমল মেয়েলি মুখখানা মনে করে, ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না যে মোর্দভিনোভ কাউকে খুন করতে পারে। যাই হক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল ইয়াকোভ : "বাঁচা গেছে।"

পোলিনাও সমর্থন করল ওকে। বলল ভ্রূ কুঁচকে :

"ভালই হল ডুবে ম'ল, নইলে ওরা যদি ওকে অন্যভাবে খুন করত তাহলে হয়তো একটা ঢিটিক্কার পড়ে যেত।"

তারপর আবার বলল দুঃখের সুরে :

"এর চেয়ে আরও মজা হত যদি ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে তারপর গুলি করা হত কিংবা ফাঁসি দেওয়া হত। তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ সেই······"

ওকে বাধা দিয়ে বলল ইয়াকোভ : "কী যা-তা বকছ!"

কয়েকটা দিন কেটে গেল নিরুদ্বিগ্নভাবে। ইতোমধ্যে ইয়াকোভ ঘুরে এল ভোরগোরোদ থেকে।

ইয়াকোভ ফিরে আসতেই উৎকণ্ঠিতভাবে, ভ্রূকুটি করে, মিরণ বলল তাকে :

"কারখানায় আবার একটা কুচ্ছিত কাণ্ড বেধেছে। সহর থেকে এক্কের ওপর হুকুম হয়েছে নোসকোভের মৃত্যুসংক্রান্ত ব্যাপারটা তদন্ত করবার জন্যে। ওরা গ্রেপ্তার করেছে মোর্দভিনোভ, কিরিয়াকোভ আর ওই ভাঁড় ক্রোতোভটাকে—মানে, যারাই জাল ফেলেছিল সেদিন, তাদের সকলকেই ওরা

হাজতে ঠেলেছে।…মোর্দভিনোভের মুখে অনেকগুলো কাটা-দাগ দেখা গেছে, তাছাড়া ওর একটা কানও ছিঁড়ে গেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে এর পেছনে একটা রাজনৈতিক চাল আছে। অবশ্য ওই ছেঁড়া কানের পেছনে নয়!”

পিয়ানোর ধারে দাঁড়িয়েছিল মিরণ। আঙুল দিয়ে দোলাচ্ছিল তার চশমাটা। আধখোলা চোখে চেয়ে ছিল ঘরের এককোণে। চুনট-করা সুইডিস্ চামড়ার জামা, কাল্চে-লাল ট্রাউজার এবং হাঁটু-পর্যন্ত-তোলা ধুলোমাখা বুটজোড়ায় ওকে দেখাচ্ছিল ইঞ্জিন-চালকের মত; কিন্তু ওর ফিটফাট গোঁফ এবং চকচকে ছুঁচলো মুখখানার জন্যে ওর চেহারায় ফুটে বেরুচ্ছিল একটা ফৌজী আমেজ। কথা বলার সময় ওর পাথুরে মুখখানায় কোন পরিবর্তনই দেখা গেল না। মিরণ বলল চিন্তিতভাবে ঃ

“বে-আক্কেলে দিনকাল পড়েছে! এদিকে আবার আর একটা যুদ্ধেও মাথা গলিয়েছি আমরা। আমরা যুদ্ধ করি নিজেদের বোকামিটা পাস কাটিয়ে যাবার জন্যে। বোকামির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মত বুদ্ধি বা শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমাদের সমস্যাগুলো একান্তভাবে ঘরোয়া। কিন্তু দেখ, চাষাদের দেশে শ্রমিকদল স্বপ্ন দেখছে নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে! আশ্চর্য! আর তাদেরই দলে রয়েছে কিনা স্বয়ং ব্যবসায়ীর ছেলে ইলিয়া আর্তামোনোভ! ব্যবসায়ীর ছেলেহিসেবে তার কাজ ওই সব শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে বিষ ছড়ানো নয়। তার কার্জ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মতই রাশিয়াকে ইউরোপের আদর্শে যন্ত্র-শিল্পে সমৃদ্ধ করে তোলা। কিন্তু তা না করে,…তাই তো বলছি দুনিয়াটা যেন গাধা বনে গেছে। একটার পর একটা বোকামি করছে মানুষ। কিন্তু যারা নিজেদের শ্রেণীর প্রতি এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের দেওয়া উচিত চরম দণ্ড—কারণ, এটা আসলে দেশের বিরুদ্ধেই বিশ্বাসঘাতকতা। যদি ওই ফোঁপরদালাল গোরিৎসভেতোভটার মত কোন লোক এসব করত, তাহলে নয় বুঝতাম, মরুক গে যাক—চাল-চুলো নেই যার, সে অমন বেকুবি করেই থাকে, পোকার মত বইএর পাতাও কেটে থাকে; কিন্তু একটা ব্যবসায়ীর

ছেলে হয়ে ইলিয়া·······। কি জান? আমার মনে হয়, মানে, যতই দিন যাচ্ছে দেখছি যে, কতকগুলো অপদার্থ, কুঁড়ে, বাকসর্বস্বই রাশিয়ায় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে!”

মিরণের কথা শুনে ইয়াকোভের মনে হচ্ছিল মিরণ যেন একঘর লোকের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে। মিরণের বক্তৃতা শোনা বন্ধ করে ইয়াকোভ ভাবছিল নোসকোভের মৃত্যু-সম্পর্কিত তদন্তটার কথা, ভাবছিল কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়াবে কে জানে, ওকে নিয়ে টানাপোড়েন করবে না তো আবার—এইসব।

ইতোমধ্যে ঘরে ঢুকল মিরণের স্ত্রী গর্ভবতী আনা—সন্তানের ভারে নুয়ে পড়ে। আনা ক্লান্তস্বরে বলল মিরণকে: “যাও, পোষাকটা বদলে নাও।”

লক্ষ্মীছেলের মত নাকে চশমাটা বসিয়ে চলে গেল মিরণ স্ত্রীর সংগে।

প্রায় একমাস পরে গ্রেপ্তার-হওয়া লোকগুলো যখন ছাড়া পেল, মিরণ কঠোরভাবে বলল ইয়াকোভকে:

“সবগুলোকে জবাব দাও।”

ইয়াকোভের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল মিরণের আদেশ পালন করা। ভালই লাগত, কারণ কারখানার দায়িত্বটা হড়কে গিয়ে পড়ত ওর কাঁধ থেকে মিরণের কাঁধেই। তবু বলল ইয়াকোভ:

“কিন্তু আমার মনে হয় চুল্লী-জোগানদারটাকে রাখা উচিত।”

“কেন?”

“লোকটা আমুদে, তাছাড়া এখানে কাজও করছে অনেকদিন ধরে,—লোকজনকেও হাসিঠাট্টায় বেশ জমিয়ে রাখে—এই আর কি।”

“তাই না কি? তাহলে হয়তো ওকে আমরা রাখব। ভাঁড়কেও সময়ে সময়ে দরকার হয়। তা সত্যি!”

কিছুকালের জন্যে ইয়াকোভের মনে হল দুনিয়ার হালচাল চলছে ভালই। লোকজনের উত্তেজনা চাপা পড়ে গিয়েছিল যুদ্ধের ধমকে। প্রত্যেকেই

ধীরস্থির—চিন্তার গভীর রেখা আঁকা তাদের কপালে। ওপর থেকে চলছিল সব ভালই। কিন্তু কথায় বলে ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়; —ইয়াকোভের দশাও হয়েছিল তাই। ও অপেক্ষা করছিল টাটকা কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার। অবশ্য ওকে খুব বেশি অপেক্ষাও করতে হল না। ভেরা পোপোভার মত একটা লম্বা স্ত্রীলোককে সংগে নিয়ে নেস্‌তেরেংকো আর একবার আবির্ভূত হল সহরে। ইয়াকোভের সংগে তার পথে দেখা হল। অভিবাদন-পর্ব চুকে গেলে পর সে বলল ইয়াকোভকে:

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমার সংগে একবার দেখা করতে পারেন? আমি আছি শ্বশুরের ওখানে। আপনি জানেন বোধ হয়, আমার স্ত্রীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে—হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবেনও না। হ্যাঁ, সামনের দরজার ঘণ্টাটা বাজাবেন না। আমার স্ত্রী হয়তো তাতে বিরক্ত হবেন। উঠোনের মধ্যে দিয়ে চলে আসবেন, কেমন? আচ্ছা, চলি।"

গরুর গাড়ির মত হেঁটে চলল একটি ঘণ্টা। তারপর ইয়াকোভ নিজেকে আবিষ্কার করল বই-ঠাসা একখানা ঘরে। নেস্‌তেরেংকো বলল ওকে চাপা গলায়:

"হুঁ, আমাদের সেই দোস্ত নোসকোভকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, যদিও তা প্রমাণ হয় নি। তবে কাজটা যে হাসিল করা হয়েছে ওস্তাদের মত, তা স্বীকার করতেই হবে। যাই হক, যে-জন্যে আপনাকে ডেকেছি সেটা বলি এবার। এই সেদিন ভোরগোরোদে স্লাদকোপেভৎসেভা নামে একটা মেয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। মেয়েটা নাকি আপনার প্রিয়া পোলিনা আন্দ্রেইএভ্‌না নাজারোভার বন্ধু! এটা কি ঠিক?"

"জানি না," বলল ইয়াকোভ, কিন্তু তার সর্বদেহে ঘাম ফেটে বেরুল। ওদিকে নাকের কাছ বরাবর হাতটা তুলে নখ খুঁটতে লাগল পুলিশ-অফিসারটি। বলল অত্যন্ত শান্তভাবে:

"আপনি জানেন নিশ্চয়ই।"

"তবে মনে হয় পোলিনা আন্দ্রেইএভ্‌নার সংগে তার সাক্ষাৎ হয়েছে।"

"ঠিক তাই।"

অবাক হয়ে ভাবল ইয়াকোভ: "লোকটার মতলব কি?" সেই সংগে মুখ গোমরা করে ইয়াকোভ চোখ বুলিয়ে নিল নেস্‌তেরেংকোর লেপামোছা মুখখানার ওপর: মুখখানা পাংশুবর্ণ,—তাতে লাল দগদগে ছোপ, নাকটা থ্যাবড়া এবং চোখদুটো নোংরা ডোবার মত।

ভাঙা কাঁসির মত গলায় পুলিশ-অফিসারটি আবার বলল ইয়াকোভকে:

"আপনার সংগে আমি পুলিশের লোকের মত কথা বলছি না, বলছি বন্ধুর মত, যে চায় আপনার এবং আপনার কারবারের বাড়-বাড়ন্ত হক। তাহলেই বুঝুন বন্ধু···নিশানাবাজ!" বলেই সে মুচকি হাসল। তারপর একটু থেমে বলল: "নিশানাবাজ বললাম আপনাকে, তার কারণ আছে।" বলে সে আবার সুরু করল:

"আমি জানি আর একবার আপনি নিশানাবাজি করতে চেষ্টা করেছিলেন। আগুন নিয়ে খেলা! কিন্তু আপনার বরাত খারাপ! সে যা ই হক,—আপনি বুঝতে পারছেন বোধ হয় যে স্লাদকোপেভৎসেভা মেয়েটা আপনার প্রিয়া নাজারোভার বন্ধু। তাহলে একটু ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। নোসকোভের গতিবিধি-সংক্রান্ত কোন সংবাদ আপনি আমি ছাড়া আর কারু জানবার কথা নয়; জানলেও সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।"

বলে টেবিলের নিচে চোখ বুলিয়ে নিল নেসতেরেংকো। তারপর বলল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে:

"নোসকোভ কুঁড়ে হক আর যা-ই হক, আহাম্মক ছিল না। কিন্তু তাহলে কী হবে, মানুষ অমর নয়।···হ্যাঁ, এইবার আপনার সম্বন্ধে দু-একটা কথা···।"

পুলিশ-অফিসারটির কথাগুলো শুনতে শুনতে ইয়াকোভের মনে হচ্ছিল, কথা তো নয়, যেন কতকগুলো খুব সরু সরু অদৃশ্য ফাঁসির দড়ি,—যা কেটে বসছিল ওর গলায়, হৃদয়ের সব স্পন্দন স্তব্ধ করে দিতে।

নেসতেরেংকো বলল চিবিয়ে চিবিয়ে :

"আমার মনে হয়, আর মনে হয়ই বা কেন বলি, আমার বিশ্বাস যে আপনি হয়তো অসাবধানের মত কোন কথা বলে ফেলেছিলেন! তাই না? একবার ভেবে দেখুন দেখি?"

"না, এটা বাজে কথা।" মৃদুস্বরে জবাব দিল ইয়াকোভ, ভয়ে ভয়ে, পাছে ওর গলা শুনে কোন কথা বোঝা যায়।

"তবুও, আর একবার ভেবে দেখুন দেখি?" গোঁফে হাত বুলতে বুলতে বলল নেসতেরেংকো।

"ভাববার কিছু নেই। আমি কোনকথাই বলি নি।" আবার বলল ইয়াকোভ মাথাটা ঝাঁকিয়ে।

"আচ্ছা তাজ্জব ব্যাপার তো! যাই হক, ক্ষতিটা এখনও পূরণ করা সম্ভব। নোসকোভের জায়গায় ওরই মত কোন লোককে লাগাতে হবে, বুঝলেন, যে আপনার উগ্‌গারে লাগবে। মিনাইএভ নামে একটা লোক যাবে আপনার কাছে। তাকে কাজে লাগিয়ে দেবেন, কেমন?"

"তা-ই হবে।" বলল ইয়াকোভ।

"যাক্ তাহলে ব্যাপারটা এইখানেই চুকে গেল। কিন্তু সাবধান! আপনাকে অনুরোধ করছি, এর একটি কথাও যেন কারু কানে না যায়। একটি কথাও বলবেন না মেয়েদের কাছে। একেবারে বোবা! বুঝলেন?"

ইয়াকোভ মনে মনে বলল : "থ্যাবড়া-নেকো ভেবেছে আমি একটা নিতান্ত কচি শিশু।"

একটু পরে নেসতেরেংকো এদিক-ওদিকের নানাকথা আরম্ভ করল। কখনও বলল :

"শরৎকাল আসছে। হাঁসেরা এবার বাসা ছাড়বে,—এক বাসা থেকে আর এক বাসায়। ভারি মজার, না?"

আবার কখনও বলল ভ্রূ কুঁচকে : "যুদ্ধের কী হবে বলে মনে হয়? এদিকে....।"

যুদ্ধের আলোচনায় ইয়াকোভের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া না পেয়ে সুরু করল ওর স্ত্রীর অসুখের কথা :

"তিলে তিলে মরছেন! তবে আমার বোন প্রাণপণ সেবা করছেন ওঁর, যাতে এ-যাত্রায় রক্ষা পেয়ে যান।"

বলে গোঁফে চাড়া দিতে লাগল নেসতেরেংকো। চাড়া দেবার সময় ওপরের ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে যাওয়ায়, ওর হলদে হলদে বিষদাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

ভাবল ইয়াকোভ : "উঠতেই হবে এবার! লোক তো সুবিধের নয়, হয়তো কোন বিপদেই ফেলে দিয়ে বসবে! নাঃ, এ-তল্লাট থেকে সরে পড়তে হবে দেখছি!"

ওকার তীর দিয়ে হাঁটবার সময় ইয়াকোভ বলল মনে মনে : "যমের বাড়ি যা সব! তোর সংগে আমার কী সম্বন্ধ রে বাপু যে তুই ।"

বৃষ্টি পড়ছিল ঝুরঝুর করে। বুঝতে পারা গেল শরৎ আর বেশি দূরে নয়। নদীর ঘোলাটে জলে ঢেউ উঠছিল ছোট ছোট এবং বাতাসে ছিল বিশ্রী একটা ভাপ্‌সা উত্তাপ। বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর চিন্তায় ডুবে গেল ইয়াকোভ। ভাবল, এইসব উদ্বেগ ও উত্তেজনার জঞ্জালগুলোকে বাদ দিয়ে, সহজ শান্ত কোন জীবন কি যাপন করা যায় না?

কিন্তু মাসের পর মাস কেটে চলল ধীরে ধীরে, তুষার-ঝঞ্ঝায় শ্লেজগাড়ির সারির মত; আর, এক একখানি গাড়ি বোঝাই অশান্তি ও উৎকণ্ঠার স্তূপে।

জাখার মোরোজোভ ফিরে এল যুদ্ধ থেকে বুকে 'সেণ্ট জর্জ-পদক' ঝুলিয়ে; লাল লাল ঘায়ে তার মাথা ভর্তি। পুড়ে গিয়ে টাক পড়ে গিয়েছিল মাথাটায়; তার একটা কান ছেঁড়া এবং ডানদিকের ভ্রূর স্থানে একটা লাল ক্ষতচিহ্ন দগদগ করছিল, যার আওতায় ঘুমিয়ে ছিল থেঁতো-হয়ে-যাওয়া নিষ্প্রাণ একটা চোখ। অপর চোখটার দৃষ্টি অবশ্য কঠোর এবং অর্থপূর্ণ। এসেই সে বন্ধুত্ব পাতিয়ে

ফেলল সেরাফিমের খোঁড়া শিষ্য ভাস্‌কা ক্রোতোভের সংগে, আর ক্রোতোভও বানিয়ে ফেলল একটা নতুন গান :

শিলাঝড়, ঝঞ্ঝা, তুষার আর বৃষ্টি……
তার মাঝে আমি কি-না শুয়ে ছাই ট্রেঞ্চে
বাঁচালাম কোথাকার যতসব ফ্রেঞ্চে ;
বেকুবের সেরা আমি, গাধা অনাসৃষ্টি।

ইয়াকোভ জিজ্ঞাসা করল মোরোজোভকে : "হ্যাঁ জাখার, লড়ায়ের খবর কি ? খারাপ ?"

"এক্কেবারে", জবাব দিল মোরোজোভ। ওর গলার আওয়াজটা উদ্ধত এবং জোরালো, কথাবার্তাগুলোও ক্রোতোভের নির্লজ্জ, বেপরোয়া গান-ঘেঁষা।

ইয়াকোভের মুখের ওপরই বলল সে :

"মনিব-টনিব ফক্কিকার, ইয়াকোভ পেত্রোভিচ ! ঘোড়ার লাগাম কতকগুলো জোচ্চোরের হাতে।"

জাখার এবং ভাস্‌কা ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল—শারদীয়া রাত্রির অন্ধকারে দুটি বাড়ির মত। তাতিয়ানার আমুদে স্বামীকে যদি ক্রোতোভ পরতে দেখত জাখারের মিলিটারি-কোটের রঙের পিছন-ঝোলা ট্রাউজার, তাহলেই ক্রোতোভ গান ধরত তার দিকে চেয়ে :

'মরি, মরি, পেণ্টুন, তুমি কত রকমারি !
কোনটির দুটো চোঙ, কোনটি বা একাকার !
মানুষেরও নানা ঢঙ্ : মরি, মরি, কি বাহার !
কেউ বাড়ে মাথাতে গো, কারু কারু পাছা ভারি !

কিন্তু ইয়াকোভ অবাক হয়ে দেখত মিতিয়ার মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই, বরং হাসিই ফেটে পড়ছে। ফলে আস্কারা পেয়ে ক্রোতোভের ঔদ্ধত্য দিন-দিন বেড়েই চলল। মুচকি হাসত শ্রমিকরাও ; কিন্তু একদিন সব হাসিকে

হার মানাল জাখারের বাচ্চা কুকুরটা। ঝোব্বাঝাব্বা কুকুরটাকে জাখার নিয়ে এল কারখানার উঠানে। পিঠের ওপর তার ল্যাজটা পাকানো ছিল বীরপুরুষের গোঁফের মত এবং তার ল্যাজের শেষে ঝুলছিল একখানা সাদা ছোট্ট 'সেণ্ট জর্জ-পদক'।

কুকুরটাকে দেখে সারা কারখানায় যখন হাসির গররা উঠল, রাগে গুম হয়ে গেল মিরণ। জাখার হল গ্রেপ্তার এবং কুকুরটা আশ্রয় পেল তিখোন ভিয়ালোভের কাছে।

পথে পথে দেখা যেতে লাগল পা-কাটা, অন্ধ এবং হাতকাটা মানুষদের।— দুঃখে যন্ত্রণায় তারা ভাঙাচুরো। তাদের গায়ে সৈনিকের ওভারকোট। গোটা অঞ্চলটারই রঙ হয়েছিল ওই পচা ওভারকোটের রঙের মত। সহরের সম্ভ্রান্তঘরের স্ত্রীলোকরা এই ভাঙাচুরো মানুষগুলোকে বেড়িয়ে নিয়ে আসত খোলা হাওয়ায়। এই মহিলা-সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী\ছিল ভেরা পোপোভা। ভেরার চেহারা হয়ে গিয়েছিল পাংলা একটা ঝাঁটার মত। ভেরার আমন্ত্রণে পোলিনাও যোগ দিয়েছিল এই কাজে, কিন্তু সে নালিশ জানাত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে:

"না, না, এসব আমি পারব না। দেখ ইয়াশা দেখ, মরদগুলো কী জোয়ান! কিন্তু কী বিশ্রীভাবেই না বিকলাংগ হয়ে গেছে এরা! তারপর···ইস্ কী গন্ধ ওদের গায়ে, যেন গা বমিবমি করে! ইয়াশা, চল এখান থেকে চলে যাই—!"

"কোথায় যাব?" বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল ইয়াকোভ।

ইয়াকোভ লক্ষ্য করছিল পোলিনার মেজাজটা যতই খিটখিটে হয়ে পড়ছিল, ওর সিগারেট-টানার বহরও যাচ্ছিল ততই বেড়ে এবং সর্বদাই ওর নিঃশ্বাসে ধোঁয়ার কটু গন্ধ ছাড়ত। বলতে কি, সহরের সমস্ত স্ত্রীলোকই, বিশেষ করে কারখানার স্ত্রীলোকগুলো, আরও বদমেজাজী হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।— কেবলই ঘ্যানর-ঘ্যানর, ঝগড়া, খুনসুড়ি—এইসব। তারওপর তারা নালিশ জানাত জিনিষপত্রের দামের বিরুদ্ধে, খাওয়া-পরার অসুবিধের বিরুদ্ধে। ওদের স্বামীরা হাওয়ায় শিস দিতে দিতে মাইনে বাড়াবার দাবি জানাত এবং

সেইসংগে কাজেও ঢিল দিত। আর সন্ধ্যা হলেই শোনা যেত কারখানার বস্তিটা থেকে ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ কোলাহল।

তালার মিস্ত্রি মিনাইএভ শ্রমিকদের মধ্যে ঘুরঘুর করত শেয়ালের মত। ওর বয়স তিরিশ, গায়ের রঙ কালো, নাকটা লম্বা। খানিকটা ইহুদীদের মত ছিল তার চেহারা। ইয়াকোভ ওর ছায়া মাড়াত না, পাছে, মিনাইএভের কালো কালো চোখদুটোর দিকে ওকে চাইতে হয়। মিনাইএভের চাহনিটা ভারি অদ্ভুত—যেন কেবলই বিস্মরণের গর্ভ থেকে কোন স্মৃতিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে।

পিওত্র্ আর্তামোনোভ উঠানে ঘুরে বেড়াত নোংরা কিম্ভূতকিমাকার একটা মাংসপিণ্ডের মত। পাদুখানা নিয়ে প্রায় নড়তেই পারত না সে। আজকাল তার গায়ে উঠেছিল শেয়ালের লোমের একটা কোট, যদিও লোমগুলো গিয়েছিল ছিঁড়ে। যখনতখন পিওত্র্ লোকদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে; এবং তারা উত্তর দিলেই সে বিড়বিড় করত হাত নাড়তে নাড়তে:

"যাও, কুঁড়ের বাদশারা যাও, পথ দেখ! ছারপোকা কোথাকার,...... আমার গায়ের রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছ সব...!"

বলার সংগে সংগে তার রক্তবর্ণ মুখখানা কাঁপত বিরক্তিতে এবং নিচের ঠোঁটখানা ঝুলে পড়ত ভিজে ন্যাকড়ার মত। বাবাকে নিয়ে ইয়াকোভ লজ্জায় পড়ত লোকের সামনে। এদিকে তাতিয়ানা সারাটাদিন কাটাত খবরের কাগজ নাড়াচাড়া করে। সবসময়ই সে ভয়ে জড়সড়, তাই তার কানদুটোও থাকত রাঙা হয়ে। মিরণ উড়ে বেড়াত পাখির মত—আজ প্রাদেশিক সহরে, কাল মস্কোয়, পরশু পেত্রোগ্রাদে। আর বাড়ি ফিরেই আমেরিকান বুটজোড়ার চওড়া গোড়ালিদুটো মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে, ঈর্ষান্বিত আনন্দের সংগে বলত: একজন লম্পট মাতাল চাষা জারকে নাকি জোঁকের মত চেপে ধরেছিল।

কিন্তু ওল্‌গা বিশ্বাস করত না এ-গল্প। পুত্রবধূ আনার পাশে বসে একগুঁয়ের মত বলত :

"আমি বিশ্বাস করি না এমন চাষা সত্যিসত্যি রাশিয়ায় আছে। কেউ নিজের দরকারে বানিয়েছে এমন গল্প…নইলে…।"

প্রায়ান্ধ শাশুড়ির পাশে বসে কথাগুলো শুনত আনা, আর একধারে ওর দুবছরের ছেলে প্লাতোন নেচে-কুঁদে খেলা করত।

কিন্তু জবাব দিত তাতিয়ানার আমুদে স্বামী :

"ভারি তাজ্জব ব্যাপার, নয় কি ? এইবার সমস্ত গ্রাম প্রতিশোধ নিচ্ছে · ! খাসা !" বলেই সে তার পুরু লোমশ হাতদুখানা ঘষত আনন্দে, ছুটির মেজাজে।

বিরক্ত হয়ে তাতিয়ানা ধমকে উঠত স্বামীকে :

"আঃ, থাম তুমি ! এতে আহ্লাদের কী আছে যে তোমার এত হাসি ! বুঝি না বাপু তোমার কাণ্ড-কারখানা !"

"বোঝ না তুমি ? ভা-রি মজা তো ? শোন, চাষাদের ওপর আগে যত অত্যাচার হয়েছে, এখন চাষারা তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। আর মিরণের ওই চাষা, সেইসব অত্যাচারিত চাষারই একটি বিদ্রোহী রূপ · !"

ভ্রূকুটি করে বলত মিরণ :

"যদি কিছু মনে না কর তো বলি, একটু আগেই তুমি অন্যকথা বলছিলে !"

কিন্তু মিতিয়া বলে চলত উত্তেজিতভাবে :

"হ্যাঁ, ও শুধু চাষাই নয়, ও একটা প্রতীক ! এই তিনবছর আগেও বড়কত্তারা তিনশ বছরের শাসনের জয়ন্তী-উৎসব করেছিলেন, কিন্তু আজ একটা চাষা ।"

ব্যংগের সুরে জবাব দিতে মিরণ : "ঘোড়ার ডিম ! আস্ত একটা ঘোড়ার ডিম।" তারপর সে হাসাহাসি করত ডাক্তার ইয়াকোভলেভের সংগে। কিন্তু ইয়াকোভ ভাবত, এইসব কথা যদি কোনরকমে নেস্‌তেরেংকোর কাণে যায় তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কোথায় গিয়ে ?—তাই বলত সে :

এসব কথা থামাও, বুঝলে? তোমরা কী যে কয়, তার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই।" বলে সে ওদের তর্ক থামাবার চেষ্টা করত।

ইয়াকোভ লক্ষ্য করত মিরণও কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠছিল উৎকণ্ঠায় ও আশংকায়। তাতে তারও বুক ধ্বসে যাচ্ছিল। কিন্তু একমাত্র মিতিয়াই ছিল খোসমেজাজ। লাট্টুর মত ঘুরত সে এবং ঠাট্টা-তামাসা চালিয়ে যেত আগেরই মত। সন্ধ্যাবেলা গীটার বাজিয়ে গান ধরত:

"বউটি আমার ঘুমিয়ে আছে কবর-মাঝারে···।"

কিন্তু তাতিয়ানার আর এসব গান ভাল লাগত না। বলত: "থামাও বাপু তোমার গান। শুনে শুনে কান পচে গেল।" বলেই সে তার ছেলেপুলের কাছে চলে যেত।

শ্রমিকদের কী করে শান্ত রাখা যায় তার কায়দাটা জানা ছিল মিতিয়ার। মিরণকে ও পরামর্শ দিল: "গ্রামগুলো থেকে ময়দা, মটর, ফসল, আলু ইত্যাদি ঝপাঝপ একসংগে কিনে রাখ সস্তায়; আর সেগুলো বেচ মজুরদের কাছে কেনা-দামেই—অবশ্য গাড়ি ভাড়া বাবদ যা লাগে বা যা নষ্ট হয় তার দামটা ধরে নিয়ে। তাহলে দেখবে·।"

দেখা গেল মজুররা সত্যিই এতে খুশি হল এবং গোটা কারখানাটা যতটা বিশ্বাস করতে লাগল এই আমুদে মিতিয়াকে, ততটা মিরণকে নয়। ইয়াকোভ আরও লক্ষ্য করল, তাতিয়ানার স্বামীর সংগে মিরণ প্রায়ই ঝগড়া বাধাচ্ছে।—

ধমকে কড়া মেজাজে বলত মিরণ:

"যখন যেদিকে হাওয়া বইবে, তুমিও তখন সেদিকে, বুঝলে? তোমাকে আমি খুব চিনি।"

হাসতে হাসতে জবাব দিত মিতিয়া:

"তাহলেও লোকজনের একটা ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা দাবি-দাওয়া বলে জিনিষ আছে তো···!"

চীৎকার করে বলত মিরণ :

"তুমি ভেবেছ কী? নিজেকে তুমি কি মনে কর এখানকার···?"

পিওত্র্ গজগজ করে উঠত : "থামাও এসব ঝামেলা!"

কিন্তু ইয়াকোভ না লক্ষ্য করেই পারত না ওর বাবার চোখের তৃপ্তির হাসিটুকু। মিরণের সংগে ওর জামাইএর ঝগড়াটা উপভোগ করত পিওত্র্; হাসত তাতিয়ানার থিঁচুনিতে এবং নাতালিয়া যখন ভয়ে ভয়ে বলত : "আমায় আর এক কাপ চা দে, তানিয়া" তখন টিপ্পনি কাটত হো হো করে হেসে :

"দে রে, বুড়িকে আর এক কাপ চা দে।"

এক একটা ঘটনা ঘটছিল নির্ভেজাল বজ্রপাতের মত। হঠাৎ সর্দি হল অন্ধ ওল্গার, আর মারা গেল আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই; এবং ওর মরবার কিছুদিনের মধ্যে সহর আর কারখানার লোকজন শুনে হতবাক হল যে জার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন।

"এখন, এখন কী হবে? রিপাব্লিক্?" ইয়াকোভ জিজ্ঞাসা করল মিরণকে।

মিরণ তখন হাসিমুখে খবরের কাগজ নিয়েই মশগুল। জবাব দিল একটু পরে :

"অবশ্যই রিপাব্লিক হবে, অবশ্যই।"

টেবিলের ওপর খোলা ছিল খবরের কাগজখানা। তারওপর হাতদুটো চেপে দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল মিরণ। ওভাবে আঁটসাঁট করে চাপার জন্যে কাগজখানা গেল ফড়াৎ করে ছিঁড়ে। একেবারে দুটুকরো। চমকে উঠল ইয়াকোভ। কাগজখানা ছিঁড়ে যাওয়ার মধ্যে ও দেখতে পেল বিপদের পূর্বলক্ষণ। কিন্তু মিরণ কেবল সোজা করল শিরদাঁড়াটা, গা ঝাড়া দিল

একবার। ওর সারা মুখখানা ছেয়ে গেল এক অদ্ভুত অভিব্যক্তিতে। তারপর ধীরে ধীরে বলল খনখনে গলায়ঃ

"এইবার রাশিয়ার নবজন্ম শুরু হবে বন্ধু!" বলে ও হাতদুখানাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিল সামনে যেন এখুনি আলিংগন করবে ইয়াকোভকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও নামিয়ে নিল একখানা হাত। অপরখানা অবশ্য বাড়ানোই রইল। বাড়ানো হাতখানাকে তুলল আরও ওপরে, সোজা করে বসাল চশমাটা, এবং আবার বাড়িয়ে দিল হাতখানা ইয়াকোভের দিকে। তারপর বলল মিরণঃ

"কালই আমি মস্কোয় যাচ্ছি।"

মিতিয়াও হাতদুটোকে ছুঁড়ল সামনে—শীতে-জমে-যাওয়া সহিসের মত। তারপর বলল চীৎকার করেঃ

"এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এতদিন ধরে সমস্ত জাতটার বুকে যে বিরাট কথা গুমরে মরছিল, এইবার তা বেরিয়ে আসবে হাউইএর মত।"

আজ মিরণ তর্ক করল না ওর সংগে। শুধু চিন্তিতভাবে একটু হাসল। দরজার সামনে থেকে মিতিয়া উঠানের শ্রমিক-জনতাকে বলতে লাগল পেত্রোগ্রাদের খবরাখবর। শুনেই চীৎকার করে উঠল মজুররাঃ

"হুর্‌রে!"

তারপর: তারা মিতিয়াকে ধরে আনন্দে ছুঁড়ে দিল আকাশে। প্রকাণ্ড একটা বলের মত মিতিয়া ডিগবাজি খেল শূন্যে। কিন্তু ওরা যখন মিরণকে ছুঁড়ে দিল এইভাবে, ওকে দেখাল শিক্‌-বার-করা ছাতার মত এবং মিরণের মনে হল ওর হাত-পাগুলো বুঝি ভেঙে গেছে একেবারে।

একদল বৃদ্ধ শ্রমিক ঘিরে দাঁড়াল মিতিয়াকে এবং গেরাসিম ভয়িনোভ নামে একজন বিশালবপু তাঁতি চীৎকার করে উঠলঃ

"খাসা লোক তুমি মিত্রি পাভলোভিচ!" সংগে সংগে আরম্ভ হলঃ

"হুর্‌রে, মিত্রি পাভলোভিচ—হুর্‌রে!"

ভাসকার মাথার টাক-টা চকচক করে উঠল। মাতালের মত নাচতে নাচতে গাইতে লাগল সে :

সেদিন ছিল নীচের তলায় প'ড়ে জনগণ,
উর্ধ্বে তখন ছিল তোলা জারের সিংহাসন!
ওপরতলায় উঠে তারা দেখল জান কী?
জার বসে নয় সিংহাসনে, বাচাল পাখিটি!

"জোরসে চালা ভাসকা" : উৎসাহ দিল শ্রমিক জনতা।

শ্রমিকরা চেয়েছিল ইয়াকোভকে নিয়েও একটু লোফালুফি হক। কিন্তু ইয়াকোভ পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল বাড়িতে। ওর ধারণা হয়েছিল, মজুররা ওকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে স্রেফ মজা দেখবে, লুফে নেবে না হয়তো, আর মাটিতে পড়ে গিয়ে সংগে সংগে ও হয়ে যাবে ছাতু।—

এক সন্ধ্যায় ও বসে ছিল অফিসঘরে। জানলার নিচে উঠানে শুনতে পেল তিখোনের গলা :

"ছানাটাকে নিয়ে গেছ কেন? আমাকে না হয় বেচে দাও। ওকে একেবারে সোনার চাঁদ কুকুর বানাব আমি।"

জবাব দিল জাখার মোরোজোভ : "বাহবা বুদ্ধি তোমার বুড়ো, কুত্তা মানুষ করবার সময় না কি এটা?"

"আরে ওটাকে নিয়ে তুমি করবে কি? বেচে দাও। আচ্ছা ধর যদি একটা টাকা দি, বেচবে তাহলে?"

"কী বাজে বকবক করছ!"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল ইয়াকোভ :

"ওদের এখন জার-এ পেয়েছে তিখোন!"

উত্তর দিল বৃদ্ধ : "হুঁ।" তারপর বাড়িখানার আশেপাশে দৃষ্টি চালিয়ে শিস্ দিল ছোট্ট করে।

"তাহলে ওরা গদি থেকে নামিয়ে দিয়েছে জারকে!"

ঝুঁকে পড়ে তিখোন জুতো নিয়ে কী করছিল। বলল মাটির দিকে চেয়ে :

"ঝড় আরম্ভ হল! সেই আনতোমুশকার গানের মত : ছ্যাকরাগাড়ির একটা চাকা গেল, হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল......!"

তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে এবং চলে গেল উঠানের এক কোণে আস্তে আস্তে ডাকতে ডাকতে :

"তুলুন্, তুলুন্......।"

হৈ-হল্লার মধ্যে দিয়ে কাটল সপ্তাহগুলো। মিরণ, তাতিয়ানা, সেই ডাক্তার এবং ধরতে গেলে সকলেই সকলের সংগে ব্যবহার করতে লাগল বন্ধুর মত। সহর থেকে কতকগুলো অচেনা লোক এসে সংগে নিয়ে গেল মিনাইএভকে। তারপর এল বসন্ত। রোদ্দুরে হেসে উঠল আকাশ বাতাস। গাছে গাছে ডানা ঝাপ্টাল পাখিরা, ধরল নতুন গান।

পোলিনা বলল ইয়াকোভকে :

"শোন টমেটো, আমি বাপু এখনও বুঝতে পারছি না, ভোজবাজির মত কী যেন সব ঘটে গেল! বুঝলাম, ঠ্যাকার করে জার বলেছেন আর শাসন করবেন না। সেপাইগুলো ম'ল,—গুচ্ছেরখানেক। কারু গেল ঠ্যাং, কারু চোখ, কারু হাত,—এভাবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? তারপর পুলিশগুলোকেও তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে। কতকগুলো সহুরে-লোকের হাতে গিয়ে পড়ল সব ক্ষমতা। এই তো? কিন্তু আমরা এখন বাঁচব কী করে? এখন তো যার যা খুশি তা-ই করবে। ইয়াশা, তুমি বুঝতে পারছ না, ওই ঝিতেইকিন আর ওইসব পোড়ারমুখো মিনসেগুলো এসে আমার ওপর উৎপাত করলে আমি কী করে, কোথায় গিয়ে নিস্তার পাব বলতো?—এখানে আমি থাকতে চাই না। পোড়া কপাল, তাই মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি! আমি এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে আমায় কেউ চেনে না। আর এই যে

বিপ্লব, এই স্বাধীনতা—এসব কীসের জন্তে? যার যেভাবে খুশি বাঁচবার জন্তেই তো!"

পোলিনার কথা বেড়েই চলল এবং ওর যুক্তিগুলোর মধ্যে কতক কতক যে অকাট্য সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হল ইয়াকোভ। পোলিনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ম বলল সে:

"একটু বুক বেঁধে থাক লক্ষ্মীটি। অবস্থাটা একটু শান্ত হলেই আমরা..."

কিন্তু ও জানত এ-আগুন নেভা বড় শক্ত। দিনের পর দিন ও দেখতে লাগল, কারখানার উত্তেজনা বেড়েই চলেছে—অবস্থাটা সঙ্গীন থেকে সঙ্গীনতর হয়ে উঠছে। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। ইয়াকোভ আর কিছু না পেয়ে জাখার মোরোজোভের পোড়া মাথাটা দেখেই শিউরে উঠল। জাখার ঘুরে বেড়াত নিজের গুরুত্ব জাহির করে, আর মজুরগুলোও ওকে অনুসরণ করত ভেড়ার মত। এমন কি মিতিয়াও ওর চারপাশে পোষা দোয়েলের মত কিচিরমিচির করত। জাখারের মাথাটা প্রকাণ্ড, তাই ওর দেহটাকে দেখাত চ্যাপ্টা। তাছাড়া, ওর পোড়া মাথাটার চামড়ায় বোধ হয় একটু ফাটল ছিল; তাই ও মিতিয়ার-দেওয়া তাতিয়ানার স্নানের তোয়ালেখানা মাঝেমাঝে পাগড়ির মত জড়াত; এক্কের মত টহল দিতে দিতে চীৎকার করত:

"গোলমাল কর না দোস্ত!"

একবার কাপড় চুরির অপরাধে ধরা পড়ল তিনজন ছোকরা। চীৎকার করে সারা উঠানটা কাঁপিয়ে বলল জাখার:

"জানিস কাদের জিনিস চুরি করেছিস তোরা?" বলেই ও নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল নিজেই:" নিজেদের জিনিস, আমাদের সকলের জিনিষ। আজকালকার দিনে চুরি করতে বাধল না তোদের? কুত্তার বাচ্চা কোথাকার......।"

তারপর সে হুকুম দিল চোর তিনটিকে প্রহার করবার জন্যে। সংগে সংগে হুজন শ্রমিক খুশি হয়ে উইলোগাছের ডাল দিয়ে উত্তম-মধ্যম দিল ওদের। আর ভাস্‌কা নাচতে নাচতে গাইতে লাগল উত্তেজিতভাবে :

পরগাছাদের পিঠে পড়ে চাবুক শপাং-শাঁই!
আজকে বিচার আজব বড়, সাচ্চা কিনা তাই!

গান থামিয়ে ভাস্‌কা বিড়বিড় করল খানিকটা, তারপর হঠাৎ হাতহুটো ছুঁড়ে চীৎকার করে উঠল :

"তোমার জনগণকে রক্ষা কর প্রভু!"

সংগে সংগে চেঁচিয়ে উঠল মিতিয়া : "বলিহারি যাই, বাহবা!"

ছাইরঙা ট্রাউজার পরে মাথার পিছনদিকে চামড়ার টুপিটা চেপে দিয়ে ছুটোছুটি করছিল মিতিয়া। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম চকচক করছিল ওর সবুজাভ হুটি চোখের চারিধারে। গত রাত্রে স্ত্রীর সংগে ওর প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল।

ইয়াকোভ প্রথমটায় শুনেছিল, ওদের ঘরের জানলা থেকে কতকগুলো চাপা ক্রুদ্ধ শব্দ ভেসে এল বাগানে; তারপর শুনেছিল তাতিয়ানার বেসামাল চীৎকার :

"তুমি একটা ভাঁড়! নিজেকে ভদ্দরলোক বলতে লজ্জা করে না তোমার? তোমার আবার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কী? ভিখিরির আবার বোলচাল! তোমার ধারণা ভুল, তোমার বিশ্বাস জঘন্য। একমাস আগে তোমার এইসব বিশ্বাস ......কিন্তু না, আমি আর সইব না! কালই আমি চলে যাচ্ছি সহরে—আমার বোনের কাছে····· , আর ছেলেপুলেরাও যাচ্ছে আমার সংগে!"

ইয়াকোভ অবশ্য অবাক হয় নি এসব শুনে কারণ ও বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করছিল লাল-চুলওয়ালা মিতিয়া কেমন যেন বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল দিন-দিন। তাহলেও ইয়াকোভ একটু অবাক না হয়ে পারল না, এমন কি একটু গর্বও অনুভব করল এই ভেবে যে, সে-ই সর্বপ্রথম মিতিয়ার অবিশ্বাস্যতা লক্ষ্য

করেছিল! এমন কি নাতালিয়াও—যে সামান্ত কিছুদিন আগে পর্যন্ত মিতিয়াকে ভালবাসত—অবশ্য তার পোষা হাঁসমুরগীর মতই—সেও আজকাল গজগজ করতে আরম্ভ করেছিল মিতিয়ার রকমসকম দেখে। বলত:

"মিতিয়ার কি হয়েছে বলতো? ওর সংগে কথা কওয়াই যেন দায় হয়ে উঠেছে! বলা যায় না, কিন্তু ওর ধরণধারণ যেন ইহুদি-বাচ্চার মত—বুঝলে? দুধ-কলা দিয়ে যেন কালসাপ পোষা......।"

মিতিয়া বলত:

"সব চমৎকার! জীবনটা হল সুন্দরী মেয়ের মত।—সুন্দরী, তবে বেকুব নয়!.....হ্যাঁ, তারপর যদি বাঘেগরুতে একঘাটে জল খাওয়াবার কথা বল, তাহলে আমিও বলব তাতিয়ানা পেত্রোভনা—ওসব গল্প ভুলে যাও! ওসব গল্পের দিন আর নেই!"

ব্যংগমিশ্রিত ক্রুদ্ধস্বরে বলত মিরণ: "জানি না কাল তুমি আবার কী বলবে!"

"জীবন যা বলতে শেখাবে তা-ই! যা-ই হক, তোমরা আর কিছু জানতে চাও?"

কয়েকদিনের মধ্যেই মিতিয়া পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চলে গেল সহরে। পুঁটলির মধ্যে ছিল তিন বাণ্ডিল বই আর এক বাক্স কাপড়চোপড়।

ইয়াকোভ দেখল, চনচনে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে চারিদিকে। কবে যে নিভবে, কে জানে!

পোলিনাকে বলল ইয়াকোভ:

"ভেবে দেখলাম, আমাদের যাওয়াই উচিত। প্রথমে যাব মস্কোয়, তারপর.......তারপর.......পরের কথা পরেই ভাবা যাবে'খন।"

খুশি হয়ে চীৎকার করে উঠল পোলিনা:

"যাক্ এতদিনে তাহলে......!" বলেই সে আদরে চুমুতে ভরিয়ে দিল ইয়াকোভকে।

জুলাইএর সন্ধ্যা। বাগানে রক্তবর্ণ গোধূলির বন্যা। জানলার মধ্যে দিয়ে ভেসে এল বৃষ্টি-ভেজা মাটির গন্ধ। সব সুন্দর কিন্তু সবই বিষণ্ণ।

পোলিনা তার ভাপ্‌সা স্যাঁৎসেতে হাতদুখানা দিয়ে জড়িয়ে ছিল ইয়াকোভের গলাটা। হাতদুখানা সরিয়ে দিয়ে ইয়াকোভ বলল চিন্তিতভাবে :

"গায়ে কিছু একটা চাপা দাও। বোতামগুলো দাও বুকের। মানে,… ছেলেমানুষি করবার সময় নয় এটা। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।"

ইয়াকোভের কোল থেকে পোলিনা লাফিয়ে পড়ল মেঝেতে। তারপর দুই লাফে পৌঁছল বিছানায়। গায়ে ঢিলে ঘাগরাটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে, এসে বসল ইয়াকোভের পাশে—যেভাবে সে বসতে অভ্যস্ত।

দাড়িটা সশব্দে গালে ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল ইয়াকোভ :

"জান, এমন একটা দেশ, এমন একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের, যেখানে আছে শান্তি, যেখানে আজেবাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না! এই রকমই একটা জায়গা চাই তা-ই না?"

"একশবার" বলল পোলিনা।

"শোন, আমাদের কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে যেতে হবে। মিরণ বলল, ট্রেন-গুলোয় এখন খুব ভিড় হচ্ছে। পল্টনকে পল্টন জারকে ছেড়ে চলে এসেছে তো! সেইসর্ব সেপাইএ ঠাসা ট্রেনগুলো। বুঝতেই পারছ—দেখাতে হবে আমরাও ওদের মত গরীব! তাই খুব বেশি টাকাকড়ি সংগে না নেয়াই ভাল।"

"বুঝেছি। তবে যতটা পার সংগে নিও।"

"তা তো নেবই। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানাব না কাউকে, এমন কি আমার বাড়ির লোকজনকেও নয়। বলব দরকার কাছে ভোরগোরোদে, তাই…বুঝলে?"

"কিন্তু লুকিয়ে লাভ কি?" পোলিনার জিজ্ঞাসায় বিস্ময় ও সন্দেহ।

ইয়াকোভ নিজেই অত খতিয়ে দেখে নি কীসে লাভ কীসে লোকসান। কথাটা ওর এইমাত্র মনে হয়েছিল তাই বলেছিল পোলিনাকে। "তবে", ইয়াকোভ ভাবল, "কথাটা মন্দ নয়"।

বলল পোলিনাকে :

"জানালে কি হবে জান? বাবা, মিরণ প্রশ্ন করে বসবে গুচ্ছেরখানেক। ওসব আমার ভাল লাগে না। তুমিই বল, ভাল কি লাগে কারোর?— মস্কোয় টাকার ছড়াছড়ি। বেশ কিছু টাকা বাগাতে পারব ওখানে··· ·· কাঁচা টাক .... ।"

আদুরে ঢঙে বলল পোলিনা :

"যা করবে কর, কিন্তু তাড়াতাড়ি ইয়াশা, এখানে টেঁকা দায়। যেমন আগুন দাম, তেমনি পোড়া জিনিসপত্তরও কি আর পাবার জো আছে? যেন সব খাঁ খাঁ করছে। তারপর এই দেখ না, লুঠতরাজ এবার আরম্ভ হল বলে। পেটে কিছু না পড়লে লোকজন লুঠ তো করবেই। তাই ইয়াশা··· ।"

বলে দরজার এধার-ওধার দেখে নিল পোলিনা। তারপর আবার আরম্ভ করল অস্ফুটস্বরে :

"রাধুনীটার কথাই ধর না কেন। এককালে ও বেশ ভালই ছিল, কিন্তু আজকাল সবসময়ই যেন টং হয়ে আছে। মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান? মনে হয় ঘুমিয়ে থাকার সময় ও হয়তো আমায় একদিন খুন করে ফেলবে। আর যা দিনকাল পড়েছে, খুন করবে না-ই বা কেন? এই তো কালই শুনলাম, কার সংগে ও যেন গুজুরগাজুর করছিল। ভয়ে বুকের কাঁপুনিও যেন বন্ধ হয়ে এল। চুপিচুপি দরজাটা খুলতেই দেখলাম, মাগী হাঁটু গেড়ে বসে বিড়বিড় করছে। মাগো কী ভীষণ, যদি দেখতে তুমি· ···?"

পোলিনার কথাগুলোকে গাড়ি-চাপা দিয়ে বলল ইয়াকোভ :

'একটু অপেক্ষা কর। আগে আমি ওখানে যাই, তারপর······"

ইয়াকোভের হাঁটুতে ছোট্ট মুঠো দিয়ে একটা ঘুষি মারল পোলিনা। তারপর বলল চেঁচিয়ে :

"না, আগে তুমি না—আমি আগে যাব! আমায় কিছু টাকা দাও, তাহলে……।"

আহত হল ইয়াকোভ। বলল ক্রুদ্ধ স্বরে :

"আমাকে তাহলে বিশ্বাস কর না তুমি……?"

দৃঢ়স্বরে জবাব দিল পোলিনা :

"না, করি না। পেটে-এক মুখে-আর ভালবাসি না বলেই বলছি—করি না। তুমিই বল না, আজকালকার দিনে কাউকে কি বিশ্বাস করা যায়? এমন কি, জারকেও পথে বসাল সারা দেশটা! বল, কাকে তুমি বিশ্বাস করবে!…বিশ্বাস করেছ কি পথে বসেছ! আর এত কথার দরকারই বা কি? বলবে, তুমি নিজে কাকে বিশ্বাস কর?"

পোলিনার কথাগুলোয় দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্তু সে-প্রত্যয় আরও দৃঢ় ওর ঢিলে ঘাগরার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি-মারা মাইদুটিতে। ইয়াকোভ পোলিনার কথায় সায় না দিয়ে পারল না। ঠিক হল, পোলিনা আসছে কালই ভোরগোরোদ রওয়ানা হবে এবং সেখানে পৌঁছে অপেক্ষা করবে ইয়াকোভের জন্যে।

পরের দিন ইয়াকোভ মাথায় আর তলপেটে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করল, অবশ্য আশ্চর্য হল না একটুও, কারণ গত কয়েকমাস ধরেই ও দিনের পর দিন রোগা হয়ে আসছিল। এখন ওর দেহ আরও ক্ষীণ, আরও দুর্বল হয়ে গেছে। চোখের সে দীপ্তিও আর নেই। ভোরগোরোদ থেকে যে রাস্তাটা চলে গেছে রেলওয়ে ইষ্টিশনের দিকে, সেই রাস্তাটায় দেখা গেল ইয়াকোভকে আটদিনের মধ্যেই। ধীরে ধীরে হাঁটছিল ইয়াকোভ পুরণো রাস্তাটার ধার ঘেঁষে। খোয়া-ওঠা পথ। স্থানচ্যুত হয়ে পাথরের কুচিগুলো এঁটে বসে গিয়েছিল ভারি চাকায়-কাটা গভীর গর্তগুলোয়। কাদা জমে জমে ছোট ছোট মাটির স্তূপ গড়ে উঠেছিল সেখানে। আর এখন শুকিয়ে যাওয়ায়

ঝাঁট ধরেছিল সেই মাটির স্তূপগুলোতে। যেতে যেতে মনে মনে বলছিল ইয়াকোভ আপনমনে: "কোথায় চলেছ ইয়াকোভ পেত্রোভিচ?" তারপর চেয়ে দেখছিল পথটার দিকে: পাথরকুচি আর ভাঙাচুরো নকশায় ভর্তি ক্ষুধার্ত একটা পথ! ইয়াকোভের পিছনে পড়ে রইল টুকরো টুকরো পাথরের কুচির মতই জীবনের ভাঙাচুরো ধ্বংস। আর ওর সামনে কেঁদে উঠল একটা নিস্তেজ সূর্য—ধোঁয়াটে মেঘের ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে সর্বস্বান্ত বিধবার মত!

একমাস পরে মস্কো থেকে ফিরে আসবার সময় মিরণ আর্তামোনোভ তাতিয়ানার সংগে দেখা করে এল।

মাথা ঝুঁকিয়ে হাতের চেটোটা পর্যবেক্ষণ করতে করতে মিরণ বলল তাতিয়ানাকে:

"একটা খারাপ খবর আছে তানিয়া। ওই যে ইতর মেয়েটা, যার সংগে ইয়াকোভ এতদিন ধরে প্রেমই বল আর যাই বল চালিয়ে আসছিল, মস্কোয় গিয়েছিল আমার সংগে দেখা করতে। বলল, কতকগুলো লোক না কি—আর আজকালকার লোকগুলো কী ভয়ানকই না হয়ে উঠেছে, যেন এক একটা শয়তান!—হ্যাঁ, কতকগুলো লোক না কি ইয়াকোভকে মারধর করে অজ্ঞান করে দেয়, তারপর রেলগাড়ির কামরা থেকে ওর দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাইরে ·····"

চেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা করতে করতে আর্তনাদ করে উঠল তাতিয়ানা:

"এ্যাঁ, সে কি!··· ··"

"ট্রেনখানা আবার চলছিল তখন। ইয়াকোভ মারা যায় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই। পেতুশ্‌কি ইষ্টিশনের কাছাকাছি একটা গেঁয়ো গোরস্থানে মেয়েটা কবর দিয়েছে ইয়াকোভকে।'

রুমাল দিয়ে তাতিয়ানা নীরবে চোখ মুছতে লাগল। কেঁপে উঠল ওর খোঁচা খোঁচা কাঁধ দুখানা এবং ওর কালো পোষাকটা কাঁধের দুধারে এমনভাবে এসে পড়ল যে মনে হল দীর্ঘগ্রীবাসমন্বিত ওর ক্ষীণদেহখানি যেন গলে যাবে।

নাকের ওপর চশমাটা সোজা করে বসিয়ে নিল মিরণ, হাতদুখানা ঘষল দু-একবার; তারপর শুনতে লাগল নির্জন ঘণ্টাধ্বনি—সান্ধ্য উপাসনার আহ্বান।

ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলল মিরণ:

"কেঁদে কি হবে তানিয়া? কিছু মনে কর না, তোমার আমার মধ্যে বলছি, ইয়াকোভটা ছিল যেমন অপদার্থ, তেমনি নিরেট বোকা। লজ্জার, বড়ই লজ্জার কথা।"

কেঁদে কেঁদে চোখের পাতাগুলো লাল হয়ে গিয়েছিল তাতিয়ানার। চোখের জলে ভেজা একটা আঙুল ভ্রূজোড়ার ওপর বুলতে বুলতে বলল সে:

"হায় ভগবান!"

পকেটের মধ্যে হাতদুখানা গুঁজে দিয়ে আবার বলল মিরণ:

"ওদিকে ওই বেহায়া মেয়েটা কদাকারভাবে ভাণ করছে ও যেন ইয়াকোভের বিধবা বউ; কিন্তু ওর সাজগোজের বহর দেখলে বুঝতে দেরি হবে না যে ও স্রেফ ইয়াকোভের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু বাগিয়ে নিয়েছে। মেয়েটা বলল, এখানে না কি ও চিঠি লিখেছে?"

"কৈ, না তো!"

"লেখে নি, কেমন? তা আমি জানতাম! তোমার মা বাবাকে এ-খবরটা দিয়ে দরকার নেই। কি বল? ওঁরা জেনে থাকুন ইয়াকোভ বেঁচেই আছে।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল হবে সবচেয়ে!" সায় দিল তাতিয়ানা।

"তাছাড়া, খবরটা সইবার মত অবস্থাও তোমার বাবার এখন নেই, আর ইয়াকোভের মা তো কেঁদেই খুন হবে যাবেন।"

সায় দিল তাতিয়ানা।

তারপর বলল: "আমাদের সকলকেই হয়তো মরতে হবে খুব শিগ গীর!"

"আশ্চর্য নয়, যদি এখানে থাকি। আমি তো আমার বউ ছেলেপুলেদের এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি অন্য জায়গায়। তুমিও চলে যাও তানিয়া, নইলে আখার

মোরোজোভ…। যাক্, তাহলে তুমি মা বাবাকে খবরটা দেবে না বলেই স্থির করলে?…আচ্ছা, এখন আসি তানিয়া, বাড়ি যেতে হবে। স্ত্রীর শরীরও ভাল নয়।"

বলে তাতিয়ানার হাতখানা নিজের সুদীর্ঘ আঙুলগুলোর মধ্যে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল একবার।

তারপর ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে আবার বলল মিরণ:

"রেলগাড়িতে চড়া আজকাল যেন ঝকমারি হয়ে দাঁড়িয়েছে; রাস্তাঘাটেরও অবস্থা তেমনি, বুঝলে? যেন দাঁত বের করে আছে!"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিল ঘুমের মধ্যে। রাত্রিতে তো ঘুমতই, তাছাড়া দিনের একটা বড অংশই কাটাত বিছানায় শুয়ে শুয়ে। বাদবাকি সময়টা কাটাত জানলার ধারে একখানা হাতলওলা চেয়ারে বসে। সেখান থেকে দেখত নীল আকাশের খানিকটা ব্যাপ্তিকে। উড়ে এসে মেঘগুলো ঢেকে দিত আকাশকে, আবাব বেরিয়ে পড়ত আকাশের নীল হাসি। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত পিওত্র্ আর বলত মনে মনে: "হাসিকান্নার খেলাঘর!"

আর্শির ওপর নিজের ছায়াখানা দেখে বলত সে:

"সুন্দর মশা একটা!"

পিওত্র্ দেখত একজন স্থূলকায় বৃদ্ধ চেয়ে আছে ওর দিকে। মুখখানা তার ফুলোফুলো, থ্যাবড়ানো চোখদুটো যেন ছিপিআঁটা এবং তার পাকা দাড়িতে জট। নিজের মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে আবার বলত পিওত্র্:

"খাসা হয়েছে, যেন যাত্রার সঙ্!"

নাতালিয়া আসত ওর কাছে। আর ওর ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলত ঘ্যান ঘ্যান করে:

"এখান থেকে তোমার চলে যাওয়া উচিত। যাও, গিয়ে একটা ডাক্তার দেখাও তুমি……।"

বিরক্ত হত পিওত্র্। বলত জড়িয়ে জড়িয়ে :

"বিদেয় হও এখান থেকে, ঘ্যান ঘ্যান কর না। তোমার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। যাও, আমাকে একটু শান্তি পেতে দাও।"

স্ত্রী চলে গেলে একা হয়ে যেত পিওত্র, আর শুনত, উঠানে বাগানে সর্বত্রই আমোদ-আহ্লাদের স্রোত বইছে; নীরব শুধু ওই কারখানাটা।

আজকাল চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছিল পিওত্র্। অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য। "চিন্তা হল মাকড়সার জাল" বলত সে। তাছাড়া চিন্তা করবে কি? ওর যে-অভিমানী ও আহত সত্তা ওকে চিন্তা ও ধ্যানের খোরাক জোগাত সেই সত্তাই যে গিয়েছিল মরে, কিংবা গিয়েছিল হারিয়ে। কে জানে সে আবার সারা রাশিয়ায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল কি না পিওত্র্ আর্তামোনোভকে! "সব হারিয়ে গেল?" ভাবত পিওত্র্। কোথায় গেল ইয়াকোভ, কোথায় গেল তাতিয়ানা, কোথায় গেল মিতিয়া?

মাঝে মাঝে ও জিজ্ঞাসা করত স্ত্রীকে :

"ইলিয়া কি ফিরেছে?"

"না।"

"আজও না?"

"না।"

"আর ইয়াকোভ—সে ফিরেছে?"

"না, সে-ও না।"

"ও, বুঝেছি। এখনও ফূর্তি লুটছে।—আর মিরণ কারবারটাকে শুষছে জোঁকের মত!"

"ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি," বলত নাতালিয়া।

"তবে বেরিয়ে যাও," হুকুম দিত পিওত্র্।

নাতালিয়া গিয়ে বসত এককোণে, আর আবছা চোখদুটি মেলে দেখত ওই ভাঙাজাহাজের মত মানুষটার দিকে, যার সঙ্গে ও কাটিয়েছে ওর সারা

জীবনটা। রোগাও হয়ে গিয়েছিল নাতালিয়া এবং ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছিল মোমবাতির মত। ওর সমস্ত দেহখানা কাঁপত, বিশেষ করে হাতদুখানা। মনে হত হাতদুটো ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

তারপর পিওত্র্ আর্তামোনোভ প্রায়ই চমকে উঠতে লাগল বাড়ির মধ্যে রহস্যময় কোলাহল শুনে। অচেনা মানুষজন আসত তার সামনে, আর সে-ও চেয়ে থাকত তাদের দিকে।—তারা কোলাহল করে কী সব বলত যেন। পিওত্র্ও বুঝতে চেষ্টা করত তাদের। শুনত ওর স্ত্রী বলছে কাঁদতে কাঁদতে :

"এসব কী? ভদ্দরলোক না তোমরা? কীজন্যে করছ এসব? তোমরা কি জান না যে উনি মনিব, আর আমি ওঁর স্ত্রী! তাহলে শোন, ওঁকে নিয়ে যেতে দাও।—সহরে নিয়ে গিয়ে ওঁর চিকিৎসা করানো দরকার, দেখছ না শরীর কী হয়ে গেছে! বলছি, আমায় ওঁকে নিয়ে যেতে দাও।"

নিজের মনে ভাবত আর্তামোনোভ :

"হতভাগী আমায় লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু কেন? বোকা, বোকা ও একেবারে। সারাজীবনটাই ও বোকা থেকে গেল। ইয়াকোভ হয়েছে ওরই মত। আর-সকলেও হয়েছে তাই। কিন্তু ইলিয়া হয়েছে আমার মত। ইলিয়া আবার ফিরে আসবে। এসে সবকিছু সাজিয়েগুছিয়ে ঠিক করে নেবে……।"

বৃষ্টি পড়ছিল, তার সংগে তুষারও। বাতাসে ফুট্‌ফুট্ শব্দ হচ্ছিল হিমানী ফাটার। আর শিস্ দিচ্ছিল অবিশ্রান্ত তুষারঝঞ্ঝা লক্ষফণা সাপের মত।

ঘুম ছুটে গেল পিওত্রের। ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে উঠল। চলে এল ফলবাগানের গ্রীষ্মাবাসে। জানলার সার্সির মধ্যে দিয়ে দেখল ভিজে ডালপালার আড়ালে চোখ রাঙিয়ে আছে লাল আকাশ।—আকাশখানাকে মনে হল কাছে, খুব কাছে, যেন গাছগুলোর পিছনেই ঝুলছে নিচু হয়ে, যেন ইচ্ছে করলে সে ছুঁতে পারে হাত বাড়িয়েই।

পিওত্র্ বলল: "আমার ক্ষিদে পেয়েছে!"

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

স্যাঁৎসেতে নীল কুয়াশায় ভর্তি বাগানখানা। দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল গ্রীষ্মাবাসের সামনে এ ওর ঘাড়ে মাথা রেখে। একটা ধূসর, অন্যটা কালো এবং তাদের পিছনে একখানা বেঞ্চিতে বসেছিল একটা লোক সাদা শার্ট গায়ে। প্রকাণ্ড একবাণ্ডিল জটপড়া দড়ি খুলছিল লোকটা।

"নাতালিয়া, শুনতে পাচ্ছ না? আমায় কিছু খেতে দাও।"

আগে আগে, ঘুম থেকে উঠে ডাকলেই নাতালিয়া চলে আসত তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কৈ, আজ তো এল না?

"ব্যাপার কি?" ভাবল আর্তামোনোভ, "অসুখবিসুখ করল না কি ওর?"

মাথা তুলল পিওত্র। স্নানঘরের দরজার কাছাকাছি ঝোপঝাড়ের মধ্যে কী যেন ঝিলিক মেরে উঠল। একটু পরে বোঝা গেল ঝোপের সংগে মিশে দাঁড়িয়ে আছে একজন সৈনিক, কাঁধে তার বন্দুক। বন্দুকের নলে লাগানো চকচকে বেয়নেট। বেয়নেটখানাই ওই-রকম ঝিলিক মেরে উঠেছিল!

উঠানে কে যেন চীৎকার করে উঠল:

"এ কি কাণ্ড তোমাদের, কমরেড? এইভাবে কি ঘোড়ার রাখালি করতে হয়? শূয়োরকেও যে মানুষ এর চেয়ে ভাল চোখে দেখে! খড়গুলো সরিয়ে রাখা হয় নি কেন? ভিজে যে গোবর হয়ে গেছে! ওই স্নানঘরের গারদে থাকবার সখ হয়েছে না কি?"

জটপাকানো দড়ির বাণ্ডিলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাদা শার্ট-পরা লোকটি। সৈনিকটিকে সে বলল আস্তে আস্তে:

"ভাবখানা যেন ও নিজেই—ইয়ে। আরে ম'ল যা!"

সৈনিকটি জবাব দিল: "হুকুম দেবার লোক আগের চেয়ে এখন আরও বেড়ে গেছে।"

"কে এই হতভাগাদের মোতায়েন করে?"

"নিজেরাই নিজেদের মোতায়েন করে। আজকাল সব আপ্‌সে হয় দোস্ত, ঠাকুমার ঝুলির গল্পের মত!"

ঘোড়াদুটোর কাছে গিয়ে লোকটা কেশরগুলো চেপে ধরতেই চীৎকার করে বলল আর্তামোনোভ:

"ওরে এই, আমার বউকে ডেকে দে!"

"থাম বুড়ো। উঃ, ওনার কিনা বউকে চাই!"

ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাওয়া হল। মুখে এবং দাড়িতে হাত বুললো আর্তামোনোভ। ঠাণ্ডা আঙুলের ছোঁয়া লাগল কানদুটোতে। নিজের দিকে নজর পড়তেই সে দেখল, গ্রীষ্মাবাসের জানলাহীন ন্যাড়া দেয়ালটার পাশে শুয়ে আছে সে—একটা আপেল গাছের নিচে। থোকো থোকো লাল আপেল ঝুলছে ডাল থেকে। শক্ত কোন জিনিষের ওপরই শুয়ে ছিল আর্তামোনোভ। গায়ে ছিল শেয়ালের লোমের পুরণো সেই কোটটা এবং মোটা একটা পশমী আঁটসাট জামা। তাহলেও পিওত্র্ আর্তামোনোভের শীত করছিল। বুঝতে পারল না সে, কেন সে সেখানে। উৎসবের জন্যে বাড়িখানা পরিষ্কার করা হচ্ছে বলে কি? কিন্তু কিসের উৎসব? বাগানে ঘোড়াগুলো এল কেন? সেপাইটাই বা কেন স্নানঘরের কাছে? আর, উঠানে কে-ই বা অমন চীৎকার করে বলছে:

"সত্যি বলছি দোস্ত, তুমি একটা আহাম্মক। কি? লোকজন এলিয়ে পড়েছে? এরই মধ্যে! যাও, যাও ভাঁড়ামি কর না!"

কথাগুলো বেশ একটু দূর থেকেই ভেসে এল, কিন্তু আর্তামোনোভের মনে হল কানদুটো যেন তাতেই কালা হয়ে গেল। মাথার মধ্যে পাক খেয়ে উঠল একটা সোরগোল। পাদুটো যেন ওর থেকেও ছিল না। হাঁটুর নিচ থেকে একেবারে অসাড়। দেয়ালে আপেলগাছটা এঁকে ছিল ভানিয়া লুকিন। লুকিন ছিল চোর। পরে কোন একটা গির্জেতে লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়ে সে; তারপর জেলেই খতম হয়ে যায় তার জীবন।

অত্যন্ত চওড়া কাঁধওলা একজন লোক মাথায় একটা ঝাঁকড়া-মাকড়া টুপি

দিয়ে ঢুকল গ্রীষ্মাবাসে। সংগে সংগে এল তার ছায়া। আলকাতরার গন্ধে ভরে গেল জায়গাটা।

"কে? তিখোন?"

"তাছাড়া আর কে?"

তিখোনের উত্তরে পিওত্রের কানদুটো জখম হয়ে গেল। বুড়ো তিখোন হাতদুখানাকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিল যেন সাঁতার কাটছে মেঝের ওপর।

"কে চেঁচাচ্ছে ওখানে?"

"জাখার মোরোজোভ।"

"সেপাইটা কী করছে এখানে?"

"লড়াই চলছে যে!"

"শত্রুররা এতদূর এগিয়ে এসেছে?" একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল পিওত্র্।

"...লড়াই আপনার বিরুদ্ধে, পিওত্র্ ইলিইচ...।"

"ঠাট্টা করা হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমি কি তোর ইয়ার? ধেড়ে আহাম্মক কোথাকার!" পিওত্র্ তিখোনকে মনে করিয়ে দিল যে সে মনিব!

ধীরভাবে জবাব দিল তিখোন:

"এই শেষ লড়াই। এরা আর যুদ্ধ চায় না, পিওত্র্ ইলিইচ। এরা এখন সকলেই কমরেড। আর আমায় যদি আহাম্মক বলেন, আমি বলব—আহাম্মক হবার আর বয়েস নেই আমার।"

অবশ্য, পিওত্রকে ঠাট্টা করছিল তিখোন। এইবার সে গিয়ে বসল মনিবের পায়ের কাছে। মাথার টুপিটা না খুলেই। কে একজন ফাটা কাঁসির মত গলায় হুকুম দিল উঠানে:

"আর মনে রেখ, আটটার পর কেউই রাস্তায় বেরুবে না—কোন অসামরিক ব্যক্তি!"

"আমার বউ কোথা?" জিজ্ঞাসা করল আর্তামোনোভ।

"রুটির খোঁজে গেছে।"

"কিসের খোঁজে বললি ?"

"যা বললাম তাই! রুটি তো আর ইঁট পাথর নয় যে মাটিতে গড়াগড়ি যাবে!"

অন্ধকার আরও নীল হল বাগানে। স্নানঘরের কাছে দাঁড়িয়ে হাই তুলছিল যেসৈনিকটা, অদৃশ্য হয়ে গেল ঘন অন্ধকারে। কেবল তার বেয়নেটখানা চকচক করতে লাগল, জলেতে মাছের মত। তিখোনকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল আর্তামোনোভের, কিন্তু করল না। "করে কি হবে ?" বলল মনে মনে। তাহলেও ঝাঁকের পর ঝাঁক প্রশ্ন এসে পাখা ঝাড়তে লাগল ওর মনে। বিহ্বল হয়ে উঠল আর্তামোনোভ। বুঝতে পারল না কোন্ প্রশ্নটা বেশি দরকারী। কিন্তু ওর ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড।

গুজগুজ করে বলল তিখোন :

"আহাম্মক হই আর যা-ই হই, সকলের আগে আমিই বুঝতে পেরেছিলাম এমনটা ঘটবে। দেখুন এইবার ঘটছে কি না। আমি বলেছিলাম,—এবার একটুকরো রুটির জন্যে সকলকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। তা-ই হল শেষটায়, তাই না ? কাঠের কুচোর মত, ধুলোর মত ওরা সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল, পিওত্র্ ইলিইচ, কার সাধ্যি আটকায়! শয়তান কাজটা করিয়ে নিল আপনাকে দিয়েই।—কিন্তু কী জন্যে বলুন ? পাপের পর পাপ করে চলেছিলেন আপনারা ; পাপের যেন আর শেষ ছিল না! অবাক হয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, কবে এই পাপের আগুন নিভবে। শেষে আপনাকেই জ্বালিয়ে দিল সেই আগুন পিওত্র্ ইলিইচ—আপনাদের মত সকলকেই—।… ছ্যাকরাগাড়ির একটা চাকা কোথায় গেল হারিয়ে—? তাই ভাবছি—আন্‌তোনের কথাই ঠিক—চাকাখানা হারিয়ে গেল কোথায় ?…"

"প্রলাপ বকছে" ভাবল আর্তামোনোভ। তবুও জিজ্ঞাসা করল :

"আমি এখানে কেন ?"

"বাড়ি থেকে ওরা আপনাকে বিদেয় করে দিয়েছে।"

"মিরণকেও ?"

"হ্যাঁ, সকলকেই !"

"ইয়াকোভের খবর কি ?"

"অনেকদিন হল, সে এখানে নেই—।"

"ইলিয়া কোথায় ?"

"শুনছি, এদেরই নতুন দলে আছে। আছে নিশ্চয়ই, কারণ আপনি আজও বেঁচে আছেন। নইলে···।"

"প্রলাপ বকছে," আবার ভাবল আর্তামোনোভ, "ভীমরতিতে ধরেছে বুড়োটাকে !" আর কোন কথা বলল না আর্তামোনোভ।

আকাশটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল ছোট ছোট আবছা তারায়। মনে হল এমন তারা এর আগে কখনও ওঠে নি, বিশেষ করে, এত অধিক সংখ্যায় !

মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল তিখোন। তারপর সেটাকে হাতে তোবড়াতে তোবড়াতে গুজগুজ করে বলল আবার :

"কথায় বলে ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি ! ভিখিরি পর্যন্ত আজ আপনার চেয়ে সুখে আছে !"

তারপর হঠাৎ বদলে গেল ওর গলার স্বর। জিজ্ঞাসা করল চিবিয়ে চিবিয়ে :

"নিকোনোভের বাচ্চাছেলেটার কথা মনে আছে ?"

"হুঁ। কী হয়েছে তার ?"

পিওত্র্ আর্তামোনোভ ঠিক করতে পারল না, ভীত না বিস্মিত হয়েছিল সে তিখোনের এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে। শুনল তিখোন বলছে :

"তাকে আপনিই খুন করেছিলেন—যেমন করে জাখার খুন করেছিল কুকুর-ছানাটাকে। কীজন্যে খুন করেছিলেন তাকে ?"

"এতদিনে তিখোন তাহলে বলল কথাটা !" ভাবল আর্তামোনোভ। এতদিন পরে আজ গ্রেপ্তার ! অসুস্থ বলে, তাই। কিন্তু বিশেষ ভয় পেল না সে। শুধু ধিক্কার দিল নিজেকে নিজের অমানুষিক বোকামির জন্যে। কনুই-

হুটোর ওপর ভর দিয়ে মাথাটা তুলল আর্তামোনোভ; তারপর বলল কড়া তিরস্কারের স্বরে :

"মিথ্যে কথা। তাছাড়া অপরাধেরও একটা সীমা আছে; তুই তাকেও ছাড়িয়ে গেছিস! পাগলা কুকুরের মত দশা হয়েছে তোর। বলি, ভুলে গেলি নিজের চোখে যা দেখেছিলি আর নিজে যা বলেছিলি সেই সময়··· ?"

বাধা দিয়ে বলল তিখোন :

"কী বলেছিলাম? অবিশ্যি আমি দেখি নি কী হয়েছিল না হয়েছিল, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম সবই। মজা দেখবার জন্যে তখন বলেছিলাম ওই কথা, মিছে কথাই বলেছিলাম। শুনেই আপনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন তিন হাত। তারপর বসে বসে অনেক কিছু দেখেছি পিওত্র্ ইলিইচ্···আমার ভুল হয় নি।··কিন্তু আপনাদের ঝাড়টাই খুনে বদমাশ। আলেক্সেই ইলিইচ ওঁর সেই মাতাল শ্বশুরটাকে দিয়ে বারস্কির হোটেলে আগুন লাগিয়েছিলেন। তারপর আপনার বাবা অনুমান করেন, এ ব্যাপারের পেছনে কে ছিল; আর, তাই এমনকিছু করেন, যাতে মাতালটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।—সবই জানি আমি, আহাম্মক হলে কী হবে···! একথা জানত নিকিতা ইলিইচও,—কারণ আমার মত সেও বুঝতে পারত অনেক কথা। তার বলা উচিত ছিল না। অবিশ্যি, তাহলেও আপনার ওপর সে এত ক্ষেপে ছিল যে আমায়ও তার বলতে বাধে নি। আমি বলেছিলাম তাকে: 'তুমি সন্ন্যেসী, এসব ভুলে যাওয়াই উচিত তোমার। মনে যদি রাখতে হয়, তো রাখব আমি!' পিওত্র ইলিইচ, ওর সেই গলায় দড়ি দেবার কথাটা মনে আছে? তার জন্যে দায়ী কে? পরে তাকে মঠেও পাঠিয়েছিলেন আপনি—। আপনার কাণ্ড-কারখানায় ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এমন কি আপনাদের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেও ওর ভয় করত। আমি দেখেছি একবার একথা বলতে বলতে ও কেঁপে উঠেছিল। আর সেইজন্যেই ও শেষটায় ভগবানে বিশ্বাসটুকুও হারাল······।"

মনে হল তিখোন হয়তো অনন্তকাল ধরে এইভাবে কথা বলে যাবে, এইরকম শান্ত অথচ চিন্তিতভাবে, ঘৃণায় গলাটা কুঞ্চিত না করেই। রাত্রের অন্ধকারে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না তিখোনকে। ওর কথাগুলোর এলোমেলো শব্দ মনে করিয়ে দিল আরসোলার খস্‌খসানিকে। কিন্তু তাতে ভয় পেল না আর্তামোনোভ; বরং তিখোনের গুজগুজে বকুনির চাপে দম বন্ধ হয়ে এল তার,—হতবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। ভাবল:

"তিখোনটা পাগল, একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ও!"

অনেকক্ষণ ধরে একটা নিঃশ্বাস নিল তিখোন, যেন ঘাড়ের ওপর থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল তার। তারপর একঘেয়ে-গলায় খুঁড়ে চলল অপ্রীতিকর অতীতের কবর:

"আপনারা—আর্তামোনোভরা আমার বিশ্বাসটকুও নষ্ট করেছেন! আপনাদের কথা বলে বলে নিকিতা ইলিইচ আমায় বিহ্বল করে দিত, আর শেষটায় আমিও বিশ্বাস হারিয়ে বসলাম। আপনাদের দেবতাও নেই শয়তানও নেই—আছে শুধু ধাপ্পার একটা মুখোস। ঠক্‌বাজ আপনারা, আপনাদের পেশাই হল ঠকবাজি করা। সারাজীবনটা কাটিয়েছেন এই ধাপ্পা আর ঠকবাজি করে। কিন্তু এখন? দুনিয়াশুদ্ধ্‌ লোক দেখছে আপনাদের আসল রূপ!"

আর্তামোনোভ দেহটাকে নাড়ল একটু। অসম্ভব ভারি পাদুটোকে থপ করে ফেলে দিল মেঝের ওপর। কিন্তু পায়ে কোন সাড় না থাকায় অনুভব করতে পারল না মেঝের স্পর্শ; মনে হল পাদুটো হাওয়া হয়ে গেছে আকাশে, আর তার দেহটা যেন ঝুলছে শূন্যে। ভয় পেয়ে গেল আর্তামোনোভ; সজোরে চেপে ধরল তিখোনের কাঁধটা।

আর্তামোনোভের হাতদুখানা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল তিখোন:

"কী হচ্ছে? ছোঁবেন না আমায়! আপনার গায়ে এখন আর সেই তাকত নেই যে আমার টুঁটি টিপে ধরবেন! গায়ে প্রচণ্ড জোর ছিল আপনার বাবার কিন্তু দেমাকেই ফুঁকে দিলেন সব।...আপনাদের জন্যে আমার সব বিশ্বাস

জলাঞ্জলি গেছে। জানিনা মরেও শান্তি পাব কি না…! কী জানেন, অনেকদিন ছিলাম আপনার কাছে, নইলে…।"

আরও ক্ষিদে পাচ্ছিল আর্তামোনোভের। শুকনো জিভখানা জলছিল ক্ষুধায়। তারওপর পাদুটোর জন্যেও ওর ভয়ের সীমা ছিল না!

"আমি কি সত্যিই মরে যাচ্ছি? আমার বয়েস যে এখনো পঁচাত্তর হয় নি! হায় ভগবান!"

শোবার জন্যে আর একবার চেষ্টা করল আর্তামোনোভ, কিন্তু পাদুখানাই তুলতে পারল না। তাই হুকুম করল তিখোনকে:

"একটু ধর্ তো, পাদুটোকে ওপরে তুলি!"

ভূতপূর্ব মনিবের পক্ষাঘাতক্লিষ্ট পাদুখানাকে বেঞ্চির ওপর তুলে দিয়ে তিখোন থুতু ফেলল একধারে। তারপর আবার বসল টুপিটার মধ্যে হাতখানা চেপে দিয়ে। ওর আঙুলের ফাঁকে কী যেন চকচক করে উঠল। আর্তামোনোভ দেখল—একটা ছুঁচ। "অন্ধকারে তিখোন টুপি সেলাই করছিল এইভাবে?" মনে মনে বলল আর্তামোনোভ: "বুড়ো যে একেবারে পাগল হয়ে গেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

তিখোনের মাথার ওপর কী একটা পোকা পৎপৎ করে উঠল। বাগানের ওপর দেখা গেল হলদে আলোর তিনটি ফালি এবং সংগে সংগে দূর থেকে সাড়া পাওয়া গেল কে যেন বলছে:

"ফিরলে হবে না কমরেড। আর ফেরা নয়!"

কথাগুলো দূর থেকে ভেসে এল বলে গলাটা শোনাল মৃদু, কিন্তু স্পষ্ট। সেই গলার স্বরকে ছাপিয়ে বাজল তিখোনের গলা:

"তারপর, আপনার বাবাই খুন করেছিলেন আমার ভাইকে।"

"মিছে কথা।" নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে ফেলল আর্তামোনোভ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করল তৎক্ষণাৎ:

"কবে?"

"সে আর জেনে কী হবে?"

"কেন তুই কেবলই মিছে কথা বলছিস? হ্যারে পাগ্‌লা, তুই কি আমার বিচার করতে চাস্‌? কী চাস্‌ তুই? এই যে তিরিশটা বছর, কি তারও বেশি কেটে গেল, একথা আগে বলিস নি কেন?"

"বলি নি, তার কারণ—ভাবছিলাম!"

"আর বিষ জমাচ্ছিলি আজকের জন্যে, না? যা, যা, পুলিশের কাছে লাগিয়ে আয় এসব কথা, যা......।"

"পুলিশ বলে কিছু নেই এখন।"

"যা, গিয়ে বলগে যা: 'সারাজীবন ধরে এই লোকটার নুন খেয়েছি আমি; এবার একে ফাঁসি দাও!' তবে এখনও কি আর পুলিশকে তুই না বলেছিস? সে আমি জানি! বল্‌, কী চাস তুই? ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে চাস?"

"টাকা? টাকা আপনার নেই। কিছুই নেই আপনার। অবিশ্যি কোনদিন কিছু ছিলও না আপনার! .....আর যদি বিচারের কথা বলেন,—আমি কোন শালিসই মানি না। আমার বিচারক আমিই।"

"তাহলে তুই আমায় ভয় দেখাচ্ছিস কীসের জন্যে রে হতভাগা?"

কিন্তু তিখোন যে ওকে ইচ্ছে করে ভয় দেখাচ্ছিল না, সেকথা আবছাভাবে হলেও বুঝেছিল আর্তামোনোভ।

গুজগুজ করে বলল তিখোন:

"খুনীদের দিন শেষ হল এবার।—বলতে পারেন, আমার ভাইকে কেন খুন করা হয়েছিল?"

"কেন মিছেকথা বলছিস তিখোন?"

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি কথা কইতে লাগল এবং প্রায়ই দুজনে দুজনকে বাধা দিতে লাগল।

"বলতে চান আমি মিছেকথা বলছি ? সেই রাত্রে আমি ছিলাম ওর সংগে…।"

"কার সংগে ?"

"আমার ভায়ের সংগে। আপনার বাবা ওর মাথায় ডাণ্ডা মারতেই ছুটে পালিয়ে গেছলাম আমি। কিন্তু আমার ভায়েরই রক্ত মেখে মরতে হয়েছিল আপনার বাপকে। নইলে কি আর মররার সময় অমন রক্ত বমি করেন ?—"

"বড় দেরি করে ফেললি তিখোন……।"

"যা-ই হক, এখন তো ওরা আপনাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়েছে। একটা মশাও যদি আজ আপনাকে চড় মেরে খতম করে দেয়, কান্না ছাড়া আপনার কোন গতি থাকবে না ! একপাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখব ; যেমন চিরদিন দেখতাম, সেই ভাবেই দেখব।"

"তুই যেমন পাগ্‌লা ছিলি তেমনই আছিস !"

আর্তামোনোভের মনে হল এককালের সেই ভৃত্য তিখোন তাকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে এককোণে, একটা গভীর অন্ধকার গহ্বরের দিকে—যেখানে নিঃশ্বাস ফেলছে লক্ষ লক্ষ কাল-কেউটে।

তবুও একগুঁয়ের মত বলল আর্তামোনোভ :

"মিছে কথা। তোর আবার ভাই ছিল কবে ? তোর মত লোকের কোনদিনই কিছু থাকে না।"

"তবে তাদের বিবেক থাকে।"

"অথচ তুইই আমার ইলিয়াকে উচ্ছন্নে দিয়েছিলি !"

"না। বরং আপনারাই আমাকে উচ্ছন্নে দিয়েছিলেন। নিকিতা ইলিইচ, আর তার ওই কথাবার্তা…… !"

"কিন্তু নিকিতা যে বলেছিল তুইই তাকে উচ্ছন্নে দিয়েছিলি !"

"কতবারই না মনে করেছিলাম আপনার বাপকে সাবাড় করে দেব ! কোদালখানা প্রায় চালিয়েও দিয়েছিলাম ওঁর মাথায় !……কিন্তু ভারি ধড়িবাজ আপনারা……।

"ধড়িবাজ তুই ······।"

"তারপর নিয়ে এলেন সেরাফিমকে; সেও গণ্ডগোল বাধিয়ে দিল আমার মধ্যে। কাউকে দুঃখ দিত না সে সত্যি, কিন্তু সে ঠিকভাবে জীবন কাটায় নি! ভাবতাম—সে কী করে হয়? কিন্তু চারপাশে যত ধড়িবাজের আড্ডা···।"

এমনসময় অন্ধকারের মধ্যে ক্রুদ্ধভাবে কে যেন চেঁচিয়ে বলল:

"কে যায় ওখানে? ওদিকে কোথা? পইপই করে বলেছি না আটটার পর বেরুবে না? কোথাকার ছোটলোক সব!"

তিখোন উঠে পড়ল। তারপর ঝাঁপ দিল অন্ধকারের মধ্যে। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে এবং আশংকায় বিহ্বল হয়ে দেখল আর্তামোনোভ, বাগানের সেই তিনটি আলোকরেখার মধ্যে দিয়ে চওড়া কালো মতন কী-যেন-একটা চলে গেল। চোখ বুঁজে এল আর্তামোনোভের। ভাবল সে: এইবার হয়ত ওর জীবনের শেষ ঘণ্টাটি বেজে উঠবে।

"কিছু পেলে?" কাকে যেন জিজ্ঞাসা করল তিখোন।

"মাত্তর এইটুকু!"

আর্তামোনোভের স্ত্রী নাতালিয়ার গলা এটা। কোথায় ছিল সে এতক্ষণ? কেনই বা আর্তামোনোভকে ওই বুড়োর পাল্লায় ফেলে রেখে গিয়েছিল সে?

চোখ খুলল আর্তামোনোভ এবং কনুইএর ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলতেই দেখল, দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কালো মূর্তি। মূর্তিদুটির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ একসময় আবিষ্কার করল, সারাজীবনটাই সে শুধু এই ভেবে কাটিয়েছে:—কে সেই অপরাধী এবং কার দোষে তার সমগ্রজীবন হয়ে উঠেছিল একটা বঞ্চনার স্তূপ,—একটা বিক্ষুব্ধ হাহাকার! এখন আর্তামোনোভ হঠাৎ বুঝতে পারল সেই অপরাধী কে!

কাছে এল ওর স্ত্রী, ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের ওপর; তারপর বলল ফিসফিস করে:

"ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে .....।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর্তামোনোভ বলে উঠল দৃঢ়স্বরে :

"ওই দেখ্ তিখোন, ওই কালপেঁচিই আমার জীবনটাকে জাহান্নমে দিয়েছে। ওই লোভী বুড়িটাই আমায় ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে আজ আমার এই দশা করেছে!"

তারপর উল্লাসে চাৎকার করে বলল সে :

"নিকিতাকেও নষ্ট করেছে ওই বুড়িটা।—বল করেছে কি না?"

দম নিতে লাগল আতামোনোভ। আশ্চয হয়ে দেখল, ওর বিষোদ্গারে আহত হল না ওর স্ত্রী একটুও, ভীতও না, এমন কি কাঁদলও না এতটুকু। বরং উৎকণ্ঠিতভাবে ওর চুলে কম্প্র হাতখানি বুলতে বুলতে বলল কোমলস্বরে :

"চুপ কর। চেঁচিও না। যদি কেউ শুনে ফেলে, তাহলে...। ওরা সব ক্ষেপে আছে!"

"আমার খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও!"

একটা শশা আর একখণ্ড ভিজে রুটি দিল নাতালিয়া ওর স্বামীর হাতে। শশাটা টাট্‌কা কিন্তু রুটির টুকরোটা ওর স্বামীর আঙুলে জড়িয়ে গেল ভিজে ময়দার নেচির মত।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল আর্তামোনোভ :

"এ কী? এসব এনেছ কার জন্যে? আমার জন্যে! এই, আর কিছু আন নি?"

ফিসফিস করে বলল নাতালিয়া :

"ওগো চুপ কর, ভগবানের দোহাই, একটু চুপ কর। আর কিছু পেলাম না। তাছাড়া সেপাইরাও......।"

"সারাজীবনের দুঃখকষ্ট আর ভয়-ভাবনার পর, আজ তুমি কিনা দিতে এসেছ আমাকে এই খাবার!"

রুটির টুকরোটাকে হাতে নিয়ে ওজন করতে করতে নিজের মনেই বিড়বিড় করল আর্তামোনোভ। ওর কেমন মনে হল, একটা অসহ্য, ভয়ংকর রকমের অপমান করা হয়েছে ওকে, যার জন্যে এমনকি নাতালিয়াও দায়ী ছিল না।

রুটির টুকরোটাকে দরজার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিষণ্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলল আর্তামোনোভ:

"চাই না এ-খাবার।"

টুকরোটাকে তুলে নিল তিখোন। ফুঁ দিয়ে ধূলো ঝাড়ল রুটিটা থেকে। তারপর সেটা দিল নাতালিয়াকে, আর একবার ওর স্বামীর হাতে গুঁজে দেবার জন্যে।

ফিসফিস করে বলল নাতালিয়া:

"খাও, রাগ কর না।"

ঝটকা মেরে ওর স্ত্রীর হাতখানা সরিয়ে দিল আর্তামোনোভ। তারপর সজোরে চোখদুটো বুঁজে, দাঁতে দাঁত চেপে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড ক্রোধে:

"কিছুতেই নেব না এ-খাবার! দূর হ সামনে থেকে!"